চেসপোক্যালিপ্স

চেস টিম অ্যাডভেঞ্চার

বলসাইন

BanglaBook.org

জেরেমি রবিনসন

কলসাইন : কিং

আবিষ্কৃত হয়েছে হাতিদের এক কিংবদন্তির গোরস্তান। ওখানে যে পরিমাণ হাতির দাঁত রয়েছে তা দিয়ে ইথিওপিয়া খুব সহজেই বিশ্বের সেরা ধনীদের কাতারে নাম লিখতে সক্ষম। তবে সেই গুহায় আরও রয়েছে এমন কিছু, যা দিয়ে সহজেই হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা যাবে সারা বিশ্বকে। পনেরো জন বিজ্ঞানী পা রাখলেন গুহায়, বের হতে পারলেন মাত্র একজন!

কলসাইন : কুইন

ইউক্রেনের ভূতুড়ে শহর প্রিপইয়াট। রাতে হঠাৎ করেই চালু হয়ে যায় পরিত্যক্ত ফেরিস হুইল, শোনা যায় কাতর মানুষের আর্তনাদ, চাঁদের আলোয় দেখা মেলে কিংবদন্তির মায়ানেকড়ের। নাছোড়বান্দা তিন কম বয়সি বন্ধু এসে পৌঁছাল সেই নিষিদ্ধ মৃত্যুপুরীর রহস্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু বেঁচে ফিরল মাত্র একজন। ঘটনাক্রমে জেলডা বেকার, যার কলসাইন: কুইন, চেস টিমের অন্য এক সদস্য রুককে খুঁজতে গিয়ে হাজির হলো ঠিক সেই ভূতুড়ে শহরে। বেঁচে থাকা কিশোরী সাহায্য চাইল ওর। কিন্তু সাহায্য তো দূর, নিজের জীবন নিয়েই টানাটানি পড়ে গেল কুইনের। মায়ানেকড়ের পাশাপাশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুদক্ষ একদল মার্সেনারির আক্রমণের কবলে পড়ল ও।

কলসাইন : রুক

ব্যর্থ এক মিশনে সঙ্গীদের হারিয়ে সাইবেরিয়া থেকে পাততাড়ি গোটাল স্ট্যান ট্রেম্বলে, যার কলসাইন: রুক। ক্লান্ত রুক আশ্রয় নিল ফেনরিস কিস্টবি নামের একটা শহরে। প্রথম দেখায় আর্কটিক সার্কেলের এই ছোট্ট শহরটাকে ছিমছাম বলেই মনে হয়! কিন্তু শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত স্ট্যান অচিরেই বুঝতে পারল: শহরের শান্ত পরিবেশের উপর ঘনিয়ে আসছে ঝড়। সদ্য আগতদের দেখতে পারে না শহরবাসীরা, রহস্যময় একপাল নেকড়ে রাতের বেলা প্রহরা দেয় শহরটাকে...আর এক ইয়েতি খুন করে বেরাচ্ছে শহরবাসীদের! সিদ্ধান্ত নিল রুক: এর শেষ দেখে ছাড়বে। কিন্তু দৃশ্যপটে আগমন হলো শহরের রহস্যময় মেয়র আর নাৎসি জার্মানদের। ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত আগুন গিয়ে পড়ল রুক!

ISBN 978-984-92382-5-6

জেরেমি রবিনসন

ষাটটিরও বেশি উপন্যাস আর উপন্যাসিকার জনপ্রিয় লেখক। অ্যাপোক্যালিপস মেশিন, আইল্যান্ড ৭৩১, সেকেন্ডওয়ার্ল্ড তার রচিত পাঠক নন্দিত বই। তবে তিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত তার জ্যাক সিগলার থ্রিলার সিরিজের কারণে। বিজ্ঞান, ইতিহাস আর পুরাণের দক্ষ সংমিশ্রণ তাকে এনে দিয়েছে অন্যতম জনপ্রিয় লেখকের সম্মান। তার লেখা উপন্যাস অনুকরণে বানানো হচ্ছে একাধিক চলচ্চিত্র ও টিভি সিরিজ, সেই সাথে তেরোটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তার লেখা। বর্তমানে তিনি স্ত্রী আর তিন সন্তানকে নিয়ে নিউ হ্যাম্পশায়ারে বাস করছেন।

www.BanglaBook.org

মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ

জন্ম সিরাজগঞ্জে। আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এসএসসি এবং রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করার পর ভর্তি হন শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজে। উচ্চতর শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজে, বর্তমানে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত আছেন।

লেখালেখির হাতেখড়ি 'রহস্য পত্রিকা'র মাধ্যমে। 'ট্রল মাউন্টেন' তার অনূদিত প্রথম গ্রন্থ, 'রাত এগারোটা' প্রথম মৌলিক। এছাড়াও পাঁচটি মৌলিক এবং প্রায় পঞ্চাশটির বেশি গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন।

মোঃ আফরানুল ইসলাম সিয়াম

জন্মগ্রহণ করেন ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ সালে।

আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল থেকে এস.এস.সি. এবং মাইলস্টোন কলেজ থেকে এইচ.এস.সি. পাশের পর বর্তমানে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোকলোর বিভাগে অধ্যয়নরত আছেন।

প্রকাশিত অনুবাদ : ব্লাডলাইন (২০১৭), সেভেন্থ প্লেগ (২০১৮), ডোরাডো (২০১৮), পুরাণের ভারত (২০১৮), সংস্কৃতি লোকসংস্কৃতি জনসংস্কৃতি (২০১৯), দ্য আলেকজান্ডার সাইফার (২০১৯), দ্য এক্সুডাস কোয়েস্ট (২০১৯), দ্য গ্রেট জু অভ চায়না (২০১৯)।

"কলসাইন: কুইন" তার একাদশতম অনুবাদগ্রন্থ।

কলসাইন

জেরেমি রবিনসন

শন এলিস

ডেভিড উড

এডওয়ার্ড জি. ট্যালবট

মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ

মো. আফরানুল ইসলাম সিয়াম

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তিরকুট

কলসাইন
কিং, কুইন, রুক

প্রথম প্রকাশ
জুলাই, ২০২০

প্রকাশক
এ. কে. এম. মাফিউল কাদির আদন
চিরকুট প্রকাশনী
২/৩ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

অনুবাদ স্বত্ব
চিরকুট প্রকাশনী

প্রচ্ছদ
আদনান আহমেদ রিজন

মূল্য
তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Callsign : King, Queen, Rook
Published by Chirkut Prokashoni
Price TK. 350.00 only
www.BanglaBook.org

কলসাইনঃ কিং

জেরেমি রবিনসন
শন এলিস

রূপান্তরঃ মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

প্রারম্ভ

আফার জেলা, ইথিয়োপিয়া

এক সপ্তাহ আগে

একাকী পানাহার করছে মোজেস সেলাসি।

খুব একটা অস্বাভাবিক না এই দৃশ্য। এমনিতেও মোজেস একা একা থাকতে পছন্দ করে। যাদেরকে সে নিজের চাইতে কম বুদ্ধিমত্তার বলে মনে করে, তাদের সাথে মেলামেশার খুব একটা আগ্রহ ওর মাঝে দেখা যায় না। তবে হ্যাঁ, ওর এই আচরণের কারণ গর্ব নয়। আসলে অধিকাংশ মানুষ যে সব বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহী, সেগুলো ওকে টানেই না। এই যেমন গুজব, সরকার আর অর্থনীতির বিষয়ে অভিযোগ, ফুটবল খেলার ফলাফল–এসব নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগে না মোজেসের। অবশ্য যে লোকের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার যোগ্যতা আছে, তার তেমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে কপালের ফেরে এখন ওকে দিনমজুরের কাজ করতে হচ্ছে! ইথিয়োপিয়া যেন এখনও শ্বেতাঙ্গদের কলোনি!

সামন্ত প্রভুরা নেই, তাই বলে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি দৃশ্যপটে। আফ্রিকার সম্পদ এখনও কুক্ষিগত করে রেখেছে বাইরের মানুষ। আগে তারা ছিল ইউরোপ থেকে আগত সম্রাট, এখন সেই স্থান নিয়েছে বড় বড় মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানি; আফ্রিকার অধিবাসীদের জন্য সম্পদের ছিটেফোঁটা ছাড়া আর কিছুই বাকি রাখেনি। যে নবীর নামে মোজেসের নাম, স্বপ্ন দেখত একদিন তার মতোই দেশবাসীকে মুক্ত করার।

এখন সেই স্বপ্ন যেন দূর অতীতের কল্পনা!

তবে আজ রাতে নিজেকে অন্যান্য প্রায় দুই ডজন মজুরের কাছ থেকে আলাদা রাখার বিশেষ কারণ আছে ওর। মজুরদের সবাইকে ভাড়া করেছে বিদেশিরা। তিন দিন আগে গুহায় শেষ প্রবেশ করেছে মানুষ, কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ বের হয়নি। তাই মজুরদের মাঝে শুরু হয়ে গিয়েছে জল্পনা-কল্পনা।

ঝামেলা একটা হয়েছে নিশ্চয়ই, মজুররা বলা-বলি করছে।

আচ্ছা, গুপ্তধন পায়নি তো?–কয়েকজনের ধারণা।

পরের গুজবটার ফল তো নিজেই দেখতে পেয়েছে মোজেস, উপস্থিত সবার চোখ যেন লোভে চকচক করে উঠেছিল। ওই গুহায় সোনার স্তূপ বা

BanglaBook.org

হীরার খনি আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু এই জমিতে অন্য ধরনের গুপ্তধন থাকাটা একেবারে অস্বাভাবিকও না। গ্রেট রিফট উপত্যকার খননকার্য থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে মানবজাতির প্রাচীনতম কিছু নিদর্শন। অনেকে তো এ-ও বলেন, এখান থেকেই শুরু হয়েছে মানবজাতির ধারা! এ ধরনের 'গুপ্তধন'-ই তো বিদেশিদের আকৃষ্ট করে। এই অভিযানের লক্ষ্যও যে তেমন কিছু, সে ব্যাপারে মোজেসের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আদ্দিস আবাবা ছাড়ার আগে, মনিবদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছে লোকটা। যে কোম্পানির নাম *নেক্সাস জেনেটিক রিসার্চ*, সেই কোম্পানির তেল বা স্বর্ণখনির পেছনে ছোটার সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ। বরং মানবজাতির প্রাচীনতম আদিপুরুষের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক।

সাথে সাথে মনঃস্থির করে ফেলেছিল মোজেস, ওই গুহায় কী রয়েছে তা ওকে দেখতেই হবে।

ক্যাম্পে সবার কাজ ভাগ করে দেয়া আছে। প্রথমে মজুরদের কাজ ছিল মাল নামানো, তাঁবু খাটানো আর সেই সাথে রান্না-বান্না ও টুকিটাকি কাজ করা। কয়েকজনকে কাজে লাগিয়ে অবশ্য গুহামুখ উন্মোচনও করেছিল গবেষকরা। কিন্তু গবেষকের দল সন্তুষ্ট হওয়া মাত্র তাদেরকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল কাজটা থেকে। সেই সাথে স্থান ত্যাগ করার উপর আরোপ করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। এমনকী যে খাবার মজুরেরা প্রস্তুত করছে, সেটাও গবেষকদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে একদল সশস্ত্র লোক। গবেষকদের মতো এই লোকগুলোও বিদেশি, তবুও তাদেরকে যে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়নি তা পরিষ্কার। খাবারগুলো গুহামুখে রেখে ফিরে আসছে তারা।

তবে পুরো ব্যাপারটায় কোনো-না-কোনো কিন্তু আছে। গত তিনদিনের মাঝে গুহা থেকে কেউ খাবার নিতেও বেরোয়নি।

আগুনের চারপাশে যেমন পোকা ওড়ে, তেমনি ক্যাম্প জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে গুজব। অন্য মজুরদের কাছ থেকে তেমন কিছু গুজব শুনেছে মোজেস। এদিকে বিদেশিরাও অস্বস্তির সাথে ঘোরাফেরা করছে।

নাস্তার অল্প কিছুক্ষণ পরেই, দুই সশস্ত্র লোককে সাথে নিয়ে গুহামুখে গিয়েছিল ক্যাম্পের সঞ্চালক। মিনিট পনেরো ইতস্তত করার পর ভেতরে প্রবেশও করে। প্রথম কিছুক্ষণ সহকারীর সাথে রেডিয়োতে যোগাযোগ ছিল সঞ্চালকের, তারপর থেকে একেবারে নীরব হয়ে আছে যন্ত্রটা। যেন তিন জন মানুষ গুহামুখ দিয়ে পা রেখেছে অন্য কোনো মহাবিশ্বে!

বিদেশিরা নিজেদের কাজও দক্ষতার সাথে ভাগ করে নিয়েছে। বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করতে পারে একমাত্র গবেষক দল, কেননা সব সরঞ্জাম এখন গুহার ভেতরে! তাই সহকারী অন্য কারো সাথে যোগাযোগ করতে চাইলেও তাকে ভেতরেই ঢুকতে হবে।

BanglaBook.org

ঘণ্টার সাথে পাল্লা দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করেছে ক্যাম্পবাসীদের ভয় আর আতঙ্ক। অনেক ইথিয়োপিয়ান মজুর তো ক্যাম্প থেকে পালাবার কথাও ভাবছে!

এদিকে প্রহরীদের চোখেও ধরা পড়েছে ব্যাপারটা। তাই মজুরদের শান্ত রাখার প্রয়াস হিসেবে শক্তি প্রদর্শনে নেমেছে তারা। বাহনগুলোর প্রহরী তো দ্বিগুণ করেইছে, সেই সাথে ক্যাম্প জুড়ে স্থাপন করেছে নজর রাখার স্থান।

বিদেশিদের প্রতি আনুগত্য নেই মোজেসের, আবার ক্যাম্প থেকে পালাতেও চায় না। গুহা নিয়ে ভয় ওর মাঝেও রয়েছে, কিন্তু ভয়কে হার মানিয়েছে সহজাত কৌতূহল। গবেষকরা নিশ্চয়ই ওই গুহায় কিছু না কিছু পেয়েছে। সেটা কী, তা ওকে জানতেই হবে।

প্লেটে রাখা খাবারগুলো অনেকটা জোর করেই গিলছে মোজেস। কাঠ-কাঠ খাবারগুলো যখন গলা নিয়ে নামতে অস্বীকৃতি জানাল, তখন ছুড়ে ফেলে দিল আধ-খাওয়া প্লেট। উঠে দাঁড়িয়ে হাটা শুরু করল তাবুর ফাঁক ধরে। যতদূর সম্ভব নিঃস্পৃহ একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল সে, ক্যাম্পের বর্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করলে কাজটা বেশ কঠিন। কিছুক্ষণের মাঝেই গুহামুখের যতটা কাছে সম্ভব উপস্থিত হলো মোজেস। দুটি মোটা তার–একটা বিদ্যুতের আর অন্যটা ইন্টারনেটের, ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসে পাহাড়ের দেয়ালে গা ঢাকা দিয়েছে। ওগুলোকে ভালোমতো লক্ষ্য করল মোজেস, পথ চিনতে কাজে লাগবে।

প্রহরা দলের প্রায় পুরোটাই লেগেছে ক্যাম্প পরিত্যাগকারীদের পেছনে। তাই বলে অভিযানের প্রধান লক্ষ, গুহামুখ একেবারে অরক্ষিত নেই। দুজন প্রহরীকে রাখা হয়েছে নজরদারিতে। পশ্চিম দিগন্তে ঝুলে রয়েছে সূর্য; মোজেস জানে কাজটা হয় এখনই করতে হবে, আর নয়তো কখনোই করা হবে না। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে একেবারে কাছের গার্ডের দিকে পা বাড়াল ও।

লোকটার চোখে সূর্যের আলো পড়ছে, তাই পিটপিট করে ওর দিকে তাকাচ্ছে প্রহরী। তাই দেখে বন্ধু-বৎসলভাবে হাত নাড়ল মোজেস। একটু ইতস্তত করে হাত নাড়ল প্রহরীও, অ্যাসল্ট রাইফেলের নল নেমে গিয়েছে নিচের দিকে।

আর কী চাই! এক ছুটে প্রহরীর কাছে পৌঁছে গেল মোজেস। বিভ্রান্ত লোকটা রাইফেল ফেলে কোমরে থাকা অস্ত্রের দিকে হাতটাও বাড়াতে পারল না, তার আগেই মোজেস ধাক্কা মারল তার গায়ে। সামলাতে না পেরে ক্যাম্পের দঙ্গল বাঁধানো তারগুলোর উপর আছড়ে পড়ল প্রহরী। মোজেস ধাক্কার জন্য প্রস্তুত ছিল বলে ওর খুব একটা অসুবিধা হলো না।

দ্বিতীয় প্রহরী সূর্যের জন্য তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সঙ্গী যে অকেজো হয়ে আছে, তা বুঝতে সময় লাগল তারও। কিন্তু খোলা জায়গায় পায়ের আওয়াজ শুনে ধরে ফেলল, ঝামেলা হয়েছে কোনো। তার চিৎকার

BanglaBook.org

করে দেয়া সাবধানবাণী কানে এল বটে মোজেসের, কিন্তু ও পাত্তা দিল না। এমনভাবে গুহামুখের দিকে দৌড়ানো শুরু করল যেন এর উপর নির্ভর করছে ওর জীবন।

বাস্তবতাও তেমনই।

কয়েক পা ফেলতে না ফেলতেই কানে এল বন্দুকের গর্জে ওঠার শব্দ এর কয়েক মুহূর্ত পর আবার...তারপর আবারও।

তবে একটা বুলেটও লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম হলো না। গুহামুখের পঞ্চাশ মিটারের মধ্য এসে পৌঁছাতে পারল বহাল তবিয়তেই, এরপর ত্রিশ মিটার...এরপর? ভেতরে।

নিজেকে অভিনন্দন জানিয়ে সময় নষ্ট করল না মোজেস। প্রহরীরা ওকে ধাওয়া করে আসবে বলে মনে হয় না, কিন্তু গুলি ছুঁড়তে তো আর বাধা নেই! দৌড়ানো থামাল না সে, আশপাশের দেয়ালের দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। কানে একমাত্র যে শব্দটা আসছে তা হলো ওর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি।

অ্যাড্রেনালিনের স্রোতে ভাটা পড়লে, দাঁড়িয়ে গেল মোজেস। গুহার মসৃণ দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ হাঁপিয়ে নিল। কেউ পিছু ধাওয়া করেনি নিশ্চিত হবার পর, চারপাশটা দেখে নেবার কাজে মন দিল।

এর আগে কখনো কোনো গুহায় পা রাখেনি লোকটা, তবে গুহা কেমন হওয়া উচিত–সেরকম একটা ধারণা করে রেখেছিল মনে মনে। এই গুহাটা ওর ধারণার সাথে একবিন্দুও মিলল না। অন্য দিনমজুরদের সাথে নিয়ে যে টানেলটা খুঁড়েছিল সে, ওটা দিয়ে বড়জোর একজন মানুষ প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ও, সেখান দিয়ে ট্রাক যেতেও সমস্যা হবে না।

গুহার ভেতরটা উপর থেকে ঝুলন্ত বাতি দিয়ে আলোকিত। গুহার ছাদে নেই ক্যালসিয়ামের পাথর বা নিচে নেই জমাটবদ্ধ পানি, রয়েছে কেবল ধুলো আর শুকনো পাথর। তবে আওয়াজ আছে, দূর থেকে ভেসে আসছে। কাজ করছে একদল মানুষ। শব্দ লক্ষ্য করে আবার হাঁটা ধরল মোজেস।

অনেক লম্বা একটা সুড়ঙ্গ, একে-বেঁকে এগোচ্ছে। আচমকা খাঁড়া হয়ে নেমে গেল পথ, তারপর দেখা গেল এক বিশাল বড় চেম্বার। ছাদ থেকে ঝুলন্ত আলোও সেই বিশাল ঘরটার পুরোটা আলোকিত করতে পারেনি। তবে দেখে মোজেসের মনে হলো, এই জায়গাটা একটা ফুটবল স্টেডিয়ামকেও ধারণ করতে পারবে।

এই গেল প্রথম চমক!

সুড়ঙ্গটা ফাঁকা হলেও, এই ঘরটা ভর্তি। মেঝেটা ভরে আছে বড় বড় সাদাটে পাথর দিয়ে!

'হাড়!' ফিসফিস করে বলল মোজেস। মানুষের হাড় না, আকারে মানুষের চাইতে বড় কোনো প্রাণীর হবে। হাজার হাজার কঙ্কাল পড়ে রয়েছে

BanglaBook.org

ওখানে, কয়েকটার সাথে তো এখনও মাংস আর রগ লেগে আছে! যতদূর চোখ যায় আর যতদূর দেখা যায়, শুধু হাড় আর হাড়।

কাছের একটা দেয়ালের সাথে লাগিয়ে রাখা হয়েছে একগাদা প্লাস্টিকের কেস। সেই সাথে আছে ভাঁজ করা যায় এমন কিছু টেবিল আর অনেকগুলো ল্যাপটপ। আরো কিছু বৈদ্যুতিক যন্ত্রও আছে। কিন্তু গবেষক দলের হদীস নেই। যন্ত্রগুলো এক নজরে দেখে নিয়ে সামনের দিকে মনোযোগ দিল ও। বুঝতে পারল, স্তূপকৃত হাড়ের ঠিক কেন্দ্র পর্যন্ত একটা পরিষ্কার রাস্তা করে রেখেছে কেউ। একটু আগে শোনা শব্দগুলো সম্ভবত ওখান থেকেই এসেছে।

ছাদের আলোয় পথ দেখে এগোতে কষ্ট হচ্ছে না মোজেসের। প্রায় চল্লিশ মিটার এগোবার পর গোলাকার একটা ফাঁকা স্থানে এসে পৌছাল সে, দেখতে পেল শব্দের উৎপত্তিস্থল।

নড়া-চড়া নজরে পড়ছে সামনে, কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখার পর চিনতে পারল গবেষকদের কয়েকজনকে। পাঁচজন পুরুষ আর দুজন মহিলা—তিন দিন আগে প্রবেশ করেছিল গুহায়। হাড়ের এই জঙ্গলের ভেতর ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে তারা, গবেষণা করছে বলে মনে হলো না। বরঞ্চ মনে হলো, কিছু একটা বানাচ্ছে...

সব মিলিয়ে মোট দশ জন ঢুকেছিল গুহায়, ভাবল মোজেস। *অন্যরা কই?*

এই গুহায় ভয়ঙ্কর কিছ্ একটা ঘটেছে, সামনে থাকা লোকগুলো হয় সেই ঘটনার শিকার...আর নয়তো তার হোতা। নিজেকে তাই লুকিয়ে রাখল মোজেস, কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না।

সাত গবেষক রোবোটের মতো হাঁটাচলা করছে। তাদের চেহারা অনুভূতিশূন্য। হাড় সরাচ্ছেও নিঃস্পৃহভাবে। অধিকাংশই সরিয়ে ফেলছে, তবে মাঝে মাঝে একটা-দুটো আবিষ্কার বের করে এনে সাজিয়ে রাখছে মাঝখানে। মনে হচ্ছে যেন কিছু একটা বানাচ্ছে। একটু সামনের দিকে এগিয়ে এল মোজেস, কৌতূহল ওকে পেয়ে বসেছে।

মনে হচ্ছে যেন কোনো মন্দির, ভাবল ও। *কিন্তু কার?*

ঝুঁকি নিয়েই সামনে এগোবার সিদ্ধান্ত নিল মোজেস। তবে দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ আছে বলে মনে হলো না—এক গবেষক তো ওর এক হাতের মাঝ দিয়েই চলে গেল। কিন্তু ফিরেও তাকাল না। পরিশ্রমী গবেষক যেন ওকে দেখতেই পায়নি, যেন দুনিয়াতে ওই হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই!

হাড়ের স্তূপের কাছে এসে উঁকি দিল মোজেস। অষ্টম এক গবেষককে খুঁজে পেল সাথে সাথেই, হাত-পা ছড়িয়ে কিছু একটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে মেয়েটা। কিন্তু নড়ছে না...মারা গিয়েছে নাকি? সন্দেহ হলো ওর। কিন্তু না, একদম হালকা হলেও শ্বাসের সাথে উঠছে-নামছে মেয়েটার বুক।

BanglaBook.org

ডক্টর ফেলিস কার্টার, জেনেটিসিস্টদের একজন–চিনতে পারল মোজেস। সেই সাথে গবেষক দলের একমাত্র কালো সদস্য। ও জানে, মেয়েটা আফ্রিকান না। সম্ভবত আফ্রিকান বংশোদ্ভূত আমেরিকান। কিন্তু চামড়ার কালো রঙ মোজেসের মাঝে এক ধরনের বন্ধনের অনুভূতি জন্ম দিল। অবচেতন মনেই হাড়ের স্তূপের মধ্যখানে শুয়ে থাকা মেয়েটার দিকে হাত বাড়াল ও...

...সাথে সাথেই বুঝতে পারল, এই গুহাটা আসলে কী!

মেয়েটাকে টেনে সরিয়ে আনল মোজেস।

সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল আওয়াজ।

ফেলিসকে কাঁধের উপর ফেলতে ফেলতে অন্য সাত গবেষকের দিকে তাকাল ও। সবাই কাজ থামিয়ে ওদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। তাদের চোখে এখনও নেই কোনো অনুভূতি, কিন্তু দেখছে যে ওদেরকেই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দৌড়াতে শুরু করল মোজেস।

হাঁড়ের ফাঁক দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটা আটকে আছে এক লোক। কিন্তু মোজেস এক মুহূর্তের জন্যও থামল না, সরাসরি লোকটার গায়ে ফাঁকা কাঁধটা দিয়ে ধাক্কা দিল ও। ছিটকে পড়ে গেল লোকটা। একটুও গতি না কমিয়ে ছুটে চলল সে, কিন্তু ওর নিজের পদশব্দ ছাপিয়েও শুনতে পেল পিছু ধাওয়াকারীদের পায়ের আওয়াজ।

সুড়ঙ্গ পার হয়ে এল যেন চোখের পলকেই। গুহামুখে আসার পর আচমকা উপলব্ধি করতে পারল, বাইরে বিপদটা সম্ভবত ভেতরের চাইতে বেশি! প্রহরীরা নিশ্চয়ই অ্যাসল্ট রাইফেল হাতে নিয়ে ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তবে কাঁধে ফেলিস রয়েছে, আশা করা যায় মহিলাকে দেখে তারা গুলি-বর্ষণ করবে না।

কিন্তু না, গুহামুখের বাইরে দাঁড়িয়ে নেই কোনো প্রহরী! তাদের সব মনোযোগ ক্যাম্পে শুরু হওয়া গোলমালের দিকে।

বোঝা গেল, মোজেসের দিকে ছোঁড়া গুলির আওয়াজে উত্তেজিত হয়ে পড়ছে ক্যাম্পের মজুররা। এমনিতেই উত্তেজিত শ্রমিকদের ক্ষেপাতে ওই শব্দটুকুই যথেষ্ট! তারা ধরে নিল, মজুরদের কাউকে উদ্দেশ্য করে ছোঁড়া হয়েছে গুলি। আর তাই ক্ষেপে গিয়ে নরক নামিয়ে এনেছে। গোধূলির আলোতে আকাশকে মনে হচ্ছে ধোঁয়ার চাদরে মোড়া। ভোঁতা চিৎকার আর আর্তনাদে ভরে উঠেছে উপত্যকা। মাঝে মাঝে দুই-একটা গুলির আওয়াজও ভেসে আসছে।

BanglaBook.org

এক মুহূর্তের জন্য থেমে কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল মোজেস, রোবোটের মতো এখনও পিছু ধাওয়া করে চলছে গবেষকরা। তপ্ত কড়াইতে থাকবে, নাকি ঝাঁপ দেবে জ্বলন্ত উনুনে–তা নিয়ে ধাঁধাঁয় পড়ে গেল বেচারা। একটু ভেবে বেছে নিল ক্যাম্পের গোলমালকে।

এদিকে আসার সময় যে প্রহরীদের দেখেছিল, তাদেরকে দেখতে পেল না এবার। তবে ধোঁয়ার আড়ালে কয়েকটা অবয়বকে নড়তে দেখল। কপাল ভালো, কারো নজরে না পড়েই চুপিসারে ক্যাম্পে প্রবেশ করতে সক্ষম হলো মোজেস।

ওর লক্ষ্য–অভিযানে ব্যবহৃত বাহনগুলো যেখানে রাখা হয়েছে, সেদিকে যাওয়া। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে অলস পড়ে রয়েছে ওগুলো। কিন্তু উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার সাথে সাথে পালাবার আশা ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল তার। আরো কয়েকজন শ্রমিকের মাথাতেও একই চিন্তা এসেছে। কয়েকটা রাইফেল দখল করে নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির পাশে। সাহসের শেষটুকু জড়ো করে এক অস্ত্রধারীর কাছে গেল মোজেস। 'দয়া করে আমাদেরকে একটা বাহনে ওঠার অনুমতি দাও।'

একটা ল্যান্ড ক্রুজারের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোক জবাব দিল। 'এসো, নিষেধ করেছে কে? তবে একেকজনের জন্য পাঁচশো বার গুণতে হবে।'

এই পরিমাণ অর্থ যে একজন শ্রমিকের কাছে নেই, তা লোকটা ভালো করেই জানে। কিন্তু মোজেস যেন আশার আলো খুঁজে পেল। কাঁধে ঝোলানো দেহটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এ একজন গবেষক। এই মহিলার জন্য তার কোম্পানি তোমাকে অনেক পয়সা দেবে।'

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল লোকটার মুখ। কিন্তু লেনদেন সম্পন্ন হবার আগেই পেছন থেকে ভেসে এল অদ্ভুত এক আওয়াজ। সাথে সাথে অস্ত্রধারীরা সবাই বন্দুকের নল সেদিকে তাক করল।

ঘুরে দাঁড়ানো মাত্র মোজেসের নজর পড়ল গুহা থেকে এই পর্যন্ত ছুটে আসা গবেষকদের দলটার উপর।

সাবধান করে দেবার জন্য হাঁক ছাড়ল এক অস্ত্রধারী, বন্দুক তখনও গবেষকদের দিকে তাক করা। কিন্তু আক্রমণকারী দলটাকে পরিচালনা করছে কোনো পাশবিক শক্তি, পাত্তাই দিল না তারা। বাহনগুলোকে ঘিরে ফেলল অদ্ভুত দক্ষতায়, হৃৎপিণ্ডের একবার ধুকপুকানি সমাপ্ত হবার আগেই কালো মানুষদের উপর হামলা করে বসল।

একটা গুলিও হলো না ছোঁড়া। রাইফেলগুলো জোর করে রক্ষীদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে, তাই স্বভাবতই ওগুলো খালি। তবে গবেষকের দল ওগুলোকে প্রাণঘাতী অস্ত্র বলে চিনতে পারল, অতিপ্রাকৃত শক্তি খাটিয়ে

BanglaBook.org

অস্ত্রগুলোকে কেড়ে নিল তারা। তারপর সেই অস্ত্রগুলো দিয়েই পেটাতে শুরু করল শ্রমিকদের।

জীবনে নৃশংসতা কম দেখেনি মোজেস, কিন্তু এই দৃশ্য ওকেও চমকে দিল। হাড় ভাঙ্গার মচমচ আর দেহের অভ্যন্তরের অঙ্গগুলোর থেঁতলে যাবার গা শিহরানো আওয়াজ তাকে অসুস্থ করে তুলল। এমন হচকচিয়ে গেল বেচারা যে ফেলিসসহ সে যে নিরাপদে আছে, তা উপলব্ধি করতেই কেটে গেল একটা মুহূর্ত।

কেন? আমাকে...আমাদেরকে ওরা আক্রমণ করছে না কেন?

সুযোগ চিনতে ভুল হয় না মোজেসের, তাই নিজেকে সামলে নিয়ে সদ্ব্যবহার করল এটারও। একদম কাছের ল্যান্ড ক্রুজারের কাছে গিয়ে ওটাতে চড়ে বসল ও।

দরজা বন্ধ করার পর কাঁধ থেকে নামাল ফেলিসকে। একটা মুহূর্তও নষ্ট না করে সাথে সাথে সামনের সিটে গিয়ে বসল। কপাল ভালো, চাবিটা জায়গামতোই আছে। ওটা ঘোরাতেই খকখক করে কেশে উঠলো ইঞ্জিন, স্বস্তির একটা পরশ বুলিয়ে গেল মোজেসের দেহ-মনে।

তবে ওই পরশ পর্যন্তই। চোখ তুলে তাকানো মাত্র লোকটার নজরে পড়ল, রোবোট গবেষকের দল তাদের হাতের কাজ শেষ করে এবার ল্যান্ড ক্রুজারটাকে ঘিরে ধরেছে!

এই মেয়ে, বুঝতে পারল মোজেস। *এই মেয়েকে রক্ষা করতে চাইছে এরা!*

কিন্তু না, গুহার ভেতরে দেখা দৃশ্যটা আরেক ধারণার জন্ম দিল ওর মনে। গবেষকের দল এই মেয়ের রক্ষাকর্তা নয়...তার উপাসক! আর মোজেসকে তারা দেখছে দেবীর অপহরণকারী রূপে!

দেখুক। পারলে ঠেকাক আমাকে।

অ্যাক্সিলেটরে পা চেপে বসল মোজেসের। এস.ইউ.ভি. সাথে সাথে লাফ দিল সামনে, পথে দাঁড়ানো তিন গবেষককে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। কিল আর রাইফেলের বাটের আঘাত পড়তে লাগল ফেন্ডার আর কাঁচে। কিন্তু এতকিছু করেও ওকে থামাতে পারল না গবেষকের দল। সবকিছু তুচ্ছ করে এগিয়ে চলল ল্যান্ড ক্রুজার, সামনে কে পড়ছে তার তোয়াক্কা করল না। পরিস্থিতির সাথে বেমানানভাবে বিনা নাটকীয়তায় হারিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

>>>সারা ফগের নেতৃত্বে পাঠানো সি.ডি.সি. দলটা প্রধান লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। ফগের মলিকুলার বায়োলজী, জেনেটিক্স এবং বায়ো-কেমিস্ট্রিতে উচ্চতর ডিগ্রি রয়েছে। সফলভাবে টিকা আবিষ্কারের সম্ভাবনা ৫৩.৩%।

BanglaBook.org

৫৩.৩%? মাত্র!

>>>অন্যান্য দলগুলোর ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা যথাক্রমে ৩৯.৭%, ৩৬.২% এবং ২৮.৮%। ফগের দলের সফল হবার সম্ভাবনাই তাই সবচাইতে বেশি।

তুমি যা বলো।

>>>সতর্কবার্তা! ফগ রওনা দেবার আগে অননুমোদিত একটা সংযোগ স্থাপন করেছে।

কাকে ফোন দিয়েছিল?

>>>মেয়েটা জ্যাক সিগলারকে একটা খুদে বার্তা পাঠিয়েছে। লোকটার সর্বশেষ অবস্থান: ফোর্ট ব্র্যাগ, নর্থ ক্যারোলিনা।

আর্মির লোক নাকি?

>>>খোঁজা হচ্ছে।

>>>সিগলারের সেনাবাহিনী সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সর্বশেষ উন্মুক্ত নথি অনুসারে, ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে সে ষষ্ঠ রেঞ্জার ব্যাটেলিয়নের প্লাটুন লিডার ছিল।

খুব ভালো! এর মানে লোকটা গোপন কোনো দলের সাথে সংযুক্ত।

>>>৮২.৫% নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়, সিগলার এখনও ইউ.এস. মিলিটারির হয়ে কাজ করছে।

ফগের সাথে তার সম্পর্ক কী? কী বার্তা পাঠিয়েছে মেয়েটা?

>>>বার্তার ধরন দেখে আন্দাজ করা যায়, দুজনের সম্পর্কটা অনুরাগের। তবে এই বার্তার মাঝ দিয়ে গোপনে দলের লক্ষ্য সম্পর্কে একটা ধারণা দেবার সম্ভাবনা শতকরা ৯৯.৭%।

এর আগে এতটা নিশ্চয়তা দিয়ে তুমি আর কিছু বলোনি!

>>>সিগলার বার্তা পাবার সাথে সাথে প্রধান লক্ষ্যে যাবার জন্য বিমানের টিকিট কেটেছে। তাই এমন নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভবপর।

তাহলে প্রথমে সেটাই বলতে! তার মানে, এই ফগ মেয়েটার প্রেমিক আসলে এক র‍্যাম্বো। এই মুহূর্তে সে প্রধান লক্ষ্যের দিকে রওনা দিয়েছে। তা আমাকে কী করতে বলো?

>>>যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য নেই বলে সিগলারের উপস্থিতি আমাদের উদ্দেশ্যের উপর কী প্রভাব ফেলবে, তা বলা যাচ্ছে না।

প্রতিকারের চাইতে, প্রতিরোধই উত্তম। ঠিক আছে, আমি দেখছি ব্যাপারটা।

BanglaBook.org

গ্যামবিট

এক

আদ্দিস আবাবা, ইথিয়োপিয়া

কিং-কে খুন করতে পাঠানো হয়েছে চারজন মানুষ।

অবশ্য তারা ওকে 'কিং' নামে চেনে না, চেনে জ্যাক সিগলার নামে। কিন্তু এই নামটার কোনো গুরুত্বও ওদের কাছে নেই। আর দশটা লক্ষ্যের মতোই, কিং কেবলই আরেকটা লক্ষ্য! তবে হ্যাঁ, যদি জানত ওদের লক্ষ চেস টিম নামের এক গোপন সংগঠনের নেতা, তাহলে সম্ভবত চার জন না পাঠিয়ে চল্লিশ জনকে পাঠাত!

ট্যাক্সির পেছনের সিটে আরাম করে বসার প্রয়াস পেল কিং, ক্লান্ত চোখদুটোকে একটু বিশ্রাম দিতে চাইল। এই ক্লান্তির উৎপত্তি কিন্তু শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম থেকে নয়! ও দুটো জ্যাক সিগলারকে বাড়তি উদ্দীপনা জোগায়।

সেনাবাহিনীতে দারুণ কাজে লেগেছিল এই বৈশিষ্ট্য। হুমকির ধরন যেমনই হোক না কেন, খুব সহজেই সেগুলোকে পরাস্ত করতে পেরেছিল ও। বারো মাইল লম্বা মাইন পোঁতা রাস্তা রাতের অন্ধকারে পার হওয়া বা বিশ্বের সবচেয়ে রক্তপিপাসু সন্ত্রাসীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে নেমে পড়া–এসব ছিল জ্যাকের বাঁ হাতের খেল। পরবর্তীতে চেস টিমের প্রধান হিসেবেও দারুণ কাজে লেগেছে এই বৈশিষ্ট্য।

আমেরিকার সবচেয়ে গোপন, আর সম্ভবত সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দল এই চেস টিম। শুধু নিজ দেশকেই নয়, সারা বিশ্বে সুরক্ষার দায়িত্ব দলটার ওপর ন্যস্ত। যেখানে সাধারণ সেনাবাহিনী হার মানে, সেখানে শুরু হয় ওদের কাজ। দলের সদস্যরা দাবা খেলার ঘুঁটি অনুসারে যার যার কলসাইন, মানে ছদ্মনাম বেছে নিয়েছে। দলনেতা বলে স্বভাবতই জ্যাক সিগলারের নাম 'কিং', হাজার পুরুষের ভীড়েও যোদ্ধা হিসেবে আলাদা নজর কাড়তে সক্ষম জেলডা বেকার হচ্ছে 'কুইন'। এরিক সমার্স, জন্মসূত্রে ইরানিয়ান, আর জাত্যবোধে আমেরিকান হলো 'বিশপ', লোকটার দেহ দেখে আর্নল্ড শোয়ার্জিনেগারও পালাবার পথ পাবেন না। কোরিয়ান দাই-জুং নাম নিয়েছে 'নাইট' আর 'রুক' হচ্ছে স্ট্যান ট্রেম্বলে...

BanglaBook.org

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিং। রুক অনেক দিন ধরেই নিখোঁজ। যারা যারা স্ট্যানের শেষ অভিযান সম্পর্কে জানে, তারা ওকে মৃত বলেই ধরে নিয়েছে। কিং-এর ক্লান্তির এটাও একটা কারণ। সেই সাথে ওর নিজের বাবা-মা সম্পর্কে সদ্য জানা তথ্যটাও সেজন্য কম দায়ী না। জ্যাক জানতে পেরেছে: ওর স্নেহময়ী মা আর ওদেরকে পরিত্যাগ করা বাবা, দুজনেই আসলে রাশিয়ার গুপ্তচর! সরাসরি চেস টিমের বিপক্ষে তাদেরকে লাগিয়ে রাখা হয়েছিল!

এর সাথে আবার যোগ হয়েছে ফিয়োনা লেনের পালক পিতা হিসাবে আসা দায়িত্ব। তেরো বছর বয়সী এতিম মেয়েটা অতি-প্রাচীন আর আপাত-স্বর্গীয় এক ভাষায় দারুণ দক্ষ। আর তাই সে পরিণত হয়েছে অপহরণ কিংবা গুপ্তহত্যার লক্ষ্যে। প্রথম প্রথম কিং-এর দায়িত্ব ছিল মেয়েটাকে দেখে রাখা। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে নিজের সন্তানের মতোই তাকে ভালোবেসে ফেলেছে ও।

কাগজে কলমে অবশ্য এখন আর ফিয়োনা লেন বলে কেউ নেই। চেস টিম উদ্ধার করার পর, মেয়েটা ওদের সাথে চলে এসেছে। তবে তাই বলে কিং-এর ঝামেলা কমেনি। মাঝে মাঝে তো জ্যাকের মনে হয়, এর চাইতে সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করা বড় সহজ কাজ।

তবে ওর ক্লান্তির আসল কারণ হচ্ছে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা। গত বিশটা ঘণ্টার প্রায় পুরোটাই ব্যয় হয়েছে প্যাসেঞ্জার জেটের ছোট খুপরিতে। সেই সাথে টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়ানো আর সিকিউরিটি চেকের মতো একঘেঁয়ে ব্যাপারগুলো তো আছেই!

সারা ফগ বিপদে পড়েছে, এই চিন্তাটা আরো কাবু করে ফেলেছে ওকে। সারা, কিং-এর প্রেমিকা।

প্রেমিকা শব্দটা বড় অপরিচিত ঠেকে কিং-এর কাছে। ভালোবাসার দেবী তাই ওর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। কয়েক মাসের বেশি টেকেনি আগের একটা সম্পর্কও। কিন্তু ২০১০ সালে ভিয়েতনামে একটা সমস্যা একসাথে সমাধান করার পর থেকে সেই যে প্রেম শুরু হয়েছে দুজনের মাঝে, তাতে এখনও ভাঁটা পড়েনি। সারা সি.ডি.সি.-এর গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য, 'রোগের গোয়েন্দা' হিসেবে মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করাই ওর কাজ!

ওদের সম্পর্কটা যে আর দশটা সম্পর্কের মতো সাধারণ নয়, তা তো বলাই বাহুল্য!

কালো, অগোছালো চুলে একবার হাত বুলিয়ে পকেট থেকে ফোনটা বের করে আনল ও। পর্দায় বড় বড় করে লেখা-সংযোগ নেই। তবে ওর আগ্রহের বস্তুটা ফোনে সেভ করাই আছে। সারা বার্তা পাঠিয়েছে ওকে:সাফারিতে যাই। গরম জায়গা, সব কিছু ঠিক আছে। এক সপ্তাহ পর পিজ্জা খেলে কেমন হয়?[১]

BanglaBook.org

১Every Thing Is Ok. Pizza In A week or so.

গরম জায়গা–এই শব্দ দুটো সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে কিং-এর মনে। সারার মতো এপিডেমিয়োলজিস্টদের কাছে, যেকোনো ছোঁয়াচে রোগের উৎপত্তিস্থলই হলো *হট জোন* বা গরম জায়গা। মেসেজের বাকি অংশটা অবশ্য নিরীহ বলে মনে হয়।

কিন্তু যারা সারা ফগকে চেনে, তারা সে কথা ধরে নেয়ার ভুলটা করবে না।

দেখার সাথে সাথে বার্তাটার আসল অর্থ ধরতে পেরেছে কিং। সারা এমন ভাষায় মেসেজ পাঠাতেই পারে না, তার উপর আবার স্মাইলি! অসম্ভব!

আসলে মেসেজ আসাটাই একটা বড় ব্যাপার। সি.ডি.সি.র কোনো দলকে যখন কোথাও পাঠানো হয়, তখন বাইরে দুনিয়ার সাথে একেবারে সংযোগহীন হয়ে পড়ে তারা। দলের প্রধান হিসেবে সারা এই নিয়মটা খুব ভালো করেই জানে। তাই ওর এই অনিয়মটা বড় বেশি চোখে লাগছে, খুব বড় কোনো ঝামেলা না হলে মেয়েটা এই কাজ করত না।

মেসেজের আসল উদ্দেশ্য ধরতে পনেরো সেকেন্ডও লাগেনি জ্যাকের। বড় হাতের অক্ষরগুলোই সারার গন্তব্য পরিষ্কার করে দিয়েছেঃ ইথিয়োপিয়া। খুব কঠিন কোড না, তবে এন.এস.এ.র বিখ্যাত এশলনের মতো কম্পিউটারাইজড নজর রাখার সফটওয়্যারকে ধোঁকা দিতে পারার কথা। যাই হোক মেসেজ পাবার কয়েক মিনিটের মাঝে রওনা দিয়ে দিয়েছে কিং।

একা একাই এই ব্যাপারটা সামলাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। চেস টিমের অন্যান্য সদস্যরা এমনিতেও নানা কাজে ব্যস্ত। এরকম একটা মেসেজ আর কেবল অশুভ কিছু ঘটার অনুভূতিকে পুঁজি করে সবার সময় নষ্ট করতে চায়নি ও। আর তাই সাহায্য নেয়নি ডিপ ব্লুরও!

কিং হয়তো চেস টিমের মাথা, কিন্তু ডিপ ব্লু হচ্ছেন পুরো দলটার চালিকা শক্তি। প্রথম প্রথম দলের সদস্যদের ধারণা ছিল, নামটা আসলে দাবার চ্যাম্পিয়ান গ্যারি কাসপারভকে ১৯৯০ সালে হারানো কম্পিউটারের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নেয়া কোনো হ্যাকারের নাম! কিন্তু পরে তারা জানতে পারল, ডিপ ব্লু আসলে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট, টম ডানকান! প্রাক্তন এই আর্মি রেঞ্জার তার ফাঁকা সময়টা ব্যয় করছিলেন চেস টিমের চোখ, কান আর পথ-প্রদর্শক হিসেবে। দেশকে বাঁচাবার জন্য এই কয়েকদিন আগেই পদত্যাগ করেছেন তিনি, তাই বলে চেস টিমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। কী-বোর্ডের কয়েকটা বোতাম টিপেই তিনি তিন ঘণ্টার মাঝে কিংকে ইথিয়োপিয়ায় পৌঁছে দিতে পারতেন, তাও সব অস্ত্র আর যন্ত্রসহ!

অবশ্য সারার যদি তেমন সাহায্যের প্রয়োজন হতো, তাহলে সরাসরি চাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না। প্রকৃতপক্ষে, সারা যে এই বার্তার মাধ্যমে ওর সাহায্য চেয়েছে, সেটাই নিশ্চিত করে বলতে পারছে না কিং। হয়তো

BanglaBook.org

বোঝাতে চেয়েছে, আমার উপর নজর রেখ। তবে ঝুঁকি নিতে চায়নি ছেলেটা।

তাই পছন্দের সিগ পি২২০ .৪৫ ক্যালিবারের সেমি অটোমেটিক অস্ত্রটা আর সাত ইঞ্চি লম্বা কা-বার ছুরি ছাড়াই চলে এসেছে সে। এখন বসে আছে এক জীর্ণ টয়োটা করোলা ট্যাক্সি ক্যাবে। পরনে রয়েছে কালো এলভিস টি-শার্ট আর নীল জিন্স। সাথের ব্যাগে আর কোনো বাড়তি পোশাক নেই। ফোনের নেটওয়ার্ক ইথিয়োপিয়াতে কাজ করতে ব্যর্থ। তবে তার অর্থ এই না যে একেবারে রাম গরুড়ের ছানা বনে গিয়েছে। চেস টিমের হাত বিস্তৃত সারা বিশ্ব জুড়ে। ওর ফোনেও আছে ইথিয়োপিয়াবাসী তেমন অনেকের নাম্বার। চাইলেই যে কোনো কিছু খুব অল্প সময়ের মাঝে চলে আসবে জ্যাকের হাতে। জার্মানির এক মিশনের সময় গোপন সূত্রে জানতে পেরেছে, সি.ডি.সি. দল আদ্দিস আবাবার তেওয়াহেদো জেনারেল হাসপাতালে একটা কমান্ড সেন্টার স্থাপন করা হবে। কিং যতদূর জানে, এতক্ষণে দলটা নিশ্চয়ই পৌঁছেও গিয়েছে জায়গামতো। বোল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে হাসপাতালে পৌঁছাতে আধ-ঘণ্টার বেশি সময় লাগার কথা না। কিং-এর হিসাব অনুসারে, এক ঘণ্টার মাঝে সে যেকোনো কিছু মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হয়ে যাবে।

বেচারা জানে না, এই এক ঘণ্টা সময়ও ওর হাতে নেই।

যেকোনো যোদ্ধাকে সর্বপ্রথম যে শিক্ষাটা দেয়া হয় তা হলো, পরিস্থিতির ব্যাপারে সজাগ থাকা। কোনো ধরনের হুমকির সম্ভাবনা না থাকলেও, কিং তাই সদা-সতর্ক হয়ে থাকে। কয়েক মিনিট পরপর ঘাড়টাকে বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে সবকিছু দেখে নেয়াটা ওর স্বভাবে পরিণত হয়েছে। পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া পথচারী, অন্ধকার গলিতে আত্মগোপন করে থাকা মানুষ–কেউই ওর নজর এড়ায় না। এড়ায় না ট্রাফিক ঠেলে এগোতে থাকা গাড়িও। কোনো বিপদই জানান দিয়ে আসে না, তবে দক্ষ সৈন্যরা সেগুলো কীভাবে যেন আঁচ করতে পারে।

তবে একজোড়া কালো ডজ পিক-আপকে ছুটে আসতে দেখাটা মনে হয় না কেউ মিস করবে।

এতক্ষণ ধরে দেখতে পাওয়া গাড়িগুলোর মাঝে আলাদা করে নজর কাড়লো কালো দুটো গাড়ি। কিং-এর জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়তো ওগুলোর তাৎপর্য ধরতে পারত না। কিন্তু বাগদাদ আর কান্দাহারের রাস্তায় এসব গাড়ি কম দেখেনি জ্যাক। কালো দেহ, কালো এবং বুলেটপ্রুফ কাঁচ আর শক্ত প্লেটিং দেয়া এই গাড়িগুলো ব্যবহার করে কেবল বেসরকারী নিরাপত্তা সংস্থা, এককথায় ভাড়াটে সেনারা।

BanglaBook.org

কাকতাল নিশ্চয়ই, ভাবল ও। উন্নয়নশীল দেশে ভাড়াটে সৈন্যের দেখা পাওয়াটা একদম স্বাভাবিক। ধনী ব্যবসায়ীদের দেহরক্ষী, পুলিশের সহযোগী বা সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষক হিসেবেও অনেক সময় নিয়োগ দেয়া হয় তাদের।

কিন্তু এই ধারণাটার স্থায়িত্ব হলো মাত্র দশ সেকেন্ড। এরই মাঝে একদম সামনের ট্রাকটা এগিয়ে এসে ট্যাক্সির সাথে চলতে শুরু করল! সেই সাথে নেমে এল ওটার যাত্রীর দিককার জানালার কাঁচ!

'সাবধান!'

চিৎকার করতে করতেই কিং দলা পাকিয়ে শুয়ে পড়ল ড্রাইভারের সিটের পেছনে। এক মুহূর্ত পর শুনতে পেল ধাতুর উপর বুলেটের আছড়ে পড়ার শব্দ, সেই সাথে কাঁচ ভাঙার রিন-ঝিন আওয়াজ তো আছেই। কিন্তু বুলেট বের হবার শব্দ নেই! ঝুঁকি নিয়ে একবার মাথা উঁচু করে তাকাল কিং।

ড্রাইভারের পাশের একটা জানালাও আর আস্ত নেই। এমনকি উইন্ডশিল্ডটাতেও জালের মতো ফাটল ধরেছে। কিং দেখতে পেল, সামনের গাড়িটা প্রায় একশো মিটার সামনে এগিয়ে গিয়েছে, পরেরটা এখনও ওদের গাড়ির পেছনে। ড্রাইভারের দিকে মনোযোগ দিল সে।

'শোনো...' বাক্যটা শেষ করার আর দরকার হলো না। ইথিয়োপিয়ান লোকটা স্টিয়ারিং হুইলের উপর শুয়ে আছে। মাথার পেছন দিকটা রক্ত আর মগজে মাখামাখা।

অর্থহীন খুনটা দেখে রাগে গাল বকে উঠল কিং। ঠিক তখনই উপলব্ধি করতে পারল–ক্যাবটা অনিয়ন্ত্রিতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে রাস্তার ধারের দিকে!

চোখে পড়ার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও, দেহের সামনের অংশটা ড্রাইভারের সিটের ওপর ছুঁড়ে দিল কিং। গাড়ি যদি রাস্তার পাশের খাদে পড়ে, তাহলে আর দেখতে হবে না। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে কোনোক্রমে বাঁচালো ও। এদিকে গতি কমে এসেছে করোলার, সেই সুযোগে একটা বক্সের মাঝে ওর গাড়িটাকে ফেলে দিয়েছে দুই পিক-আপ। আর কিছুক্ষণের মাঝেই সাঙ্গ হবে খেলা।

দরকারের সময়...আমার টিম কই?

মাথা থেকে দলের চিন্তাটা ঝাঁটিয়ে সরিয়ে দিল কিং। হার মেনে নেয়া চলবে না। দল পাশে নেই বলেই হতাশ হয়ে যাবে? দাবার বোর্ডে রাজা সবচেয়ে দুর্বল আর কমজোর ঘুঁটি হতে পারে, কিন্তু নাম কিং বলেই ও নিজে দাবার রাজার মতো অক্ষম হয়ে যায়নি। তবে হ্যাঁ, রুক পাশে থাকলে মন্দ হতো না।

হাতের কাজে মনোযোগ দাও। নিজেকে ধমকাও। এই করোলার নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে।

রুক্ষ হাতে ড্রাইভারের দেহটা পাশের সিটে সরিয়ে নিজে ড্রাইভিং সিটে বসে পড়ল জ্যাক। অ্যাক্সিলেটরে যখন পা স্পর্শ করাতে পেরেছে, তখন করোলাটার গতি ঘণ্টায় মাত্র ত্রিশ কিলোমিটারে নেমে এসেছে। চাইলে কিং

BanglaBook.org

এরচেয়ে জোরে দৌড়াতে পারে! ঘাড়ের উপর দিয়ে তাকিয়ে ধাওয়ারত পিক-আপের দিকে তাকাল ও। ওটা যেন সুনামির মতো ছুটে আসছে! আর কালক্ষেপণ না করে গাড়ির মেঝের সাথে মিশিয়ে দিল অ্যাক্সিলেটর।

তেল পেয়ে যেন ফুঁসে উঠল গাড়ির ইঞ্জিন। কিন্তু পুরনো বলেই হয়তো কিছুক্ষণ আদেশ মানতে চাইল না। গতি থেমে রইল কয়েক মুহূর্তের জন্য। যখন ইঞ্জিন সহযোগিতা করতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই পেছন থেকে ধাক্কা খেয়ে কিং আছড়ে পড়ল ড্যাশবোর্ডে।

তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা ওর ঘাড় জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে তা সহ্য করে নিল কিং। ধাওয়াকারী ডজের চালক সম্ভবত আশা করে ছিল, ধাক্কা খেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারাবে করোলা। কিন্তু তা না করে উল্টো যেন পাখা গজাল ওটার। আকস্মাৎ বেড়ে গেল গাড়িটার গতি।

ক্ষুদ্র হলেও, ব্যাপারটাকে বিজয় বলেই ধরে নিল কিং। শত্রুপক্ষ সংখ্যায় বেশি, তাদের পরিচয়ও জানে না। তাই ওদের বিজয়ের সম্ভাবনাই বেশি। তবে হাল ছাড়বে না জ্যাক; স্পিডোমিটারের দিকে তাকিয়ে দেখল, ওটা একশোর কাঁটা ছুঁই ছুঁই করছে। প্রতি-আক্রমণ করার কী কী উপকরণ রয়েছে চারপাশে, মনে মনে সেটা গুছিয়ে নিল।

বেশিক্ষণ লাগল না কাজটাতে, তালিকাটা শুরু না হতেই ফুরিয়ে গিয়েছে!

ভালোভাবে দেখার জন্য উইন্ডশিল্ডে একটা ফুটো করে নিল কিং। সামনের পিক-আপটা ব্রেক কষে রাস্তার ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সাইড মিরর দিয়ে দেখতে পাচ্ছে পেছনের গাড়িটার এগিয়ে আসা, আরেকবার ধাক্কা মারবে বলে মনে হচ্ছে। দুই ড্রাইভার আলাপ-আলোচনা করেই এগোচ্ছে, বুঝতে পারল কিং। বাঁচতে হলে তাই নিতে হবে অভাবনীয় কোনো পদক্ষেপ।

রাস্তার ডান দিকে নজর গেল ওর, ওদিকে এগোতে চাইল কিন্তু সামনের পিক-আপটা সরে গিয়ে আটকে দিল ওর রাস্তা।

বাঁ দিকে গাড়ির মুখ ঘোরাল গাড়িটার, কিন্তু পিক-আপটাও সরে এল সেদিকে।

আরো দুবার একই কাজ করল সে, কাজ হবে বলে আশা করেনি। চেয়েছিল কেবল ড্রাইভার কতোটা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সেটা দেখতে। সেই সাথে করোলার অবস্থা দেখাও দরকার ছিল। খুব ভালো কন্ডিশনে নেই ওটা, তবে প্রয়োজনের সময়ায় ওকে হতাশ করবে বলেও মনে হয় না।

শেষ বারের মতো বাঁ দিকে সরিয়ে আনল গাড়ি একদম রাস্তার ধারে। পিক-আপটাও পিছু ছাড়ল না। আগেরবারের মতোই আবার ডান দিকে সরিয়ে আনল করোলা, আশা করছে পিক-আপের ড্রাইভার ওকে দেখতে পাবে না। হলোও তাই, করোলাটাকে থামাবার জন্য একেবারে ডান দিকে চলে এল পিক-আপ।

BanglaBook.org

কিং সুযোগ বুঝে গ্যাস পেডালের উপর দাঁড়িয়ে গেল যেন। পিক-আপটা ডান দিকে গেলেও, কিং সরে গেল একেবারে বামে। পিক-আপের ড্রাইভার সামলে নেবার আগেই বাঁ দিকের ফাঁকা হওয়া জায়গা দিয়ে করোলাটা বের করে আনল সে।

শত্রুর গাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় ড্রাইভারের দিকে তাকাল ও, এক ককেশিয়ান লোক চেহারায় বিরক্তি নিয়ে সিটে বসে আছে। এক মুহূর্ত পরই বাতাসের গতিতে পেরিয়ে গেল করোলাটা, শত্রুর ফাঁদ কাটতে সক্ষম হয়েছে।

জয়ের উল্লাসে সময় নষ্ট করতে গেল না ও, ত্রিশ সেকেন্ড আগে যে অবস্থা ছিল, এখনকার অবস্থা তার চাইতে খুব একটা বেশি ভালো হয়নি। ধাওয়াকারীদের ধোঁকা না দেয়া পর্যন্ত হবেও না। এদিকে হাইওয়েতে না উঠলে তা অসম্ভব, পিক-আপ গুলোর ইঞ্জিনের শক্তি ওর করোলাকে হার মানাবে খুব সহজেই। রাস্তার দিকে একটা চোখ রেখে, ফোনটা বের করে আনল আবার।

রওনা দেবার আগেই আদ্দিস আবাবার একটা ম্যাপ নিয়ে এসেছে মোবাইলে। জিপিএস এর মতো কাজের না হলেও, একেবারে কিছু না থাকার চাইতে ভালো ওটা। টাচ স্ক্রিনে আঙুল বুলিয়ে ম্যাপটাকে বড় করে আনল ও। বিমান বন্দরটাকে খুঁজে পেতেই সহজ হয়ে গেল বাকি কাজ। রিং রোড–শহরকে ঘিরে থাকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাইওয়ের ঠিক কোথায় ও আছে তা আন্দাজ করতে পারল।

বিমান বন্দরের আশপাশের এলাকায় মানুষ নেই বললেই চলে। রাস্তার গোলকধাঁধা শুরু হয়েছে শহরে ঢোকার পর। যদি ওই পর্যন্ত যেতে পারে, তাহলে হয়তো এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যাবে।

যদি, অসন্তোষের সাথে ভাবল কিং।

ট্যাক্সির দেহজুড়ে হাতুড়ির আঘাত পড়ার মতো শব্দ হতে লাগল। ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে বুঝতে পেরে, মাথা নামিয়ে নিল কিং। আচমকা মনে হলো, ওর ডান হাতে যেন সাপ ছোবল বসিয়ে দিয়েছে। ফিরেও তাকাল না; বুলেটের আঘাত হলেও যেহেতু হাত নাড়াতে পারছে, তাই খুব একটা গভীর হবার কথা না। আর হলেও বা কী? এই মুহূর্তে ক্ষতের পরিচর্যা করা অসম্ভব।

এসব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ বুঝে ফেলল, গুলি ছোঁড়া হয়েছে ওর মনোযোগ অন্য দিকে ফেরাবার জন্য। ও যখন ঝুঁকে গিয়েছিল, তখনই সুযোগ কাজে লাগিয়ে একদম কাছে চলে এসেছে একটা পিক-আপ।

প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল ও–করোলাকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে! সৈন্যদেরকে এই টেকনিকটাও শেখানো হয়। যদি পলায়নরত গাড়ির পেছনের চাকায় মাপা আঘাত করা যায়, তাহলে ওটাকে একশো আশি ডিগ্রি ঘোরানো

BanglaBook.org

সম্ভব। অধিকাংশ সময় দেখা যায়, এতে আঘাতপ্রাপ্ত গাড়িটা দাঁড়িয়েই পড়েছে!

ওই ক্লাসটা আমিও করেছি, গর্দভ!

পিক-আপটা যখন আঘাত হানল, তখন কিং তৈরি। ওটা ওর দিকে এগিয়ে আসতেই ব্রেক করল সে। ডজের ড্রাইভারটা যেখানে করোলাকে আশা করেছিল, সেখানে আর পেল না। এদিকে সে নিজের গাড়িটাকে ঘুরিয়েও ফেলেছে, বন্ধ করার আর উপায় নেই। ডজটা সাঁই করে কিং-এর সামনে দিয়ে চলে গেল। কিং-ও বসে নেই, গতি আবার বাড়িয়ে সে ডজটাকে পাশ কাটাতে ব্যস্ত।

সফল হয়েই গিয়েছিল প্রায়।

ধাতুর সাথে ধাতুর ঘর্ষণের বিশ্রী আওয়াজ কানে এল ওর। কলোরার সামনের বাম্পারের সাথে আঁটকে গিয়েছে ডজ পিক-আপটার পেছনের বাম্পার। আটকে পড়েছে দুই বাহন, একসাথে উল্টাতে শুরু করে দিয়েছে।

যেন দুই হিংস্র প্রাণী ঝাঁপিয়ে পড়েছে একে অন্যের ওপর।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দুই

সারা ফগ ভ্রমণ ব্যাপারটাকেই ঘৃণা করে।

অবশ্য ঘৃণা করে বলাটা সম্ভবত একটু বেশি বেশি হয়ে গেল। কেননা যদি আসলেই তা হতো, তবে মেয়েটা এই পেশায় আসত না।

সি.ডি.সি.র হয়ে যে কাজ করে ও, তাতে বেশিরভাগ সময় কাটাতে হয় ল্যাবরেটরির চার দেয়ালের মাঝে। তবে যেকোনো যুদ্ধের মতোই, জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মাঝে মাঝে ওকে মাঠে নামতে হয়। যার অর্থ–ভ্রমণ করা। প্রায়শই গিয়ে নামতে হয় পৃথিবীর অপরিচিত কোনো দূর অংশে গিয়ে।

তাতে অবশ্য সারার আপত্তি নেই। সত্যি বলতে কী, নতুন নতুন মানুষের, নতুন নতুন সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে পেরে ওর ভালোই লাগে। সারার ভ্রমণ-অপ্রীতি আর ল্যাবে বসে কাজ করার আগ্রহের পেছনে অন্য একটা কারণ আছে–সেন্সরি প্রসেসিং ডিসক্রিমিনেশন ডিজঅর্ডার নামের এক অদ্ভুত রোগের রোগী ও।

সাধারণত, মানুষের কোনো ইন্দ্রিয় উদ্দিপ্ত হওয়া মাত্র সেই উদ্দীপনা যথাযথ অঙ্গ যেমন চোখ, কান, নাক ইত্যাদি হয়ে চলে যায় মস্তিষ্কে। তারপর বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উদ্দীপনার সাথে মিলিয়ে দেখা হয় নব্য প্রাপ্ত উদ্দীপনাকে। আগেই অভিজ্ঞতা হয়েছে এমন সব স্মৃতির সাথে দৃশ্য, গন্ধ বা শব্দের খাপ খাইয়ে মস্তিষ্ক প্রতিক্রিয়া কেমন হবে তা ঠিক করে। যেমন আচমকা তীব্র আওয়াজ শুনতে পেলে মস্তিষ্ক প্রায়শই শরীরে অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহ বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু যাদের এই এস.ডি.ডি. রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন। উদ্দীপনা সেসব ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশে পৌঁছাতে পারে না। কানে শব্দ শুনে বা চোখে দেখে সাধারণ মানুষের যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাদের প্রতিক্রিয়া হয় তার থেকে অনেকটাই ভিন্ন।

জন্ম থেকেই এই রোগে আক্রান্ত বলে এস.ডি.ডি.কে সারার সমস্যা বলে মনে হয় না, বরং উল্টো। রোগটা জ্যাক সিগলারের দলের সাথে যাওয়া একাধিক অভিযানে প্রাণ বাঁচিয়েছে ওর। মাঝে মাঝে তো সারার মনে হয়, এই রোগটা আসলে এক 'সুপার পাওয়ার'! তবে দৈনন্দিন জীবনের কাজ করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যাও হয়।

নিজের ঘরে আর আটলান্টার সি.ডি.সি. ল্যাবে এই সমস্যা কমিয়ে আনার নানা উপায় অবলম্বন করে সারা। কিন্তু যখন মাঠ পর্যায়ে যেতে হয়, তখনই হয় সমস্যা...

BanglaBook.org

...আর তাই ভ্রমণে অনীহা।

লম্বা একটা শ্বাস নিল মেয়েটা, নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে ভাড়া করা এস.ইউ.ভি.র দরজা দিয়ে বাইরে পা রাখল।

আদ্দিস আবাবাকে এক হিসেবে আধুনিকই বলা যায়। মানবজাতির প্রাথমিক পূর্বসূরীরা সম্ভবত এই ইথিয়োপিয়াতেই আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু শহরটার বয়স মাত্র একশো বছর। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে নগরের গোড়াপত্তন করেন সম্রাট প্রথম মেনেলিক। বিশ্বের অন্য যেকোনো উন্নয়নশীল দেশে শহর গড়ে ওঠে বেশ কিছু গ্রামের সমন্বয়ে। অথচ আদ্দিস আবাবা একেবারে শুরু থেকেই নগর; শিক্ষা আর নানা ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র।তবে হ্যাঁ, পুরো মহাদেশ জুড়ে যে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে, তার আঁচ থেকে নগরী রেহাই পায়নি। গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ এসে এখানে বাসা বেঁধেছে, কিন্তু সেই তুলনায় কর্ম সংস্থান কই? তাই পথে অনেকগুলো রাস্তা জুড়ে সি.ডি.সি. দলটা ভিক্ষুকদের বসে থাকতে দেখেছে। আর যাই হোক, রাস্তাগুলো অন্তত পীচ ঢালা; উট, ষাঁড় বা গাধা সামনে পড়েনি।

কৌতূহলী হয়ে পরিচিত বাতাসে একবার শ্বাস টানল সারা, ভয় পাচ্ছিল যে অপরিচিত সব প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করবে ওর মস্তিষ্ক। কিন্তু তা হলো না! শব্দ বলতে রাস্তার গাড়ি আর হাসপাতালের আওয়াজ, গন্ধ পাচ্ছে তেল পোড়ার এবং ইউক্যালিপটাসের। কোনোটাই ওর পরিচিত নয়।

এখন পর্যন্ত অসুবিধা হয়নি কোনো, এস.ইউ.ভি.র জানালায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে ভাবল সারা। কালো চুল আর খেলোয়াড়সুলভ সৈষ্ঠবে ওকে খুব একটা মন্দ দেখাচ্ছে না। অন্তত আঁতেল শুনলেই মানুষের মনে যে চেহারা ভেসে ওঠা, তার সাথে একদম মিল নেই ওর।

'ডা. ফগ?'

ঘুরে দাঁড়িয়েই কৌতূহলী চেহারার এক এশিয়ান লোককে দেখতে পেল ও, পরনে তার হাফ হাতা শার্ট আর খাকি প্যান্ট। 'আমি সারা ফগ।' বলল মেয়েটা।

'আমি ডা. হিদেওশি নাকামুরা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে আছি।' মুচকি হাসি দেখা গেল লোকটার চেহারায়, তবে দুশ্চিন্তা ছেয়ে আছে চেহারায়। 'আপনাকে পেয়ে খুশী হলাম। কিন্তু কেন যে পেলাম, সেটাই বুঝতে পারছি না!'

কথা শুনে অবাক হয়ে গেল সারা। সি.ডি.সি.র মতো দলকে যখন কোথাও ডাকা হয়, তখন সেটা সাধারণত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুরোধেই হয়।

BanglaBook.org

'আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনারা আমাদেরকে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেননি?'

'আমার জানা মতে উত্তরটা হলো–না। আপনারা যে রোগীর সম্পর্কে তথ্য চেয়েছেন, সে কোনো সংক্রামক রোগের সংস্পর্শে আসেনি বলেই জানতাম।'

'দোষটা আসলে আমার,' নতুন একটা কণ্ঠ শোনা গেল। উচ্চারণ শুনেই সারা টের পেল, এই লোকের জন্ম অবশ্যই আমেরিকায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে ও দেখল, ককেশিয়ান এক ভদ্রলোক এদিকেই এগোচ্ছে। লোকটাকে দেখে কম বয়সের হ্যারিসন ফোর্ড...নাহ, ভুল হলো; কমবয়সের হান সোলো বলে ভ্রম হয়। সারার কাছে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল যুবক। 'আমি ম্যাক্স ফুলব্রাইট। ভুল বোঝাবুঝির জন্য দুঃখিত। আমার আমন্ত্রণেই এসেছেন আপনারা।'

করমর্দন করল সারা। 'ডা. ফুলব্রাইট? আমার মনে হয়, আপনার তরফ থেকে একটা ব্যাখ্যা আমাদের প্রাপ্য।'

'ওহ, আমি ডাক্তার নই।' একটুও মলিন হলো না ফুলব্রাইটের হাসি। 'অ্যাম্বেসিতে চাকরী করি, কালচারাল অ্যাটাশে পদে।'

আরেকটু হলেই নাক কুঁচকে ফেলেছিল সারা। কালচারাল অ্যাটাশে শব্দটা আসলে 'গুপ্তচর'-এর সমার্থক। তবে কথা হচ্ছে, ফুলব্রাইট যদি আসলেই সি.আই.এ.র অফিসার হয়, তাহলে ওর সন্দেহ একেবারে সত্যি। প্রথম যখন ইথিয়োপিয়ায় আসার নির্দেশ পায় সে, তখন থেকেই কেন যেন মনে কু ডাকছিল। মনে হচ্ছিল, কিছু একটা ঠিক নেই। এজন্যই জ্যাক সিগলারকে নিয়ম ভেঙে মেসেজ পাঠিয়েছিল সারা।

'রোগী,' এদিকে ফুলব্রাইট বলে চলছে। 'আমেরিকার নাগরিক। সেজন্যই ব্যাপারটায় নাক গলিয়েছি আমি।'

'ডা. নাকামুরার কাছে শুনলাম, সংক্রামক কোনো জীবাণুর সংস্পর্শেই নাকি আসেনি রোগী?' সারা প্রত্যুত্তর দিল। 'আপনার চাইতে অন্তত এই বিষয়ে ভদ্রলোকের যোগ্যতা অনেক বেশি। আপনার ধারণা আছে, একটা সি.ডি.সি. দলকে এমন কম সময়ের নোটিশে প্রস্তুত করতে কী পরিমাণ খরচ হয়? তারচেয়ে বড় কথা, এই মুহূর্তে যদি সত্যি সত্যি বিশ্বের কোথাও রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তাহলে কী হবে? অনেক মানুষের প্রাণ যাবে। মি. ফুলব্রাইট, ছোটবেলায় মিথ্যাবাদী রাখালের গল্প শোনেননি?'

'ডা. নাকামুরার যোগ্যতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই,' বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধির উদ্দেশ্যে ছোট্ট করে বাউ করল ফুলব্রাইট। 'তবে ঝুঁকি না নিয়ে আরেক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়াটা নিশ্চয়ই দোষণীয় নয়। আর ডা. ফগ, ওই গল্পের শেষটা আশা করি আপনার মনে আছে? রাখাল বালক কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি বাঘ দেখেছিল!'

BanglaBook.org

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সঙ্গীদের দিকে তাকাল সারা। 'কেরি, দেখো তো আমাদেরকে কোথায় জায়গা করে দিতে পারেন ইনারা।'

কেরি ফ্রে মধ্য পঞ্চাশের এক শক্ত-পোক্ত মানুষ। চেহারাটা দয়ালু, চোখের চশমা তার চেহারার মাঝে এক আত্মভোলা অধ্যাপকের আবহ ফুটিয়ে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে লোকটা বিশ্বের অন্যতম সেরা ভাইরাস-বিশেষজ্ঞ। সেই সাথে সারার সহকারীও বটে। মাথা ঝাঁকিয়ে লোকটা সাথে সাথে হাসপাতালের প্রবেশ পথের দিকে এগিয়ে গেল।

ফুলব্রাইটের দিকে ফিরল সারা। 'ধোঁয়া দেখলেই আগুন ধরেছে ভাবাটা উচিত নয়। কিন্তু যখন অগ্নি-নির্বাপক দল চলেই এসেছে তো চলুন, ধোঁয়ার উৎসটা দেখে আসা যাক।'

'এটুকুই আমার চাওয়া।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে দলের কাছে চলে এল সারা, ভাড়া করা গাড়িগুলো থেকে ওরা তখন মাল-সামান নামাচ্ছে।প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতার সাথে কাজ করছে দলটা। বহনযোগ্য নানা যন্ত্রপাতি হাসপাতালে ওদের জন্য ছেড়ে দেয়া জায়গাটায় নিয়ে যাচ্ছে। দলের সবাই নিজের অংশের কাজটুকু জানে। এমনকী দলনেত্রী হলেও, সারাকে হাত লাগাতে হলো। যেকোনো প্রাদুর্ভাব মোকাবেলার প্রথম ধাপ হলো, একটা কমান্ড সেন্টার স্থাপন করে ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি চালু করা। এজন্য প্রত্যেককেই কাজ করতে হয়। এবার হাসপাতালের দ্বিতীয় তলার কনফারেন্স রুমটা ওদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

এবার রোগীকে দেখতে যাবার পালা।

কম্পিউটার চালু করার কাজে কেরি আর দলের অন্যান্যদেরকে ব্যস্ত রেখে, হাজমাত স্যুট পরে নিল সারা। টাইভ্যাক দিয়ে বানানো পোশাকটা মাত্র একবারই ব্যবহার করা যায়।

'আমি ওই পোশাক পেতে পারি?'

সারা এতক্ষণে বুঝতে পারল, ফুলব্রাইট ওদের পিছু পিছু কনফারেন্স রুম পর্যন্ত চলে এসেছে। কিন্তু ডা. নাকামুরাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। 'দুঃখিত, বেশি নেই।' আরো কিছু বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল ওর, কিন্তু ফুলব্রাইটের একটু আগের আচরণ মনে করে চুপ করে রইল লাভ নেই কোনো।

মাথার অংশটুকু এতক্ষণ খোলা রেখেছিল ও। ওটা টেনে নিতে যাবে, এমন সময় সাদা অ্যাপ্রন পরিহিত এক কালো, সুদর্শন যুবককে সাথে নিয়ে প্রবেশ করল নাকামুরা। যুবকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল সে, 'ও ডা. আবদুল্লাহ, রোগীর চিকিৎসার ভার এর হাতেই ন্যস্ত।'

হাজমাত স্যুটের উপর নজর পড়া মাত্র নার্ভাস হয়ে গেল আবদুল্লাহ। 'আপনাদের আসার কথা শুনে রোগী, মানে মিস্টার কার্টারকে আমরা চারতলায় একটা রুমে আলাদা করে রেখেছি। তবে...আমাদের এখানে উপকরণের বড়

BanglaBook.org

অভাব।' কথা শুনতে শুনতে সারা বুঝতে পারল, ইথিয়োপিয়ান ডাক্তার ভয় পেয়ে গিয়েছে। ভাবছে, *সে নিজে আবার কোনো বাজে জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হলো না তো!*

'স্যুটটা কেবল বাড়তি সাবধানতার খাতিরে পরা হয়েছে,' সাহস দিল ও। 'আমার মনে হয় না এর কোনো দরকার আছে, তবে নিয়ম...বুঝতেই পারছেন!'

কথা শুনে মাথা নাড়লো ইথিয়োপিয়ান ডাক্তার, কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে।

নমুনা সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তুলে নিল সারা। 'এখুনি রোগীকে দেখতে চাই।'

'অবশ্যই।' বলে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল আব্দুল্লাহ।

ফুলব্রাইটও চলল সাথে, ভাবখানা এমন যে এটা তার জন্মগত অধিকার! হাঁটতে হাঁটতেই সারাকে রোগীর রোগ সংক্রান্ত তথ্য জানাল আবদুল্লাহ। 'তিন দিন আগে আমাদের কাছে আনা হয়েছিল রোগীকে। যে লোকটা তাকে এখানে রেখে গিয়েছিল, তার পরিচয় আমরা জানতে পারিনি। অজ্ঞান হয়ে ছিলেন রোগী, পানি-স্বল্পতার লক্ষণ পুরোপুরি পাওয়া গিয়েছিল।'

'রোগীর নাম জানলেন কী করে?'

'নেক্সাস জেনেটিক্স নামের এক রিসার্চ ফার্মের ব্যাজ সাঁটা ছিল বুকে। আমরা জানতে পেরেছি, আফার এলাকায়, আরো ঠিক করে বলতে গেলে দ্য গ্রেট রিফট উপত্যকার এক অভিযাত্রী দলের সদস্য তিনি। তবে অভিযানের উদ্দেশ্য কী, বা মিস কার্টার ওখানে কেন গিয়েছেন, এসব ব্যাপারে নেক্সাস আমাদেরকে কোনো তথ্য দেয়নি।'

'একজন জেনেটিসিস্ট রিফট উপত্যকায় কী খুঁজতে গেলেন?' চিন্তাটা পেয়ে বসল সারাকে। প্রথম সুযোগেই নেক্সাসের ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল ও।

'অবশ্য সেক্ষেত্রে সংক্রামক জীবাণুর সংস্পর্শে আসলেও আসতে পারেন তিনি। তবে জায়গাটা একেবারে নির্জন। যদি আমাদের সন্দেহ ঠিক হয়েও থাকে, তাহলে জীবাণু এসেছে কোনো পশুর দেহ বা পতঙ্গ থেকে। ব্যাক্টেরিয়া বা ফাঙ্গাসের স্পোর[২]ও হতে পারে। তবে আমার মনে হয় না রোগটা মানুষের দ্বারা ছড়াতে পারে। খুব সম্ভবত পানি-স্বল্পতাই রোগীর এই অবস্থার জন্য দায়ী। চিকিৎসায় লাভ হয়েছে একটুও?' লিফটে উঠতে উঠতে জানতে চাইল সারা।

'রোগীর ভাইটাল সাইন,' লিফটের একটা বোতাম টিপল আব্দুল্লাহ।'মানে রক্তচাপ, শ্বাস-প্রশ্বাস, নাড়ির গতি–এসব এখন স্বাভাবিক।

---

২ জীবাণুদের বংশ-বিস্তারের পদ্ধতি।

BanglaBook.org

রক্ত পরীক্ষা করে আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি যে অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো ঠিকমতোই কাজ করছে। শ্বেত রক্ত কণিকার পরিমাণও স্বভাবিক। তবে এখনও জ্ঞান ফিরে আসেনি।'

'শারীরিক কোনো আঘাত পায়নি তো?' প্রশ্নটার উত্তর শোনার আগেই, অজ্ঞান হয়ে থাকার আরেকটা সম্ভাব্য কারণ সারার মাথায় চলে এল: মানসিক আঘাত।

আবদুল্লাহর কথায় আরো পোক্ত হলো ওর সন্দেহ। 'আমার ধারণা, রোগীর এই অবস্থা অনেকটাই মানসিক কারণে। এখানে যখন সে আসে, তখন হাতে একটা জিনিস ধরে ছিল। ধরে ছিল বললে আসলে ভুল হবে, ডুবন্ত মানুষ যেভাবে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, সেভাবে আঁকড়ে ধরে ছিল। ওটা সরাবার চেষ্টা করা মাত্র রোগী অস্থির হয়ে উঠল! এমনকী আরেকটু হলে হৃৎপিণ্ডই বন্ধ হয়ে যেত! তাই আর সরাইনি।'

'কী সেই জিনিস?'

লিফট থামলে খুলে গেল দরজা। সাথে সাথে হাসপাতালের চিরপরিচিত গন্ধ সারার নাকে এসে লাগল। কিন্তু আবদুল্লাহর কথায় চমকে উঠে সেই গন্ধকে ভুলে গেল ও। 'একটা খুলি। সম্ভবত বানর বা শিম্পাঞ্জীর।'

প্রায় শব্দ করেই আঁতকে উঠল সারা। এক গবেষকের হাতে প্রাচীন খুলি? তাও আবার সন্দেহ করা হচ্ছে যে গবেষক কোনো অজানা জীবাণু বহন করে চলছে! ফুলব্রাইট যে ঝেড়ে কাশছে না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল মেয়েটা।

হাজমাত স্যুটটাকে আর বাহুল্য বলে মনে হচ্ছে না।

তবে একটা ব্যাপার এখনও খোঁচাচ্ছে ওকে। 'রিফট উপত্যকায় শিম্পাঞ্জী আছে বলে তো কখনো শুনিনি।'

'আমার জানা মতে, নেই। তবে খুলিটা অনেক পুরাতন, ফসিল হতে পারে।' একটা বদ্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা, কিন্তু ভেতরে ঢুকল না। 'এই ঘরটাতেই আছে রোগী।'

আমহারিক পড়তে না জানলেও, দরজায় কী লেখা তা আন্দাজ করতে পারছে সারা। এখানে আরো অনেক কিছু থাকা উচিত ছিল–ভেতরের বাতাস যেন বাইরে না আসে, সে ব্যবস্থা; প্লাষ্টিকের দরজা, তাতে রাবারের সীল–ইত্যাদি।

তবে আবদুল্লাহ আর নাকামুরার মতে, রোগী যে কোনো সংক্রামক জীবাণুর সংস্পর্শে এসেছে, এমন প্রমাণ তো নেই। মাথা নেড়ে মাথার উপর টেনে নিল হেলমেট। মেয়েটা দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়াতেই, অন্য তিনজন পিছিয়ে এল।

BanglaBook.org

দরজার ওপাশে একটা সাধারণ হাসপাতাল-কক্ষ। এক লম্বা, কালো চামড়ার মহিলা শুয়ে আছে তেমনি এক সাধারণ বিছানায়। সাদা একটা চাদর দিয়ে ঢাকা হয়েছে তার দেহ। একটু দাঁড়িয়ে মহিলাকে দেখল সারা, যদি নড়ে। কিন্তু না, নড়ল না মহিলা। তাই নিজেই এগিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকেই, প্রথমে নজর পড়ল রোগীর বুকের উপর। মেয়েটা এখনও সেই খুলি আঁকড়ে ধরে রয়েছে। ওটা যে মানুষের না, তা রোগীর হাতের ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আসলে বানর না শিম্পাঞ্জী, তা বোঝা সারার সাধ্যের বাইরে। সময়ের সাথে হলদে হয়ে এসেছে ওটা, বোঝাই যাচ্ছে বহু বছর মাটিতে থাকার পর তোলা হয়েছে ওটাকে। সেটা অবশ্য ওই খুলির জীবাণু মুক্ত হবার পেছনে কোনো শক্ত যুক্তি হতে পারে না। এমন অনেক ভাইরাস আছে, যেটা অনেকদিন সুপ্তাবস্থায় থাকতে পারে! সারা ঠিক করল, জীবাণু থাকুক আর না থাকুক, খুলিটা অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে। দরকার হলে ঘুমের ওষুধ ব্যবহার করে রোগীর হাত থেকে সরিয়ে নেবে ওটা।

সিদ্ধান্ত নেয়া শেষ হলে, রোগীকে পরীক্ষা করা শুরু করল সারা। মহিলাকে রুগ্ন আর অসুস্থ দেখাচ্ছে। নাকে নল দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে তাকে, সেই সাথে শিরা পথে দেয়া হচ্ছে পুষ্টিকর তরল। মহিলাকে দেখে একটা চিন্তাই এল সারা মনে: এর সঙ্গীদের অবস্থা কী?

রোগীকে দুর্বল দেখালেও, তার শ্বাস-প্রশ্বাস ভালভাবেই চলছে। ভাইরাসের কারণে প্রদাহ হলে যেসব লক্ষণগুলো দেখা যায়, সেগুলোর কোনোটাই নেই! মেয়েটার কানে একটা থার্মোমিটার ঢোকাল ও। দেখা গেল, রোগীর তাপমাত্রা আসলে স্বাভাবিকের চাইতে এক ডিগ্রি কম! জ্বর নেই মানে, প্রদাহও নেই। অন্যান্য যেসব লক্ষণ দেখে ভাইরাসের প্রদাহ সন্দেহ করা যায়, একে একে সেগুলো খুঁজল সারা। তবে ফলাফল দেখে বুঝল, এক অজ্ঞান হওয়া ছাড়া মহিলার আর কোনো সমস্যাই নেই!

তাহলে ফুলব্রাইট কেন সি.ডি.সি.কে ডাকল?

এই রহস্যের সমাধান করেই ছাড়বে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলো সে। তবে এই রোগী যে কোনো-না-কোনো জীবাণুর সংস্পর্শে এসেছে, সেই সন্দেহটা এখনও পুরোপুরি দূর হয়নি তার।

নিয়ম মেনে তিরিশ সি.সি. রক্ত টেনে নিল সারা, তিনটি আলাদা আলাদা ভায়ালে রক্ত ভরে নিয়ে সেগুলোকে রাখল নমুনা রাখার বাক্সে। যদি মহিলার দেহে ভাইরাস আসলেই প্রবেশ করে থাকে, তাহলে রক্তে তার প্রমাণ থাকবেই। কাজ শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সারা। দরজা থেকে বাইরে বেরিয়েই খুলে ফেলল পরনের হাজমাত স্যুট।

ফুলব্রাইট এগিয়ে এল। 'কী বুঝলেন?'

BanglaBook.org

লোকটাকে পাত্তা না দিয়ে আবদুল্লাহকে বলল সারা, 'আমি ওই খুলিটাকে রোগীর কাছ থেকে সরিয়ে নিতে চাই। কয়েকটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। লাগলে ওকে ঘুমের ওষুধ দিন।'

ভ্রূ কুঁচকে মাথা নাড়ল ইথিয়োপিয়ান ডাক্তার।

'আমার মনে হয় না এতে ঝুঁকি আছে,' যোগ করল ও। 'কিন্তু আমরা...'

অদ্ভুত এক অনুভূতি আচমকা চুপ করিয়ে দিল ওকে। কী সেই অনুভূতি, তা নিয়ে কিছুক্ষণ মাথা ঘামাল সারা। পরিচিত বলে মনে হচ্ছে ওর, কিন্তু ঠিক কী তা বুঝতে পারছে না। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, অশুভ কিছু একটা ঘটতে চলছে।

ফুলব্রাইটের নজর এড়াল না ব্যাপারটা। 'কোনো সমস্যা?'

লোকটার চেহারা থেকে হাসি উধাও হয়ে গিয়েছে, সেখানে স্থান করে নিয়েছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। সারার জ্যাক সিগলারের কথা মনে পড়ে গেল। জ্যাক ওর প্রেমিক হলেও, এই মুহূর্তে চেস টিমের নেতা হিসেবে যুবকের আচরণের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। সাথে সাথে অনুভূতিটা চিনতে পারল সারা, 'শুনতে পেয়েছেন?'

'কী?' আবদুল্লাহ জানতে চাইল।

আচমকা হাসপাতালের ঠান্ডা আবহ ভেঙে গেল অ্যালার্মের আওয়াজে।

শার্টের নিচ থেকে একটা সেমি-অটোমেটিক পিস্তল বের করে আনল ফুলব্রাইট। 'এখান থেকে যাওয়া দরকার,' যেন ঘোষণা দিল সে। 'আক্রমণের শিকার হয়েছি আমরা।'

সারার অন্তরাত্মা প্রথমে অস্বীকার করল কথাটা। আরে না, কাকতাল হবে...ফুলব্রাইট বাড়িয়ে ভাবছে...ঠিক হয়ে যাবে সবকিছু...

কিন্তু হল ঘরের একদম শেষ মাথায় দুজন লোককে দেখে চমকে গেল ও। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো যুদ্ধের পোশাকে ঢাকা, হাতে অস্ত্র।

সন্দেহ দূর হয়ে গেল সারার।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তিন

একে একে তিনবার পাক খেল ট্যাক্সিটা।

শিরায় শিরায় অ্যাড্রেনালিনের ছড়িয়ে পড়া টের পাচ্ছে কিং। উত্তেজনার বসে যেন পুরো ঘটনাটা ধীরে ধীরে ঘটতে দেখছে সে। নিজেকে তার চলমান ওয়াশিং মেশিনের চাকায় আটকে থাকা কাপড় বলে মনে হচ্ছে।

রাস্তার সাথে ঘর্ষণের কর্কশ শব্দ তুলে অবশেষে স্থির হলো গাড়িটা, ধাতব বড়ি জুড়ে ছেঁচড়ানোর দাগ। প্যাসেঞ্জার ডোরের উপর নিজেকে আবিষ্কার করল কিং, কিছু একটা চেপে আছে গায়ের উপর।

নিজেকে ফিরে পেতে এক মুহূর্ত সময় লাগল কিং-এর। এরকম একটা দুর্ঘটনার পরও বাঁচিয়ে রাখার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়ার ফাঁকে বুঝতে পারল, এখন শুধু একটা কাজই করার আছে তার।

পালানো...

গাড়ির পাক খাওয়া থেমে গেলেও, মাথার ভেতর মগজটা ঘুরপাক খাচ্ছে এখনও। ধরা দিতে দিতেও যেন শেষ মুহূর্তে উড়াল দিচ্ছে চিন্তাগুলো।

একটা গাড়ির ভেতর আছি আমি, ভাবল কিং। পিক-আপের সাথে সংঘর্ষ, তারপরই উল্টে গেল পুরো পৃথিবী। কিন্তু এখন আমার গায়ে চেপে আছে, কী ওটা?

একটা মৃতদেহ।

পালাতে হবে...

কিন্তু এই লোকটাকে মারল কে?

ওটা পরে ভেবে দেখা যাবে। কেউ একজন ড্রাইভারকে খুন করেছে, আর এখন ছুটে আসছে তোমাকে মারার জন্য। পালাও...

'উঠে পড়ো, সৈনিক,' ড্রিল সার্জেন্টের মতো বাজখাঁই কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল কিং। নির্দেশটা কানে ঢুকতেই মনের ভেতর পরিবর্তন টের পেল সে। টিমের দলপতি। মাথা ঘোরা আর গায়ে ব্যথা অগ্রাহ্য করে অ্যাকশনে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেল মুহূর্তেই। হাচড়ে-পাচড়ে ড্রাইভারের লাশের নিচে থেকে মাথা বের করে চারপাশে দেখার প্রয়াস পেল।

ডানপাশে কাত হয়ে আছে তাদের করোলা। উইন্ডশিল্ডের অস্তিত্বই নেই। দুর্ঘটনার কারণে ডজ পিক-আপটাও উলটে আছে কয়েক ফুট সামনে, মুখটা এদিকে ঘোরানো। বিধ্বস্ত গাড়িটা দেখেই আরোহীর অবস্থা আন্দাজ করা যাচ্ছে। তবে চোখের ঝাপসা ভাব কেটে যেতেই পিক-আপের ড্রাইভারের

BanglaBook.org

উপর নজর পড়ল কিং-এর। ভেঙে যাওয়া স্টিয়ারিং হুইলের সাথে যেন গেঁথে গিয়েছে লোকটা। রক্ত আর মাংস ছড়িয়ে আছে ক্যাব জুড়ে।

চোখ কচলে নিয়ে আবারও লোকটার দিকে তাকাল কিং, রক্তমাংসের দলার ভেতর ক্লু খোঁজার চেষ্টা করছে। মনে শুরু হয়ে গিয়েছে চিন্তার ঝড়, কী করা যায় এখন? ঠিক তখনই মনে পড়ল, দুর্ঘটনা ঘটার সময় মাঠে অন্তত আরো একজন খেলোয়াড়কে দেখেছিল সে, আরেকটা ট্রাক।

কথাটা মনে পড়তেই আঁতকে উঠল চেস দলের দলপতি। তারপরই হাঁটু আর কনুইতে ভর দিয়ে কোনোক্রমে উইন্ডশিল্ডের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসার কাজে মন দিল।

পিক-আপের ড্রাইভারকে ছাড়িয়ে আরো ভেতরে সেঁধিয়ে গেল তার নজর। নিথর হয়ে পড়ে আছে পাশে বসা আরোহী। গায়ে তেমন একটা আঘাতের দাগ না থাকায় বোঝা যাচ্ছে, এখনও ইহজগতের মায়া ত্যাগ করতে পারেনি সে। হাতে একটা হেকলার অ্যান্ড কচ এম.পি. ফাইভ ধরে রাখা, এটা দিয়েই তাদের গুলি করা হয়েছিল অস্ত্রটার অতিরিক্ত আওয়াজ ঢাকার জন্য নলের মাথায় একটা সাপ্রেসর ফিট করা আছে।

মেশিন পিস্তলটার দখল নেয়ার জন্য টানাটানি শুরু করতেই কিং বুঝতে পারল, জেগে উঠেছে ঘুমন্ত শত্রু। সহজাত প্রবৃত্তির বশেই হাতের অস্ত্রটা টেনে ধরেছে লোকটা। তবে ততক্ষণে তার কণ্ঠায় মোক্ষম এক ঘুষি বসিয়ে দিয়েছে কিং। এক আঘাতেই গুঁড়িয়ে গিয়েছে ট্রাকিয়া। সাথে সাথে অস্ত্রের কথা ভুলে গলা আঁকড়ে ধরল পিক-আপের আরোহী। জীবনের শেষ কয়েকটা সেকেন্ড খাবি খেতে খেতেই কেটে গেল তার।

প্যাসেঞ্জার ডোরের জানালা দিয়ে উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকা দ্বিতীয় ট্রাকটার দিকে নজর গেল কিং-এর। উল্টে থাকা ট্যাক্সির সামনে এসে থেমেছে ওটা। এই মুহূর্তে দুপাশের দরজাই খোলা। ক্যামোফ্লাজ গিয়ার পরা দুই আরোহীর একজন এম.পি. ফাইভ তাক করেছে ভাঙাচোরা ট্যাক্সির দিকে, আরেকজন এগিয়ে আসছে পিক-আপের সঙ্গীদের অবস্থা দেখতে।

তাহলে জোড়া বেঁধে কাজ করছে শালারা, ভাবল কিং। ততক্ষণে পিক-আপের পাশে চলে এসেছে এক সৈন্য। দেখে ফেলেছে অস্ত্র হাতে আড়ালে দাড়ানো তাদের টার্গেটকে। মুহূর্তেই দেহের পাশে ঝুলতে থাকা নিজের হেকলার অ্যান্ড কচের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। তবে তার আগেই ট্রিগারে চেপে বসেছে কিং-এর আঙুল। সেলাই করার ভঙ্গিতে রক্তমাংস ছিটিয়ে সেনার মুখ বেয়ে উঠে গেল গুলির সারি।

লাশটা মাটিতে পড়ার আগেই নড়ে উঠেছে কিং, লাফিয়ে পড়েই হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গিয়েছে ট্রাকের নিচে। তাই সঙ্গীর পতনের আওয়াজে চমকে ওঠা ট্যাক্সির সামনে থাকা অস্ত্রধারী ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকিয়েও কিছু দেখতে পেল না।

BanglaBook.org

ততক্ষণে পিক-আপের নিচ থেকে কিং-এর পাঠানো বুলেট খুঁজে নিয়েছে তার টার্গেট। কাটা কলাগাছের মতো রাস্তায় আছড়ে পড়ল লোকটা।

নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। হামাগুড়ি দিয়েই কিং এগিয়ে গেল তার দিকে। নড়াচড়ায় সতর্কতার ছাপ স্পষ্ট, জানে না—ট্রাকটার ভেতর আরো শত্রু অবশিষ্ট আছে কিনা।

এম.পি. ফাইভ বাগিয়ে ধরে ট্রাকের ক্যাব চেক করল কিং। নেই ভেতরে কেউ। আবারও পড়ে থাকা শত্রুদের লাশের কাছে ফিরে এল সে। পুরোদস্তুর ব্যাটল গিয়ার পরে আছে সবাই। বুকের ভেস্টের ছোট ছোট পকেটগুলোতে অতিরিক্ত ম্যাগাজিন, গ্রেনেড আর টুকটাক কিছু যন্ত্রপাতি। কিন্তু তাদের কে বা কারা পাঠিয়েছে, সেই ব্যাপারে ক্লু নেই। এম.পি. ফাইভের জন্য চারটা বাড়তি ম্যাগাজিন নিজের পকেটে ঢুকিয়ে নিল কিং।

দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিতে বেগ পেতে হলো না চেস দলের দলনেতাকে। সারার অ্যাসাইনমেন্ট, সেই সাথে তার উপর এরকম হামলা, ব্যাপার দুটোর মাঝে সংযোগ না থেকে পারেই না। আর সবকিছুর মানে দাঁড়ায়, ভীষণ বিপদে পড়তে চলেছে মেয়েটা।

দুর্ঘটনাস্থলের খানিকটা পেছনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে রিং রোডের ব্যস্ত ট্রাফিক। সাহসী কয়েকজনকে গাড়ি থেকে মাথা বের করে উঁকিও দিতে দেখা যাচ্ছে।

যানজটের পেছন দিক থেকে সাইরেনের আওয়াজ ভেসে আসতে শুনল কিং। আর দেরি করা যাবে না। ট্যাক্সির পেছন থেকে নিজের ডাফল ব্যাগটা বের করে আনল সে, তারপর এগোলো অক্ষত ট্রাকটার দিকে।

ইগনিশনে চাবি আটকানোই ছিল। স্টার্ট দিয়ে বাহনটার ড্যাশ বোর্ডে থাকা জি.পি.এস. ডিভাইস চালু করল চেস দলের দলপতি। তার ফোনের মতো নেটওয়ার্কহীন নয় ওটা, সরাসরি যোগাযোগ আছে স্যাটেলাইটের সাথে। বাটন টিপে সারার হাসপাতালের অবস্থান পর্দায় বের করে আনল কিং, তারপর গিয়ার দিয়ে পা রাখল গ্যাস পেডালে।

BanglaBook.org

চার

পিক-আপ থেকে নামতে নামতে হাতঘড়ির দিকে তাকাল কিং। মনে হচ্ছে যেন দুর্ঘটনাস্থল থেকে রওনা হওয়ার পর থেকে কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কব্জিতে আটকানো টাইমেক্স ঘড়িটা জানান দিচ্ছে, দশ মিনিটের বেশি হয়নি।

গাড়ি চালানোর সময় মাথার ভেতর নানা ধরনের চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল তার। সারার দেয়া টুকরো টুকরো তথ্যগুলো, হামলার সম্ভাবনা ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই সময়কে আরো ধীর বলে মনে হয়েছে। তবে বিশেষ কিছু বের করতে পারেনি সে। মানুষের মাথাটা একটা কম্পিউটারের মতো কাজ করে। কয়েকটা কাজ একসাথে করতে দিলে যেমন কম্পিউটারের কাজের গতি ধীর হয়ে যায়, তার মাথারও একই দশা এখন।

তবে একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত, চার হামলাকারী এখানকার স্থানীয় লোকই হবে। ডিপ ব্লুয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারলে হয়তো লোকগুলোর বিস্তারিত পরিচয় বের করা যেত। তাদের ট্রাক আর অন্যান্য যন্ত্রপাতিগুলো থেকে নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো ক্লু পাওয়া যাবে। ভাড়াটে খুনিগুলোর পেছনে ছুটে তাদের নিয়োগকর্তার পরিচয় বের করা সম্ভব কি না, তা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও, সারার আফ্রিকার মিশনের সাথে যে গোটা ব্যাপারটা জড়িত–সেটা খুব ভালো করেই বুঝতে পারছে চেস দলের দলপতি।

কানাগলিতে ফেঁসে গেছি, ভাবল কিং। আরো তথ্য চাই আমার।

ডাফল ব্যাগে তার স্যাটেলাইট ফোনটা রাখা আছে। সে একবার ভেবেছিল, ডিপ ব্লু আর চেস দলের বাকি সদস্যদের ব্যাপারটা ফোন করে জানাবে। কিন্তু কী বলবে সেটাই বুঝতে পারছে না।

হাসপাতালের প্রবেশপথ থেকে অর্ধেক ব্লক দূরে গাড়িটা পার্ক করেছে কিং, সতর্ক ভঙ্গিতে এগোল ভবনটার দিকে। দুর্ঘটনার প্রাথমিক ধকল অ্যাড্রেনালিনের স্রোতের কারণে টের না পেলেও, এখন পূর্ণ শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছে ব্যথা। তবে শরীরে অভ্যন্তরীণক্ষত হয়নি বলেই মনে হচ্ছে। ট্রাকের ভেতর একটা ফার্স্ট এইড কিট খুঁজে পেয়ে কাটা-ছেঁড়ার ক্ষতগুলো ব্যান্ডেজ করে নিয়েছে সে।

বিশ্রাম দরকার এখন। কিন্তু সারা নিরাপদে আছে, এটা নিশ্চিত না হয়ে বিশ্রামের চিন্তা করাও তার পক্ষে সম্ভব না।

BanglaBook.org

সতর্কভাবে হাসপাতালের ভেতর ঢুকল কিং। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের একেবারে উপরের দিকেই লুকানো আছে শত্রুর কাছ থেকে উপহার পাওয়া এম.পি. ফাইভ মেশিন পিস্তলটা, এক মুহূর্তের নোটিশেই হাতে উঠে আসার জন্য তৈরি। তবে গোলমালের আভাস নেই এখানে।

ভাষা ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ইশারা-ইঙ্গিতে রিসিপশনে বসা মেয়েটাকে কিং কোনোমতে বোঝাতে পারল, সি.ডি.সি. দলের খোঁজে এসেছে সে। মেয়েটাই তাকে কনফারেন্স রুমে, যেখানে সি.ডি.সি. টিম নিজেদের কমান্ড পোস্ট স্থাপন করেছে, পৌঁছে দিল।

আমেরিকান ধাঁচের পোশাক পরা ককেশিয়ান পাঁচজন লোককে দেখা গেল কনফারেন্স রুমে। কাজে ব্যস্ত সবাই, দেয়ালের পাশে সারি বেঁধে সাজিয়ে রাখা প্লাস্টিকের কন্টেইনার থেকে কম্পিউটার আর ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি বের করছে। তবে ঘরে সারার চিহ্ন নেই।

বয়স্ক দেখতে এক লোক খেয়াল করছে কিং-কে। 'সাহায্য চাই আপনার?'

ভ্রূ কুঁচকাল চেস দলের দলপতি। সারা ছাড়া আর কারো সাথে কথা বলার কোন ইচ্ছা নেই তার, এমনকি মেয়েটার সহকর্মীদের সাথেও না। এগিয়ে গিয়ে লোকটার কানে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'ডক্টর সারা ফগের সাথে কথা বলতে চাই আমি। ব্যাপারটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।'

মাপা হাসি দেখা গেল লোকটার মুখে। 'আমি কেরি ফ্রে, ডা. ফগের সাহায্যকারী। সে এই মুহূর্তে একটু ব্যস্ত আছে।'

'এখনই ওর সাথে কথা বলতে হবে আমাকে। আমি... এটুকু বলেই বড় করে নিঃশ্বাস টানল কিং। বুঝতে পারছে না, কতটুকু বলা উচিত। 'আমার নাম জ্যাক সিগলার। সে-ই আমাকে এখানে আসতে বলেছে।'

সহজ হয়ে এল লোকটার দৃষ্টি। 'ওহ আচ্ছা! আপনিই তাহলে জ্যাক। সারার মুখে আপনার কথা শুনেছি। চারতলার আইসোলেশন রুমে আছে ও, একজন রোগীর সাথে।' বলতে বলতে হঠাৎ দরজার দিকে ঘুরে গেল তার চোখ।

তার নজর অনুসরণ করে ঘুরে তাকিয়েছে কিংও, সাথে সাথে জমে গেল জায়গায়! মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো কমব্যাট গিয়ার পরা দুজন লোক দরজা দিয়ে ঢুকছে। কালো মুখোশে মুখ পুরোপুরি ঢাকা। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিং, কিন্তু তার আগেই একসাথে হাত থেকে কী যেন একটা ছুঁড়ে দিয়েছে দুই সৈন্য।

বাতাসে ভাসতে থাকা জিনিস দুটো মুহূর্তেই চিনে ফেলেছে চেস দলের নেতা। খাঁজকাটা কালো ধাতব টিউবগুলো আকারে তিন ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি মোটা।

ফ্ল্যাশ ব্যাং গ্রেনেড!

BanglaBook.org

'ধুশশালা!'

কয়েক সেকেন্ড ব্যবধানেই ফাটবে জোড়া বিভীষিকা। লুকানোর সুযোগ নেই, সুযোগ নেই কাউকে সাবধান করারও। শুধু একটা কাজ করার সময় আছে, আর সেটাই করল কিং। চোখ বন্ধ করে মেঝেতে গড়িয়ে দিল শরীরটা, পড়ার আগেই ফুটবলের মতো গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। সেই সাথে হাত দিয়ে কানের ফুটো ঢাকতেও ভোলেনি।

এক মুহূর্ত পরই বিস্ফোরণ ঘটল। প্রবল শব্দ আর আলোর ঝলকানিতে তার মনে হলো, বজ্রপাত হয়েছে কনফারেন্স রুমে। চোখ বন্ধ থাকার পরও যেন লালচে হলুদ ম্যাগনেসিয়ামের উজ্জ্বল ঝাঁজ আঘাত হানছে প্রতিটা শিরায় উপশিরায়, মগজের ভেতর গেঁথে যাচ্ছে সীমাহীন আলোর বেগ। আর সেই সাথে ট্রেনের মতো ধাক্কা মারা শব্দতরঙ্গ তো আছেই।

ফ্ল্যাশ ব্যাং হামলার পর কী করতে হবে, সেই ট্রেনিং আছে কিং-এর। সংবেদী অঙ্গগুলোকে আবারও সচল করার চেষ্টায় লিপ্ত হলো সে। চোখ খোলার পর মনে হলো, পুরো ঘরটা ঢেকে আছে আঁধারে। কিন্তু সেই অবস্থাতেও ঘরে দুটো কাঠামো দেখতে পেল জ্যাক সিগলার। হামলাকারীদের হাত দুটো যেন অতিরিক্ত লম্বা, ডগা দিয়ে মুহুর্মুহু বেরিয়ে আসছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কানের ঝিঁঝিঁ ভাব ছাপিয়ে গুলির আওয়াজ শুনতেই বুঝতে পারল, হাতে ধরা ওগুলো আসলে অস্ত্র।

মেঝে হাতড়ে নিজের এম.পি. ফাইভটার নাগাল পেতেই, কাছাকাছি অস্ত্রধারীর দিকে তাক করে ট্রিগার চাপল কিং। দেহের একেবারে মাঝ বরাবর লেগেছে গুলি। এত কাছ থেকে গুলি খেয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার বদলে এখনও সটান দাঁড়িয়ে আছে টার্গেট। প্রতিক্রিয়া বলতে শুধু কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

ধুশশালা, মনে মনে বলল কিং। *বডি আর্মার!*

আফসোস করার সময় নেই। লাফিয়ে কন্টেইনারগুলোর আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল কিং। জানে, ছুটে আসা গুলি ঠেকানোর ক্ষমতা প্লাস্টিকের ক্রেটগুলোর নেই। তবে নাই মামার চাইতে কানা মামা ঢের ভালো।

কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল চরম উত্তেজনায়। কিন্তু হামলাকারীদের মাঝে এগিয়ে আসার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

আস্তে আস্তে শ্রবণ আর দৃষ্টিশক্তি পুরোটাই ফিরে আসছে কিং-এর। তবে কন্টেইনারের আড়ালে লুকিয়ে থাকায় ওপ্রান্তে কী হচ্ছে, সেই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। থেমে গিয়েছে গুলির আওয়াজ। কোনো কথাও শোনা যাচ্ছে না। এম.পি. ফাইভটা বাগিয়ে ধরে সাবধানে ক্রেটের পেছন দিকে উঁকি দিল জ্যাক সিগলার।

সে ছাড়া ঘরে জীবিত আর কেউ নেই। হামলা করেই পিছু হটেছে অস্ত্রধারীরা।

BanglaBook.org

সারার সহকর্মী বলে পরিচয় দেয়া লোকটার দিকে দৃষ্টি গেল তার। এক পুকুর রক্তের মাঝে ডুবে আছে সে। বুকের একেবারে মাঝখানে বিশাল গর্তটা বলে দিচ্ছে–একটা নয়, উপর্যুপরি কয়েকটা বুলেট আঘাত করেছে তাকে।

লোকটার নাম মনে করতে পারল কিং। কেরি ফ্রে... কেন মরতে হলো তাকে? কী হবে তার পরিবারের? তার বন্ধুবান্ধবদের? সারার সাথে কাজ করত সে...

সারা!

প্রেমিকার কথা মনে পড়তেই আঁতকে উঠল কিং। হামলাকারীদের এই ঘর থেকে এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার কারণ আন্দাজ করতে পারছে। দরজার দিকে পা বাড়াতেই দেখা গেল, তার ধারণা ভুল। অস্ত্রধারীরা ভুলে যায়নি তাকে। সেজন্যই এবার আরো দুটো উপহার পাঠাচ্ছে। হাওয়া কেটে আবারও বাইরে থেকে উড়ে আসছে একজোড়া গ্রেনেড। আগেরগুলোর থেকে এগুলোর গড়ন ভিন্ন, অনেকটা অ্যারোসলের ক্যানের মতো দেখতে। ধূসর রঙের, উপরে বেগুনি ব্যান্ড লাগানো।

ইনসেন্ডিয়ারি গ্রেনেড!

ধুশশালা!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পাঁচ

সারাকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে দাঁড়িয়ে, হামলাকারীদের উদ্দেশ্যে এক পশলা বুলেট পাঠাল ফুলব্রাইট। ছিটকে গেল অস্ত্রধারী লোকগুলো, পরবর্তী কয়েক মুহূর্ত আর তাদের টিকিও দেখা গেল না। লোকটার নড়চড়ার ক্ষিপ্রতায় মনে হচ্ছে, যেন সহজাত প্রবৃত্তির বশেই কাজ করছে সে।

লোকটা হয়তো আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিল যে আক্রমণ আসতে পারে, ভাবল সারা।

তবে মনের ভাবনা মুখে প্রকাশ করার সময় এখন হাতে নেই। ফুলব্রাইটের কাঁধের ওপরে উঁকি দিয়ে সারা দেখতে পেল, ঘটনার আকস্মিকতায় জায়গায় জমে গিয়েছে এখানকার দুই ডাক্তার। কিন্তু ততক্ষণে আবারও নড়ে উঠেছে ফুলব্রাইট। হাতের ক্ষিপ্র টানে মেয়েটাকে দরজা পেরিয়ে একটা সিঁড়ির সামনে নিয়ে এল সে। ফায়ার অ্যালার্ম বেজে ওঠায় ইতিমধ্যে লোকজনের চেঁচামেচি শুরু হয়ে গিয়েছে। সিঁড়িটা বেয়ে নিচে নামার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে যেন। যে যাকে পারে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে এগোচ্ছে।

জান বাঁচানো ফরজ বলে কথা।

মানুষজনের ভিড়ে গা ভাসিয়ে দিতে চাইল সারা, গন্তব্য নিচের দিকে। কিন্তু তাকে টেনে ধরা হাতটার গতিপথ ভিন্ন–উপরে।

'আমার দলের বাকি লোকেরা–'

'বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনেননি?' কঠোর স্বরে চেঁচিয়ে উঠল ফুলব্রাইট। 'ওরা এখনও বেঁচে আছে কি না তা জানার উপায় নেই। সবার আগে আপনাকে এখান থেকে বের করতে হবে।'

মানে? আঁতকে উঠল সারা। এ হতে পারে না...কিছুতেই হতে পারে না!

সিঁড়ি বেয়ে জনস্রোতের বিপরীতে, উপরদিকে উঠতে শুরু করল দুজন। পকেট থেকে সেলফোন বের করে কাউকে ফোন করছে ফুলব্রাইট। 'আমি বলছি। পরিস্থিতি বেশ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আকাশপথে পালানো ছাড়া উপায় নেই। সাহায্য লাগবে।'

সম্ভবত ওপ্রান্ত থেকে কখন হেলিকপ্টার পাঠাবে সেটা জিজ্ঞেস করা হলো। বিদ্রূপের সুর ফুটে উঠল লোকটার গলায়। 'মিনিট পাঁচেক আগে হলে ভালো হতো।' বলে ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সে।

'কী হচ্ছে এসব!' সারার কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

BanglaBook.org

প্রশ্ন শুনে পাথরের মতো থমথমে মুখে তার দিকে তাকাল ফুলব্রাইট। লোকটার অভিব্যক্তি তাকে জ্যাকের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। এরকম দুর্যোগের সময় প্রেমিকের কথা মনে পড়তেই একটু যেন স্বস্তি পেল মনে। জানে ফুলব্রাইট প্রশ্নটার উত্তর দেবে না, কিন্তু তাকে বিস্মিত করে দিয়ে মুখ খুলল লোকটা। 'ওই মাহলা, ফোলস কার্টার, কোনো-না-কোনো জীবাণুর অবশ্যই সংস্পর্শে এসেছিল। এমন কিছু একটা, যেটাকে অস্ত্রে পরিণত করা সম্ভব।'

কথাটা যেন সারার মস্তিষ্কের গবেষক অংশকে জাগিয়ে দিল। এক মুহূর্তের জন্য নিজের নিরাপত্তা, পরিস্থিতির ভয়াবহতা সব ভুলে গেল সে। 'এটা আগে বলেননি কেন? তাহলে আরো ভালো নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতাম আমরা। চাইলে তাকে আটলান্টাতেও নিয়ে যেতে পারতাম।'

'আমি আসলে এত কিছু ভাবিনি,' জবাব দিল ফুলব্রাইট। 'হয়তো ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি, ওরা যে এমন কিছু করতে চাইবে।'

সারা বুঝতে পারছে না, লোকটার কথা বিশ্বাস করা উচিত হবে কি না। কিন্তু এই মুহূর্তে এর চাইতেও বড় প্রশ্ন সামনে আছে তার। 'কারা ওরা?'

সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ থেমে সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকাল ফুলব্রাইট। ইতিমধ্যে আটতলায় উঠে এসেছে। মানুষজনের ভিড় কমে এসেছে। এতক্ষণে নেমে গিয়েছে উপরতলার প্রায় সবাই। 'নেক্সাস জেনেটিক্স হতে পারে, ফেলিস কার্টার যাদের হয়ে কাজ করে। প্রাগৈতিহাসিক ভাইরাস খোঁজার জন্য ওরাই ওকে পাঠিয়েছিল। তবে অভিযানে কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়। আপাতত এর বেশি জানা নেই আমার।'

'কী মনে হয়, কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা পাওয়া গিয়েছে?'

'তখন না জানলেও এখন আমি নিশ্চিত। আপনার ওই নমুনাটুকুর মাঝেই উত্তরটা লুকিয়ে আছে। যেভাবেই হোক, ওগুলো রক্ষা করতে হবে আমাদের।' বলে সারার দিকে তাকাল লোকটা। 'সেই সাথে আপনাকেও। আর আপনার কাজ হচ্ছে, ওরা কী পেয়েছিল তা খুঁজে বের করা এবং একটা প্রতিষেধক বানানো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সারা। 'তা ঠিক আছে। তবে এক্ষেত্রে দলের বাকি সদস্যদের দরকার পড়বে আমার, সেই সাথে যন্ত্রপাতিগুলোও।'

'নিরাপদ জায়গায় পৌঁছানোর পর যা যা দরকার, তার সবই পাবেন আপনি।' বলে বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল ফুলব্রাইট। 'দলের বাকিদের সাথে যোগাযোগের উপায় খুঁজে বের করতে হবে, যদি কেউ জীবিত থাকে আর কি... বাক্যটা শেষ না করলেও ঠিকই বুঝতে পারল সারা।

সিঁড়ির শেষ মাথায় পৌঁছে গিয়েছে ওরা। ছাদে ঢোকার পথটা একটা ভারী ধাতব দরজা দিয়ে ঢাকা। সাবধানে দরজাটা একটু ফাঁক করে উঁকি দিল

BanglaBook.org

ফুলব্রাইট। তার কাঁধের উপর দিকে সারা দেখতে পেল, প্রায় একশো গজ সামনে একটা হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে আছে।

'বাহ! বেশ তাড়াতাড়ি আপনার সাহায্য পৌঁছে গিয়েছে দেখা যাচ্ছে।' উচ্ছ্বাস খেলে গেল মেয়েটার কণ্ঠে।

কিন্তু তাড়াতাড়ি তাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে দরজাটা আবার লাগিয়ে দিল ফুলব্রাইট। 'এটা আমাদের বাহন না।'

নীরবেই কেটে গেল পরবর্তী কয়েকটা সেকেন্ড। সারা শুনতে পেল, সিঁড়ি বেয়ে পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। ভালো করে কান পাততে বোঝা গেল, অন্ততপক্ষে তিনজন উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। হেলিকপ্টারটা কাদের, সেটা বুঝতে আর বাকি নেই তার। আবারও ফোন বের করে কাউকে কল করতে যাচ্ছিল ফুলব্রাইট। ভয়ে লোকটার হাত আঁকড়ে ধরল সারা। 'ওরা আসছে!'

BanglaBook.org

ছয়

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার জায়গাটা স্বপ্নে দেখছেন আদিমাতা।

গোত্রের সবাই তাকে 'আদিমাতা' নামে ডাকে। সম্বোধনটার পেছনে লুকিয়ে থাকা প্রগাঢ় সম্মানটুকু উপলব্ধি করত পারেন তিনি। অবশ্য এই সম্মানের দাবীদার হওয়ার যোগ্যতা তার আছে। আজ থেকে হাজার বছর পরও সম্মানের সাথে উচ্চারিত হবে তার নাম, আর এ সব কিছুই হবে সেই বিশেষ ক্ষমতাটার জন্য।

আদিমাতার হাত ধরেই এসেছে এই যুগান্তকারী পরিবর্তন। অবশ্য নতুন এই ধারাটার গুরুত্ব গোত্রের হাতেগোনা কয়েক সদস্যই বোঝে। তার এখন শুধুমাত্র দুই সন্তান জীবিত আছে। এখন একমাত্র তারাই মনে করতে পারে যে, তাদের বাবা উপত্যকায় ঘুরে বেড়ানো অন্য সব পশুদের থেকে আলাদা কিছু ছিল না। মনের ভাব প্রকাশ কিংবা বোঝার কোনো ক্ষমতাই ছিল না তার। ভয় পেত আগুনকেও। তবে জিনিসটার গুরুত্ব একমাত্র আদিমাতাই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন।

হতাশায় ডুবে থাকা সেই সময়টার কথা মনে করলেন আদিমাতা। তার মাথা ভর্তি গিজগিজ করত নানা চিন্তা, ব্যাকুলভাবে চাইতেন কথাগুলো কারো সাথে ভাগ করে নিতে; কিন্তু সেই আশার গুঁড়ে বালি। আশপাশের কারো মস্তিষ্কই তার সেই চিন্তাকে ধারণ করার মতো ক্ষমতাবান ছিল না। নিজের ক্ষমতায় নিজেই বিস্মিত হতেন আদিমাতা। আর বিস্মিত হবেন নাই বা কেন? পাথরের টুকরোর ধারালো প্রান্ত যে মাংস কাটার কাজেও ব্যবহৃত হতে পারে, চিন্তাটা যে সর্বপ্রথম তার মাথাতেই এসেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা সঙ্গীকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। তার মাথায় চাঁটি মেরে শিকারটা নিজের করে নিয়েছিল ব্যাটা।

এ ধরনের উদ্ভট চিন্তার কারণে নিজের মনের ভেতরেই যেন রতিরাগত ছিলেন আদিমাতা। তবে এটা ঠিক, অপরিচিত হলেও বেশ কাজের ছিল টুকরো টুকরো ব্যাপারগুলো। সেই কারণেই হয়তো সঙ্গীর কাছে বিশেষ যত্ন-আত্তি পেতেন তিনি। তাকে সুরক্ষা দেয়া, খাবার জোগানো ইত্যাদি কাজে অনীহা করত না কখনো।

বাচ্চা জন্মদানের পর দেখা গেল, তারাও মায়ের মতো বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে। শাবকদের সাথে অনুভূতি আদান-প্রদানের জন্য নতুন এক ধরনের পন্থা আবিষ্কার করেন আদিমাতা, যেখানে মুখ দিয়ে বের হওয়া প্রতিটা শব্দ, হাতের প্রতিটা স্পর্শ আলাদা আলাদা অর্থ বহন করত।

BanglaBook.org

ব্যাপারগুলো আয়ত্ত করতে বাচ্চাগুলোর খুব একটা সময় লাগেনি। সময়ের সাথে সাথে বেড়ে উঠেছে তারা। এক সময় নিজেরাই বাচ্চা জন্ম দিয়েছে। এভাবেই বংশধর থেকে বংশধরে ছড়িয়ে পড়েছে আদিমাতার সেই বিশেষ ক্ষমতাগুলো।

এখন বার্ধক্য গ্রাস করে নিয়েছে তাকে। অনেক কাল আগে থেকেই প্রজাতির পুরুষ সদস্যরা তার প্রতি আকর্ষণ দেখানো বন্ধ করে দিয়েছে। পূর্বপুরুষদের থেকে ভিন্ন, আধুনিক এক জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তারা। আদিমাতা থেকে পাওয়া জ্ঞান কাজে লাগাচ্ছে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে।

তারা জানে, তাদের এই সমৃদ্ধির জন্য দায়ী আদিমাতার স্বপ্ন। কাজেই তাকে প্রাপ্য সম্মানটুকু দেখাতে ভোলেনি কেউ।

পুরো গোত্র সেই স্বপ্নের মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে। উপযোগী শিকারের দিকে আকৃষ্ট হওয়া, বিপদ থেকে সতর্ক হওয়ার পদ্ধতি তিনিই শিখিয়েছেন সবাইকে। চিনিয়েছেন আকাশ আর মাটির বিভিন্ন চিহ্ন, বুঝিয়েছেন ঋতু পরিবর্তন, শিখিয়েছেন প্রয়োজনে আবাসস্থল ত্যাগ করার উপায়। কিন্তু আদিমাতা খুব ভালো করেই জানেন, নিজ সন্তান কিংবা নাতিপুতিদের কেউই তার মতো যুগান্তকারী স্বপ্ন দেখতে পায় না। তার মৃত্যুর সাথে সাথে নিঃশেষ হয়ে যাবে সেই অমূল্য মাধ্যম।

চূড়ান্ত পরিণতি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আদিমাতার দিকে।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার জায়গাটা স্বপ্নে দেখেন তিনি। দেখতে পান, যেন একটা ধূসর দেয়ালের রূপ নিয়ে এগিয়ে আসছে তার ভাগ্য, ডুবতে থাকা সূর্যের মতো।

এমনি এক রাতে, ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন আদিমাতা।

সময় হয়ে গেছে।

গুহায় ঘুমিয়ে থাকা গোত্রের বাকি সদস্যদের দিকে তাকালেন বৃদ্ধা। আগুনের নিভু নিভু আলো খুব কম জায়গাই আলোকিত করতে পেরেছে। কিন্তু যার যার পরিবারের সাথে ঘুমন্ত উত্তরসূরিদের দেখতে সমস্যা হলো না তার।

কষ্টে-সৃষ্টে কোনমতে নিজ পায়ে ভর করে দাঁড়ালেন আদিমাতা। বয়সের কারণে কুঁচকে আছে পেশি। ভাগ্য ভালো, অন্তিম সময় এখন এসেছে! নয়তো আর কয়েক চাঁদ পর নড়াচড়া করার শক্তিও থাকত না তার।

গুটি গুটি পায়ে গুহার মুখে এসে দাঁড়ালেন তিনি। আকাশে অর্ধেক আকার নিয়ে চাঁদ ভেসে আছে, আলোকিত করে তুলেছে পুরো এলাকা। কিন্তু আলোর প্রয়োজন নেই আদিমাতার। চোখ বন্ধ করেও গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে পারবেন তিনি। স্বপ্নে পাওয়া এ পথ যে তার অনেকদিনের চেনা।

BanglaBook.org

সব ব্যথা আর ক্লান্তি ভুলে সারারাত হেঁটে চললেন আদিমাতা। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত অবয়বগুলো যখন খুঁজে পেলেন, ততক্ষণে দিগন্তে লাল সূর্য উঁকি দিচ্ছে।

পশুগুলোর সাথে তার আগে থেকেই পরিচয় আছে। এলাকাটা আসলে ওদেরই। আদিমাতার নিজের গোত্রের মতো, এরাও দলবদ্ধভাবে বাস করে। যুগ যুগ ধরে তার বংশধরেরা শিকার করে আসছে এই প্রাণীগুলোকে। কিন্তু ব্যাপারটা খুব একটা সহজ না। শুধুমাত্র দলছুট হওয়া দুর্বল আর বৃদ্ধদেরই নিশানা করতে হয়। কারণ, সবচেয়ে দুর্বল প্রাণীটাও তার গোত্রের যে কারো মাথা এক লহমায় গুঁড়িয়ে দেয়ার মতো শক্তি ধরে।

কেউ কখনোই প্রাণীগুলোর পুরো একটা দলের সামনে আসার মতো দুঃসাহস দেখায়নি।

মাটিতে থাবা বসিয়ে আওয়াজ করা শুরু করেছে প্রাণীগুলো। শব্দটা কানে যেতেই উত্তেজনায় শিউরে উঠলেন আদিমাতা। ভয় যে লাগছে না তা না, তবে এই মুহূর্তটাই বারবার তার স্বপ্নে ধরা দিত। ব্যাপারটা মনে হতেই বেশ তৃপ্ত অনুভব করলেন বৃদ্ধা।

এমন সময়, ঝাঁক ছেড়ে এগিয়ে এসে তাকে ঘিরে ধরল কয়েকটা প্রাণী। তারাও আদিমাতার মতোই বৃদ্ধ। পশুগুলোকে কাছাকাছি চলে আসতে দেখে আঁতকে উঠলেন তিনি। কিন্তু আক্রমণের পরিবর্তে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল প্রাণীগুলো।

কতগুলো দৃশ্য বিদ্যুৎ বেগে খেলা করতে শুরু করেছে তার মাথার ভেতর। ঘিরে থাকা প্রাণীগুলো পেরিয়ে পুরো দলটার দিকে সরে গেল আদিমাতার দৃষ্টি, সেই সাথে গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে এল অমানুষিক চিৎকার...

ধড়মড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠল ফেলিস কার্টার। বুঝতে পারল, এতক্ষণ যাবত চোখের সামনে যা যা দেখেছে, সবই ছিল দুঃস্বপ্ন।

BanglaBook.org

সাত

গ্রেনেড দুটোকে ঘরে ঢুকতে দেখেই নড়ে উঠল কিং।

ফ্ল্যাশ ব্যাং-এর মতো এই গ্রেনেডগুলো থেকেও উজ্জ্বল আলো ঝলকানি বের হলো, কিন্তু বিস্ফোরণের আওয়াজ নেই। তার বদলে আছে সীমাহীন উত্তাপ।

সাথে সাথে জ্বলে উঠেছে দরজার সামনে থাকা কার্পেট। গ্রেনেডগুলো হাওয়ায় বিস্ফোরিত হওয়ায়, একেবারে সামনে থাকা টেবিলটাও রক্ষা পায়নি। আগুনের লকলকে জিভ ছড়িয়ে পড়ছে কাঠের গায়ে। উত্তাপে গলতে শুরু করেছে সি.ডি.সি. দলের প্লাস্টিকের ক্রেটগুলো। সেই সাথে ঘর ভরে যাচ্ছে ফাইবার আর প্লাস্টিক পোড়া উৎকট কালো ধোঁয়ায়।

এসব ঘটতে সময় লেগেছে মাত্র এক সেকেন্ড।

জ্বলতে থাকা কন্টেইনারগুলোর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কিং। গ্রেনেডগুলোতে স্প্লিন্টার না থাকায় বেঁচে গিয়েছে এই যাত্রা। ধোঁয়ায় ইতিমধ্যে দুচোখ জ্বলতে শুরু করেছে। ঘরের চারপাশে নজর বুলাচ্ছে সে, পালানোর একটা বিকল্প পথ দরকার। হামলাকারীরা নিশ্চয়ই দরজার ওপাশে ঘাপটি মেরে আছে।

এমন সময় বিকট শব্দে ফায়ার অ্যালার্ম বাজতে শুরু করল। আওয়াজটা কর্কশ হলেও স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিল কানে। সাথে সাথে ছাদের স্বয়ংক্রিয় স্প্রিঙ্কলার থেকে বৃষ্টির মতো পানির ধারা ঝরতে শুরু করেছে। তবে কাজের কাজ খুব একটা হচ্ছে না। ক্ষিপ্ত আগুনের উপর পানি খুব কমই কব্জা করতে পারছে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ধোঁয়ার পরিমাণ।

বৃষ্টির সৌন্দর্য দেখা থেকে আপাতত পালানোর দিকে মনঃস্থির করাই যুক্তিযুক্ত মনে হলো কিং-এর। আবারও ঘরের চারপাশে ঘুরে এল তার নজর। জানালা দেখা যাচ্ছে না। তবে তিনদিকের দেয়াল নিরেট কংক্রিটের মনে হলেও একপাশের দেয়ালটা যেন একটু অন্যরকম। ভালো করে তাকাতেই দেখা গেল, জিনিসটা আসলে শক্ত দেয়াল না। বিশাল একটা ঘরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা পলকা একটা পার্টিশন। ব্যাপারটা ধরতে পেরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিং-এর মুখ। দম আটকে গায়ের সর্বশক্তিতে লাথি হাঁকাল পার্টিশন লক্ষ্য করে।

তবে জোর লাথিতে শুধু গোটা পায়ে তীব্র যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়া ছাড়া কাজের কাজ কিছু হলো না। হতাশায় খেঁকিয়ে উঠল কিং।

BanglaBook.org

তুমি একটা আস্ত বলদ ছাড়া আর কিছু না, জ্যাক।

কাছ থেকে দেয়ালটার দিকে ভালো করে তাকাতেই বুঝতে পারল, পার্টিশনটা আসলে নিরেট না। দুটো আলাদা অংশ কব্জার মাধ্যমে একসাথে জোড়া লেগে আছে একটা স্লাইডিং ডোর। এটা খুলতে গায়ের জোরের চেয়ে বুদ্ধির জোর বেশি কাজে দেবে। দুই স্তরের মাঝখানে থাকা ল্যাচ ধরে টান দিতেই সড়সড় করে সরে এল একপাশের পাল্লা।

শিক্ষণীয় বিষয়, মনে মনে ভাবল কিং। পরের বার থেকে এটা খেয়াল রাখতে হবে।

এম.পি. ফাইভ বাগিয়ে ধরে পাশের ঘরে ঢুকে গেল চেস দলের দলপতি। দরজা ধরে হলওয়ের দিকে এগোতেই দেখা গেল, ফায়ার অ্যালার্মের কারণে হাসপাতালে ব্যাপক হট্টগোল সৃষ্টি হয়েছে। এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে লোকজন। তবে এতকিছুর মাঝেও আসল লক্ষ্যের কথা ভোলেনি হামলাকারীরা। আগের ঘরের দরজার দিকে অস্ত্র তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

হাতের এম.পি. ফাইভটার দিকে তাকাল কিং। একবার ভাবল, ব্যাটাদের খেলা শেষ করে দেয়া যাক। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই পালটে ফেলল চিন্তা। ঝুঁকিহীনভাবে এই দূরত্ব থেকে ব্যাটাদের খুন করতে চাইলে একেবারে মাথায় গুলি করতে হবে। একজনকে শেষ করে আরেকজনের দিকে অস্ত্র তাক করতে করতে টের পেয়ে যাবে লোকটা। সেক্ষেত্রে পালটা গুলি ছুঁড়বে সে-ও। এতে হলওয়ে ধরে পালাতে থাকা সাধারণ মানুষদের গায়ে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আক্রমণের চিন্তা বাদ দিয়ে বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল কিং, তারপর সাবধানে বেরিয়ে এল হলওয়েতে, জনস্রোতে ভাসিয়ে দিল নিজেকে। সারাকে খুঁজে বের করা সবচেয়ে জরুরী। কেরি ফ্রে বলেছিল, চারতলায় আছে সে। কিছুদূর এগোতেই একটা সিঁড়ি নজরে পড়ল কিং-এর। তবে ঝাঁক-বদ্ধ মাছের মতো হুমড়ি খেয়ে সিঁড়িটা বেয়ে নামছে লোকজন।

বিনয়ী হওয়ার ইচ্ছা আর সময়, কোনটাই হাতে নেই। এম.পি. ফাইভটা একবার শূন্যে দোলাতেই ভোজবাজির মতো কাজ হলো। উত্তাল জনস্রোত দুইপাশে সরে গিয়ে মাঝখান দিয়ে ওঠার জায়গা করে দিল তাকে।

চারতলায় উঠে আসতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না। সাধারণ মানুষ প্রায় সবাই ইতিমধ্যে নেমে পড়েছে। তবে রোগীদের স্ট্রেচার নিয়ে নার্সদের ঠেলাঠেলি করতে দেখা যাচ্ছে। এক নার্সের দিকে এগোল কিং, উদ্দেশ্য—সারার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে। মহিলাও দেখতে পেয়েছে তাকে। তবে কিছু বলার আগেই হলওয়ের অন্য মাথা থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল।

নার্সের থেকে নজর সরিয়ে চিৎকারের দিকে মনোযোগ দিল কিং। বুঝতে পেরেছে, এটা সারার কণ্ঠ নয়। কিন্তু চিৎকারের তীব্রতায় মনে হচ্ছে, ভিক্টিম বেশ বড় রকমের বিপদে আছে।

BanglaBook.org

হলওয়ে ধরে এগিয়ে গেল কিং। শেষ মাথায় থাকা ঘরটাকেই আওয়াজের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছে। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দেখা গেল, বিছানায় শুয়ে আছে এক মহিলা। দেয়ালের পাশে দাঁড়ানো দুই মুখোশধারীর একজন হাতের বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগে কিছু একটা ঢোকাচ্ছে। দূর থেকে জিনিসটাকে অনেকটা খুলির মতো মনে হলো কিং-এর। তাকে দেখে হাতের অস্ত্র উঁচু করছে আরেকজন।

তবে তার হাতটা লক্ষ্যের সমান্তরালে উঠে আসার আগেই ট্রিগারে চেপে বসেছে কিং-এর আঙুল। সোজা কপালের মাঝখানে আঘাত হানল বুলেট-কাটা কলাগাছের মতো লুটিয়ে পড়ল অস্ত্রধারী, শরীর মেঝে স্পর্শ করার আগেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গিয়েছে।

সাথে সাথে ব্যাগ হাতে থাকা লোকটার দিকে মেশিন পিস্তল তাক করে ফেলেছে কিং। কিন্তু সঙ্গীর মৃত্যুতে বিন্দুমাত্র বিচলিত মনে হচ্ছে না তাকে। কারণটা বোধ হয় হাতে বেরিয়ে আসা একটা ইনসেন্ডিয়ারি গ্রেনেড।

'গুলি করো, একসাথে নরকে যাই সবাই।' বলে উঠল লোকটা।

সোজা তার কপাল বরাবর অস্ত্র তাক করে রেখেছে কিং। জানে, গ্রেনেডটা ফাটার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে সে। কিন্তু শুয়ে থাকা মহিলার পক্ষে কাজটা অসম্ভব।

আস্তে আস্তে দরজার দিকে সরে আসতে লাগল লোকটা। মুখোশের আড়ালে গোটা মুখ ঢাকা থাকা সত্ত্বেও খোলা চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। মহিলার দিকে এক পলক তাকিয়েই সরাসরি কিং-এর চোখের উপর স্থির হল তার দৃষ্টি। 'আজ তোমাদের মৃত্যুর দিন, আমার নয়।'

বলতে বলতে দরজার একেবারে সামনে পৌঁছে গিয়েছে সে, সেই সাথে খুলে ফেলেছে গ্রেনেডের পিনও। দরজা দিয়ে শরীরটা গলিয়ে দিয়েই গ্রেনেডটা বিছানার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে মারল মুখোশধারী। নিখুঁত লক্ষ্য। একেবারে বিছানাতেই এসে পড়েছে ধূসর রঙের ধাতব সিলিন্ডারটা।

খেঁকিয়ে উঠে ট্রিগার টেনে ধরল কিং। কিন্তু ততক্ষণে পাখি উড়ে গিয়েছে। রেখে গিয়েছে মূর্তিমান বিভীষিকা। গ্রেনেডটার দিকে স্থির হলো চেস দলের নেতার নজর। সাথে সাথে মাথার ভেতর ঘড়ির টিকটিক শুরু হয়ে গিয়েছে। জিনিসটা এম২০১এ১ মডেলের। অন্যান্য সাধারণ ফ্র্যাগ গ্রেনেড যেখানে পিন খোলার পর ফাটতে তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ড সময় নেয়, এটা নেয় মাত্র দুই সেকেন্ড।

আর এক সেকেন্ড বাকি!

এই মুহূর্তে একমাত্র যেটা করার ছিল, ঠিক সেটাই করল কিং। হাত ধরে মহিলাকে টেনে নিজের উপরে নিয়ে এল, সেই সাথে মোক্ষম এক লাথি কষিয়েছে বিছানার ফ্রেমে। দুটো কাজ হলো এতে। মেঝেতে গড়িয়ে দরজার

BanglaBook.org

দিকে সরে গিয়েছে গ্রেনেড, সেই সাথে বিস্ফোরণ আর তাদের মাঝে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে কাত হয়ে যাওয়া ধাতব খাট।

মহিলাকে নিয়ে মেঝেতে উল্টে পড়তে পড়তেই কিং-এর মনে হলো, কেউ যেন লাখখানেক বাল্ব একসাথে জ্বালিয়ে দিয়েছে গোটা ঘরে। বিস্ফোরণের ধাক্কার বেশিরভাগটা খাটের উপর দিয়ে বয়ে গেল। ঢালটা না থাকলে এতক্ষণে পুড়ে রোস্ট হয়ে যেত মেঝেতে লেপ্টে থাকা দুই বাসিন্দা।

হাচড়ে-পাচড়ে উঠে বসে দরজার দিকে অস্ত্র তাক করল কিং। হয়তো মজা দেখার জন্য এখনও দাঁড়িয়ে আছে মুখোশধারী লোকটা। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড কেটে যাওয়ার পরও তেমন কোনো আলামত চোখে পড়ল না।

'ছাড়ুন,' বলে উঠল মহিলা। 'ব্যাটা পালিয়েছে।'

দুর্বল কণ্ঠটা কানে যেতেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কিং, উঠে দাঁড়ানোর জন্য ইঙ্গিত করল মহিলাকে। তবে মনে হচ্ছে, নিজ পায়ে শরীরের ভর চাপানোর মতো শক্তিটুকু তার নেই। ফ্যাকাসে মুখ, চোখে পাগলাটে দৃষ্টি। হাতের খুলে যাওয়া আইভি লাইন থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরছে।

রক্তের দিকে নজর পড়তেই কেরি ফ্রেয়ের কথা মনে পড়ল কিং-এর। লোকটা এর কথাই বলেছিল। এই সেই আইসোলেশন রুমে থাকা মহিলা, যার জন্য দলবল নিয়ে সাগর পাড়ি দিতে হয়েছিল সারাকে।

কী দারুণ! ভাবল কিং। এবার যে কোন ভয়ানক জীবাণুর সংস্পর্শে এসেছে তা ঈশ্বরই জানেন। সি.ডি.সি.র রোগ গোয়েন্দা ডাক্তার যদি প্রেমিকা হয়, তাহলে আর উপায় কী?

কিন্তু সারা তো এখানে নেই। অবশ্য শুধুমাত্র ফায়ার অ্যালার্মের আওয়াজ শুনে নিজের রোগীকে একা ফেলে পালানোর মতো মেয়ে ও না। তাহলে গেল কোথায় মেয়েটা?

দরজার দিক থেকে ভেসে আসা ধোঁয়ার দিকে নজর পড়ল কিং-এর। পরমুহূর্তেই ফিরে তাকাল মহিলার দিকে। 'কে তুমি?'

'ফেলিস।'

'হুম, ফেলিস। আমার নাম জ্যাক। এখান থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে যাব আমি। কিন্তু সেজন্য আমার কথামতো চলতে হবে। বুঝতে পেরেছে?'

মাথা নেড়ে সায় দিল মহিলা।

'হাঁটতে পারবে তো?'

অনিশ্চিত দেখাল মহিলাকে। 'মনে হয় পারব,' বলে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল সে। সতর্ক নজর রাখছে কিং, পড়ে যেতে দেখলে আটকাবে। কিন্তু এক মুহূর্ত পর আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল ফেলিস। 'পারব আমি।'

'ঠিক আছে। চলো তবে, এই নরক থেকে বের হওয়া যাক।'

BanglaBook.org

আট

দেয়ালে কান পেতে দাঁড়াল ফুলব্রাইট, সিঁড়ি বেয়ে ক্রমাগত পায়ের আওয়াজ উঠে আসছে। হতাশ ভঙ্গিতে খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'ধুশশালা...ঝামেলার শেষ নেই।'

বাঘের কাছে যাবে, নাকি মহিলার কাছে? ভাবল সারা। উভয়সঙ্কটে পড়া এক রোমান গ্ল্যাডিয়েটরের গল্প মনে পড়ে গিয়েছে তার। এখন তাদের নিজেদের অবস্থাও অনেকটা সেরকম। মন বলছে, কাউবয় স্টাইলে পিস্তল উঁচিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবে তার সঙ্গী। কিন্তু নিচে নামার বদলে ছাদের দরজাকে নিজের লক্ষ্য বানিয়েছে ফুলব্রাইট।

দরজাটা অল্প ফাঁক করে একজন একজন করে ছাদে বেরিয়ে এল তারা। দাঁড়িয়ে থাকা হেলিকপ্টারটাকে দুজন লোক পাহারা দিচ্ছে। নিচের হামলাকারীদের মতো তাদের পরনেও কালো রঙের যুদ্ধসাজ।

ফুলব্রাইটের কাজের ধারা কিছুই আন্দাজ করতে পারছে না সারা। বারবার শুধু মনে হচ্ছে, এই বুঝি কান ফাটানো আওয়াজে তার দিকে ছুটে আসবে বুলেট। কিংবা হয়তো আওয়াজ কানে ঢোকার আগেই তার গায়ে আঘাত হানবে গার্ডদের গুলি।

কিন্তু লোক দুটোর হাবভাব দেখে তাদের আগমন টের পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

এমন সময় হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো পেছনে ভিড়িয়ে রাখা ছাদের দরজা। না...কেউ গুলি করেনি, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকা লোকগুলো পৌঁছে গিয়েছে, তাদের একজনের বেদম ধাক্কা খেয়েই বিকট আওয়াজে খুলে গিয়েছে পাল্লাটা। আঁতকে উঠল সারা, কিন্তু তার আগেই নড়ে উঠেছে ফুলব্রাইট। তাকে টেনে একপাশে সরিয়ে নিল লোকটা।

ফুলব্রাইটের কাঁধের উপর দিয়ে সারা দেখতে পেল, ছাদে নতুন আসা লোকটার হাতে একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগ ধরা। হলদেটে মাথার খুলিটা দেখা যাচ্ছে ভেতরে।

সেই খুলি!

সোজাসুজি হেলিকপ্টারের দিকে হাঁটা ধরেছে আগন্তুক, এক মুহূর্ত পর আরোদুজন বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে। বিস্ময়সূচক আওয়াজ বেরিয়ে এল সারার গলা দিয়ে। সাথে সাথে পেছন ফিরে তাকাল লোক দুটো। হাতে ধরা অস্ত্র উঠিয়ে আনছে উপরে।

BanglaBook.org

ধাক্কা দিয়ে সারাকে সামনে ঠেলে দিল ফুলব্রাইট। 'সরে যান!' বলেই দুটো গুলি পাঠাল অস্ত্রধারীদের লক্ষ্য করে।

একজনের বুকের আর্মারে আঘাত হেনেছে বুলেট। কিন্তু তার গা-ঝাড়া দেয়ার ভঙ্গি দেখে আঘাতটাকে একটা চড়ের চাইতে বিশেষ কিছু বলে মনে হলো না। তারপরই গর্জে উঠল তাদের হাতের অস্ত্রগুলো।

ফুলব্রাইটের পিস্তলের চাইতে কয়েকগুণ বেশি আওয়াজ করছে হামলাকারীদের মেশিন পিস্তল। মাথার উপর দেয়াল থেকে কংক্রিটের চলটা ছিটকে উঠতে দেখল সারা। তবে ততক্ষণে নিরাপদে সিঁড়ি ঘরের কোনা পেরিয়ে গিয়েছে দুজন। দেয়ালের আড়াল পেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল ওরা।

'এগিয়ে যান,' চেঁচিয়ে উঠল ফুলব্রাইট। কিন্তু গুলির আওয়াজের বদলে হেলিকপ্টারের রোটরের আওয়াজ কানে এল। পালাচ্ছে লোকগুলো।

আকাশযানটার উদ্দেশ্যে বিরতিহীনভাবে গুলি পাঠানো শুরু করল ফুলব্রাইট। মাঝে একবার গুলি শেষ হয়ে আসায় বদলে নিল পিস্তলের ম্যাগাজিন। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। ওড়ার মতো ক্ষমতা অর্জন করে নিয়েছে হেলিকপ্টারের রোটরগুলো। প্রবলবেগে ঘুরছে ধারালো ফলা। এক মুহূর্ত পর সমান্তরালভাবে উঠতে শুরু করল উপরের দিকে।

'যাশশালা...চলে গেল!'

দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সারা। ফলাফল যাই হোক না কেন, লোকগুলো চলে যাওয়ায় জীবনের ঝুঁকি বিদায় নিয়েছে। কিন্তু তার স্বস্তি রাগে রূপ নিল মুহূর্তেই। 'চলে গেছে ভালো হয়েছে, এবার গোটা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করুন।'

তিক্ত হাসি ফুটে উঠল ফুলব্রাইটের ঠোঁটে। 'যা যা জানতাম তার সবটাই আপনাকে বলেছি।'

'কচু বলেছেন। খুব ভালো করে জানি, আরো অনেক কিছুই লুকিয়েছেন আপনি। আপনার এই রাখ-ঢাকের কারণেই আমার বন্ধুদের জীবন আজ হুমকির মুখে। আসলেই যদি ওদের ক্ষতি হয়ে থাকে, দায়টা আপনার ঘাড়েই বর্তাবে।'

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল লোকটার গলা বেয়ে। 'ব্যাপারটাতে কিছুটা ঝুঁকি যে আছে, সেটা আমি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। বায়ো ওয়েপন নিয়ে কাজ করতে হলে এরকমটাই হয় সাধারণত। কিন্তু পরিস্থিতি এতখানি ঘোলাটে হয়ে যাবে, সেটা আশা করিনি।'

জবাবটা শুনে সারার রাগ বিন্দুমাত্র কমেনি। কিন্তু এখন আর কিছু করারও নেই। তাই ব্যাপারটা আপাতত মাথা থেকে সরিয়ে রাখল সে। 'ওই জীবাণুটা সম্পর্কে বলুন আমাকে। ওই মহিলা...ডক্টর কার্টার...তাকে কিন্তু অসুস্থ বলে মনে হয়নি।'

BanglaBook.org

এক পা এগিয়ে এল ফুলব্রাইট। 'আপনাকে তো বলেছিই, প্রাচীন একটা ভাইরাসের পেছনে লেগেছে নেক্সাস। অভিযান থেকে ফিরে আসার পর ফেলিস কার্টারকেতো দেখেছেনই আপনি। আমার মনে হয়, ও আক্রান্ত হয়েছিল। তাই আপনাকে পাঠাই আমি। আর আজ এই আক্রমণটা বলে দিচ্ছে, আমার ধারণাই ঠিক। ওখানে কিছু একটা খুঁজে পেয়েছিল কার্টার আর নিজে সেটা বয়ে নিয়েও এসেছে।'

'কিন্তু হামলাকারীরা তো ওর প্রতি আগ্রহ দেখায়নি। পরিবর্তে শুধু মাথার খুলিটা নিয়ে গিয়েছে।'

'তাই নাকি?' কুঁচকে এল ফুলব্রাইটের কপালের চামড়া। 'জিনিসটার গুরুত্ব আন্দাজ করা উচিত ছিল আমার।'

'এখন আর ওটা ভেবে লাভ নেই। খুলিটাতে কোনো জেনেটিক উপাদান থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই না যে, ওটা অবশ্যই একটা প্রাণঘাতী জীবাণু! অবশ্য হলেও সমস্যা নেই, ডক্টর কার্টারের রক্তে তা অবশ্যই পাওয়া যাবে।' বলে দেয়ালের পাশ থেকে সরে এল সারা। 'দলের বাকিদের কাছে পৌঁছাতে হবে আমাকে। দেখতে হবে সবাই নিরাপদে আছে কি না।'

জবাবে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ফুলব্রাইট। কিন্তু তার আগেই তার সেলফোনটা বেজে উঠল। কলার আইডি দেখে নিয়ে ফোনটা কানে ঠেকাল সে। 'ছাদের উপর আছি আমরা,' বলে একহাতে ফোনের মাউথ পিস ধরে ফিরে তাকাল সারার দিকে। 'লোকগুলো যে আমাদের আঘাত করেনি, তার একটা কারণ আছে। ওরা নিশ্চিতভাবে জানত না যে, ফেলিসের কাছে তাদের কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা রয়েছে।'

আবারও ফোনের দিকে মন দিল ফুলব্রাইট। 'সি.ডি.সি. দলের বাকি সদস্যসহ যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা দল পাঠান এখানে। সেফ হাউজে নিয়ে যান সবাইকে।' কথা শেষ করে সারার দিকে তাকাল লোকটা। 'দুমিনিটের ভেতর আমাদের বাহন পৌঁছে যাবে। রক্তের নমুনাগুলো এখন বিশ্বের সবচেয়ে দামী জিনিসের মধ্যে একটা। ওগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে আমাকে, সেই সাথে আপনারও।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নয়

কিং আর ফেলিসকে দোতলার সিঁড়ি থেকে বাইরে বেরোনোর রাস্তার দিকে নিয়ে গেল এক দমকলকর্মী। সভাকক্ষের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হয়েছে তারা। তবে বাতাস ধোঁয়ায় গুমোট, ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে বিস্তর।

বাইরে দাঁড়ান লোকজনের উপর নজর বুলালো কিং। স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গদের ভিড়ে দুয়েকজন শ্বেতাঙ্গকে দেখা গেলেও, সারার খোঁজ নেই। আচমকা ছাদ থেকে হেলিকপ্টারে শব্দ ভেসে এল–পালাচ্ছে আততায়ী দল! 'এখানে আড়াল নেই,' ফেলিসকে বলল সে। শব্দচয়নটা আসলে ঠিক হলো না। আসলে হাসপাতালের গাউন পরা ফেলিসের দেহ *আড়াল* ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। সৌভাগ্যবশত, হাসপাতালের আরো ডজন খানেক রোগীর অবস্থাও তথৈবচ। কেউ তাই মেয়েটির দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না। অবশ্য কে ফেলিসের দেহ দেখল আর কে দেখল না, তা নিয়ে কিংয়ের আপাতত মাথাব্যথা নেই।

ফেলিসের রুমে আসা অস্ত্রধারীদের হাতের পিস্তল চিনতে পেরেছে ও, বিশেষভাবে নির্মিত অস্ত্র ওগুলো। বন্দুকের নলের দিকে তাকিয়ে সচরাচর কেউ তার মডেল চেনার চেষ্টা করে না। তবে আক্রমণকারীদের হাতে থাকা মেটাল স্টর্ম ও'ডায়ার ভি.এল.ই. .পিস্তলগুলোর অনন্য চার ব্যারেল কনফিগারেশন দেখে চিনতে না পারার কোনো কারণ নেই। সাধারণ বন্দুক থেকে এগুলো ব্যতিক্রম। এদের ফায়ারিং চেম্বারে একবারে একটার পরিবর্তে চারটি ব্যারেল ভর্তি গুলি থাকে, আগুনের পরিবর্তে এগুলোতে গুলি বেরোয় বৈদ্যুতিক চার্জের মাধ্যমে। ট্রিগার চাপলে সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মাঝেই খালি হয়ে যায় পিস্তল। অবশ্য ডিজাইনটা এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে আছে। যে সে মার্সেনারির হাতে এগুলো পড়ার সম্ভাবনাও কম, কেননা দাম অস্বাভাবিক রকমের বেশি। 'আমার ধারণা, ওরা তোমাকে খুন করতে এসেছিল।' বলল সে, 'ওদের কেউ হয়তো তা নিশ্চিত করার জন্য রয়ে গিয়েছে, এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

'আমাকে মারতে?' কথাটা যেন হজম হচ্ছে না ফেলিসের।

'আমার কাছাকাছি থাকো। নিরাপদ আশ্রয় পেলে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা যাবে।' মেটাল স্টর্ম পিস্তল ব্যবহারকারী কেবল একটা গ্রুপকে চেনে কিং। ফেলিসের হামলাকারী তারাই হলে, কিংয়ের দায়িত্ব তাকে রক্ষা করা। ভিড় ঠেলে এক পাশে বেরোতেই কিং তার চেস দলের ফোনটা বের করল। কল করতে যাবে, এমন সময় তার সামনে এসে দাঁড়াল এক ইথিয়োপিয়ান পুরুষ। 'মনে হচ্ছে তোমার সাহায্য দরকার,' চোস্ত ইংরেজিতে বলল লোকটা।

BanglaBook.org

সন্দেহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল কিং। ফোনটা ব্যাগে রাখতেই এম.পি.ফাইভ.-এর উপর হাত পড়ল তার। সিঁড়ি থেকে বেরোনোর আগে ওটা ব্যাগে পুরে রেখেছিল সে। 'ধন্যবাদ বন্ধু, আমরা ব্যবস্থা করে নিব।'

হেসে ইথিয়োপিয়ান লোকটা সামনে ঝুঁকে নিচু স্বরে বলল, 'আমি দেখেছি কী ঘটেছে। আমি জানি, ওরা মেয়েটার জন্য এসেছিল। আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারব।'

মাথা নাড়ল কিং। 'তুমি যদি এত কিছুই জানো, তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কেন আমি তোমাকে বিশ্বাসে আগ্রহী নই।'

'বিশ্বাস করা উচিত,' লোকটা ফেলিসের দিকে ঘুরে বলল, 'তুমি তো আমাকে চেনো, তাই না?'

ফেলিস তার দিকে তাকাল, তারপর কিংয়ের দিকে ফিরল। চেহারায় পূর্ব পরিচয়ের ছাপ নেই।

লোকটার হাসি হতাশায় যেন কিছুটা ম্লান হলো। 'আমি মোজেস-মোজেস সেলাসি। রিফট উপত্যকার অভিযানে তোমার সাথে ছিলাম আমি। গুহা থেকে তোমাকে উদ্ধার করি আমি–'

ফেলিসের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। মোজেসের কাঁধ চেপে ধরে সে বলল, 'আমাকে গুহায় ফিরিয়ে নিয়ে চলো, এখুনি।'

>>> রিপোর্ট করুন।

কোত্থেকে শুরু করব? পুরো ব্যাপারটা কেঁচে গিয়েছে। ফগ ছাড়া সি.ডি.সি. দলের সবাই মৃত! আর আমার লোকেরা সিগলারকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। সে একাই নিকেশ করে দিয়েছে চারজনের পুরো দলকে; হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে এখন! কে এই লোক আসলে?

>>> সিগলারের বর্তমান কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত তথ্যাদি অতিমাত্রায় গোপনীয়। তার গোপন সামরিক বাহিনী বা কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সদস্য হবার সম্ভাবনা বেড়ে ৯২.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তার পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা কী হতে পারে সে সংক্রান্ত তথ্যাদি সীমিত।

তা বলার জন্য তোমার দরকার নেই আমার।

>>> আপানার কি মনে হয়, ফগের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে সিগলার?

আমি ওর জায়গায় হলে তাই করতাম।

>>> তা তো হতে দেয়া যাবে না।

সেদিকটা আমি দেখছি।

BanglaBook.org

দশ

রণকৌশল

শহরের এক প্রান্তে মোজেসের ভাড়া করা বাসায় না পৌঁছানো পর্যন্ত কিং বুঝে উঠতে পারেনি যে ফেলিস ইথিয়োপিয়ান নয়। মেয়েটা দু-চারটের বেশি কথা বলেনি, আর সে-ও ব্যস্ত ছিল নিজদেরকে নিরাপদ রাখার কাজে। ফেলিসের উচ্চারণে যে আঞ্চলিকতা নেই তা তাই লক্ষ্য করা হয়নি কিংয়ের। মোজেস খাবার আর ফেলিসের জন্য কাপড় কিনতে বেরিয়ে গেলে, মেয়েটা চুপ করে বসে থাকল। কিং-ও তাকে ঘাঁটাল না।

তার সামনে যেন মূল ছবি ছাড়াই কেউ জিগস' পাজলের ভাঙা টুকরো ধরিয়ে দিয়েছে, কীভাবে সাজাবে তা বুঝতে পারছে না ও।

বেশ কিছু সূত্র আছে, কিন্তু এদের মাঝে সম্পর্ক জানা নেই তার। তবে সারার পরিণতি নিয়ে অনিশ্চয়তাই এখন তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

আক্রমণকারীরা আগে সি.ডি.সি. টিমটাকে লক্ষ্য বানিয়েছে। ব্যাপারটা কাকতালীয় নয়। কিন্তু সারা ফেলিসের ঘরে ছিল না। আক্রমণকারীরা তাই নাগাল পায়নি মেয়েটার। *নাগাল তো আমিও পাইনি, ভাবল কিং।* তাহলে কোথায় এখন সে? শত্রুরা এখনও তাকে খুঁজছে?

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর মোজেস ফিরল। সাথে রুটি আর গরুর স্টু। সে ফেলিসকে স্থানীয় একটা পোশাকও উপহার দিল। ফেলিসের চেহারায় স্পষ্ট অভক্তি। 'এটা হাবেশা কেমিস,' ব্যাখ্যা করল মোজেস। 'কফি উৎসবে পরা হয়। অনেক মেয়েরাই এটা পরে।'

'আমরা পরে বাইরে গিয়ে তোমার পছন্দসই কাপড় কিনে আনতে পারি,' কিং বলল। 'অবশ্য তোমার যদি এই হাসপাতালের গাউনই পরে থাকতে ভালো লাগে তাহলে তো আর কিছু বলার নেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফেলিস। 'বুঝলাম, স্থানীয় মেয়েই সাজতে হবে আমাকে। ঘুরে দাঁড়াও ছেলেরা, আমাকে একটু প্রাইভেসি দাও।'

কিং সাথে সাথে বলল। 'ওয়েস্ট কোস্ট, ঠিক কি না?'

'কার্কল্যান্ড, ওয়াশিংটন।'

'তো আফ্রিকায় কীসের টানে এলে? কাহিনি কী?'

দীর্ঘক্ষণ নীরবতার পর মেয়েটা বলল, 'তোমরা ঘুরে দাঁড়াও।'

কফি পোশাকটা আহামরি কিছু না হলেও আগেরটার থেকে ভালো। মোজেস হেসে খাবার তৈরি করতে গেল। সুযোগ বুঝে পুনরায় প্রশ্নটা করল কিং।

BanglaBook.org

'তার মানে, তুমি কিছুই জানো না?' অবাক কণ্ঠে বলল ফেলিস।

কিং এক মুহূর্ত বুকের উপর হাত ভাঁজ করে তাকিয়ে রইল মেয়েটার দিকে। 'তুমি যা জানো তা আমাকে বলো, আর আমি যা জানি তা তোমাকে বলছি। গতকাল এখানে, ইথিয়োপিয়াতে, সম্ভাব্য বিপর্যয়ের তদন্তের জন্য আটলান্টা থেকে একটা সি.ডি.সি. টিম পাঠানো হয়েছে। পেশেন্ট জিরো[৩] হচ্ছ তুমি। সে–' কিং মোজেসকে দেখিয়ে বলল, '–একটা অভিযান আর গুহার কথা বলল। কিছু প্রশ্নের উত্তর পেলাম, কিন্তু এতে জন্ম হলো আরো অসংখ্য প্রশ্নের।'

গুহার কথা বলায় মেয়েটার অস্বস্তি খেয়াল করল সে। 'ওই প্রসঙ্গে পরে আসছি। সি.ডি.সি. টিম আসার পনেরো মিনিটের মাঝেই সবাই মারা যায়। দলটাকে যারা খুন করেছে, তারা তোমাকেও মেরে ফেলতে উদ্যত হয়। ব্যস, এতটুকুই জানি। এখন তোমার পালা। আমি বিনয়ের সাথে আবারও জানতে চাইছি,' এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে প্রতিটা শব্দ জোর দিয়ে উচ্চারণ করল সে, 'হচ্ছেটা কী এখানে?'

সংকোচ দূরে ঠেলে সাহস সঞ্চয় করে যেন মেয়েটা বলল, 'আসলে ঘটনাটা জানার অধিকার আছে তোমার। আমি উত্তর ইথিয়োপিয়ার গ্রেট রিফট উপত্যকায় এক অভিযানের অংশ ছিলাম। জীন বিজ্ঞানী আমি, তবে প্রত্ন-জীববিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। আমার কোম্পানির কাজ হলো, বিভিন্ন গোপন সূত্র থেকে পাওয়া ঐতিহাসিক রেকর্ড যেমন–পৌরাণিক এবং লোকাচার-বিদ্যা, পরীক্ষা করে দেখা। লক্ষ হলো: পূর্বে অনাবিষ্কৃত জেনেটিক দ্রব্যাদি আয়ত্ত করা। তথ্য মোতাবেক আমরা আফার এলাকায় একটা গুহা খুঁজে পাই।'

কিং বুঝতে পারল সেই আবিষ্কারের পিছনে আরো কাহিনি আছে, কিন্তু আপাতত চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিল। 'তারপর?'

'তারপর...আমি জানি না। গুহাটা আমরা খুঁজে পাই, কিন্তু এরপর হাসপাতালে আসা পর্যন্ত আর আমার কিছু মনে নেই।' মোজেসের দিকে ইশারা করল সে। 'ওকে জিজ্ঞেস করো।'

কিং মোজেসের দিকে ঘুরল। ইথিয়োপিয়ান লোকটা খাবার পরিবেশন করে তাদের সম্মুখে বসে বলল, 'আমি যা দেখেছি তাই কেবল বলতে পারব। গুহার বাইরে ক্যাম্প স্থাপনের কাজে সাহায্য করার জন্য শ্রমিক হিসেবে ছিলাম।'

'তোমার ভাষা বেশ পরিশীলিত, শ্রমিক বলে মনেই হয় না।'

'ইংরেজিতে কথা বলা যোগ্যতার কারণেই আমার চাকরিটা হয়। তবে নিশ্চিত থাকো, একজন সাধারণ শ্রমিক ছাড়া আমার কোনো পরিচয় নেই। চারপাশে তাকাও। আমি খেটে খাই। যে কাজ পাই তাই করি।'

---

৩ যে ব্যাক্তির কাছ থেকে কোন সংক্রামক রোগ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

BanglaBook.org

'বলতে থাক।'

'সব বেশ ভালোমতোই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ গবেষকরা গুহা থেকে বেরোনো বন্ধ করে দেয়। তিনদিন কেটে যায় এভাবেই...সাড়াশব্দহীন। ক্যাম্প জুড়ে অস্থিরতা বিরাজ করছিল। কেউ কেউ তো বিদ্রোহ শুরু করে! দ্বিধান্বিত আমি গুহায় ঢুকে মেয়েটাকে খুঁজে পাই।' ফেলিসের দিকে ইশারা করল সে। 'তুমি অজ্ঞান থাকায়, বয়ে বাইরে নিয়ে আসি। তারপর একটা ট্রাকে করে শহরে ফিরিয়ে আনি।'

'তখন থেকেই হাসপাতালের আশপাশে ঘুরঘুর করছিলে?' জানতে চাইল কিং।

শ্রাগ করল মোজেস, নজর তখনও ফেলিসের দিকে। 'আমি তোমাকে নিয়ে চিন্তায় ছিলাম, কিন্তু সামনে আসতে চাইনি। আসলে ক্যাম্পটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আবার পুলিশকে সত্যটা বলে লাভ হতো না, আমার কথা বিশ্বাস করতো না কেউ। তাই তোমাকে রেখে যাবার পর আমি নিয়মিত দেখতে আসতাম যে জ্ঞান ফিরেছে কিনা। ভেবেছিলাম ভেতরের ঘটনাবলি সম্পর্কে আমার কথার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারবে।'

কিং অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল। 'আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। ওই তিনদিনে গুহার ভেতর কী হয়েছিল?' মোজেস আর ফেলিস একে অন্যের দিকে তাকাল, নিরুত্তর।

কিং মেয়েটাকে বলল, 'তুমি ভিতরে ছিলে। কিছু একটা খুঁজে পেয়েছিলে তুমি, ঠিক? সম্ভবত যা খুঁজছিলে তাই পেয়েছ। যারা আজ আমাদের উপর হামলা করে, তারা তোমার কাছ থেকে কিছু একটা ছিনিয়ে নেয়। অনেকটা খুলির মতো দেখতে। মনে পড়ে কি তোমার?' ফেলিস হতবুদ্ধি হয়ে মাথা নাড়ল। কিন্তু মোজেস বলে উঠল, 'ঠিক। গুহার ভেতরে তুমি এক স্তন্যপায়ী প্রাণীর খুলি খুঁজে পাও। বের করে আনার সময় তা শক্ত করে চেপে ধরে ছিলে, হাত থেকে নিতে দাওনি।'

'আচ্ছা, দাঁড়াও। গুহাতে তো আরো গবেষক ছিল, তাই না? তাদের কী হলো?' জবাব না পেয়ে আবার চাপ দিল কিং। 'শোন, সি.ডি.সি.কে ডেকে এনেছে কেউ না কেউ। এর অর্থ, কারো না কারো ধারণা যে তোমরা ভাইরাস বা ওই জাতীয় কিছু পেয়েছিলে গুহায়। আসলেই কী তাই? সবাই কি অসুস্থ হয়ে সেখানে মারা পড়েছে? সে জন্যই কি তুমি অজ্ঞান হয়ে ছিলে?'

'আমি তো অসুস্থ হইনি,' মোজেস বলল। 'আমিও গুহায় ঢুকেছিলাম, এমনকি ফেলিসের সংস্পর্শে দুদিন কাটিয়েছি পর্যন্ত। আমার দেহে তো উপসর্গ দেখা দেয়নি।'

'তাহলে হয়তো ভাইরাস খুঁজে পায়নি গবেষকরা, কিন্তু কিছু না কিছু তো পেয়েছে? ব্যাপারটা ওই খুলির সাথে সম্পর্কিত কিছু না তো?' দুই সঙ্গীর

BanglaBook.org

চোখে অন্তঃসারশূন্য দৃষ্টি দেখে কিং বুঝল আলোচনার ধরন পাল্টাতে হবে। 'ফেলিস, কার হয়ে কাজ করো তুমি?'

'নেক্সাস জেনেটিক্স নামে একটা কোম্পানি আছে। তাদের হেড অফিস সিয়াটলে।'

নেক্সাস? এই উত্তর আশা করছিল না সে। 'কতদিন ধরে ওদের সাথে আছো?'

'শুরু থেকেই। দুবছরের বেশি হবে। আমার পুরনো কোম্পানি ভেঙে তৈরি হয় এটি।'

'ম্যানিফোল্ড জেনেটিক্স।'

'আমাদের কথা শুনেছ তুমি?'

কিং বিনা আয়াসে তার অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ করল। 'যে দলটা হাসপাতালে আক্রমণ করেছে তার নাম জেন-ওয়াই। ম্যানিফোল্ডের ব্যক্তিগত সামরিক বাহিনী। সব ধামাচাপা দিতে চাইছে তারা।'

ফেলিসের চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল। অভিজ্ঞতা থেকে জানে কিং, ম্যানিফোল্ডের প্রতিষ্ঠাতা রিচার্ড রিডলি পিশাচ হলেও, তার অধীনস্থ বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই তার ক্ষমতার লিপ্সার শিকার, নিরীহ বলী মাত্র! তাদের কয়েকজন এবং জেন-ওয়াইয়ের কিছু লোক মিলে ম্যানিফোল্ডের পতন ঘটায়। তবে রিডলি আত্মগোপনে চলে যায়, সাথে ম্যানিফোল্ডও। লোকটা মারা গিয়েছে ধারণা করা হলেও, সম্ভবত তার নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হচ্ছে। অবশ্য আরো একটা ব্যাপার হতে পারে এখানে।

মৃত্যুর পূর্বে রিডলি প্রাচীন এক ভাষা আবিষ্কার করে, যাকে বলা হয়ে থাকে প্রকৃত ভাষা বা মূলভাষা। ধারণা করা হয়, জাদুকরী ক্ষমতা আছে এ ভাষার। অন্ধকারে আলো দেয়া, জড় পদার্থে প্রাণ সঞ্চার করা, অসুখ সারানো–এসব। মারা যাবার আগে সে ওই ভাষার বদৌলতে তার একাধিক ক্লোন বা নকল তৈরি করে। বেশিরভাগকেই ধ্বংস করা হয়েছে, কিন্তু নকলগুলোর প্রকৃত সংখ্যা কেউ জানে না...তাদের কতজন বেঁচে আছে, তা-ও জানা নেই। ম্যানিফোল্ডের ভগ্নাংশ থেকে জন্মানো নেক্সাস জেনেটিক্সের রিডলির এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করা অশুভ একটা ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

কিছু ব্যাপার এখনও পরিষ্কার না হলেও কিংয়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা হয়ে গিয়েছে। সময় এখন ডিপ ব্লুকে ডাকার। 'আপাতত নিরাপদে আছ তোমরা,' চেস দলের ফোন বের করতে করতে বলল সে। 'যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করছি আমি।'

'না।' ফেলিসের গলায় ভয়।

কিং ফোন নিচু করল। 'কেন?'

'আমার গুহায় ফিরে যেতে হবে।' মোজেসের দিকে ফিরল সে। 'তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে? রাস্তাটা মনে আছে তো তোমার?' মোজেস

BanglaBook.org

অনিশ্চিতভাবে মাথা নেড়ে যেন আশ্বস্ত হবার জন্য কিংয়ের দিকে তাকাল। 'তুমিই তো বললে ওরা সব ধামাচাপা দিতে চাইছে,' বলল ফেলিস। 'এরপর নিশ্চয়ই গুহায় যাবে ওরা। তুমি জানো, আমি ঠিক বলছি। ওদের আগে আমাদের সেখানে যেতে হবে।'

'কী খুঁজে পেয়েছিলে, তা ও তো তোমার মনে নেই।'

'না, নেই। কিন্তু মন বলছে আমার সেখানে ফিরে যাওয়া উচিত।'

ভ্রূ কুঁচকাল কিং। এমন ঝামেলার দরকার ছিল না। সারা ঘোর বিপদের মধ্যে আছে। তবে ফেলিসের কথাও ঠিক। আর গুহার আবিষ্কারই যদি হাসপাতালে আক্রমণের পেছনে দায়ী হয়ে থাকে, তাহলে জেন-ওয়াইয়ের আগে সেখানে পৌঁছাটা জরুরি। রিডলি আর ম্যানিফোল্ড যেখানে জড়িত, সেখানে দ্রুত অ্যাকশনে যাওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

মোজেসের দিকে ঘুরল সে। 'তুমি কি সরঞ্জামসহ অভিযানের বন্দোবস্ত করতে পারবে? গোপনে?'

'খরচ পড়বে অনেক।'

কিং তার বেল্টের গোপন কুঠুরি থেকে এক মুঠো কয়েন বের করে মোজেসের হাতে ধরিয়ে দিল। খাঁটি সোনার ক্রুগারেন্ডের অতর্কিত ভারে আরেকটু হলেই প্লেটেপড়ে যেত মোজেসের হাত।

কিং কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, 'আমার মনে হয় এতে হয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

এগারো

ফুলব্রাইটের 'সেফ হাউজে' পৌঁছামাত্র সারা রক্তের স্যাম্পলগুলো তার ব্যাগ থেকে ফ্রিজে উঠিয়ে রাখল। তাকে আর ফুলব্রাইটকে ঘণ্টাখানেক আগে হাসপাতাল থেকে হেলিকপ্টারে করে উড়িয়ে আনা হয়েছে। কাছের একটা প্রাইভেট এয়ারফিল্ডে অবতরণ করেছে তারা। সেখান থেকে শহরের দক্ষিণে বোলের কাছেই একটা বাড়িতে এসেছে।

প্রমত্ত নদীতে ভেসে বেড়ানো খড়কুটোর মতো লাগছে নিজেকে সারার। পরিস্থিতি আর হাতের মুঠোয় নেই তার। নমুনা সম্বলিত ব্যাগটাকে যক্ষের ধনের মতো আঁকড়ে আছে সে। এটুকু অন্তত জানে যে ফেলিস কার্টারের শরীর থেকে সংগৃহীত রক্ত নষ্ট হতে দেয়া যাবে না। ওর দলের সবাই না আসা পর্যন্ত, যন্ত্রপাতিও পাওয়া যাবে না। আর তাই পরীক্ষা করেও দেখা যাবে না এই রক্ত।

অন্তত নিজেকে তা-ই বোঝাতে চাইছে সে।

ফোনে কথা বলতে বলতে ফুলব্রাইটের অভিব্যক্তি বদলে যেতে দেখে সারা বুঝে গেল, তা আর হবার নয়। 'আগুনটা ল্যাব থেকে শুরু হয়েছিল,' শান্ত স্বরে বলল ফুলব্রাইট। 'মর্মান্তিকভাবে পোড়া পাঁচটা লাশ উদ্ধার করেছে ওরা। এটা নিছক দুর্ঘটনা নয়। পুলিশ বেশি কিছু বলছে না, তবে তদন্ত হবে।

সারা চোখ বন্ধ করে বড় করে শ্বাস নিল। এ মুহূর্তে তার হতচকিত কিংবা ব্যথিত হওয়া উচিত, কিন্তু মাথাটা কাজ করছে না। ফ্রে আর অন্যদেরকে কেবল কয়েক মিনিটের জন্য রেখে রোগীর পাশে গিয়েছিল সে। তার মনের একাংশ এখনও বিশ্বাস করে যে তারা সেখানেই আছে, তার অপেক্ষায়! কেউ আর বেঁচে নেই মেনে নেয়াটা বড্ড কঠিন। আবারও বড় করে শ্বাস নিয়ে মেয়েটা বলল, 'সি.ডি.সি. হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে আমাকে। এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।'

ফুলব্রাইটের ঠোঁট চেপে বসল। 'বুদ্ধিটা ভালো হবে না। কাজটা যারই হোক, তাদের লক্ষ্য ছিল তোমার দল। তারা জানত তুমি আসবে, চায়নি যে কাজটা শেষ করো। এতক্ষণে ওরা হয়তো বুঝে গিয়েছে, বেঁচে আছ তুমি। আর তার মানে, ওরা তোমাকে খুঁজে বেড়াবে। চোখচক্ষুর অন্তরালে থাকতে হবে তোমাকে।' দুজনের সম্পর্ককে কিছুটা সহজ বানিয়ে দিয়েছে জীবনের হুমকি।

BanglaBook.org

'কিন্তু সরঞ্জামাদি ছাড়া আমি কিছু করতে পারব না।'

মাথা ঝাঁকাল ফুলব্রাইট। 'তোমার যা লাগবে তা আমরা অর্ডার করে রাতারাতি নিয়ে আসতে পারি।'

'এসব খুবই বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি। হাজার হাজার ডলার দাম। আর যাই আবিষ্কার করি না কেন তা সি.ডি.সি.তে আপলোড করে মিলিয়ে দেখতে হবে।'

'টাকা বিষয় না। অবশ্য এ মুহূর্তে নাটের গুরুটা কে, সেটা জানাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।' নিউমেরিক লক এবং রেটিনা স্ক্যান দ্বারা সুরক্ষিত একটা বদ্ধ কবাট খুলে যেতেই প্রশস্ত কম্পিউটার রুমটা চোখে পড়ল। ফুলব্রাইট কম্পিউটার চালু করে সারার কথামতো মেডিক্যাল সরঞ্জামাদি অর্ডার দেয়া শুরু করল বেসরকারি কিছু সংস্থা থেকে। প্লাটিনাম আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ড ব্যবহার করে দাম ও দ্রুত পাঠানোর জন্য শিপিং চার্জ মিটিয়ে দিল বিনাবাক্য ব্যয়ে। 'আপাতত তোমার আর কিছু করার নেই,' ফুলব্রাইট বলল। 'খেয়ে বিশ্রাম নাও।'

যন্ত্রের মতো মাথা নাড়ল সারা। সরঞ্জামাদি কেনার সময়ও সে বহাল তবিয়তে ছিল, কিন্তু এখন ক্লান্তি আর হারানোর বেদনা জেঁকে বসেছে যেন তার উপর। তা তাড়ানোর একমাত্র উপায় হলো নিজেকে ব্যস্ত রাখা, সমস্যাটার সমাধান খোঁজা। 'শোন,' দরজায় দাঁড়িয়ে বলল সে। 'আমি একজনকে চিনি যে হয়তো এ সমস্যা সমাধানে আমাদের সাহায্য করতে পারবে। ওর দৌড় বহুদূর...' বলে থামল সে; সমঝদারের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

ফুলব্রাইট বুঝে নিল। 'ওই তোমার বন্ধুটা...সরকারের হয়ে কাজ করে, তাই না?' চেয়ারে হেলান দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সে, 'আন্তঃবিভাগীয় দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তোমার জ্ঞান খুবই কাঁচা। মাঝে মাঝে এজেন্সিগুলো একে অন্যের বিপক্ষে কাজ করে। ডান হাতের খবরও বাম হাত জানতে পারে না।'

'তুমি কী বলতে চাইছ?'

'এর পেছনে কে আছে না জানা পর্যন্ত, কাকে বিশ্বাস করব বুঝে উঠতে পারছি না আমি। হতে পারে এটা অন্য কোনো এজেন্সির কাজ। কাউকেই বিশ্বাস করা ঠিক হবে না।'

সারা নিজের মাঝে চাপা ক্রোধ অনুভব করল। 'জ্যাক এ ধরনের কিছুতে কখনোই জড়াবে না।'

'আমি নিশ্চিত তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু ওর সাথে যোগাযোগ করতে গেলে ঝামেলায় পড়তে পারি আমরা।'

সারা এর প্রতিবাদ করার আগেই সে নরম স্বরে বলল, 'তবে এ সবই আমার ধারণা। যে-ই কাজটা করুক না কেন, পেছনে ছাপ রেখে গিয়েছে।

BanglaBook.org

আমাকে একটু খোঁজখবর নিতে দাও। এর পেছনে কে আছে জানা মাত্রই তুমি তোমার বন্ধুর সাথে যোগাযোগ কোরো।'

জ্যাককে ফোন করতে পারার ভাবনা পুরোপুরি না হলেও কিছুটা যেন সারাকে আশ্বস্ত করল।

জেগে উঠে সারা দেখল, ফুলব্রাইট তার বিপরীত দিকের সোফায় বসে চুপচাপ তাকে দেখছে। অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় ঘুম থেকে উঠে অভ্যাস আছে তার। তবু ফুলব্রাইটকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে নিজের চেহারা সম্পর্কে সচেতন হলো, হাত দিয়ে চুল ঠিক করল। 'কতক্ষণ ধরে ঘুমাচ্ছি আমি?'

'কয়েক ঘণ্টা হবে,' চাপা হেসে বলল সে, 'তোমার জন্য কিছু সুসংবাদ আছে, কিছু দুঃসংবাদ আছে। আর কিছু ভয়ংকর দুঃসংবাদ আছে।'

'দুঃসংবাদ আগে।'

'থাক, সুসংবাদটাই আগে দিই। আমি জানি হাসপাতালে হামলার জন্য দায়ী কে।'

সারা কিছুটা সোজা হয়ে বসল। 'কে?'

'ম্যানিফোল্ড জেনেটিক্স নামের একটি প্রতিষ্ঠান।'

'ম্যানিফোল্ড?' সারা বুক ধক করে উঠল।

'ওদের কথা জানো মনে হচ্ছে।'

মাথা নাড়ালো সারা, কিন্তু বিশদ ব্যাখ্যায় গেল না। 'আর দুঃসংবাদটা কী?'

'আসলে দুঃসংবাদটা এরই অংশ। ম্যানিফোল্ড অতীতেও বিভিন্ন ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল। অফিশিয়ালি বছর দুয়েক আগে তাদের কোম্পানি ভেঙে যায়, কিন্তু তাদের কার্যক্রম বন্ধ হয়নি। নেক্সাস, ফেলিস কার্টার যে কোম্পানির হয়ে কাজ করে তা ম্যানিফোল্ডেরই অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান। ফেলিস ও তার অভিযাত্রী দলকে কিছু একটা উদ্ধার করতে নেক্সাস উপত্যকায় পাঠিয়েছিল। তাতে সফলও হয় সে। আর সেটা যা-ই হোক না কেন, এখন ওদের দখলে আছে। হামলার পরপরই হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার স্যাটেলাইট চিত্র যোগাড় করতে সমর্থ হই আমি। সেখান থেকেই সূত্র পেয়েছি। হর্ন অভ আফ্রিকায় ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস ও চোরাচালান কর্মকাণ্ডের কারণে আমরা ফেউ লাগাই। ওদের হেলিকপ্টার পূর্বদিকে ভারত সাগরে নোঙর ফেলা এক জাহাজের দিকে ছুটে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ওটা এক ধরনের ভাসমান, জৈব-অস্ত্র উন্নয়ন ফ্যাসিলিটি। কাজেই আরাধ্য বস্তুটি কেবল ওদের হাতেই নেই, বরং পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপ হিসেবে তা অস্ত্রে পরিণত করার কাজও শুরু করে দিয়েছে।' মাথা নাড়ল সারা। 'এর পেছনে

BanglaBook.org

ম্যানিফোল্ডের হাত থাকলে পরিস্থিতি আমাদের কল্পনার থেকেও খারাপ। আমাকে জ্যাকের সাথে যোগাযোগ করতেই হবে। ম্যানিফোল্ডের নাড়িনক্ষত্র জানে সে। সে-ই গতবার ওদের পতন ঘটিয়েছিল।'

ফুলব্রাইট ভ্রূ উঁচাল। 'দুঃখিত, এর জন্য আমাদের হাতে সময় নেই। জাহাজে ওদের গবেষণাগার দখলে নেয়ার জন্য একটা দলের নেতৃত্ব দেয়ার নির্দেশ পেয়েছি আমি।'

'আর এটাই কি সেই ভয়ংকর দুঃসংবাদ?' জানতে চাইল সারা।

'না,' তার চেহারায় দুঃখ ফুটে উঠল। 'তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে।'

সারা সাড়াশব্দ না করায় সে তড়িঘড়ি করে বলে উঠল, 'বিশ্বাস করো, আর কোনো উপায় নেই। একমাত্র তুমিই ওখানে আমরা যা পাব তার মর্ম বুঝবে।'

'আমি যাব।'

ফুলব্রাইটের ভ্রূ কুঁচকে গেল। 'আমি কী বলছি তা তুমি বুঝতে পারছ না, এই অপারেশনে কিন্তু আইন মানা হবে না।'

'এইসব রাখঢাক করে কথা বলা বাদ দাও তো। সবাইকে খুন করবে তোমরা, তাই না? তা আমি জানি। ওই জারজগুলো আমার বন্ধুদের মেরেছে। আর আমি নিশ্চিত ওদের পরিকল্পনার বলি হবে আরো অনেকে। কাজেই ওদের মেরে ফেললে আমার কিছু যায় আসে না।' *আমি ভাবছি তুমি আর তোমার স্পাই বন্ধুরা জিনিসটা হাতে পাবার পর কী খেল দেখাও,* মনে মনে ভাবলেও মুখে কিছু বলল না সে।

'তোমার নিরাপত্তার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন, আমি করব। আক্রমণের যায়গা সুরক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত ভিতরে যেতে হবে না তোমাকে, তবুও কিছু ঝুঁকি রয়েই যায়।'

'আমি নিজের খেয়াল রাখতে পারব। কখন রওনা দেব আমরা?'

BanglaBook.org

বারো

'ইথিয়োপিয়া?'

কিং দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেল, তার ফোনের জিপিএস থেকে পাওয়া অবস্থানের তথ্য মিলিয়ে দেখছেন ডিপ ব্লু।

আদ্দিস আবাবায় এখন ভোর, নিউ হ্যাম্পশায়ারের চেস দলের নতুন কার্যালয়ে বিকেল। মোজেসের আনা সরঞ্জামাদি আর ভাড়া করা নতুন মডেলের রেঞ্জ রোভার দুটো চেক করেছে কিং। পাশাপাশি সহকারী হিসেবে নিযুক্ত চার ইথিয়োপিয়ান যুবকের সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ডিপ ব্লুয়ের সাথে যোগাযোগের সময় হয়েছে। 'তুমি তো বেশ ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছ। দুটো ভিন্ন ঘটনা, দুটোরই মধ্যমণি তুমি। এর ব্যাখ্যা কী?'

'ম্যানিফোল্ড ফিরে এসেছে।' কিং দ্রুত ডিপ ব্লুকে সব অবহিত করল- সারার রহস্যময় মেসেজ থেকে শুরু করে গ্রেট রিফট উপত্যকায় ফেলিস কার্টারের সঙ্গী হবার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত। 'ক্লোনগুলোর কোনো একটার কাজ নাকি?' জানতে চাইলেন ডিপ ব্লু। 'সম্ভাবনা আছে। আরেকটা সম্ভাবনা হচ্ছে, এই লোক বিভিন্ন নামে একসাথে এত বেশি সংখ্যক প্রজেক্ট শুরু করেছিল যে ওর অধীনস্থরাও জানে না তাদের বস মৃত! এখনও হয়তো যার যার মতো কাজ করে যাচ্ছে, কেবল দরকার পড়লে রিডলির কাছে রিপোর্ট করে।'

'ওরা এবার কীসের পিছনে পড়েছে মনে হয় তোমার?' ডিপ ব্লু প্রশ্ন করলেন।

'তা এখনও নিশ্চিত নই। আমার ধারণা, তারা আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছিল। ঘটনাচক্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু খুঁজে পায় যার জন্য এত খুন-খারাবি। তবে আমি সেজন্য ফোন করিনি।'

'সারার জন্য?'

কিং লম্বা শ্বাস নিয়ে বলল। 'ওকে খুঁজে বের করুন।'

চেস দলের মুখপাত্র আবার কিছু বলার আগে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল নীরবতায়। 'ইথিয়োপিয়ান সরকার সব ধামাচাপা দিতে চাইছে, তবে হাসপাতাল থেকে ছয়টা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।'

ছয়টা? সি.ডি.সি.র পাঁচজন বিজ্ঞানী ল্যাবে ছিল। ব্যথিত হলো জ্যাক।

'পাঁচজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে দোতলা থেকে, আর একজন পুরুষের লাশ পঞ্চম তলায় আগুনের মধ্য থেকে। কারো পরিচয়ই জানা যায়নি।'

BanglaBook.org

পুরুষ? ফেলিসের রুমে হত্যা করা জেন-ওয়াইয়ের বন্দুকবাজের কথা মনে পড়ল ওর। 'সারা নেই ওদের মধ্যে। ঘটনার সময় সারা হাসপাতালে ছিল, তবে আমি ওকে খুঁজে পাইনি। যতদূর আমি জানি, সে এখনও বেঁচে আছে।'

'সি.ডি.সি.তে এখনও যোগাযোগ করেনি সে। তাহলে কি জেন-ওয়াই ওকে ধরে নিয়ে গেল?'

'আমি জানি না।'

থিয়োরিটা যৌক্তিক হলেও ঠিক যেন খাপে খাপে মিলছে না। 'বুঝে পাচ্ছি না, ওদের কাছে সারার গুরুত্ব কী?'

'আমি দুঃখিত, কিং।'

'যাকগে এসব নিয়ে ভাবার মতো সময় আর নেই আমার। ম্যানিফোল্ডের গোমর ফাঁস করতে হবে আগে। আপনি সারাকে খুঁজতে থাকুন, পেলে সাথে সাথে জানাবেন।'

'আলবৎ।'

কিং কলটা কেটে দিকে ফোনটা পকেটে পুরল। যাবার সময় হয়েছে।

নীল জিনস আর টি-শার্ট পরিহিত ফেলিস খাঁচায় বন্দী প্রাণীর মতো পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। কিং ঢুকতেই সাগ্রহে তার দিকে তাকাল সে। 'এখন বেরোব?'

'এক মিনিটের মধ্যে। তবে প্রথমে জানা দরকার, কোথায় যাচ্ছি আমরা? আর কী খোঁজ করব সেখানে?'

'সে তথ্য গোপনীয়। আমি বলতে পারব না।'

'হয়তো তুমি মনোযোগ দিয়ে শোনোনি, গতকালই তোমাকে ঝেড়ে ফেলার নোটিশ জারি হয়েছে। তাই নেক্সাস মামলা করবে, এই ভয়ে চুপ না থাকলেও চলবে। কিন্তু ওই গুহায় আমার সাহায্য ছাড়া ফিরতে পারবে না তুমি। আর সবকিছু খুলে না বলা পর্যন্ত, কোথাও যাচ্ছি না আমরা।'

প্রশ্নটা নিয়ে খুব একটা গা করছে না ফেলিস, দেরি হওয়া নিয়েই বেশি দুশ্চিন্তা তার। চিন্তামগ্ন হয়ে বলল, 'কী জানতে চাও?'

'গতকাল তুমি বলেছিলে এই জায়গা সম্পর্কে গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়েছ, এর মানে কী?'

'কেবল ঐতিহাসিক রেকর্ড না দেখে আমরা মাঝে মাঝে জনশ্রুতির দিকেও মনোযোগ দিই। চোখের দেখায় তো আর সব বোঝা যায় না, মাঝে মাঝে গুপ্তধনের মানচিত্রের মতো হাতে ধরা দেয়। তুমি কি হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী হাতির কারবালার নাম শুনেছ?'

'টারজান কোনো সিনেমার কথা বলছ বলে মনে হচ্ছে!' মন্তব্য করল কিং।

BanglaBook.org

ফেলিস এক মুহূর্ত থমকে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, 'আমি ঠাট্টা করছি না। হাতির কারবালার জনশ্রুতি আফ্রিকানদের মাঝে প্রচলিত আছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। অনেকটা কিং সলোমনের মাইন বা প্রেস্টার জনের রাজ্যের মতো। কাহিনিগুলো একটা সময় পর যেন জীবন পায়। কথিত আছে মরণ ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পারলে হাতিরা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যায়, যেন অদৃষ্টের টানে। এক জায়গায় এতগুলো মৃত হাতি মানে আইভরির স্বর্গরাজ্য! কেবল সংগ্রহের অপেক্ষা!'

'কিন্তু হাতিরা তো সত্যি সত্যি এমন করে না,' কিং বলল। 'মানে, এমনটা হলে তো আমরা জানতামই।'

মাথা নাড়ালো ফেলিস। 'প্রাণীবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বও তোমার কথা সমর্থন করে। তবে আজকাল পোচার আর বিগ গেম হান্টাররা তো সব হাতি নিকেশ করে ফেলেছে। কে জানে, কয়েকশো বছর আগে হয়তো হাতিরা এমন করত। হাতির কারবালার অধিকাংশ কাহিনিই ভুয়া প্রমাণিত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে একটা সূত্রের জের ধরে আমরা পৌঁছে যাই গ্রেট রিফট উপত্যকায়। আমরা জানি হাজার হাজার বছর ধরে সেখানে মানুষের বসবাস। কাজেই কাহিনির যদি কিছু সত্যতা থাকে, তাহলে তার উৎস ওখানেই।'

'নেক্সাস হাতির হাড্ডির পিছনে লাগল কেন?'

'যেমনটা বললাম, কারবালার অস্তিত্ব থাকার মানে হলো সমষ্টিগত আচরণের প্রমাণ-যা আধুনিক হাতিতে নেই। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ওখানকার ডি.এন.এ. আর আধুনিক হাতির ডি.এন.এ. তুলনা করে দেখা। সাথে এমন আচরণের জন্য দায়ী জিনকেও আলাদা করে ফেলা। বুদ্ধিমত্তার সাথে সম্পর্কিত জিনটা আলাদা করা গেলে মনুষ্য আচরণের ক্রমবিবর্তন বোঝার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া যাবে অনেক দূর।'

কিং ফেলিসের জবাবটা ভেবেচিন্তে দেখল। ইচ্ছাকৃতভাবে চোখে ধুলো দেয়ার চেষ্টা তাতে নেই, কিন্তু ম্যানিফোল্ডের আচরণের সাথে ব্যাপারটা যেন ঠিক খাপ খাচ্ছে না। আবার যাই তারা আবিষ্কার করে থাকুক না কেন, তা দখলের জন্য খুন-খারাবির ব্যাপারটাও ধোপে টিকছে না। শেষমেশ সে জানতে চাইল, 'তোমার সাথে থাকা ওই বানরের খুলির রহস্যটা কী?'

অসহায়ভাবে শ্রাগ করল ফেলিস। তার চেহারা থেকে স্পষ্ট যে এ ব্যাপারে সে কিংয়ের মতোই দিশেহারা। 'কিছু তো অন্তত মনে আছে তোমার,' জোর দিল কিং। 'তা নাহলে কেন ফিরে যাবার জেদ ধরেছ তুমি?'

'সেটাই। আমারও জানার ইচ্ছা কী হারিয়েছি আমি।'

BanglaBook.org

কিং তা মেনে নিলেও ফেলিসের বলা একটা কথা ওকে খোঁচাচ্ছে। সমষ্টিগত অবচেতন মনের ব্যাপারে বলা কিছু একটা...

গুহাতে খুঁজে পাওয়া সেই জিনিসটার সাথে যদি সমষ্টিগত অবচেতনতার যোগসূত্র থেকেও থাকে, তাহলে ম্যানিফোল্ডের কী? তারা এ থেকে কী সুবিধা আদায় করতে পারবে?

এর জবাব অবশ্য ফেলিসের থেকে পাওয়া যাবে না। মেয়েটার গুহায় ফিরে যাবার ঐকান্তিক ইচ্ছা তাকে আরো স্বেচ্ছাচারী, অসহযোগী করে তুলবে। কাজেই রওনা দিয়ে দেয়াই ভালো।

গাড়িবহরটাকে নেতৃত্ব দিল কিং, তার সাথে সহযাত্রী হিসেবে আছে ফেলিস আর মোজেস। পূর্ববর্তী আলোচনার পর আর তেমন একটা কথা বলেনি মেয়েটা। গাড়ি চলা শুরু করতেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল সে, যেন শত শত মাইল উত্তরে অবস্থিত গন্তব্যের এক ঝলক দেখতে পাবে। কিংয়ের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে মোজেস, তবে কথা বলতে তারও খুব একটা আগ্রহ নেই। কিংয়ের মাথায় সারাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ভর করল।

গাড়ি চালাতে গিয়ে কিং বুঝতে পারল, অবচেতন মনে রাস্তায় অ্যামবুশ বা পুঁতে রাখা মাইনের লক্ষণ খুঁজে বেরাচ্ছে ও। আফগানিস্তান আর ইরাকে গাড়ি চালাতে গিয়ে ব্যাপারটা আসলে তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ইথিয়োপিয়া অবশ্য যুদ্ধবিগ্রহের দেশ নয়, তবে দুর্গম এলাকায় ডাকাত দলের উপস্থিতি আছে। আর আল কায়েদার মাথাচাড়া দেয়ার খবরও পাওয়া যাচ্ছে। গতকালের ঘটনাবলীর পর কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন ভালো।

মোজেস যখন অভিযানের মাল-সামান কিনতে ব্যস্ত ছিল, তখন কিং-ও টুকটাক কেনাকাটা সেরে নিয়েছে। এক বিশ্বস্ত কালোবাজারি অস্ত্র ব্যবসায়ীর সাথে যোগাযোগ করে কিনেছে ব্যবহৃত ড্রাগুনভ এস.ভি.ডি., সাথে পি.এস.ও.-ওয়ান স্কোপ। অস্ত্রটা তার প্রথম পছন্দ না হলেও রাশিয়ান অস্ত্রই বাজারে সহজলভ্য। স্নাইপার রাইফেলটার সাথে একটা বেয়নেটও আছে, যেটাকে তার প্রিয় কা-বার ছুরির বদলী হিসেবে ব্যবহার করা যাবে অনায়াসে। রাইফেলটার সাথে প্রায় ৫০০ রাউন্ড ৭.৬২ এম.এম. আর এম.পি. ফাইভের জন্য ৯ এম.এম. রাউন্ডের কিছু বক্স দিয়ে গিয়েছে সে। আদ্দিস আবাবায় আসার পর এই প্রথম কিংয়ের নিজেকে যে কোনো পারিস্থিতির জন্য প্রস্তুত মনে হলো, তবে বেঁচে থাকাটা আসলে অস্ত্রশস্ত্রের থেকে বেশি নির্ভর করে সৌভাগ্য আর সুবিবেচনার উপর।

কোনো ঝামেলা ছাড়াই দিনটা কাটল। মেইন হাইওয়েতেই রইল তারা। উত্তরে কমলচা শহর পর্যন্ত চলে গেল একটানে। ওখানে খাওয়াদাওয়া সেরে গাড়িতে তেল ভরে গেল পূর্বে আফার জেলার নতুন আঞ্চলিক রাজধানী সেমেরাতে। দিনের আলো থাকা সত্ত্বেও তারা সেখানেই লজে রাত কাটাল। সেমেরার পর আরাম আয়েশের তেমন বন্দোবস্ত নেই।

BanglaBook.org

প্রতি মাইল পেরোনোর সাথে সাথে যেন ফেলিস আরো উৎকণ্ঠিত, আরো চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে। কিং তাকে একাকী থাকতে দিল। বলার মতো আর কিছু ফেলিস জানে বলে মনে হয় না, আর জানলেও যতক্ষণ সে না চায়...ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। মোজেসও বেশিরভাগ সময় চুপচাপ থাকল, কেবল মাঝে-সাঝে অভিযানের ব্যবস্থাপক হিসেবে স্থানীয় ভাষায় ভাড়াটে শ্রমিকদের নির্দেশ দিচ্ছে। ফেলিসের মতোই ভবিষ্যতের ভাবনাতে অবচেতন মনের তাড়নায় উৎকণ্ঠায় সময় পার করছে সে।

কিং অবশ্য মোজেসের সম্বন্ধে কিছুটা জানতে পেরেছে ওর মুখ থেকেই। কলেজের গণ্ডি পেরোনো মোজেসের নিয়তি তাকে আফ্রিকার অনেকের মতোই আর্থিক দৈনতার মাঝেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। কিংয়ের ধারণা, হয়তো এ অভিযানের সফলতার মাধ্যমে সেই চক্র থেকে বেরিয়ে আসার কথা ভাবছে সে।

সেদিন সন্ধ্যায় কিং ডিপ ব্লুয়ের সাথে যোগাযোগ করল। রিপোর্ট করার মতো কিছু না থাকায় তাদের আলাপচারিতা হলো সংক্ষিপ্ত। ম্যানিফোল্ডের গতিবিধির কোনো খবর পাওয়া যায়নি, হদিস নেই সারারও।

সূর্য উঠার আগেই পরদিন যাত্রা শুরু করল তারা। পূর্বদিকে কিছুদূর গিয়ে সেরদো গ্রামের কাছে তারা হাইওয়ে ছেড়ে ধুলোমাখা পথ ধরে উত্তরে এগোল। চারপাশে ধু ধু ময়দান, যেন ভিনগ্রহের বুক চিড়ে তাদের গাড়ি ছুটে চলেছে।

গ্রেট রিফট উপত্যকায় এখনও সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আছে। কেনিয়া থেকে হর্ন অভ আফ্রিকা পর্যন্ত হাজার হাজার মাইল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই উপত্যকাটিই পৃথিবীর একমাত্র স্থলভাগ যেখানে টেকটোনিক প্লেট নড়াচড়া করছে, বাকি উপত্যকাগুলো সব সমুদ্রের তলদেশে। প্রকৃতপক্ষে গ্রেট রিফটের সর্বোত্তরের অংশ থেকেই জন্ম লোহিত সাগরের। কালের আবর্তনে এই উপত্যকাও গিয়ে মিলতে পারে ইডেন উপসাগরের সাথে, নিমজ্জিত হয়ে পরিণত হতে পারে সাগরে। প্লেটগুলোর স্থানান্তর খুবই সময়সাপেক্ষ, বছরে অল্প কয়েক ইঞ্চি–তবে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন ২০০৫ সালের ডাব্বাহু আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে প্রায় সাঁইত্রিশ মাইল দীর্ঘ গিরিখাতের সৃষ্টি হয়। লাখ লাখ বছর ধরে লাভা উদগীরণের এ প্রক্রিয়া চলে আসছে, তবে এই ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নয়, বরং সাম্প্রতিক এক ঘটনাই উপত্যকাটিকে অনন্য করে তুলেছে। এখানেই আধুনিক মানুষের পূর্বসূরির ফসিলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বিরাজমান তত্ত্বসমূহ সঠিক হলে মনুষ্যজাতির বিবর্তন এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিয়েছে এখানে।

কিং জানে না, কথিত হাতির কারবালার সাথে বিবর্তনের কী সম্পর্ক, তবে ফেলিসের হাতে বানরের খুলি নিছক দুর্ঘটনা নয়।

BanglaBook.org

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ছুটে চলল তারা। খারাপ রাস্তার কারণে গতিবেগ হাইওয়ের থেকে অর্ধেকে নেমে এসেছে। বিকেলের দিকে তারা রাস্তা ছেড়ে মাঠের মাঝ দিয়ে ছুটে চলল। গতি কমে গেল আরো; মোজেসের মতে গন্তব্য আর একশো কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে, তবে রাস্তা না থাকায় পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

এই বিস্তীর্ণ বিরানভূমিতে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তবুও সাবধানতায় ঢিল দিল না কিং। ম্যানিফোল্ড যা চায় তা পেয়ে গেলেও সম্ভাবনা আছে যে তারা হয়তো তা নিয়ন্ত্রণ অথবা তার উৎস ধ্বংস করে দিতে চাইবে। সেক্ষেত্রে এতক্ষণে ওরা হয়তো চলেও গিয়েছে গুহার কাছে।

আগে নিশ্চয়তা দিলেও, এখন রাস্তাবিহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে মোজেসকে কিছুটা দিশেহারা মনে হলো। সে অভিযাত্রী দলের মেটে রাস্তা ছাড়ার জায়গাটা চিনতে পারার এবং সেখান থেকে মূল জায়গাটার দূরত্ব জানে দাবি করলেও, এমন বিস্তৃত এলাকায় এক ডিগ্রি এদিক সেদিক হলে গন্তব্য থেকে কয়েক মাইল দূরে গিয়ে ঠেকতে পারে তারা। প্রকৃত কো-অর্ডিনেটস ছাড়া জি.পি.এস.ও অচল। তবে যতই তারা লাভার মাঠ ধরে এগিয়ে গেল, ততোই যেন ফেলিসের উপর কিছু ভর করল–দিক বাতলে দিতে লাগল সে! কিং বুঝতে পারল অবচেতনভাবেই সে জীবন্ত জি.পি.এস. ডিভাইস হিসেবে কাজ করছে।

'আর কত দূর?' জানতে চাইল প।

ফেলিস ধৈর্য ধরে রাখতে পারছে না। উইন্ড শিল্ডের ভিতর দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন পুবের আকাশের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। 'ওই ঢালের উপর। গুহাটা ওখানে।'

কাছাকাছি চলে এসেছে তারা। আগেভাগে কেউ এসে থাকলে শীঘ্রই তাদের দৃষ্টিগোচর হবে, বিশেষ করে অন্ধকার হয়ে আসায় যদি গাড়ির হেডলাইট জ্বালাতে হয় তো। কিং একটা উঁচু জায়গায় না পৌঁছা পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে গেল। গাড়ি থামিয়ে চূড়ায় উঠল সে।

সামনের উপত্যকা অন্ধকারাচ্ছন্ন। ড্রাগুনভের স্কোপটা ব্যবহার করে নজর বুলিয়ে কেবল পূর্বের ক্যাম্পটা চোখে পড়ল। আলো বা নড়াচড়া চোখে পড়ল না। তবে অজ্ঞাত কারণে কিং খুব একটা স্বস্তি পেল না।

কয়েক মিনিট পর অভিযাত্রীদের গাড়ির হেডলাইটে আলোকিত হলো ভগ্নপ্রায়, পুড়ে যাওয়া ক্যাম্পের অবশিষ্টাংশ। অল্প কিছুদিন গত হলেও মনে হচ্ছে যেন কেয়ামত বয়ে গিয়েছে এখানে। জায়গাটাকে ঘিরে থাকা তারের উপর ছেঁড়া-ফাঁটা কাপড় পতপত করে উড়ছে বাতাসে। কেবল একটা তাঁবু ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া পোড়া দুটো কাঠামো ইঙ্গিত দিচ্ছে সেগুলো এককালে ট্রাক বা এস.ইউ.ভি. ছিল। বাকিসব চেনার উপায় নেই।

BanglaBook.org

ফেলিসকে অবশ্য ধ্বংসাবশেষে কিছু খুঁজতে আগ্রহী মনে হলো না। 'আমাদের গুহায় যাওয়া উচিত,' জোর দিয়ে বলল সে। 'ক্যাম্পে আমাদের কাজে আসবে এমন কিছু নেই।'

অবস্থাদৃষ্টে কিংয়েরও তাই মনে হচ্ছে। কাউকে জীবিত উদ্ধারের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কিন্তু লাশগুলো কোথায়?

কিং তার গাড়িতে করে পাহাড়ের পাদদেশের কাছাকাছি ধ্বংসপ্রাপ্ত ক্যাম্পের চারপাশটা ঘুরে এল। গুহার প্রবেশদ্বার দেখা যাচ্ছে। গাড়ি থামাল সে। তবে থামার আগেই ফেলিস দরজা খুলে ছুট লাগাল। 'দাঁড়াও!' কিং চেঁচিয়ে উঠল। 'ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালতে দাও অন্তত।' মোজেসের দিকে ঘুরল সে। 'তোমার লোকদের এখানে ক্যাম্প করতে বলো। আমি আর ফেলিস ভেতর থেকে ঢুঁ মেরে আসি।'

মোজেসকে হতবিহ্বল মনে হলেও সে মাথা নেড়ে দ্বিতীয় গাড়িতে থাকা লোকদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ পৌঁছে দিল। কিং তার ডাফেল ব্যাগ থেকে একটা এল.ই.ডি. ম্যাগলাইট আর একটা এম.পি. ফাইভ বের করে দ্রুত গুহামুখে ফেলিসের সাথে যোগ দিল।

ভিতরে ঢুকতেই সে বুঝে গেল, কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে। বাতাসে বাজে একটা দুর্গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে, পচে যাওয়া মাংসের সাথে পশুর মল মূত্রের গন্ধ। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় মেঝেতে ভেজা, তেলতেলে কিছু ঘষে নিয়ে যাবার দাগ দেখা যাচ্ছে। 'আগেও কি এই দাগগুলো ছিল?' প্রশ্ন করল কিং।

'মনে পড়ছে না।' ফেলিসকে বিভ্রান্ত মনে হলো। সে দ্রুত হাঁটছে।

ছোট একটা প্যাসেজ পেরিয়ে বিশাল এক গুহায় প্রবেশ করল তারা। কিংয়ের ফ্ল্যাশলাইটের আলোও ব্যর্থ হলো পুরো গুহাকে আলোকিত করতে। তবে চোখের সামনে যা দেখতে পেল সে তাতে চোয়াল ঝুলে গেল তার।

'হাতির কারবালা' শব্দটা প্রথম শোনার পর তার ধারণা হয়েছিল যে সেখানে হয়তো কয়েক ডজন বা বড়জোর কয়েক শত হাতির কঙ্কাল আছে। তবে এই গুহা কল্পনাকেও হার মানায়। তার সামনে যেন বিশাল হাড় আর হাতির দাঁতের সমুদ্র। কোনো কোনোটা লম্বায় প্রায় দশ ফিট। যতদূর চোখ যায় অস্থিগুলো একটার উপর আরেকটা চেপে আছে। সঠিক সংখ্যা অনুমান করা অসম্ভব–হাজার খানেক...এমনকি লাখও হতে পারে।

কিং বুঝতে পারল, কেন যুগে যুগে অভিযাত্রীরা হাতির কারবালার নাম শুনে জীবন বাজি রেখে এই গুপ্তধনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। 'দুর্দান্ত। এখানে কয়েক হাজার টন আইভরি আছে মনে হচ্ছে। এর দাম কত হবে কে জানে?' ফেলিস এসবে গা করল না, অস্থির মাঝ দিয়ে ছায়ায় উধাও হয়ে গেল। কিং তার পেছনে ছুটে গেল; দেখল ফেলিস দৌড়ে একটা অদ্ভুত স্থাপনার দিকে যাচ্ছে। অনেকটা মন্দির সদৃশ ঘরটি সম্পূর্ণ হাতির দাঁতের তৈরি, অস্থি নির্মিত গোলকধাঁধার মাঝ বরাবর অবস্থিত।

BanglaBook.org

ফেলিসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। রাগত স্বরে বলল, 'এভাবে দৌড়াদৌড়ি না করে–' মুখের ভিতরেই রয়ে গেল কথাগুলো। কিছু একটা বেরিয়ে এসেছে ছায়া থেকে। ম্যাগলাইটের আলোটা সেদিকে ধরল সে।

সামনে দাঁড়ানো প্রাণীটিকে মানুষ বলাটাও বদান্যতা। হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে আসা প্রাণীটি কেবল নামেই মানুষ।

আপাদমস্তক নগ্ন লোকটার শরীরে বিদীর্ণ কাপড়, যেন বোতাম বা চেইন খোলা ছাড়াই ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করেছে সে। তার চুলে ধুলার আস্তর, গায়ে ময়লা, সম্ভবত তার নিজের মল। চেহারায় রক্ত জমে আছে। তার চোখ প্রাণহীন, দৃষ্টি নিবদ্ধ কিংয়ের পিছনে...

ফেলিসের দিকে।

বামে কিছু একটার নড়াচড়া টের পেল সে, আলো ঘুরাতেই আড়াল থেকে আরেকটা মানুষ বেরিয়ে এল। তারপর আরেকটা, এবং আরো একটা...

মোট সাতজন, এদের দুজন নারী, সবাই উলঙ্গ।

আর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তারা।

তারপর কিংয়ের চোখে অন্যকিছু পড়ল। আরো কিছু দেহাবশেষ, তবে হাতির নয়, হাজার বছরের পুরনোও নয়। মন্দিরের পিছনে স্তূপ করে রাখা আছে লাশ, পচে যাচ্ছে। তবে কেবল পচাই নয়, কামড়ে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে হাত আর পায়ের মাংস, হাড় দেখা যাচ্ছে নিচের।

এম.পি. ফাইভ টা তুলে ধরল সে, জানে যে কেবল হুমকিতে কাজ হবে না।

ফেলিসের দিকে ঘুরল সে। 'আমাদের বেরোতে হবে এখান থেকে, এখনই!'

তবে বলতে বলতে সে খেয়াল করল, ফেলিসের চোখে দিশেহারা চাহনি। হাত ধরতে নিতেই, মন্দিরে উৎসর্গের জন্য আনা বলির মতো মাটিতে নেতিয়ে পড়ল সে।

BanglaBook.org

তেরো

ভারত মহাসাগর, মোগাদিশুর ২০০ মাইল দক্ষিণপূর্বে, সোমালিয়া

সেই ব্রুগাডা কাণ্ড আবার, ভাবল সারা।

দুই বছর আগে, মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ এক ঘাতক রেট্রোভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে সে গবেষণাগারের চিরচেনা পরিবেশ ছেড়ে যোগ দেয় দুঃসাহসী স্পেক অপ্স যোদ্ধাদের দলে।

এবারের পরিস্থিতিটাও তেমনি...

...কেবল জ্যাক নেই সাথে।

সারা আর ফুলব্রাইট হাসপাতাল থেকে পালানোর পরদিন ভোরে বিমানে চড়ে মোগাদিশু পৌঁছেছে। সেখানে এক দল কমান্ডোর সাথে পরিচয় হয়েছে তার।

সোমালিয়া তার অন্তরাত্মাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। আদ্দিস আবাবাকে সে যেমনটা কল্পনা করেছিল, মেগাদিশু তেমনি–নোংরা, আদিম। অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখল সে।

মোগাদিশুতে আসার ছত্রিশ ঘণ্টা পর, সে এখন আছে ভারত মহাসাগরের তলদেশে। দলের অন্যান্যদের মতোই, সে মার্ক সেভেন মড ওয়ান সুইমার ডেলিভারি ভেহিকেলে চেপে আছে। এস.ডি.ভি.টাকে দেখতে বিশালাকার কালো টর্পেডোর মতো লাগছে। মূলত ইউ.এস. নেভী সিল ডাইভ টিম ও তাদের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি পানিতে ভাসমান স্থাপনায় বয়ে নিয়ে যাবার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

অবশ্য ফুলব্রাইটের দলকে নেভী সিল মনে হচ্ছে না সারার। জিজ্ঞেস না করলেও হাবভাবে মনে হচ্ছে–এরা সি.আই.এ.র হয়ে কাজ করা ভাড়াটে লোক।

তবে এসব চিন্তাভাবনা বাদ দিয়ে তার মনোযোগ এখন অ্যাসল্ট দলের সঙ্গী হবার প্রশিক্ষণের দিকে। একজন প্রশিক্ষিত স্কুবা ডাইভার হওয়ায় পানির নিচে সে সাবলীল, তবে কিছু যন্ত্রপাতি তার কাছে নতুন ঠেকছে। এরা ব্যবহার করছে ড্রেগার এল.এ.আর.ভি. রিব্রিদার যা কার্বন স্ক্রাবার আর ছোট এক বোতল বিশুদ্ধ অক্সিজেন ব্যবহার করে ডুবুরীর বাতাসকে পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করতে পারে। বুকে যে যন্ত্রটা লাগানো তা অনেকটা বড়সড়

BanglaBook.org

টিফিন বক্সের সমান, তবে চিরাচরিত স্কুবা ট্যাংকের থেকে অনেক হালকা। এস.ডি.ভি.তে চড়ে রিব্রিদারের সাথে অভ্যস্ত হতেই সারার প্রায় দুঘণ্টা লেগে গেল। এর বেশি সময় নেই। এস.ডি.ভি. আর ভবিষ্যৎ যাত্রীদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সাপোর্ট শিপে উঠিয়ে দিয়ে শুরু হলো মিশন।

এরপর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল সারা। এখানে তার অভিজ্ঞতার কোনো মূল্য নেই, দলের বয়ে নিয়ে যাওয়া অন্য সব উপকরণের মতোই সে। সাপোর্ট শিপ থেকে গন্তব্য পর্যন্ত যেতে কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে গেল। ভারত মহাসাগরের নিকষ কালো অন্ধকারে ঈষদুষ্ণ পানিতে তার একমাত্র কাজ জেগে থাকা।

সাবমার্সিবল থমকে দাঁড়াতেই সারা বুঝতে পারল, গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছে তারা। তবে ভেসে উঠার জন্য ফুলব্রাইটের সিগনালের অপেক্ষা করতে হবে।

শুরুতে সাহস দেখালেও, মাত্র একশো ফিট দূরে মানুষ মারা হচ্ছে ভাবতেই গা ঘিনঘিন করে উঠল তার। সন্ত্রাসীদের হাজার মাইল দূরে খুন করার ভাবনা মেনে নেয়া যায়, কিন্তু চোখের সামনে ঘটলে মানাটা কঠিন। নিজেকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে যে এরাই তার বন্ধুদের খুন করেছে। সুযোগ পেলে মেরে ফেলত ওকেও।

অ্যাসল্ট টিম জাহাজের দুই বিপরীত দিক থেকে প্রবেশ করল। তাদের দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত একটি ড্রোনের সাহায্যে যা সময়ে সময়ে টার্গেটের তথ্য পৌঁছে দিচ্ছে। ম্যানিফোল্ডের সিকিউরিটি দলের উপর নরক নামিয়ে আনল তারা। দশ মিনিটেরও কম সময় পর কাঁধে টোকা অনুভব করল সারা। রক্তের হোলি খেলা শেষ।

ভেসে উঠতেই সম্মুখে স্টিলের দেয়াল দেখতে পেল সে। স্যাটেলাইট ছবিতে ছোট দেখালেও রিসার্চ শিপটা বিশাল। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় জাহাজের পাশ ঘেঁষে অ্যালুমিনিয়ামের সিঁড়ি দেখতে পেল সে, সিঁড়ি বেয়ে উঠল। উপরে ফুলব্রাইট তার অপেক্ষায় ছিল। 'জাহাজ নিরাপদ, আমাদের কেউ আহত হয়নি। ল্যাব নিচে।' সারাকে বলল সে। ডাইভিং গিয়ার খুলে ফেলল সারা।

সারা তার পানিরোধী ব্যাগটা খুলে তার মিশনের একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিসটা বের করল। 'পথ দেখাও।' একটা লোহার সিঁড়ি বেয়ে নেমে কিছুদূর এগোতেই কার্গো হোল্ডের মতো একটা কাঠামো দেখা গেল। কিন্তু ভিতরে ঢুকতেই চেনাজানা যন্ত্রপাতি আর কম্পিউটার দেখে ভ্রম হলো এটা আটলান্টার সি.ডি.সি. হেডকোয়ার্টার কি না!

অ্যাসল্ট দলটা ভেতরে দুজনকে কাজ করতে দেখতে পায়, সারার অনুরোধে তাদের জীবিত আটকানো হয়েছে। দয়াপরবশ হয়ে নয়, কম্পিউটারগুলোতে পাসওয়ার্ড দেয়া থাকতে পারে–এটা ভেবেই অনুরোধ করে ছিল সারা। মিশনের সাফল্যের জন্য কম্পিউটারের ফাইলগুলো দেখা

BanglaBook.org

প্রয়োজন। দুই শ্মশ্রুমণ্ডিত বিজ্ঞানী হাঁটু গেড়ে মাথার উপর হাত তুলে বসে আছে।

ফুলব্রাইট এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিল। 'ভদ্রমহোদয়গণ, সরাসরি কাজের কথায় আসছি। তোমরা খুব বাজে একটা কাজের সাথে জড়িত। গণহত্যার অস্ত্র প্রস্তুত করা–

একজন প্রতিবাদ করতে গেলে ফুলব্রাইট তাকে থামিয়ে দিয়ে বলতে থাকল, 'ঘৃণ্য কাজ। না, এর থেকেও খারাপ, সন্ত্রাসবাদ। আমি আর আমার বন্ধুরা সন্ত্রাসীদের সাথে সাথে নিকেশ করে ফেলার পক্ষপাতী। তবে তোমরা বেঁচে আছো কেবল একটি কারণে। আমি তোমাদের প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ দিচ্ছি।'

সারার অবশ্য ফুলব্রাইটের জিজ্ঞাসাবাদের ধরণ নিয়ে আগ্রহ নেই। গবেষণার উপাত্তের সন্ধানে লেগে গেল সে। কম্পার্টমেন্টের মাঝামাঝি একটা বদ্ধ প্রকোষ্ঠে ফেলিস কার্টারের থেকে ছিনিয়ে নেয়া বানরের খুলিটা পেল সে।

'তোমাদের উপর খড়্গ নামিয়ে আনছি না আমি,' ফুলব্রাইট বলল। 'ব্যাপারটা জলবৎ তরলং। যা আমাদের দরকার তা আমরা পেয়ে গেছি। তোমাদের সব কম্পিউটার আর গবেষণা নিয়ে যাচ্ছি আমরা। আমাদের প্রযুক্তি বিশারদরা হ্যাক করে ফায়ারওয়াল ভেঙে সব জানতে পারবে। কিন্তু তাতে কিছুটা সময় লাগবে আর আমার তাড়া আছে। তাই আমার প্রস্তাবটা শোন। তোমরা দুজনেই শিক্ষিত, বুদ্ধিমান। তোমাদের দক্ষতা আমাদের উপকারে আসতে পারে। অশুভের পক্ষে কাজ করছিলে তোমরা। কিন্তু সে অধ্যায় গত হয়েছে। ম্যানিফোল্ডের চাকরি শেষ তোমাদের। কিন্তু নতুন চাকরি পেতে আমি তোমাদের সাহায্য করব। সমস্যা হচ্ছে, আমার কোম্পানিতে কেবল এক জনের জায়গা আছে, কাজেই এটাকে তোমরা চাকরির ইন্টারভিউ হিসেবে ধরে–'

'আমি করব!' হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে উঠল। 'আমকে মেরো না দয়া করে।'

দ্বিতীয় বিজ্ঞানীর চোখে জিঘাংসা। 'কুত্তার বাচ্চা ডেভ।'

ফুলব্রাইট আবার তাকে থামিয়ে দিল। 'তুমি ডেভ, তাই না? সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। তোমার প্রশিক্ষণকাল শুরু এখন দয়া করে এদিকে এসে কম্পিউটারে লগইন করো।'

সারা খুলিটার পাশ থেকে সরে এসে ডেভের পাশে দাঁড়াল। পাসওয়ার্ড টাইপ করছে ডেভ। তার কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে বলল, 'সাম্প্রতিক গবেষণার সব ফাইল বের করো।'

ডেভ কথামতো কাজ করল। সারা একটা পেনড্রাইভে পুরোটা নিয়ে নিল। অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যেমন ম্যানিফোল্ড যে ভাইরাসের জিনোম নিয়ে কাজ করছে তা এখানে থাকার কথা না। এ ধরনের কাজের জন্য দরকার

BanglaBook.org

সুপার কম্পিউটার। সারার আগ্রহ তাদের প্রাথমিক গবেষণায়। সে ধাক্কা দিয়ে ডেভকে সরিয়ে সব ফাইল পেন ড্রাইভে নিতে থাকল। 'বেশ আগ্রহোদ্দীপক লাগছে,' বলে 'সারমর্ম' লেখা একটা ফাইল আইকনে ক্লিক করল সে। সারমর্ম হলেও তার পরিধি আশি পাতারও বেশি।

সে চোখ বুলিয়ে পুরো প্রজেক্টটা সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে চাহল। রেট্রোভাইরাস, বিবর্তন, অবচেতন মন–শব্দগুলো ভেসে উঠল চোখের সামনে। 'মাই গড,' বলে উঠল সারা। 'আমি বুঝে গেছি ওদের উদ্দেশ্য কী।'

'দারুণ ডেভ,' ফুলব্রাইট বলল। 'তোমার চাকরি পাকা।'

'কুত্তার বাচ্চা!'

ডেভের সহকর্মীর চিৎকারে সারা যতটা না চমকে উঠল, তার থেকে বেশি চমকাল পরবর্তী ঘটনা পরিক্রমায়। লোকটা লাফিয়ে উঠে ছুট দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু এক পা ফেলার আগেই বুলেট এসে তার বুকের জমিন লালিমায় রাঙিয়ে দিল।

লোকটা জানত যে তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। বুলেট বিদ্ধ হলেও তাই তার লক্ষ্য ছিল একটাই। সারা তার গতিবিধি দেখেই উদ্দেশ্য আন্দাজ করতে পারল। অদ্ভুতদর্শন একটা লাল বোতাম দেখে সে বুঝে যায় এটা ল্যাবের ইমার্জেন্সি ফেইল-সেইফ কন্টেইনমেন্ট সিস্টেম। সি.ডি.সি.তেও এমন ব্যবস্থা আছে। জীবাণু-অস্ত্রের প্রস্তুতকারীরাও, ঘাতক জীবাণুর আকস্মিক মুক্তি নিয়ে সচেতন ছিল দেখা যায়!

কিছু করার আগেই লোকটার প্রাণহীন দেহ গিয়ে বোতামটার উপর আছড়ে পড়ল। সারা জানে এ বোতাম নিছক অ্যালার্ম বাজানোর থেকেও বেশি কার্যকর।

BanglaBook.org

চোদ্দ
দ্য গ্রেট রিফট উপত্যকা
কর্তৃত্ব

জগতের নিয়ম এটাই।

আদিমাতা তা বোঝেন। এক গোত্রে দুজন প্রভাবশালী পুরুষ থাকতে পারে না। এক রাজ্যে থাকতে পারে না দুটি গোত্র। পৃথিবীকে রাতের আকাশে ন্যায় বিশাল মনে হলেও, এর বিস্তার তার আয়ত্তের বাইরে ঠেকলেও, তিনি জানেন দুই প্রভাবশালী সত্ত্বাকে ধারণের বিশালতা এর নেই।

তার কল্পনার থেকেও বেশি ঋতুচক্র ব্যাপী, পৃথিবীজুড়ে মহান প্রাণীরা পদচারণা করেছে। তাদের আকার এবং শক্তি থেকে নিশ্চিত করেছে যে তাদের সম্মিলিত মননের প্রভাব সহজে মুছে ফেলা যাবে না। অন্য কোনো প্রাণী না পেয়ে কেবল তারাই কেন এই প্রজ্ঞা পেলেন, তা নিয়ে ভাবেন না এরা। যেমনটা ভাবেন না একই প্রজাতির অনেকেই কেন তাদের মতো চিন্তা করে না, তা নিয়ে। পরবর্তী দলের এরা মহান প্রাণীদের একাধিপত্যের জন্য হুমকি নয়; তাদের পৃথিবীজুড়ে ঘুরে বেড়ানোর, নিজেদের মতো করে গোত্র তৈরির অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে আদিমাতার সন্তানদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা।

গোত্রটি চাইলে আদিমাতার পরিবারকে পায়ের তলায় পিষে ফেলতে পারত, পারত শক্তিশালী দাঁত দিয়ে তাদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে। কিন্তু আধিপত্য বিস্তারের মাপকাঠি কেবল শক্তি বা সংখ্যা দিয়ে নয়।

শ্রেষ্ঠত্বের জন্য লড়াইয়ের দরকার নেই, ওসবের প্রয়োজন ফুরিয়েছে আগেই। মহান প্রাণীদের গোত্র এসেছে নিজেকে সেই আদিমাতার আধিপত্যের কাছে সঁপে দিতে।

পথ দেখান আমাদের, আদিমাতা...

আর তিনি সেই প্রাণীদের আর্তি বুঝে নিলেন।

তার মতোই, মহান প্রাণীদেরও সময় ফুরিয়ে এসেছে। স্বপ্নে মরণস্থল দেখেছেন তিনি, আর এখন সেখানেই যাবার পালা।

বয়োজ্যেষ্ঠ হাতি আদিমাতাকে আলিঙ্গন করে তার পিঠে বসাল। তারপর একই উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল।

BanglaBook.org

সূর্যোদয়ের দেশে যাত্রা করল তারা, আর শীঘ্রই খুঁজে পেল পোড়া পাথর আর বাষ্প ও আগুন উদগীরণকারী পৃথিবী। এখানে কিছুই জন্মায় না; গোরস্থান এটি। নেই পানি, নেই খাবার। অনেকেই চলার পথে মারা পড়েছে, তবে তাদের রক্ত-মাংস আদিমাতার বরাবর নিবেদিত হয়েছে।

চতুর্থ দিন, গুহাটার সন্ধান পেলেন তারা।

কোনো দ্বিধা বোধ নেই। প্রাণীরা আদিমাতার সম্মুখে ভিতরে প্রবেশ করল, আর দূর দিগন্তে সূর্য অস্ত যেতেই আদিমাতা সবার শেষে ভিতরে ঢুকলেন। কেবল সবথেকে শক্তিশালীদের কয়েকজন রয়ে গেল। তিনি ভিতরে যেতেই তারা গুহার প্রবেশদ্বার ধ্বসিয়ে দিল, ভ্রাতাদের আটকে দিল মৃত্যুকূপে।

অন্ধকারে আদিমাতা তার গোত্রের পরিণতি দেখতে না পেলেও তাদের নিঃশ্বাস আর বাতাসের উষ্ণতা বৃদ্ধি অনুভব করলেন। সময় ফুরিয়ে এসেছে অনুধাবন করতে পেরে,তিনি শায়িত হলেন অন্তিম নিদ্রায়...

'এই দেখ।'

'এটা এখানে কী করছে?'

'প্রাইমেট। কোন প্রজাতির বানর মনে হচ্ছে। এখনও বেশ কিছু টিস্যু অক্ষত আছে। হয়তো মস্তিষ্কের কিছু অংশও আছে। এর থেকে আমরা স্যাম্পল নিতে পারব।'

আবার জেগে উঠলেন আদিমাতা।

চেঁচিয়ে ঘুম থেকে উঠল ফেলিস। সব মনে পড়ে গিয়েছে তার। সিগলারকে বন্দুক উঁচাতে দেখল সে, আঙুল ট্রিগারের উপর। তারপর বন্ধু আর সহকর্মীদের উপর নজর পড়ল ওর–এগিয়ে আসছে তার দিকেই।

নিমিষে সব বুঝে গেল সে।

আর চেঁচিয়ে উঠল আবার।

BanglaBook.org

পনেরো

ম্যানিফোল্ড ল্যাবরেটরি জাহাজ, ভারতীয় সাগর

গিলোটিনের ধারালো ছুরির মতো নিচে নামল ল্যাবরেটরির একমাত্র স্টিলের দরজাটা, বন্ধ হয়ে গেল বের হওয়ার পথ। ঠিক একই মুহূর্তে একটা ম্যাগনেসিয়াম চার্জ জ্বলে উঠল জাহাজের হোল্ডিংয়ে। ওখানেই রাখা আছে বানরের খুলি। আগুন গর্জে উঠল দ্রুত, খুলিটাকে ভস্মীভূত করে শুষে নিল ভেতরের সব অক্সিজেন। বাতাসে অক্সিজেনের ঘাটতির কারণে খুব বেশীক্ষণ টিকতে পারল না আগুন। শিখা নিভে যেতেই কর্কশ সতর্কধ্বনিতে ভরে উঠল সারা ঘর।

'আবার কী হলো?' ডেভকে ঘুরিয়ে জানতে চাইল ফুলব্রাইট।

'বিকল্প ব্যবস্থা।' ম্যানিফোল্ডের গবেষক জবাব দেওয়ার আগেই বলে উঠল সারা। 'ল্যাবে সমস্যা হলে যেন জাহাজের বাকি সবাই নিরাপদে থাকে, সেজন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে দরজা। আওয়াজটা সেজন্যই।'

'না।' কম্পিত কণ্ঠে বলল ডেভ, 'এই আওয়াজ ল্যাবটা যে ধ্বংস হতে চলেছে, তারই সতর্কবাণী।'

'ধ্বংস মানে?'

'পুরো ল্যাব ধ্বংস হয়ে যাবে?' জিজ্ঞাসা করল ফুলব্রাইট।

মাথা ঝাঁকাল ডেভ, 'শুধু ল্যাব নয়, পুরো জাহাজটাই। আমরা আর বের হতে পারবো না। সতর্ক ঘণ্টার উদ্দেশ্য বাইরের সবাইকে জাহাজ খালি করতে হবে–এ কথা জানানো।'

'কতক্ষণ লাগবে ধ্বংস হতে?'

'পাঁচ মিনিট।'

হাতঘড়িতে সময় দেখল ফুলব্রাইট, একটা বাটনে চাপ দিয়ে ফিরল কমান্ডোদের দিকে। 'দরজাটা খোলো।'

'খুলব? ওটা তিন ইঞ্চি নিরেট স্টিলের তৈরি!' বাঁধা দিল ডেভ, 'আমাদের সময় শেষ।'

'তিন ইঞ্চি! হায়, ঈশ্বর!'

অ্যাসল্ট টিমের সদস্যদের দেখে মনে হলো না, কথাগুলো তাদের কানে ঢুকছে। দক্ষ হাতে দরজায় তিন ফুট বাহুর একটা বর্গক্ষেত্র পরিমাণ জায়গায় প্লাস্টিক বোমা লাগাল তারা। কাজ শেষ করতে সময় লাগল মাত্র কয়েক

BanglaBook.org

সেকেন্ড, ইতিমধ্যেই সারাকে নিয়ে ফুলব্রাইট একটা স্টেইনলেস স্টিল নির্মিত টেবিলের আড়ালে চলে এসেছে। কী ঘটতে চলেছে বুঝতে পেরে, ফ্ল্যাশ-ড্রাইভটা একটা পানিরোধী প্যাকেটে রাখল সারা। কমান্ডোরাও আড়াল নিয়েছে ওদের সাথে সাথে, সবাই নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতেই এক কমান্ডো চেঁচিয়ে উঠল, 'সবাই সাবধান!'

বন্ধ রুমে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল বিস্ফোরণের। সারার মনে হলো, কেউ যেন ওর পেটে বিরাশি সিক্কার ঘুষি হাঁকিয়েছে! এস.ডি.ডি. সমস্যার একটা লক্ষণ হিসেবে ব্যাপারটাকে ধরে নিল ও।

বিস্ফোরণের পরিণতি দেখার আগে হাতঘড়িতে সময় দেখে নিল ফুলব্রাইট, 'তিন মিনিট সময় আছে আর। তাড়াতাড়ি!'

দরজার সদ্য তৈরি হওয়া ফোকর গলে একজন মানুষ অনায়াসে হামাগুড়ি দিয়ে অন্য পাশে যেতে পারবে। কিছু না বলেই সারাকে সামনে ঠেলে দিল সে, তাড়াহুড়ো করে মেয়েটা নিজেকে গর্ত দিয়ে বাইরে টেনে আনল।

বাইরে এসে ফুলব্রাইট সময় নষ্ট করলো না। সারার কনুই ধরে টেনে নিয়ে চলল যে পথে এসেছিল, সে পথে। বাকিদেরকেও রেডিয়োতে নির্দেশ দিতে লাগল। রিব্রিদার নেওয়ার জন্য যেতে চাইল সারা, কিন্তু ওকে বাঁধা দিল ফুলব্রাইট। 'সময় নেই।'

বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকাল সারা। রেখে যাওয়া জিনিসপত্র ফেলে সামনে জাহাজের গায়ে আটকানো সিলিন্ডার-আকৃতির কন্টেইনারের দিকে এগোল ওরা। দক্ষতার সাথে একটা সিলিন্ডার খসিয়ে নিল ফুলব্রাইট। মুখে বলল, 'ঝাঁপ দাও।'

ইতস্তত করল মেয়েটা, বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে। অপেক্ষা করলো না ফুলব্রাইট, রীতিমতো সারাকে ছুড়ে মারল রেলিঙের উপর দিয়ে। হাত বাড়িয়ে কিছু একটা ধরার চেষ্টা করলো সারা, কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছে; তিরিশ ফুট উপর থেকে উষ্ণ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ও!

পানির উপর আছড়ে পড়ার আঘাতটা প্রথম ধাক্কাতেই ফুসফুস থেকে বের করে দিল বাতাস, ডুবে গেল সে গভীর সমুদ্রে। কিন্তু ফুলব্রাইট পাশ থেকে ধরে ফেলল ওকে, সাঁতার কেটে উঠে এল পানির উপরে। এরপর সব কিছু ঝাপসা।

গুমগুম শব্দে সম্বিত ফিরে পেল সারা, টের পেল আর পানিতে নেই। লাফ দিয়ে উঠে বসল, মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন দেখছিল ও। গভীর সমুদ্রে পড়ে যাচ্ছিল ও এবং কেউ ওকে বাঁচিয়ে এনে তুলেছে একটা রাবার বোটে। পাশে বসে আছে ফুলব্রাইট, জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। চারপাশে সবুজাভ আলো ঘিরে রেখেছে ওদের। 'ঠিক আছো তুমি?' জিজ্ঞেস করল সে।

কথা বলতে চাইল সারা, কিন্তু আওয়াজ বের হলো না গলা থেকে। তাই শুধু মাথা নাড়লো।

BanglaBook.org

বারকয়েক শ্বাস নিল ফুলব্রাইট, 'যাক, একটুর জন্য বেঁচে গেছি!' চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটার দিকে। 'প্রয়োজনীয় কিছু খুঁজে পেয়েছ?' স্বভাবতই পানিরোধক প্যাকেটে রাখা ফ্ল্যাশ ড্রাইভের কথা মনে পড়ল সারার, কাঁধে আটকানো আছে জিনিসটা। ফুলব্রাইটের দিকে ফিরে তাকাল ও, 'ওদের রিসার্চ রিপোর্ট ডাউনলোড করতে পেরেছি, আমি জানি ওরা কী করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাইরাসের স্যাম্পল ছাড়া এইসব তথ্যের তেমন গুরুত্ব নেই।' জলস্রোতের তীব্র আওয়াজে কথা বাধাগ্রস্ত হলো ওর। ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল, জাহাজটার নিচের দিকে বেশ কয়েকটি ফুটো হয়ে গিয়েছে! ওগুলো দিয়ে তীব্র বেগে প্রবেশ করছে পানি। সেই আওয়াজই পাচ্ছে ও।

ম্যানিফোল্ডের নিজে থেকে ধ্বংস হবার সিস্টেমটা ভালো কাজ দেখিয়েছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই, জাহাজের সামনের দিকটা উঁচু হয়ে পুরোটা তলিয়ে যেতে লাগল সমুদ্রে। সারার চোখের সামনে উধাও হয়ে গেল বিশাল জাহাজটা। তিনটা লাইফবোট ভাসছে পানিতে। কমান্ডোরা নিজেদের বাঁচাতে পেরেছে কিনা, অন্ধকার থাকায় তা বোঝা যাচ্ছে না।

লাইফবোটের মসৃণ গায়ে হেলান দিলো সারা, রক্তে অ্যাড্রেনালিনের প্রভাব কমে যেতে শুরু করেছে। বেশ খানিকক্ষণ পর বেঁচে থাকার আনন্দে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ফুলব্রাইটের দিকে তাকিয়ে বলল ও, 'বানরের খুলিগুলো অস্ট্রেলোপিথেসাইনের স্ত্রী-গোত্রের।'

'অস্ট্রেলিয়া?'

মাথা নাড়ল সারা। 'অস্ট্রেলোপিথেসাইন হলো আদিম এক প্রজাতি, যার সাথে মানুষের সম্পর্ক আছে। বানর এবং মানুষের মধ্যবর্তী প্রজাতি ধরা হয় এটাকে, বিবর্তনের কাল্পনিক হারিয়ে যাওয়া সেই যোগসূত্র। এর খুলিতে রেট্রোভাইরাস আছে, ম্যানিফোল্ড বিশ্বাস করে ভাইরাসটি পশুটাকে মানুষে পরিণত করেছে।'

'বুঝলাম না, একটা ভাইরাস বানরকে মানুষ বানিয়েছে?'

'উত্তরটা বেশ জটিল, তবে সাধারণভাবে বলা যায়–হ্যাঁ। ভাইরাস মূলত একটি ডি.এন.এ. অণু, যা আমাদের দেহকোষকে ব্যবহার করে অবিকল প্রতিরূপ তৈরি করার ক্ষমতা রাখে। কিছু কিছু ভাইরাস–যেমন, রেট্রোভাইরাস–দেহকোষের ডি.এন.এ.-এর পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। এটাই জিন থেরাপির মূলকথা, তত্ত্বীয়ভাবে একটি ভাইরাস মানুষের পুরো দেহের ডি.এন.এ. পরিবর্তন ঘটাতে পারে। মায়োসিসের মাধ্যমে নতুন নতুন কোষ গঠিত হয় পরিবর্তিত ডি.এন.এ. অণু নিয়ে, সময়ের সাথে ওই ডি.এন.এ. ছড়িয়ে পড়ে পুরো দেহের প্রতিটা কোষে। এটাই সেই তত্ত্ব, কিন্তু বাস্তবে এটা পুরোপুরি অসম্ভব। মানবদেহে অসংখ্য কোষ এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে, হয় ভাইরাসকে মারবে নয়তো পোষক দেহটাকে। ম্যানিফোল্ড দাবি করছে এই নির্দিষ্ট ভাইরাস মানবদেহের আত্মসচেতনতা বা

BanglaBook.org

বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টির জন্য দায়ী। এদের তত্ত্ব মতে, ভাইরাসটা আক্রমণ করেছিল জননকোষে–মূলত জরায়ুতে। ফলে প্রথম থেকেই ধীরে ধীরে সবগুলো ডি.এন.এ. পরিবর্তিত হয়েছে কোনো বাধা ছাড়াই, এবং পরিবর্তিত ডি.এন.এ-এর সুস্থ মানবশিশুর জন্ম হয়েছে। রেট্রোভাইরাস ডি.এন.এ. প্রত্যেকটা মানুষের দেহকোষে আজ উপস্থিত, এবং এই খুলগুলো আমাদের আদি–অনেক প্রজন্ম আগের–দাদী বা নানীর বলে ধরে নেয়া যায়।'

ফুলব্রাইটের কপালে কুঞ্চন দেখা গেল, 'এরা যদি আমাদের আধুনিক মানুষে পরিণত করার জন্য দায়ী হয়, তবে এখন তা আমাদের ক্ষতির কারণ হবে কেন? একে অস্ত্র হিসেবেই বা ব্যবহার করা যাবে কীভাবে?

চিন্তিত ভঙ্গিতে ঠোঁট কামড়ে বলল সারা, 'আমার ধারণা ওরা চেষ্টা করছে উল্টোটা ঘটানোর। ভাইরাসটা ব্যবহার করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেবে আমাদের।'

'কী?...আমরা তো তাহলে...পরিণত হবে অথর্ব বানরে?'

মাথা নাড়লো ও। 'এটাই এদের মূল লক্ষ্য।'

মৃদু শিষ দিয়ে উঠল ফুলব্রাইট, 'পারবে কাজটা করতে? তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন–এই ভাইরাস থেকে বাঁচার ওষুধ আছে?'

'এদের কাছে হয়তো থাকতেও পারে, ক্রে-সুপারকম্পিউটার দিয়ে জিনের নকশা করছে এরা। আমরা ধারণা করতে পারি, ভাইরাসের জিনও আছে এদের কাছে, হয়তো আরো ভাইরাস তৈরি করার মতো উপাদানও আছে। প্রতিষেধক তৈরি করতে আসল ভাইরাসটা প্রয়োজন আমাদের।'

'কোথায় পাবো ওটা?'

'উৎস থেকে।' ব্যাগের ভেতরের ফ্ল্যাশ-ড্রাইভে চাপড় মারল ও। 'ফেলিস কার্টার যেখান থেকে খুলিগুলো পেয়েছে সেখানে এখুনি যেতে হবে আমাদের।'

BanglaBook.org

ষোলো

হাতির কারবালা, আফার, ইথিয়োপিয়া

ট্রিগারে আঙুলটা শিথিল করে চোখের কোনা দিয়ে ফেলিসের দিকে তাকাল কিং। ও জানে না, কেন গুলি করতে নিষেধ করেছে মেয়েটা, আর কেনই বা জোম্বির-মতো প্রাণীগুলোর ওপর চেঁচিয়ে উঠেছে। পরপর দুটো ঘটনা ঘটেছে, পিস্তল তাক করেছে ও এবং জোম্বিগুলো জায়গায় জমে গিয়েছে। হাতের এম.পি. ফাইভ তবুও কিছুক্ষণ তাক করে রাখল ও, কিন্তু নড়াচড়ার আভাস পেল না।

অদ্ভুত ঘটনা!

'ঘটলটা কী এখানে?' ফেলিসের দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞাসা করল ও।

উত্তর দিতে গিয়ে ককিয়ে উঠল মেয়েটা, 'ওদের এই জোম্বি-অবস্থার জন্য আমি দায়ী।'

মেয়েটার কথা ভুল প্রমাণিত করতে চাইল কিং, কিন্তু বুঝতে পারল এতে লাভ হবে না। পুরো ঘটনা জানা আছে ফেলিসের, জানে এর জন্য সে নিজেই দায়ী। নিজের সহকর্মীদের অথর্ব জানোয়ারে পরিণত করেছে মেয়েটা, অদ্ভুত শোনালেও এটাই সত্য।

'যাই ঘটে থাকুক না কেন ফেলিস, আমরা পরবর্তীতে এ ব্যাপারে আলোচনা করব। কিন্তু এখন দ্রুত আমাদের এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত, তাই না?'

ফুঁপিয়ে উঠে বলল সে, 'না, এখানে আমাদের সমস্যা হবে না। এরা সবাই আমার কথা শোনে।'

'আচ্ছা,' ধীরে বলল কিং, 'যদিও কোনো সমস্যা নেই, তবুও আমি বলবো অন্য কোথায় গিয়ে এই আলোচনাটা করা উচিত আমাদের।'

ফেলিস উঠে দাঁড়াল, সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছিল কিং, কিন্তু হাতটা ধরেনি সে। হেঁটে মানুষগুলোর দিকে এগিয়ে গেল ও, একজনের গালে হাত রাখল; যদিও লোকটার ভ্রূক্ষেপই দেখা গেল না এতে। 'ওর নাম বিল ক্রেইগ, জুলোজিস্ট। সায়েন্স ফিকশন লিখতে খুব পছন্দ করতো।'

অন্য আরেকজনের দিকে আঙুল তাক করল সে, 'ওয়েন স্কিভার, জেনেটেসিস্ট। নিজের একটা রেস্টুরেন্ট খোলার স্বপ্ন ছিল ওর।'

লক্ষ করল কিং, কথায় অতীত কাল ব্যবহার করছে মেয়েটা। 'এতে তোমার কোনো দোষ নেই ফেলিস, চলো এখান থেকে বের হই।'

BanglaBook.org

'আমারই দোষ, জিনিসটা আমিই খুঁজে বের করেছিলাম...ওদের মাঝে রোগটা ছড়িয়েও দিয়েছি এই আমিই।' ক্রোধের সাথে কথাটা বলল ফেলিস, কথা বলার ভঙ্গি দেখে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল কিংয়ের শিরদাঁড়া বেয়ে।

'কী খুঁজে পেয়েছিলে তুমি?'

'আত্মা, একটা অতৃপ্ত আত্মা। আদিমাতা। এই গুহায় ওই হাতিগুলোকে সে-ই নিয়ে এসেছিল আজ থেকে কয়েকশো হাজার বছর আগে। আর যখন আমি খুঁজে পেলাম আদিমাতাকে, আমার বন্ধুদের সবার মস্তিষ্ক দখল করে নিল ও!' কিংয়ের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল মেয়েটা। 'জানি তুমি বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি নিজের ভেতর ওর অস্তিত্ব অনুভব করি।'

সতর্ক হলো কিং, মেয়েটা তার সহকর্মীদের যে হাল করেছে একই হাল ওরও করতে পারে। 'প্রেতাত্মায় আমি বিশ্বাস করবো কি না, তা জানি না ফেলিস! কিন্তু আমি এর একটা বিহিত খুঁজে বের করবই। আমাকে সাহায্য করো।'

এইবার কথা শুনল মেয়েটা, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে হাল ছেড়ে দেওয়ার লক্ষণ স্পষ্ট। পাত্তা দিল না কিং। মন্দির থেকে সরে এল ওরা, হাড়ের মাঝ দিয়ে পথ করে নিল। জোম্বি সাতজন এখনও মূর্তির মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে ওখানে।

জ্যাক ভেবেছিল, মন্দির থেকে সরে আসলেই ঠিক হয়ে যাবে ফেলিস, কিন্তু হলো না।

'ওদের দেখেছো তুমি?' গুহা থেকে বের হওয়ার সময় বলল সে। 'এরা মানুষের মাংস খায়, আর ওদের এই অবস্থার জন্য দায়ী আমি।'

মেয়েটার কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল কিং।

'তুমি একজন বিজ্ঞানী, ফেলিস। বুদ্ধি খাঁটিয়ে ভাবো, কিছু একটা দায়ী এসবের জন্য। হয়তো ভাইরাস বা জীবাণু বা অন্য কিছু। এতে আমাদের মনোযোগ দেয়া উচিত, ম্যানিফোল্ড ওটাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। যদি সেটা তারা করতে পারে তবে আরো অসংখ্য মানুষকে এমন জোম্বি বানাবে।'

মেয়েটার চোখের দৃষ্টি ওকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। অন্য উপায় অবলম্বন করল ও, 'তুমি ফেলিস, ফেলিস কার্টার, ওয়াশিংটনের কোন জায়গা থেকে যেন এসেছ তুমি বলেছিলে?'

'কার্কল্যান্ড।' বিড়বিড় করে বলল সে।

'সিয়াটলের কাছে, তাই না? স্পেস নিডলে গিয়েছ তুমি?'

হাসি ফুটে উঠল তার মুখে, হতাশা কেটে গিয়েছে। 'ওটা টুরিস্টদের জন্য।'

হেসে উঠল কিং, 'তুমি কার্কল্যান্ড ফিরে গেলে বেড়াতে আসবো আমি, আমাকে স্পেস নিডলটা ঘুরিয়ে দেখিও।'

BanglaBook.org

'এলভিস!' অপ্রত্যাশিতভাবে বলল মেয়েটা। 'তোমার শার্টে ছিল তার নাম।'

'হ্যাঁ, কেন?'

'আমি তোমাকে মিউজিক প্রোজেক্ট ঘুরিয়ে দেখাব, তুমি পছন্দ করবে।'

'আমরা ভেটে যাচ্ছি তাহলে।' দেঁতো হাসি দেখা দিল ওর মুখে কাজ হচ্ছে, প্রভাবটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে ফেলিস।

'এখন, আমাদের খুঁজে বের করতে হবে ঠিক কী হয়েছিল গুহার ভেতরে। পারবে?'

ফেলিসের চেহারায় চিন্তার কালো মেঘ জমলো আবার, কিন্তু মাথা ঝাঁকালো সে।

'খুলিটা খুঁজে পাওয়ার সময় কিছু হয়েছিল তোমার, ঠিক? তুমি কি কোনো কিছুর সামনে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিলে?'

'হয়তো, কিন্তু আমি যা দেখেছি...তার জন্য ভাইরাস দায়ী নয়।'

'কী দেখেছ তুমি?'

কথাগুলো ভাষায় রূপান্তর করতে বেশ বেগ পেতে হলো মেয়েটার। তবে মোটামুটি বোঝাতে পারল: এক আদি-মানবী এবং তার সত্তার বিবর্তন দেখেছে ও। দেখেছে কীভাবে সেই আদি-মানবী হাজার হাজার হাতিকে তাদের কারবালার দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তাও আবার লক্ষ লক্ষ বছর আগে!

'স্মৃতিগুলো কোনো রোগ দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে না।' উপসংহার টানল সে। 'দেখছ না? আমি...আমি...আমার ওপর সেই প্রেতাত্মা ভর করেছে, ছড়িয়ে পড়ছে অন্যদের ওপরও, আমি এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। যেমনটা ওই আদি-মানবী পারতো হাতিদের নিয়ন্ত্রণ করতে।'

'যদি এর অন্য কোনো ব্যাখ্যা থেকে থাকে?' অন্য উত্তর খুঁজে বের করতে বদ্ধপরিকর কিং, কিন্তু আর কোনো ব্যাখ্যা মাথায় আসছে না। সারা হয়তো বুঝতে পারত।

'জেনেটিক মেমোরি বলতে কি কিছু সত্যি সত্যি আছে? পশুরা কি জন্ম থেকেই বুঝতে পারে, ওদের কখন কী করতে হবে। যেমন—পাখিরা এক দেশ হতে অন্য দেশে যায় এমন এক পথে, যে পথে এর আগে কখনো ওড়েনি। যখন হাতির কারবালার প্রসঙ্গ ওঠে তখন বলছিলে সমন্বিত চিন্তাশক্তির কথা। এক্ষেত্রে সেটার প্রভাব লক্ষ করা যায় না?'

ভ্রূ কুঁচকে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগল ফেলিস। অবশেষে আবারও মাথা খাটানো শুরু করেছে।

'ম্যানিফোল্ডের সাথে এসবের কী সম্পর্ক?'

BanglaBook.org

এক মুহূর্ত ভাবল সে, হঠাৎ করেই চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। 'নিয়ন্ত্রণ, মানুষকে রোবট বা বোধশক্তিহীন জোম্বিতে পরিণত করতে চায় এরা...'

পিছনে ফিরে তাকাল আবার ফেলিস।

'এই তো, বেশ ভালো। কারণ জানতে পারলে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ হবে।'

মেয়েটাকে গুহামুখের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'চলো বের হওয়া যাক এখান থেকে।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই দেখল কিং, লোলুপ দৃষ্টিতে ওর বুকের দিকে তাকিয়ে আছে একটা এ.কে. ৪৭।

BanglaBook.org

সতেরো

রাশিয়ান-কালাশনিকভ রাইফেলের দিকে দৃষ্টি স্থির হলো কিংয়ের, অস্ত্রটা যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে ওর চোখকে। কিন্তু সেই আকর্ষণকে উপেক্ষা করে অস্ত্র ধরে থাকা লোকটার চোখে চোখ রাখল ও।

আদ্দিস আবাবা থেকে ভাড়া করা ইথিয়োপিয়ার শ্রমিক, অস্ত্র হাতে লোকটা খুব দ্রুত কিংয়ের এম.পি. ফাইভ ফেলে দিতে বাধ্য করল। বিজাতীয় ভাষায় হুকুম দিল লোকটা, খুব সম্ভবত স্থানীয় আমহারিক ভাষায়। কথা না বুঝলেও, চোখের ভাষা বুঝে নিয়েছে জ্যাক। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে উঁচু করল দুই হাত, পিছিয়ে সরে গেল গুহা থেকে বের হওয়ার রাস্তায়। চোখ বড় বড় করে ঠিক ওর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ফেলিস।

অন্য দুই ইথিয়োপিয়ান ভাড়াটে শ্রমিক বাইরে মোজেসের সাথে অপেক্ষা করছে। লক্ষ করল ও, অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও মোজেসকে কেউ পাহারা দিচ্ছে না।

'হচ্ছেটা কী এখানে মোজেস?'

রাতের আঁধার ছেয়ে রয়েছে উপত্যকায়, অন্ধকারে লোকটার মনোভাব বোঝা যাচ্ছে না।

'আমি গুহায় গিয়েছিলাম, হাতির দাঁতগুলো দেখেছি নিজ চোখে। এসব কিছু ইথিয়োপিয়ার, এদেশের মানুষের সম্পদ।'

'হাতির দাঁত?' বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করল ফেলিস। 'শুধুমাত্র হাতির কয়েকটা দাঁতের জন্য এসব করছ তুমি?'

'হাতির দাঁত তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, শোষণের শেষ দেখা দরকার। আফ্রিকার সোনা, হীরা এবং তেলের মতো হাতির দাঁতও একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। অথচ দেশের মানুষকে ঠকিয়ে বিদেশের মানুষ পুঁজি বাড়াচ্ছে ব্যবসা করে। আর এদিকে আমরা না খেয়ে মরছি, ওদেরই দাসে পরিণত হচ্ছি।'

কথাগুলো মুখস্থ আওড়াচ্ছে বলে মনে হলো কিংয়ের, কিন্তু বাধা দিল না।

'এই নিয়ম পাল্টাতে হবে।' বলছে মোজেস, 'আফ্রিকার সম্পদ আফ্রিকার মানুষদের জন্যই ব্যয় করতে হবে। এবং এর শুরু হবে এই গুহার হাতির দাঁতগুলো দিয়ে। জানো, আন্তর্জাতিক বাজারে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কতো হাতির দাঁত বেচা-কেনা হয় বিদেশি রাষ্ট্রে? হাতির বংশ নির্বংশ হওয়ার জোগাড়, তবুও এর চাহিদা বিন্দুমাত্র কমেনি। আমার জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা কতো পরিশ্রম করে নিজের জীবন হুমকির মুখে ফেলে সংগ্রহ করে হাতির দাঁত, কিন্তু মাঝখান থেকে ফায়দা লুটে বিদেশি দালালরা। আর কোথাও সম্পদ খুঁজে

BanglaBook.org

পেলেই নিজেদের লাভের জন্য দখল দিতে পিলপিল করে চলে আসে বিদেশি দলগুলো, যেমনটা করেছে হীরার খনিগুলোতে। কিন্তু আর এমন হতে দেওয়া যাবে না।'

'তো, তুমি চাচ্ছ নিজেদের জন্য এইসব হাতির দাঁত দখল করতে?' বলল কিং, 'বুঝতে পেরেছি। খুবই ভালো উদ্যোগ। কিন্তু তাই বলে এভাবে!'

'তুমি ভুল বুঝছ, এই গুপ্তধন দিয়ে আমরা আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনবো, বিদেশি অপশক্তির শোষণের বাঁধন ছিন্ন করব।'

পুরো ঘটনা উপলব্ধি করতে পেরে কিংয়ের চোখ বড় বড় হয়ে গেল, 'বিপ্লবের অর্থের যোগান দিতে চাও তুমি!'

'এরা–' পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অস্ত্রধারী ইথিয়োপিয়ানদের দিকে ইঙ্গিত করল মোজেস, 'প্যান-আফ্রিকান আর্মির স্বাধীনতা-যোদ্ধা। হ্যাঁ, এরা বিপ্লবী। কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার দিয়ে আর কতো! এরা শুধু আফ্রিকাকে বিদেশি শাসকদের হাত থেকে মুক্ত করতে চায়। ঔপনিবেশিক দাসত্বের দিন শেষ, সব ভালো হবে এখন থেকে।'

'অনুমান করতে দাও...আজীবন রাষ্ট্রপতির পদটা পাচ্ছ তুমি।'

হাসল মোজেস, 'এমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই আমার, তাছাড়াও সংগ্রামটা বেশ দীর্ঘস্থায়ী হবে। সময় হলে নিজেরাই যোগ্য নেতৃত্ব খুঁজে নিতে পারবে আফ্রিকার লোকজন। এমন কেউ, যে দুর্নীতিমুক্ত এবং বৈদেশিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত নয়।'

'তোমার কি বিশ্বাস হয় যে এরা সবাই এক হয়ে তা করতে পারবে? বিভিন্ন গোত্র আর উপজাতি কি ভুলে যাবে শত বছরের হানাহানির ইতিহাস?'

হঠাৎ করেই মোজেসের গলার স্বর কর্কশ হয়ে উঠল, 'এই হানাহানির জন্য দায়ী কারা? বিদেশিরা আমাদের মাঝে ঝগড়া-ফ্যাসাদ তৈরি করেছে, নানা কুসংস্কারের ভয় দেখিয়ে খেলেছে আমাদের বিশ্বাস নিয়ে। নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এসব করেছে এরা। আবার যখন সমস্যা ঘটেছে তখন নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বলেছে–দেখো আফ্রিকার লোকজন এতটাই অসভ্য যে নিজেদের শাসনব্যবস্থাই ঠিক রাখতে পারে না। আফ্রিকার ইতিহাস শেখাতে এসো না আমায়, তোমার চেয়ে ঢের বেশি জানা আছে ওসব।'

'মোজেস, আমি তোমার সাথে একমত।' বলে উঠল ফেলিস, 'এখানে যা ঘটছে তা অবশ্যই নির্মম। আফ্রিকার সম্পদ আফ্রিকার মানুষের ভালো-মন্দের জন্যই ব্যয় করা উচিত। কিন্তু তুমি যতটা উপলব্ধি করছ ঘটনা তার চেয়েও সঙ্গীন।'

হাত নেড়ে থামতে ইশারা করল মোজেস, 'তুমি কী ভাবছ? কালো চামড়া আছে বলেই তুমি আমাদের একজন হয়ে যাবে? তুমি আলাদা, আমি জানি তুমি কী কারণে এসেছ এখানে। কোম্পানি তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছে আমাদের আরো কিছু সম্পদ লুট করার।'

BanglaBook.org

'না।' অনুনয় করে বলল যেন ফেলিস। 'আমরা হয়তো সে কারণেই এসেছিলাম প্রথমে, কিন্তু ওই গুহায় ক্ষতিকর কিছু আছে, খুব খারাপ কিছু।'

'কুসংস্কারের জাল বিছিয়ে লাভ নেই।' নাক টেনে বলল লোকটা, কিন্তু কণ্ঠের ইতস্তত ভাবটা কান এড়াল না কিংয়ের।

সে-ও জানে, উপলব্ধ করল কিং। গুহা থেকে ফেলিসকে উদ্ধার করেছে সে, অবশ্যই কিছু না কিছু নজরে পড়েছে।

'কুসংস্কার নয়, তুমি জানো কোন ব্যাপারে বলছে ও। কী অবস্থা হয়েছে ওর তা তো দেখেছই, কোনো বিশেষ রোগ আছে ওখানে।'

ঘুরে নিজেদের লোককে স্বভাষায় কিছু বলল মোজেস, কথা শেষ করে আবার ফিরল কিং আর ফেলিসের দিকে। 'আমার বন্ধুরা দেখতে চায় তোমাদের আবিষ্কার, খারাপ কিছু যদি দেখাতে পারো তো দেখাও!'

পিছমোড়া করে বাঁধা কিংয়ের হাত, বাঁধন বেশ শক্ত। শত্রুদের আকস্মিক চমকে দেয়ার সুযোগটা হারিয়েছে ও। মোজেসের বিশ্বাসঘাতকতায় পুরোপুরি অপ্রস্তুতভাবে আটক হয়েছে ওরা, কিন্তু মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল--সুযোগ পাওয়া মাত্র বদলা নেবে। চার অস্ত্রধারী পেশাদার যোদ্ধা নয়, এদের হাবভাবেই তা প্রকাশ পাচ্ছে। অবশ্য এতে যে এরা কম বিপদজনক হয়ে গিয়েছে তা নয়, তবে ও কিছুটা বাড়তি সুবিধা পাবে। এদের কারো মাঝেই সামরিক শৃঙ্খলার ছিটেফোঁটাও নেই, সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে সবাইকে কুপোকাত করার ক্ষমতা রাখে কিং। কিন্তু এখন এদের বোঝাতে হবে যে, সবকিছু এদের নিয়ন্ত্রণেই আছে।

সাপ্লাইয়ের শক্তিশালী লণ্ঠন নিয়ে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে গুহার ভেতরে, অস্ত্রধারী চারজন এবং মোজেস কথা বলছে পরস্পরের সাথে নিজেদের ভাষায়। এই সুযোগে ফেলিসকে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে কিং, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।' ফিসফিস করে বলল ও, 'ঝামেলা দেখলে সাথে সাথে নিচু হয়ে আড়াল নেবে।'

মেয়েটা তাকাল ওর দিকে, চোখে ভয়। খুব একটা আশা জাগাতে পারেনি ও, তবুও মাথা নাড়লো ফেলিস।

লণ্ঠনের আলোয় সবকিছু অচেনা লাগছে, ভেতরের সুড়ঙ্গে হাতির হাড়ের সংখ্যা অগণিত। আফ্রিকান পুরুষ এবং স্ত্রী-উভয় হাতিরই গজদন্ত থাকে, তাই হাতির দাঁতের মোট সংখ্যা হয়তো ইতিহাসের সবগুলো হাতি শিকারের যোগফলকেও ছাড়িয়ে যাবে। অবশ্য বর্তমান হাতির দাঁতের আন্তর্জাতিক বাজার সম্বন্ধে ধারণা নেই কিংয়ের, কিন্তু এত অধিক পরিমাণে আইভরি বাজারে আসলে কি আর এর চাহিদা থাকবে?'

BanglaBook.org

মোজেসকে এসব বলা যায়, কিন্তু নব্য আদর্শবাদীর কাছে এসব কথা মূল্যহীন। যতক্ষণ অস্ত্র তাক করা আছে ওর দিকে, ততক্ষণ অন্তত যুক্তিতর্কের ধার ধারবে না এরা।

আধ ঘণ্টা পর হাতির দাঁতের গুপ্তধনের কাছে পৌঁছল ওরা, দুইজন লোককে পাহারায় রেখে বাকিরা ওখানে গেলো। খুব বেশি কাছে ভিড়ছে না কেউ, কিং লক্ষ করল পবিত্র মন্দিরের পথটা এড়িয়ে চলছে মোজেস।

বিপ্লবীদের হাবভাবে পরিবর্তন লক্ষ করল কিং, সম্পদের প্রাচুর্য চাক্ষুষ করে আরো বেয়াড়া হয়ে উঠেছে সবাই। মোজেসের চেহারায় আতঙ্কভাব নজর এড়ায়নি ওর। 'বন্ধুদের সাথে ঝামেলা হয়েছে নাকি?'

রাগত দৃষ্টিতে তাকালো মোজেস, 'ওরা চেষ্টা করছে সিদ্ধান্ত নিতে- তোমাদের আটকে রেখে মুক্তিপণ চাইবে নাকি মেরে ফেলবে।'

'তাই? তোমার কী মত?'

'আমি এসব চাই না, বলপ্রয়োগ পছন্দ নয় আমার।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল কিং, 'তুমি কী ভেবেছিলে? ভদ্রভাবে বললেই দেশ ছেড়ে বিদেশিরা লেজ গুটিয়ে পালাবে?'

প্রশ্নটা যেন সরাসরি আঘাত করল মোজেসকে। 'আমি এসব চাইনি।'

'অবস্থা তোমার নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত,' জোর দিয়ে বলল ও। 'নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগে আফ্রিকা স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হবে না। শুধুমাত্র একটা কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হবে যে তোমরা নিষ্ঠুর, বর্বর।'

ইথিয়োপিয়ানের চোখে ক্ষুরধার দৃষ্টি, কিং জানে ওর বলা কথাটা ঠিক জায়গায় নাড়া দিতে পেরেছে। কিন্তু মোজেস এখন দলত্যাগ করার মতো অবস্থায় নেই।

কিংয়ের সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হলো, এক বিপ্লবী ফেলিসের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। হাতের মাংসপেশি শক্ত হয়ে গিয়েছে কিংয়ের, বাঁধন খোলার জন্য রীতিমতো যুদ্ধ করছে। অন্য এক বিপ্লবী এসে ওর পেটে রাইফেলের জোরালো কুঁদো হানল।

আঘাতটা আসতে দেখে সময়মত সরে যেতে পেরেছিল কিং, তাই আঘাতের তীব্রতা কমে গেল অনেকখানি। তারপরও ব্যথায় হাঁটু গেড়ে মাটিতে পড়তে বাধ্য হলো ও

চোখের সামনে এসব ঘটতে দেখে মোজেস স্থবির হয়ে গেল যেন। কিন্তু ফেলিস চুপ করে নেই, তাকে ধরে আনা লোকটার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য লড়ছে। হুটোপুটির আওয়াজে সম্বিত ফিরে পেল মোজেস, মেয়েটাকে বাঁচানোর জন্য ছুটে গেল। কিন্তু পথে বাধা দিল বাকিরা, অস্ত্র তাক করল মোজেসের দিকেও।

আঘাত সামলে ওঠে বসার পর, মোজেসের চোখে হতাশা দেখতে পেল কিং। উপলব্ধি করতে পেরেছে যুবক, যেভাবে ভেবেছিল সেভাবে ঘটনার শেষ

BanglaBook.org

হবে না। যোদ্ধাদের সম্পদের সন্ধান দিয়েছিল সে, ভেবেছিল নেতা হতে পারবে এদের, কিন্তু বদলে তার দিকেই অস্ত্র তাক করে রেখেছে এরা।

ফেলিসকে গণধর্ষণের হাত থেকে বাঁচাতে অল্প কিছুক্ষণ সময় পাবে ও, যদি মরে গিয়েও রক্ষা করা যায় মেয়েটিকে তবে তাই করবে বলে ঠিক করল কিং। মোজেস আঙুলও নাড়বে না সাহায্য করতে, যোদ্ধারা সবাই তাকিয়ে আছে মেয়েটার সর্বনাশ দেখতে। এই সুযোগটা কোনো ভাবেই হারিয়ে যেতে দিতে পারে না ও।

মাথা নিচু করে ডিগবাজি দিয়ে ওকে পাহারা দেওয়া বিপ্লবীর ওপরে পড়ল কিং, একটু আগে যেখানে ছিল সেদিক লক্ষ করে গুলি ছুঁড়ল কেউ একজন। ওর দিকে বন্দুক তাক করার আগেই সরে গেল, লোকটার পেটে জোড়া লাথি হাঁকল। লোকটা পিছিয়ে যেতেই বাঁধা হাত দুটোর সাহায্যে মেঝে থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিং, অন্য এক বিপ্লবী ওর দিকে তাক করে রেখেছে হাতের অস্ত্র। বুঝতে পারলো, হাতের সুযোগটা পুরোপুরি খরচ করে ফেলেছে ও; ঠিক সেই মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল ফেলিস।

উপলব্ধি করল কিং, গুলি খাওয়ার চেয়েও বড় বিপদ অপেক্ষা করছে সামনে।

BanglaBook.org

আঠারো

কল্পনার চোখে দেখল কিং–সাত জোম্বি দৌড়ে আসছে এদিকে, ফেলিসের বিপদ টের পেয়ে গিয়েছে। এরা অনেকটা যোদ্ধা মৌমাছির মতো, যেকোনোও মূল্যে রানিকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর।

কিন্তু তা হওয়ার আগেই, ফেলিসকে আক্রমণ করা লোকটা যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে পিছিয়ে এল। হঠাৎ করেই পায়ের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মূর্তির মতো কমান্ডারের দিকে এগিয়ে গেল বিপ্লবী। যদিও কিং-কে গুলি করতে অস্ত্র তুলেছে এরা, তবুও সবার দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে হবু-ধর্ষকের দিকে। অবশ্য কারো চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই, আমুদে ভাব সবার মধ্যে বিরাজ করছে। সবাই ভাবছে, বন্ধু হয়তো ভাঁড়ামো করছে! কিন্তু আসল ঘটনা কিং ধরতে পেরেছে, লণ্ঠনের আলোয় দেখল, লোকটার চোখ ওই জোম্বিগুলোর মতোই নিষ্প্রাণ।

মোজেসও লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা, তাই পিছিয়ে এল সে কয়েক পা। কিন্তু বিপ্লবী জোম্বি তাকে অবজ্ঞা করেই এগিয়ে যাচ্ছে কমান্ডারের দিকে, অদ্ভুত আচরণ সম্পর্কে আমহারিক ভাষায় বাকিরা জিজ্ঞাসা করল কিছু। কিন্তু তিন বিপ্লবীর কেউই ধরতে পারেনি, বড্ড গোলমাল হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্নের উত্তর দিল আক্রান্ত বিপ্লবী, তবে মুখে নয়, হাত দিয়ে। বৃষ্টির মতো মুষ্টিবদ্ধ হাতের ঘুসি পড়ছে বিপ্লবীদের ওপর।

আকস্মিক আক্রমণে সবাই হতবিহবল হয়ে পড়েছে, জোম্বির হিংস্র আক্রমণে একজন যোদ্ধা ধরাশায়ী হলো। বাকি দুজন বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে। আরেকজন আক্রমণের শিকার হতেই বুঝতে পারলো, বন্ধু খুন করার জন্য আক্রমণ করেছে! দ্রুত সরে এসে অবশিষ্ট বিপ্লবী হাতের কালানিশকভ তুলল আক্রান্ত বন্ধুর দিকে, কিন্তু গুলি করার আগেই পৌঁছে গেল বাকি সাত জোম্বি।

সাতজন একযোগে পিপড়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর, অস্ত্র থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো বুলেট। একটু পর রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়া হলো, হাড় ভাঙার লোমহর্ষক আওয়াজ শোনা যেতে লাগল শুধু।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গেল পুরো ঘটনা, মোজেস আক্রমণস্থল থেকে পালিয়ে গিয়ে গুহার বাইরে রাখা এস্টেউ.ভি. তে উঠে বসেছে। যুবকের সাহায্য পাবে না কিং, তবে বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও তাকে শত্রু ভাবতে পারছে না।

BanglaBook.org

ফেলিস এখন নিরাপদে আছে, জোম্বিরা তাকেই বাঁচাতে এসেছে। এদের কাজ, যেকোনো মূল্যে ফেলিসকে রক্ষা করা। কিন্তু সমস্যা একটাই, বন্ধু এবং শত্রুর পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা এদের নেই।

কিন্তু গুহায় মেয়েটার আদেশ মেনেছিল এরা, এখনও কী শুনবে? হাতের বাঁধন নিয়ে ধস্তাধস্তি না করে, পা গুটিয়ে হাত দুটোর মাঝ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল সে। হাত এখন সামনের দিকে চলে আসায় কিছুটা বাড়তি সুবিধা পাবে। যদিও সাত...যোগ এক...আটটা জোম্বি একসাথে আক্রমণ করলে হাত মুক্ত থাকলেও তেমন কিছু করতে পারবে না।

ফেলিস যেখানে শুয়ে আছে সেখানে গেল জ্যাক, কিন্তু সচেতন থাকল পুরোপুরি। হাঁটু গেড়ে বসে ডাক দিল, 'ফেলিস, ঠিক আছে সবকিছু। তুমি এখন নিরাপদ।'

মেয়েটা হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে চারপাশের পরিস্থিতি দেখল সে।

আবারও বলল ও, 'তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

শক্ত পাথুরে জমিতে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, বুঝতে পারলো জোম্বির নজরে পড়ে গিয়েছে ও। 'কেউই তোমার ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু আগে এদের থামাতে হবে।'

'থামাবো...?'

'জোম্বিদের।' এছাড়া আর কোনো উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পেল না ও। 'থামতে বলো ওদের, ফিরে যেতে বলে গুহায়।'

কাঁধের ওপর দিয়ে অগ্রসরমান দলটাকে দেখল সে, একটা হাত তুলল শুধু ওদের দিকে।

সাথে সাথেই থেমে গেল জোম্বি বাহিনীর পায়ের আওয়াজ, ভীতিকর এক নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল গুহা জুড়ে। পেছনে ফিরে তাকাল কিং, জোম্বিগুলো মাত্র কয়েক ফিট দূরে ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও, তাকাল ফেলিসের দিকে। মেয়েটা ভয়ার্ত চোখে যে লোকটা তাকে ধর্ষণ করতে চেয়েছিল সেই লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে।

'কী করেছি আমি?' ফিসফিস করে বলল সে 'আমি ওকে এমন করেছি...আমি!'

'তুমি নিজেকে রক্ষা করেছ শুধু।'

মাথা নাড়ল সে, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল নিজেকে।

'আমি ভেবেছিলাম, গুহার ভেতরে কোনো কারণে সবার এই দশা হয়েছিল। কিন্তু...না...এর কারণ আমি। আমি সবার মস্তিষ্ক ধ্বংস করে দিয়েছি।' কিংয়ের চোখে চোখ রাখল সে, 'আমি এসব নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না।'

BanglaBook.org

'তুমি পারো।' কণ্ঠে ভরসার সুর টেনে আনল কিং, যদিও নিজেই জানে না কথাটা কতোটুকু সত্য। 'তুমি আমাকে তো পাল্টে দাওনি। তোমার জীবনের উপর হুমকি এসেছিল, তাই যা করেছ তা আত্মরক্ষার খাতিরে করেছ। এটাই সত্য।'

ওর বলা কথাগুলো বিন্দুমাত্র আশ্বস্ত করতে পারলো না ফেলিসকে, আবার বলল, 'আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত।' উঠে দাঁড়াল ও। 'কিছু উত্তর খুঁজে পেয়েছ তুমি, জানতে পেরেছ কী ঘটেছে এখানে। এখানে আর কিছু নেই তোমার জন্য।'

মেয়েটা মেনে নিল কথাগুলো, তাকিয়ে দেখল একবার জোম্বির দলকে, তারপর মাথা নাড়লো শুধু। ইশারায় সাড়া দিয়ে আট জোম্বি ঘুরে গুহার ভেতরের দিকে চলে গেল।

অবশেষে, কিং নজর দিল হাতে এঁটে থাকা দড়ির বাঁধনের দিকে। বাঁধনটা বেশ শক্ত হলেও, দাঁত দিয়ে সহজেই গিটটা খুলে ফেলতে পারল। ফেলিসকে ধরে ধরে ওঠাল, নিয়ে চলল বাইরে রাখা বাহনের দিকে।

বাইরে অপেক্ষা করছিল মোজেস, তীব্র অনুশোচনায় ভুগছে সে। 'প্লিজ,' বলল সে, 'আমি জানতাম না ওরা এমনকিছু করবে। তোমাদের ক্ষতি করার ইচ্ছা ছিল না আমার।'

বুঝতে পারছে না কিং ঠিক কী উত্তর দেওয়া উচিত, কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে কথা বলে উঠল ফেলিস। 'আমি বিশ্বাস করি তোমাকে, এবং এটাও বুঝতে পেরেছি কেন তুমি করেছ এসব। আরো আগে বললেই পারতে, তাহলে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো ঘটত না।'

অপ্রত্যাশিত উত্তরে মোজেস স্তব্ধ হয়ে গেল ঠিক কিংয়ের মতোই।

'গুহাটা বিপদজনক।' বলে চলল ফেলিস। 'তুমি হয়তো ভবিষ্যৎ আফ্রিকার এক রত্নভাণ্ডার ভাবছ একে, কিন্তু বিপদের মাত্রাটা তো নিজের চোখেই দেখেছ।'

হতবুদ্ধি হয়ে শুধু মাথা নাড়লো যুবক।

হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটা, 'আমি ভুলিনি তুমি আমাকে প্রথম রক্ষা করেছিলে ওখান থেকে। এ কথাটাই শুধু মনে আছে আমার, এরই প্রতিদান দেওয়ার সুযোগ দাও আমাকে।'

খুব নম্রভাবে মোজেস হাত ধরল ফেলিসের।

নিজের মনোভাব নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে কিং, যে লোক একবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে যে আরো একবার করবে না তার নিশ্চয়তা কী! তার ওপর ওরা এটা জানে না যে, আগের বিছানো জালটা ঠিক কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

ওর ভাবনার স্বপক্ষে যুক্তির পাল্লা ভারী করতেই যেন হেলিকপ্টারের পাখার আওয়াজ কানে এল। এখনও দূরে, তবে নিশ্চিতভাবেই এদিকে

BanglaBook.org

আসছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে পূর্বদিকে দুটো সবুজ-লাল হেলিকপ্টারের আলো দেখতে পেল ও। হেলিকপ্টারটা বিপ্লবীদের নয় সেটা নিশ্চিত, কিন্তু এছাড়া আর মাত্র একটি দল জানে এই সুড়ঙ্গের কথা। ফেলিসের সাবেক নিয়োগকর্তা নেক্সাস ম্যানিফোল্ড।

এই প্রথমবারের মতো অস্ত্রছাড়া হয়েছে কিং, ওর এম.পি. ফাইভ কোথায় তা জানা নেই ওর। বিপ্লবীদের অস্ত্র পড়ে আছে সুড়ঙ্গের ভেতর, তাও প্রায় পঞ্চাশ ফিট দূরত্বে। গাড়িতে অবশ্য ড্রাগুনভ রাইফেলটা আছে, কিন্তু ওটা জোড়া দেওয়ার মতো সময় হাতে নেই এখন। তার অনেক আগেই হেলিকপ্টার চলে আসবে কাছে। এমনকি এই কাজ করতে গেলে এখন ওকে শত্রুও ভেবে নিতে পারে আরোহীরা, বাজি ধরে বলা যায় ইতিমধ্যেই সবাইকে নজরদারি করা হচ্ছে হেলিকপ্টার থেকে। 'প্ল্যান পাল্টানো হচ্ছে।' সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে কিং। 'জলদি গুহায় ঢোকো।'

ওর কথা শুনে অবাক হয়েছে ফেলিস, 'কী?'

'ব্যাখ্যা করার সময় নেই।' মেয়েটার হাত ধরে খোলা জায়গা হয়ে ঝেরে দৌড় দিল কিং গুহামুখ লক্ষ্য করে।

কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছে, একটা হেলিকপ্টার পৌঁছে গেছে ওদের আর ওদের গন্তব্যস্থলের মাঝে। পাখার বাতাসে সামনে এগিয়ে যাওয়া মুশকিল হয়ে পড়েছে, স্পটলাইটের আলো সরাসরি এসে পড়ল ওদের ওপর। সতর্ক করা হচ্ছে, যেন পালানোর চেষ্টা না করা হয়। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য উপায়ও নেই হাতে।

কিন্তু টার্বাইন থেমে যেতেই আবার ফিরে এল নিস্তব্ধতা। আলোর পেছন থেকে ভেসে এল একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর, 'জ্যাক? তুমি? ভুল দেখছি না তো!'

BanglaBook.org

উনিশ

পুনর্মিলনীতে কে বেশি অবাক হয়েছে তা বলা মুশকিল–সারা দৌড়ে এসে কিংকে জড়িয়ে ধরল। জড়িয়ে ধরেই চুমুতে ভরিয়ে দিল প্রেমিককে। কিংয়ের শরীর ঠান্ডা হয়ে আছে, মুখে লবণের স্বাদ টের পেল সারা চুমু খেতে গিয়ে। কিন্তু তাই বলে অভ্যর্থনায় ঘাটতি রইল না। অনিশ্চিয়তার অবসান হয়েছে অবশেষে, কী ঘটেছে এই কয়েকটা দিনে তা এখন গুরুত্বহীন!

আশপাশে নজর বোলালো কিং, সারার সাথে আসা লোকগুলো সতর্ক ভঙ্গিতে হেলিকপ্টারে বসে আছে এখনও। সবার পরনে কালো রংয়ের পোশাক, কিন্তু সারা ছাড়া আর মাত্র একজনের হাতে অস্ত্র দেখা যাচ্ছে না। লোকটাকে দেখে মনে হলো যেন অপেক্ষা করছে কখন সারা ওদের পরিচয় করিয়ে দিবে।

'তাহলে তুমিই সারার সেই বন্ধু যার কথা সারা বলেছিল আমাকে।' বলল লোকটা, 'জ্যাক? তাই না? আমি ম্যাক্স ফুলব্রাইট।'

মাথা নাড়লো কিং, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাল সারার দিকে। চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিল সারা, লোকটাকে বাড়তি তথ্য দেয়নি ওর ব্যাপারে।

'হুম, খোলাখুলি বলি। আমি আর সারা সাধারণত একে অন্যের কাজে নাক গলাতে চেষ্টা করি না, কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে একসাথে কাজ পড়েই যায়।'

'এইবারও তাই হয়েছে।' বলল সারা। 'ম্যানিফোল্ড জেনেটিক্স এসবের সাথে জড়িত, কল্পনাও করতে পারবে না কী করতে চাইছে এরা এবার।'

'সত্যি বলতে, পারছি।' ফেলিসের দিকে ফিরল কিং। 'জানি না ওর সাথে আদ্দিস আবাবায় তোমার কথা হয়েছে কি না, মেয়েটার নাম–ফেলিস কার্টার।'

চেনার চেষ্টা করতে লাগল সারা, 'শেষ যখন ওকে দেখেছিলাম...' চিনতে পেরে চোখ বড় বড় হয়ে গেল সারার। 'জ্যাক, ও রোগাক্রান্ত হতে পারে।'

মাথা নাড়ল কিং, 'ঘটনা তার চেয়েও খারাপ।'

জ্বলন্ত হাসপাতাল থেকে ফেলিসকে রক্ষা করা এবং গুহায় তাদের আগমন পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল কিং। ঘটনার বর্ণনা শুনে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল ফেলিস, কিন্তু রাখঢাক করে বলার সময় নেই এখন। কথা বলা শেষে ফেলিসের দিকে ঘুরে দাঁড়াল সারা, 'ম্যানিফোল্ড ল্যাবে ছিলাম আমি, ওরা চাইছে তুমি যা খুঁজে পেয়েছ তা নিয়ে কাজ করতে। ওদের গবেষণাও দেখেছি আমি। এরা জোম্বিতে পরিণত করার রোগটা

BanglaBook.org

আলাদা করতে চাইছে, এটাই সবগুলো রহস্যের চাবিকাঠি, আর এই চাবিটা আছে ফেলিসের মধ্যেই।'

'ব্যাপার এতটা সহজ নয়,' বাঁধা দিল কিং, 'এখানকার ঘটনা সম্পূর্ণ আলাদা।' ফেলিসের দিকে তাকাল ও, তারপর সারাকে আলাদা টেনে নিয়ে বিপ্লবীদের সাথে ঘটা ঘটনাটা বলল কিং।

'মেয়েটা ওকে পাল্টে দিয়েছিল।' ব্যাখ্যা করল ও, 'এক মুহূর্ত আগেও লোকটা আক্রমণ করছিল তাকে, আর পরমুহূর্তেই লোকটা পরিণত হলো বোধশক্তিহীন জোম্বিতে! রোগের সংক্রমণের জন্য হয়নি এমন।'

আমন্ত্রণ না পেয়েও ওদের কথায় অংশগ্রহণ করেছে ফুলব্রাইট, বলে উঠল, 'এর মানে সে-ই করছে এসব...লোকগুলোকে অতিপ্রাকৃত শক্তিতে পাল্টে দিচ্ছে?'

সারার দিকে তাকাল কিং, প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছে। 'আমি জানি না এর কারণ কী, তবে নিজের চোখের সামনেই এসব ঘটতে দেখেছি আমি।'

'তাহলে তো তাকে সাবধানে রাখতে হয়।' ঘোষণা করল যেন ফুলব্রাইট, 'ফেলিসকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার। ব্যবস্থা করছি।' চলে গেল ফুলব্রাইট হেলিকপ্টারের দিকে।

'লোকটা কে?'

'সি.আই.এ. বলে সন্দেহ হচ্ছে।'

'তুমি নিশ্চিত নও?'

শ্রাগ করল সারা, 'জানোই তো এরা কতোটা চালাক। কিন্তু ম্যানিফোল্ড ল্যাবটা পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে ও, ভেস্তে দিয়েছে তাদের সব প্ল্যান।'

'লোকটাকে বিশ্বাস হচ্ছে না।'

ওর কাঁধে হালকা চাপড় দিল সারা, 'হিংসে হচ্ছে?'

দেঁতো হাসি হাসল কিং, 'হয়তো, কিন্তু সত্যি বলতে কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছি না এখন।'

'বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোনো উপায়ও তো দেখছি না। কিন্তু যদি তুমি যা বলেছ তা সত্যি হয়–ফেলিস যদি ওর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে–তাহলে ওকে সাবধানে রাখতে হবে আমাদের।'

দম নিয়ে আবার শুরু করল সারা, 'এই আধ্যাত্মিক ক্ষমতার ধারণাটা বিশ্বাস হচ্ছে না আমার, তবে এর মাঝে কিছু না কিছু একটা তো আছে নিশ্চয়। ম্যানিফোল্ড ল্যাবের গবেষণায় জানা গিয়েছে, ভাইরাসটা লক্ষ লক্ষ বছর আগে মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরি করেছে বিবর্তনের মাধ্যমে। এরা চেষ্টা করছে ঠিক এর উল্টো কাজটা করতে, কিন্তু তার চাবিকাঠি অন্য কোথাও। একবার কল্পনা করো–বিপদে পড়ে ফেলিস ওর যে ক্ষমতা ব্যবহার করে, সেই ক্ষমতা ব্যবহার হচ্ছে অস্ত্র হিসেবে। আমাদের খুঁজে বের করতে

BanglaBook.org

হবে এর কারণ, যাতে আটকানো যায় এই সংক্রমণ। আর ভাগ্য ভালো হলে সবাইকে সুস্থ করে দেওয়াও যেতে পারে।'

'ও গিনিপিগ নয়, সারা।'

চোখের মাঝে রাগ ফুটে উঠল সারার, 'না, ও রোগী। এমন এক রোগের রোগী, যা গোটা মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এবং ওকে আমি সেভাবেই দেখছি। পৃথিবীর মানুষকে বাঁচাতে কিছু ত্যাগ স্বীকার তো করতেই হবে। আশা-ভরসা তো আমাদের রক্ষা করতে পারবে না, জ্যাক। আমাকে আমার কাজ করতে দাও।'

কিং কিছু বলার আগেই ফুলব্রাইট ফিরে এল, 'সব ঠিক করা হয়ে গিয়েছে। মিস কার্টার, আসুন আমার সঙ্গে।'

গত কয়েকদিনের ঘটনায় বেশ নাড়া খেয়েছে বেচারি, জোম্বির মতোই অনুসরণ করল ফুলব্রাইটকে। হেলিকপ্টারের কাছাকাছি পৌঁছাতেই মেয়েটার বাইসেপ জোরে চেপে ধরল ফুলব্রাইট, কিছু বোঝার আগেই একটা হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ পুশ করল হাতে। বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল ফেলিস, ফুলব্রাইট পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

'নিশ্চিত হলাম আরকি। যদি পুরো হেলিকপ্টারের সবাইকে জোম্বি করে ফেলে, তো?'

'এসবের দরকার ছিল না।' বলল সারা। 'আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া উচিত ছিল!'

'দুঃখিত ডা. ফগ, তুমি আর নিয়ন্ত্রণে নেই।' কথা শেষ করেই হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল ফুলব্রাইট ফেলিসকে, ইতিমধ্যেই ওষুধের প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে সে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর হঠাৎ করেই ঝাঁপিয়ে পড়ল মোজেস, ফেলিসকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল ফুলব্রাইটের হাত থেকে। কিন্তু মুক্ত এক হাত দিয়ে বাঁধা দিল ফুলব্রাইট, পিস্তল বের করে তাক করল ইথিয়োপিয়ানের দিকে।

হাত উপরে তুলে আত্মসমর্পণ করল মোজেস, কিন্তু ফুলব্রাইট ভ্রুক্ষেপ করল না সেদিকে।

শান্তভাবে ট্রিগার টেনে দিল সে, মোজেসের দুচোখের মাঝে তৃতীয় আরেকটা চোখের উদয় হলো।

BanglaBook.org

বিশ

পিস্তল গর্জে উঠতে দেখল সারা, চোখের সামনে ইথিয়োপিয়ান যুবক ঢলে পড়ল। ফুলব্রাইটের ব্যবহারের সাথে ঘটনাটা ঠিক মেলাতে পারছে না ও, মস্তিষ্কে আগের ঘটনাগুলোর রেশ রয়ে গিয়েছে। লোকটা ঠান্ডা মাথায় এক নিরস্ত্র লোককে খুন করেছে!

হাতের পিস্তল সিগলারের দিকে তাক করল ফুলব্রাইট, চোখের কোনা দিয়ে দেখল বাকিরাও অস্ত্র তাক করে আছে ওর প্রেমিকের দিকে।

ছুটতে শুরু করেছে সিগলার, আগে থেকেই সন্দেহ করেছিল ফুলব্রাইটকে। তাই বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখে আর দেরি করলো না একটুও, এঁকেবেঁকে দৌড় দিল খোলা জায়গার মধ্যে দিয়ে। গুলির মুহুর্মুহু আওয়াজ আর বারুদের পোড়া গন্ধে পুরো জায়গাটা যেন নরকে পরিণত হলো, সিগলারের গায়ে গুলি লেগেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না এখনও। একজন কমান্ডো এসে ওকে টেনে নিয়ে গেল হেলিকপ্টারের ভেতরে, ফুলব্রাইট এর মাঝেই একটা সিটে শুইয়ে দিয়েছে ফেলিসকে।

ফেলিসের সিটবেল্ট বাঁধতে বাঁধতে সারার দিকে তাকাল ফুলব্রাইট। 'চুপ করে বসো, ডা. ফগ। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করতে হবে তোমার, আশা করি নিজেকে রক্ষার খাতিরেই অসহযোগিতা করবে না তুমি। যদি করো, তবে আমার কঠোর রূপটাই দেখা হবে তোমার। যেভাবেই হোক তোমাকে দিয়ে কাজ আদায় করবোই আমি।'

একটু আগের ঘটনাটা এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না সারার, সহজাত প্রবৃত্তির ফলেই নির্দেশগুলো পালন করল ও।

ঝুঁকে কমান্ডোকে জিজ্ঞাসা করল ফুলব্রাইট, 'কাজ শেষ?'

মাথা ঝাঁকাল কমান্ডো, 'আহত হয়েছে হয়তো, কিন্তু গুহায় ঢুকে যেতে পেরেছে।'

'কয়েকজনকে রেখে যাও, লোকটার লাশ চাই আমি।'

কথাগুলো গুলির মতো বিঁধল সারার বুকে। ইশারায় পাইলটকে হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন চালু করতে বলল ফুলব্রাইট, নিজেও সিটে বসে সিটবেল্ট বেঁধে নিল। চোখের সামনে যা দেখছে তা বিশ্বাস করতে শুরু করল ও, নিজেকে সুস্থির রাখতে যা দেখেছে তা নিয়ে আর ভাবা চলবে না।

আর জ্যাক...

'কে তুমি?' চেঁচিয়ে উঠল সারা।

BanglaBook.org

উত্তরে রুক্ষ হাসি ফেরত দিল ফুলব্রাইট, সামনে এগিয়ে ওকে হেডফোন পরিয়ে দিল সে। কুশন লাগানো হেডফোন লাগাতেই ইঞ্জিনের আওয়াজ বিস্ময়করভাবে কমে গেল। ফুলব্রাইট নিজেও একটা হেডফোন পড়ল, 'এখন ঠিক আছে।' তার মুখে অবজ্ঞার হাসি, কিন্তু হেডফোনের ইলেকট্রিক যন্ত্র সেই অবজ্ঞার স্বর ফোটাতে পারল না কথায়। 'আমি কে? নামটা তো বলেছিই তোমাকে। এছাড়া সত্যিই আর কিছু বলার নেই আমার।'

'তুমি সি.আই.এ. নও, তাই না?'

'আমি কখনোই তা বলিনি,' হাসতে হাসতে বলল সে, 'সত্যি বলতে আমি একটা কোম্পানির ফিল্ড অফিসার। কিন্তু যা ঘটেছে...' উপরের দিকে তাকিয়ে বলার জন্য উপযুক্ত শব্দ খুঁজছে সে। 'তুমি বলতে পারো আমি পাশাপাশি আরো একটা চাকরি করি। এর বেশি আমি আর কিছু বলতে পারবো না।'

মৃদু ঝাঁকি দিয়ে শূন্যে উঠল হেলিকপ্টার, পেটে শূন্যতা অনুভব করল সারা। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে এনে বলল, 'তুমি বলেছিলে আমাকে সহযোগিতা করতে হবে। কথাটা কিন্তু দুপক্ষের জন্যই সত্য।'

আড়াআড়ি হাত রাখল সে, 'বিশ্বাস করো আর নাই করো, আমি তোমাকে একটুও মিথ্যে বলিনি। আমার নিয়োগকর্তারা জানে ম্যানিফোল্ড কী করতে চাইছে, এরা চাইছে এর প্রতিষেধক তৈরি করতে। সবচেয়ে বড় কথা, এর প্রতিষেধক তৈরি করার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা আছে তোমার।'

'তোমার নিয়োগকর্তা কারা? রাশিয়ানরা নাকি চীনারা? না, তোমাকে তো দেশপ্রেমিক বলেই মনে হয়। তবে কী বিপ্লবীদের জেনেটিক্স ফার্ম? আমি কখনোই এই রোগকে জৈব-অস্ত্র বানাতে দেব না, যত অত্যাচারই করা হোক না আমাকে।'

হাসল ফুলব্রাইট। 'মনে হয় না আমার নিয়োগকর্তা এমন কিছু চায়, এতে তেমন লাভ নেই।'

'শুধুমাত্র টাকার জন্য হচ্ছে এসব?'

'অবশ্যই, টাকাই তো সব।' একটু ইতস্তত করলো সে, ভাবছে কতোটা প্রকাশ করা যায় ওর কাছে। 'আচ্ছা, পৃথিবীটা চলে কীভাবে সে ব্যাপারে একটু বলি। জনগণ, সামরিক বাহিনী, সরকার...এদের কারো কাছেই আর ক্ষমতা নেই। সব ক্ষমতা চলে গিয়েছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হাতে। সরকার আর সামরিক বাহিনীর মতো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কখনোই আদর্শ বা নীতির ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয় না। একটা জিনিসই এদের লক্ষ্য, সমৃদ্ধি অর্জন। সত্যি বলতে এটাই এদের উপজীব্য। একজন শেয়ারের মালিক হয়তো সামান্য মানুষ দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু এরা পরিচালিত হয় বৃহৎ শক্তির দ্বারা। এগুলো একেকটা মস্তিষ্কের কোষের মতো, সব প্রতিষ্ঠান শুধু একটা দিকেই নজর দেয়–মুনাফা। এখন দক্ষতাই হচ্ছে আদর্শ।

BanglaBook.org

'ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে তাই আমি জীবন্তই বলবো।কয়েক দশক আগে ঘটে গিয়েছে একটি ঘটনা, কেউই জানে না তাঁর সম্পূর্ণ বিবরণ। কিন্তু সেই পদক্ষেপের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে একটা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের, ব্রেইনস্টর্ম।'

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলছো যে একটা কম্পিউটার চালায় এই দুনিয়া?' ব্যঙ্গ করে বলল সারা।

'ব্যাপারটা এত সহজ নয়, কম্পিউটারটি সিদ্ধান্ত দেয় না, শুধুমাত্র কয়েকটি সম্ভাবনা প্রস্তাব করে। কম্পিউটারে দাবা খেলার সময় কম্পিউটার দাবার বোর্ড বিশ্লেষণ করে দাবার গুটি চালার কয়েকটি চাল দেখিয়ে দেয়। যদি তুমি জিততে চাও, তবে কম্পিউটারের দেখানো চালই চালতে হবে। নয়তো বোকার মতো হেরে যেতে হতে পারে। খেলতে খেলতে নিজেকে কম্পিউটারেরই একটা অংশ বলে মনে হবে তোমার, ওটা ভাবছে আর তুমি কাজটা করে দিচ্ছ। কিন্তু যন্ত্রটা সবসময় ঠিক চালটাই দেয়, তাহলে আর সমস্যা কী! তার কথামতো চাল চালা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। ব্রেইনস্টর্ম নেটওয়ার্ক এই কাজটাই করে, আর এর ফলেই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠানে বাড়ছে এর কদর। কিন্তু প্রতিষ্ঠান বড় করতে হলে চাই স্থিতিশীলতা, যুদ্ধ-সন্ত্রাসবাদ মুনাফা অর্জনের অন্তরায়। ব্রেইনস্টর্ম চায় সবকিছু শান্ত থাকুক; তাই আমার মতো লোকদের ভালো টাকা দেয়, বিনিময়ে আমরা নিশ্চিত করি ঝুটঝামেলা হচ্ছে না।'

মাথা নাড়ল সারা, 'এসব সত্যি?'

'ব্রেইনস্টর্ম নেটওয়ার্ক সত্যিই আছে। অনেকেই অবিশ্বাস করে, কিন্তু যেভাবে যোগাযোগ হয়েছে আমার, মানতে বেশ কষ্ট হয় যে একটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালাচ্ছে সবকিছু।'

'তাহলে মানার দরকার কী?'

শ্রাগ করল ফুলব্রাইট। 'আমাকে ভালো টাকা দেয়া হয়, তাছাড়াও সে সঠিক সিদ্ধান্তই নেয়। যেমনটা বলেছিলাম, মুনাফার জন্য চাই স্থিতিশীল পরিবেশ। বিশ্বাস করো আর নাই করো–আমিও সেই ভালো মানুষদের দলে, যারা শান্তি চায়।'

'তুমি বদ্ধ উন্মাদ।'

'যদি তুমি বলো...তবে তাই।' কর্কশ হাসি ফুটে উঠল ফুলব্রাইটের মুখে, হেডফোনের সুইচ টিপে কথা বলল রেডিয়োতে, 'প্লিজ বলো সিগলার মারা গিয়েছে।'

BanglaBook.org

একুশ

ধুলোর মেঘ ঘিরে ধরেছে কিংকে, আকাশ থেকে ঝরেছে বুলেট বৃষ্টি। গোলাগুলির তীব্র আওয়াজে কান ঝালাপালা, সামনেই ট্রেসারের গুলি বিস্ফোরিত হলো। একটুর জন্য বেঁচে গেল কিং, আশ্চর্যজনকভাবে এখনও গায়ে একটাও গুলি লাগেনি। কিন্তু খুব বেশীক্ষণ ভাগ্যের সহায়তা না-ও পেতে পারে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে তাই গুহার দিকে। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

কয়েক কদম পর পরই দিক পরিবর্তন করছে, এতে দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে গুহামুখের সাথে। কিন্তু সোজাসুজি গেলে অনেকক্ষণ আগেই গুলিতে কচুকাটা হয়ে যেত। বর্তমানে ওর ডাকনামটার মতই অবস্থা ওর, দাবায় রাজা যেকোনোও দিকেই চাল চালতে পারে, কিন্তু খেলা ঘোরানোর মতো চাল চালার ক্ষমতা রাজার থাকে না।

পিছনে, একটা হেলিকপ্টার চালু হয়ে গিয়েছে। না দেখেও বুঝতে পারলো, ওই হেলিকপ্টারে ফেলিস আর সারা আছে। একজনের কাছে আছে পুরো মানবসভ্যতা ধ্বংস করে দেওয়ার চাবিকাঠি, আরেকজনের কাছে ওর হৃদয়ের। মস্তিষ্কের খুপরি ইতিমধ্যেই সদ্য ঘটা ঘটনাটির বিশ্লেষণ শুরুকরে দিয়েছে, কিন্তু চিন্তাগুলো পাশ কাটিয়ে আপাতত বেঁচে থাকার ভাবনাটাই ভাবছে ও।

মনে হলো যুগ যুগ ধরে দৌড়ে গুহামুখে পৌঁছুল ও, কিন্তু ঘড়ির কাঁটায় পেরিয়েছে মাত্র বিশ সেকেন্ড। অন্ধকার গুহায় স্রেফ আন্দাজের বশে ঢুকে গেল ও, পেছনে গুলি থেমে গেল সাথে সাথেই। কিন্তু কিং থামল না, দৌড়ে চলল সুরঙ্গের আরো গভীরতম অংশের উদ্দেশ্যে। হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের আওয়াজ দূরে সরে যেতে থামল ও। হেঁটে চলল গুহার ভেতর হাতড়ে হাতড়ে, যাতে কোনো হাতির হাড়ে ধাক্কা না খায়।

অন্ধকার ওকে সুরক্ষা দিতে পারবে না বেশীক্ষণ; ফুলব্রাইটের সাথে আসা লোকগুলো যদি পেশাদার হয়, তবে অবশ্যই নাইট-ভিশন আনবে সাথে। ফ্ল্যাশলাইট না জ্বেলেই ওর অবস্থান জেনে যাবে শত্রুরা। কিন্তু একটা ভরসাতেই এগিয়ে যাচ্ছে সুড়ঙ্গ ধরে, জানে গুহায় ও একা নয়।

হাড়ের স্তূপের শেষের দিকে এসে মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা খুঁজতে লাগল কিং। জোম্বিগুলোর চোখে পড়ে যাওয়ার একটা ভয় অবশ্য আছে, সাথে

BanglaBook.org

যেহেতু আদেশ দেওয়ার জন্য ফেলিস নেই। ওকে দেখামাত্রই আক্রমণ করতে পারে তারা।

বাড়িয়ে রাখা হাত দিয়ে স্পর্শ করে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল সে, এখান থেকেই জোম্বিদের কাজ করার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ঘন জমাট বাঁধা অন্ধকারে সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জোম্বিরা হাড় জড়ো করে হয়তো কোনো কাঠামো বানাতে চাইছে অথবা মৃতের হাড়গুলো সৎকার করছে। খুঁজতে খুঁজতে অন্ধকারে মন্দিরের সাথে ধাক্কা খেল, ভাগ্য আবারও সহযোগিতা করল। তাই যেখানে অনুমান করেছিল সেখানেই খুঁজে পেল বৃহৎ অবকাঠামোটা। আন্দাজে মন্দিরের পিছনের দিকে ঘুরে চলে গেল সে, অন্ধকারে বোঝা বেশ মুশকিল হয়ে পড়ছে। মাথা নামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে, একেবারে নিঃশব্দে ভেতরে প্রবেশ করল কমান্ডোরা। কিন্তু একজন যোদ্ধা জোম্বিদের লক্ষ্য করে গুলি করাতে তাদের অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে গেল। বাকিরাও গুলি করতে শুরু করেছে, সুরঙ্গের দেয়ালে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গুলির কর্কশ আওয়াজ। দুই ধরনের বন্দুকের গুলির আওয়াজ কানে এসেছে কিংয়ের, একটা এম-১৬, অন্যটা এই ধরনেরই কিছু একটা হবে। গুলির আওয়াজের ফাঁকেই একটা চিৎকার শোনা গেল, কিছুক্ষণ পর ছাড়া ছাড়া গুলি হতে লাগল। গুলির আওয়াজ কমে গিয়ে আরো কিছুক্ষণ পর শুধু মাংস ছেঁড়ার এবং হাড় ভাঙার আওয়াজ আসলো কানে, তাও মাত্র কয়েক ফিট দূর থেকে।

অপেক্ষা করতে থাকল কিং।

আরো কিছুক্ষণ পর ভারী কিছু হেঁচড়ে নেওয়ার আওয়াজ কানে এল। কল্পনার চোখে দেখল কিং, জোম্বিগুলো হাড়গুলোর সাথে রেখেছে কমান্ডোদের মৃতদেহ। পিছুপিছু গেল সে, নিঃশব্দে অপেক্ষা করলো তাদের চলে যাওয়ার।

জোম্বিগুলো চলে যেতেই সামনে এগিয়ে আসল, অনুমানে হাতড়ে বেড়াতে লাগল মৃতদেহগুলোর জন্য। আবারও ভাগ্য সহায়তা করলো ওকে, অল্প খোঁজাখুঁজি করতেই একটা মৃতদেহের ওপর হাত পড়ল ওর। মৃতদেহগুলো স্রেফ জোম্বিদের খাবারে পরিণত হয়েছে, রক্ত এবং মাংসের গন্ধ ভারী হয়ে আছে বাতাস। হাতড়াতে হাতড়াতে একটা রাইফেলের শক্ত বাটে ঠেকল ওর হাত, নতুন উদ্যমে খোঁজ চালিয়ে গেল ও। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত বস্তু খুঁজে পেল, মৃত কমান্ডোদের নাইট-ভিশন।

সামরিক বাহিনীর এ/এন পি.ভি.এস. ১৪ মোনোকুলার নাইট অপটিক ডিভাইস এটি, চোখে দেওয়ার আগে রিসেট করে নিল ও। কয়েক মুহূর্ত পর ওর চোখের সামনে সবুজাভ হয়ে পুরো গুহাটা ভেসে উঠল।

জোম্বিরা এখনও হাড় নিয়ে কাজ করে চলেছে, কিন্তু ওদের সংখ্যা কমে তিন হয়ে গিয়েছে। দুইজন জোম্বির গায়ের আঘাত থেকে রক্ত ঝরছে, আঘাত

BanglaBook.org

বেশ মারাত্মক, বাঁচার সম্ভাবনা নেই। মেঝে ভেসে গিয়েছে রক্তে, ছড়িয়ে আছে খালি কার্তুজের খোল। এসবের মাঝে একটা এম-৮ কার্বাইন নজরে পড়ল কিংয়ের, আবারও মৃতদেহগুলোর কাছে ফিরে গেল ও। কমান্ডোদের জামাকাপড় ঘাঁটাঘাঁটি করে চারটা ত্রিশ রাউন্ডের গুলির ম্যাগাজিন, দুইটা ফ্যাগমেন্ট্যাশন গ্রেনেড, বিশাল বড় একটা কমব্যাট ছুরি নিল সাথে। পাশাপাশি একটা ভেস্টও পরে নিল, তারপর বেরিয়ে এল ওখান থেকে। জোম্বিদের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় কার্বাইনটা তুলে নিতে ভুল করলো না।

দ্বিতীয় আরেকটা আক্রমণকারী দল আশা করেছিল ও, কিন্তু এমনটা ঘটল না। গুহামুখের কাছে পৌঁছে দেখতে পেল দুটি ছায়া দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে বাইরে, আবার ভেতরে ফিরে আসল ও। সুড়ঙ্গের গভীরতম অংশে যেতে যেতে মাথায় প্ল্যান তৈরি করে নিল সে। বাকি কমান্ডোরা ভেতরের সবার দেরি দেখলে অবশ্যই ভেতরে এসে ঢুকবে, কিন্তু অপেক্ষা করার মতো সময় নেই ওর হাতে। এমন কিছু একটা করা লাগবে যাতে বাইরের সবাই প্রবেশ করতে বাধ্য হয় গুহায়।

হাতির সমাধিস্থলে পৌঁছে এইবার আর অন্যদিকে ঘুরে গেল না, বরং কঙ্কাল বেয়ে উপরে হাড়ের স্তূপে উঠতে লাগল। একেবারে স্তূপটার চূড়ায় উঠে বসল সে, হাতে একটা গ্রেনেড নিয়ে ছুড়ে মারল হাড়ের স্তূপগুলোর দিকে।

পাঁচ সেকেন্ড পর, বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। বিস্ফোরণের ধাক্কায় নড়ে উঠেছে গোটা কাঠামো কিন্তু ভেঙ্গে পড়েনি। মাথার ওপর ছাদ থেকে একরাশ ধুলো-মাটি পড়ল, মাথা নিচু করে রাখল ও। এখন দেখার বিষয় বুদ্ধিটা কাজে লেগেছে কি না!

হ্যাঁ, লেগেছে।

কমান্ডো দুজন নাইট ভিশন চোখে দিয়ে বিস্ফোরণের কারণ দেখতে এসেছে।

লোক দুটোকে দূর থেকে গুলি করে মারবে না বলে ঠিক করল কিং। যদি দুজনকে একসাথে মারতে না পারে তবে যে সুযোগটা পেয়েছে তা হারাবে সহজেই।

তার বদলে, লোক দুজনকে সুরঙ্গের আরো গভীরে ঢোকার সময় দিল সে। লোক দুটো সরে যেতেই, লাফিয়ে নামল হাড়ের স্তূপ থেকে। দৌড়ে বেরিয়ে এল বাইরে, গুহামুখে পাহারায় কেউ নেই। হেলিকপ্টার একশো মিটার দূরত্বে রাখা, একটা অবয়ব শুধু দেখা যাচ্ছে ওখানে। খুব সম্ভবত পাইলট হবে, ঝুঁকে সিগারেট টানছে লোকটা। দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে লোকটার চোখে নাইট-ভিশন লাগানো নেই। খোলা জায়গা পার হওয়ার সময় খেয়াল রাখল কিং, পাইলট যেন ওকে দেখে না ফেলে। কিন্তু লোকটা অন্যমনস্ক হয়ে সিগারেট ফুঁকেই যাচ্ছে। যখন লোকটা দেখতে পেল ততক্ষণে

BanglaBook.org

অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, কার্বাইনের কুঁদো পড়তেই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল পাইলট।

হেলিকপ্টারটা বেল ২০৬ জেট রেঞ্জার মডেলের, বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হেলিকপ্টারের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত। বিশেষ বাহিনীর প্রশিক্ষণের সময়ই সামারক বাহিনীর হেলিকপ্টার চালানো শিখেছে কিং, যদিও বেশ কয়েকবছর আগের ঘটনা। কিন্তু সময় এসেছে সেই বিদ্যা ঝালিয়ে নেয়ার। পাইলটের সিটে উঠে বসল সে, ইঞ্জিন চালু হতেই রক্তে শিহরণ অনুভব করল।

ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের আলো নাইট ভিশনে উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়ছে, কিন্তু নাইট ভিশন বন্ধ করল না সে। যখন কিছু দেখার দরকার পরে তখন ডান চোখ বন্ধ করে নেয়। খুব দ্রুতই শূন্যে উড়াল দিল হেলিকপ্টারটি, গতি পুরোটা বাড়িয়ে দিল।

পরিপূর্ণ গতিতে আকাশে উড়ছে হেলিকপ্টার, সঠিক উচ্চতায় আসতেই চারপাশে নজর বোলাল। অন্ধকারে অনেক দূরের একটা আলো পশ্চিম দিগন্তে জ্বলজ্বল করছে, বুঝতে পারলো ওটা প্রথম হেলিকপ্টারটা। ইতিমধ্যেই চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ মাইল সামনে চলে গিয়েছে। কিন্তু পূর্ণ শক্তি ব্যবহার করলে খালি হেলিকপ্টার নিয়ে ওদের ধরে ফেলতে খুব বেশি সময় লাগবে না কিংয়ের।

সে জানে না, ফুলব্রাইটের কাছে ধরা পরে গেলে কী হবে! কিন্তু নিজের উপর ভরসা রাখল, হাতে আধ-ঘণ্টার মতো সময় আছে। এর মাঝে কোনো-না-কোনো পরিকল্পনা দাঁড় করাতেই হবে।

BanglaBook.org

বাইশ

অ্যাসল্ট টিমের রিপোর্ট শুনে ফুলব্রাইটের চেহারা অন্ধকার হয়ে গেল। সারার হেডসেটে রেডিয়োর সংযোগ নেই, কিন্তু কোন বিষয়ে কথা চলছে বুঝে ফেলল ও লোকটার গোমড়া মুখ দেখেই। জ্যাক শুধুমাত্র জীবিতই নেই, পাল্টা দাঁতভাঙা জবাবও দিচ্ছে। শত চেষ্টা করেও মুখের হাসি লুকাতে পারলো না সারা।

হাসি দেখে ফুলব্রাইটের চোখে-মুখে শয়তানি ভাব ফুটে উঠল, 'ইথিয়োপিয়ার এয়ারফোর্সের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দাও। অচেনা একটা আকাশযান উড়ে চলছে এখন ওদের দেশের উপর দিয়ে, এ কথাটা ওদেরও জানা উচিত।'

মুখ থেকে মাইক সরিয়ে নিয়ে বলল ফুলব্রাইট, 'তোমার প্রেমিকের মাটিতেই পা রাখা উচিত ছিল।'

মুখে ফুটে উঠল শয়তানি হাসি।

BanglaBook.org

তেইশ

দুটো রাশিয়ান সুখোই এস.ইউ. ২৫ ফাইটার জেটপ্লেন উড়ে এল কিংয়ের পিছন থেকে, কোনো প্রকার সতর্কতা ছাড়াই আঘাত হানল তারা।

ওর সৌভাগ্য, পাইলটরা শুধুমাত্র গুলি ছুড়েছে হেলিকপ্টার লক্ষ করে। এই জেটে ব্যবহৃত মিসাইল ভিমপাল আর-৭৩, এয়ার টু এয়ার মিসাইল যার বাজার মূল্য প্রায় সত্তর হাজার ডলার। ক্ষুদ্র, কম গতিসম্পন্ন অস্ত্রহীন একটা হেলিকপ্টারে প্রথমেই মিসাইল ছুড়তে হয়তো এদের লজ্জা করছিলো, আর এ কারণেই বেঁচে গেল কিং। নয়তো মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তেও টের পেতো না কীভাবে মৃত্যু হয়েছে ওর। বদলে জি.এস.এইচ.-৩০-২ এর ৩০ মি.মি. বুলেটের একুশ রাউন্ডের আঠারো রাউন্ড খরচ করা হলো ওর উদ্দেশ্যে। হেলিকপ্টারের উচ্চতা দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করে দক্ষতার সাথে হামলা প্রতিহত করলো কিং। কিন্তু শেষ তিন রাউন্ড থেকে বাঁচতে পারলো না কোনমতেই, হেলিকপ্টার কেঁপে কেঁপে উঠল মুহুর্মুহু বুলেটের আঘাতে। মনে হলো যেন মুড়ির টিনের মতো হেলিকপ্টারটা ধরে ঝাঁকাচ্ছে কেউ। তবে বুলেটগুলো এসে লেগেছে হেলিকপ্টারের শক্ত খোলে, তেমন ক্ষয়ক্ষতি হলো না। ককপিট লক্ষ করে গুলি করতে দেখে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার যোগাড় হয়েছিলো ওর, কিন্তু বুলেটগুলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় হাফ ছেড়ে বাঁচল যেন।

কিংয়ের কোনো ধারণাই নেই কে এবং কেন ওকে আক্রমণ করেছে, কিন্তু জানে কপাল জোড়ে বেঁচে গিয়েছে প্রথমবার। যেকোনোও যুদ্ধ বিমানের জন্য খুব সহজ শিকার ও।

হুট করেই হেলিকপ্টারের উচ্চতা কমিয়ে আনল ও, খাড়া নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে। ধেয়ে আসা বুলেটগুলো হেলিকপ্টারের উপর দিয়ে ছুটে গেল, এইবার লক্ষ্যভেদ হয়নি। আক্রমণকারী জেট দুটো আবার ফিরে আসছে হামলা চালাতে, হেলিকপ্টারের তুলনায় অত্যধিক গতির কারণে বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে আছে জেট দুটো। যেকোনোও সময় যেকোনোও দূরত্বে থেকে আচমকা হামলা চালাতে পারে। কিন্তু আবার এই অত্যধিক গতিবেগের কারণেই, স্বল্প গতির হেলিকপ্টারে গুলি করে লক্ষ্যভেদ করতে পারছে না। ওরা হিট সিকার মিসাইল ছুড়ে কেন জলদি ঝামেলা শেষ করছে না, জানে না কিং! তবে সন্দেহ নেই খুব দ্রুতই কাজটা করবে এরা। তখন আর কিছুই করার থাকবে না ওর। উপলব্ধি করল, ওই অবস্থায় পড়লে একটা পন্থাই বাঁচাতে পারে ওকে।

BanglaBook.org

উচ্চতা কমিয়ে আনতে শুরু করল ও, বৃত্তাকারে ঘুরছে শূন্যে। নিচের অনুর্বর-রুক্ষ জমি দ্রুত উঠে আসছে উপরে। মাটি থেকে ঠিক একশো ফুট উচ্চতায় স্থির হলো ও, হেলিকপ্টারকে বারবার আগু-পিছু করতে লাগলো। একটা চোখ রইল জেট দুটোর নড়াচড়ার দিকে, আকাশে উড়ছে জেট দুটো।

আবারও হামলা করল জেট, কিন্তু আশ্চর্য দক্ষতায় ঠিক প্লেনের নিচ বরাবর হেলিকপ্টার নিয়ে গেল কিং। জেট দুটো আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে আবার উপরে উঠে গেল।

সহজাত প্রবৃত্তি বলল–আবার আক্রমণ আসছে, হামলাকারীরা ওকে সহজ শিকার বলে ভেবেছিল। কিন্তু যে খেল দেখিয়েছে ও, এখন আর কষ্ট করে বুলেট ছুড়তে যাবে না এরা, সরাসরি মিসাইল ছুঁড়ে দিবে। ঝড়ের গতিতে চিন্তা করতে লাগল, কীভাবে সামনের কয়েকটা সেকেন্ড বেশি বেঁচে থাকা যায়।

হেলিকপ্টারে অস্ত্র নেই, কিঙয়ের সাথে এই মুহূর্তে আছে কেবল গুহা থেকে তুলে নেওয়া এম-৮ এবং একটা গ্রেনেড। কিন্তু এসব মুখোমুখি লড়াইয়েকোনো কাজেই আসবে না, উলটো একটা হাত ব্যস্ত হয়ে যাবে।

হয়তো...বিকট হাসি ফুটে উঠল কিংয়ের মুখে, বুদ্ধিটা পাগলাটে, কিন্তু কিছু না থাকার চেয়ে পাগলাটে একটা প্ল্যান থাকা ভালো।

জেটপ্লেনের পাইলট নিশ্চয়ই থার্মাল হিটসিকার মিসাইল ব্যবহার করবে, আর এই মিসাইল থেকে বাঁচার উপায় একটাই-উচ্চ তাপের আরেকটা উৎস দেখিয়ে দিতে হবে মিসাইলকে। দুর্ভাগ্যবশত, কাজটা যত সহজে বলা যায় তত সহজে করা সম্ভব নয়। কারণ একটা মিসাইল শব্দের দ্বিগুণ গতি তুলতে সক্ষম, হাতে কয়েক সেকেন্ড সময় পাবে মাত্র।

তাকিয়ে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে সে, জেটের নিচ থেকে আগুনের হলকা বেরিয়ে আসতে দেখল। সাথে সাথেই হাতের গ্রেনেডটা জানালা দিয়ে ফেলে দিল নিচে, হেলিকপ্টার জলদি উপরের দিকে উঠাতে লাগল মন্থরগতিতে উঠছে হেলিকপ্টার উপরের দিকে, কিং জানে এগিয়ে যাচ্ছে ও মিসাইলের দিকেই।

কিন্তু এরপর, কয়েকশো ফুট নিচে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড, বিস্ফোরণের ধাক্কা টের পেল ও শূন্যে থেকেই। বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন হয়েছে উচ্চ তাপ, মিসাইলও হেলিকপ্টারের থেকে অধিক তাপের উৎসের সন্ধান পেয়ে ঘুরে গেল সেদিকে। একটু পর আরো একটি বিস্ফোরণ নাড়িয়ে দিল হেলিকপ্টারটিকে।

প্ল্যানটা কাজে লাগাতে পেরে বিস্মিত হয়ে গেল ও, শুধু সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে চাল চেলেছিল ও। সঠিকভাবে চালটা কাজে লেগে যাবে তা ভাবেনি। কিন্তু বিপদ কাটেনি এখনও, এই আক্রমণটা না হয় পার পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু সামনে?

BanglaBook.org

জেটপ্লেন দুটো উপরে উঠে গিয়েছে আরো, মিসাইলকে বোকা বানিয়েছে ও, পাইলটদের না।

ওরা জানে কিং মরেনি এখনও।

আর কিংয়ের হাতের সব চালও শেষ।

সুখোই ফাইটারের পাইলটরা অনভিজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু প্রতিটি ভুল থেকেই শিক্ষা নিচ্ছে তারা। ভেবেছিল যুদ্ধটা শুরু হতে হতেই শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু এমন কিছু আশা করেনি। এখন সময় এসেছে খেলাধুলার ইতি টানার।

হেলিকপ্টার আবারও উচ্চতা কমিয়ে আনছে, অন্য মিসাইলটা গায়ে লাগার আগেই চালক মাটিতে নেমে আসতে চাইছে। কিন্তু পাইলট সেই সুযোগ দেবে না, মিসাইল গাইডেন্স সিস্টেমকে ভিজুয়ালে পরিবর্তন করলো ও। টার্গেট সিলেক্টরের ক্রসহেয়ারে আনল হেলিকপ্টার, অতঃপর টিপে দিল ট্রিগার।

আর-৭৩ মিসাইল পাখা মেলে উড়ে চলল ২.৫ ম্যাক গতিতে, কয়েক সেকেন্ড পর আঘাত হানল ন্যাটোর এ.এ.-১১ আর্চার খ্যাত মিসাইলটি। চোখের পলকে হেলিকপ্টারটি পরিণত হলো জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে।

সিগলার মারা গিয়েছে।

>>>বুঝলাম, আপনার বর্তমান পরিস্থিতি?

আমি আদ্দিসে ফিরে এসেছি। সাথে সারা ফগ এবং ফেলিস কার্টারও আছে। ফগ বিশ্বাস করে কার্টার যে কাউকে অচেনা কোনো শক্তিতে আক্রান্ত করতে পারে। ওকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে আমাদের।

>>>বাহনের ব্যবস্থা হবে। মেয়েটাকে ব্রেইনস্টর্ম ফ্যাসিলিটিতে আনুন।

সিদ্ধান্তটা ঠিক আছে কী?

>>>অপ্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা। এটাই একমাত্র যৌক্তিক সিদ্ধান্ত, ভ্যাকসিনটা বানাতেই হবে। এই ফ্যাসিলিটিতে তারই বন্দোবস্ত করা হয়েছে, যাতে সর্বোচ্চ ফলাফল লাভ সম্ভব হয়।

BanglaBook.org

শেষ চাল

চব্বিশ

অজানা স্থান

নিচে ওই আগুনের গোলাটা দেখেছ? তোমার প্রেমিক।

কথাগুলো কানের ভেতর এখনও বেজে চলছে সারার। চেহারা স্বাভাবিক রেখেছে ও, চোখের পানিতে সি.আই.এ. এজেন্টকে আমোদ দিতে চায় না। সত্যি বলতে, কথাটা বিশ্বাসও করতে চায় না।

যেকোনো দুঃখজনক পরিস্থিতির সেটাই প্রথম ধাপ–অস্বীকার।

মস্তিষ্ক বিশ্বাস করছে, কিন্তু মন মানছে না। কান্নার সময় পরেও পাওয়া যাবে... যদি বেঁচে থাকে আরকি।

বাইরে প্রাইভেট এয়ারফিল্ডে অপেক্ষা করছে গালফস্ট্রিম ভি জেট প্লেন, ওদেরকে তুলে নেওয়ার জন্য। ফেলিস এখনও ওষুধের প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে আছে, তাকে একটা সিটে বসানো হলো। তবে সারা এসে ইচ্ছেমত সিট দখল করার সুযোগ পেল।

কতক্ষণ আকাশে ছিল ওরা বলতে পারবে না সারা, তবে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সকাল পেরিয়ে গেল। তবে চারপাশের পরিবেশ দেখে মনে হলো না যে খুব বেশি দূরে এসেছে।

পাণ্ডুবর্ণের শক্ত-সামর্থ মধ্যবয়সী এক লোক গাঢ় রেঞ্জ রোভার থেকে বেরিয়ে এসে সবাইকে সম্ভাষণ জানাল। লোকটার মাথার চুল ধূসর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কাছ থেকে দেখে বোঝা যায় না বয়স চল্লিশের কোঠায়, নাকি বিশের। এগিয়ে এসে লোকটা পরিচয় দিলো নিজের, সারা বুঝতে পারলো ফুলব্রাইটের মতোই এটা ওর নিজেরও উপকারে আসবে।

'আমি গ্রাহাম ;' নম্র স্বরে বলল সে। 'এই জায়গাটা দেখে শুনে রাখি

'ব্রেইনস্টর্মের কাছ নিয়ে যাও আমাদের।' অধৈর্যের সাথে বলল ফুলব্রাইট।

'যেমনটা ইচ্ছে আপনার।' হেসে সারার দিকে ফিরল গ্রাহাম। 'আপনি এখানে আসাতে খুশি হলাম, মিস ...?'

চোখ সরু করে তাকাল সারা, ওর মন জয় করার যতো চেষ্টাই করুক না কেন গ্রাহাম; ও ঠিকই জানে লোকটা ব্রেইনস্টর্মের আরেকজন বহাল করা কর্মচারী বই আর কিছু নয়।

BanglaBook.org

'ডক্টর, ডা. সারা ফগ।'

'আপনার ব্যাপারে অনেক শুনেছি, ডা. ফগ। আশা করি এখানকার রিসার্চ ফ্যাসিলিটি আপনার পছন্দ হবে।'

'বন্দী করে রাখা না হলে, পছন্দ করতাম।'

মাথা দোলাল গ্রাহাম, 'দুঃখজনক, সময় গেলে দেখতে পাবেন এই সামান্য ত্যাগ কতো বড় উপকারে আসছে সবার।'

'ত্যাগটা–একা আমাকেই করতে হবে না।'

কথাটা শুনেও না শোনার ভান করলো গ্রাহাম।

মূল বাড়ি, যেটাকে ফুলব্রাইট ব্রেইনস্টর্ম ফ্যাসিলিটি বলে, সেটা মূলত দুই তলা একটা বাংলো। বাংলোর নকশা ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যাটেলিনা পর্বত বা দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে অনুপ্রাণিত বলে মনে হচ্ছে। গ্রাহাম সারাকে পাহারা দিয়ে বিশাল এক বিলাসবহুল কামরায় নিয়ে গেল, সেখানে ওকে তৈরি হয়ে নিতে বলল সে। আরো বলল, ইচ্ছে হলে গ্রাহামের সাথে খাবার খেতেও আসতে পারে ও।

রুমের আলমারি ভর্তি জামাকাপড়, ক্যাজুয়েল থেকে শুরু করে জিনস-টি শার্ট পর্যন্ত আছে এখানে। প্রতিটি জামাকাপড় ঠিক ওর মাপের, ওর জন্যই কিনে রাখা হয়েছে যেন। এবং বাথরুমটা পর্যন্ত ওর পছন্দের প্রসাধনী দিয়ে সজ্জিত। কেউ একজন ওর থাকার ব্যবস্থা করার জন্য ভালোই প্রস্তুতি নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

চাওয়ার মতো আর কিছুই বাকি রাখা হয়নি, কিন্তু মনের মধ্যে খটকা একটাই–ও বন্দী। তাসত্ত্বেও, গোসল করার সুবিধাটুকু নিল ও। শাওয়ারের পানিতে ভারত সাগর থেকে শুরু করে এখানে আসা পর্যন্ত যত ধকল সব যেন ধুয়ে-মুছে গেল। গোসল করতে করতেই পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ভাবতে লাগল সে।

জ্যাকের দুনিয়ায় সবকিছু অনেক সহজ। বন্দি হয়েছ, পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো নয়তো শত্রুর অভিসন্ধি ব্যর্থ করে দাও। কিন্তু ওর ব্যাপারটা আলাদা। অবশ্যই সে পালিয়ে যেতে চায় এখান থেকে, কিন্তু শত্রুর অভিপ্রায় অজানা নেই সারার। সে পালিয়ে গেলেও এরা চেষ্টা করবেই ওই অনুসন্ধানকে অস্ত্রে পরিণত করতে। তাই সবচেয়ে ভালো হয় এখানে থেকেই এদের লক্ষ অর্জনে বাঁধা সৃষ্টি করা।

রুমের দরজা বন্ধ ছিল বাইরে থেকে, কিন্তু টোকা দিতেই খুলে গেল দরজা। বাইরে খালি হলওয়েতে বেরিয়ে এল সে। গ্রাহামকে দেখা গেল সিঁড়ির ধাপগুলোর কাছে, 'এইদিকে আসুন, ডা. ফগ। দুপুরের খাবার তৈরি হয়ে গিয়েছে।'

BanglaBook.org

বাড়ির অন্যান্য সকল রুমের মতো রান্নাঘরও সুসজ্জিত, দেখে মনে হয় জায়গাটা পঞ্চাশের দশকের কোনো সায়েন্স ফিকশন লেখকের নকশা করা। ডিম্বাকৃতির কাঁচের ডাইনিং টেবিলে বসে আছে ফুলব্রাইট, একটা স্যান্ডুইচ চিবুচ্ছে।

দুঃখ প্রকাশ করল গ্রাহাম, 'আপাতত হালকা খাবারই খেতে হবে। মেহমানদারি করার খুব একটা সুযোগ মেলে না আমার। কিন্তু কথা দিচ্ছি, রাতের খাবার বেশ চমকপ্রদ হবে, খুশি হয়ে যাবেন আপনি।'

'বাড়তি কিছু করার কষ্ট করলেই বরং অখুশি হবো।' ব্যঙ্গ করে বলল সারা।

ওর দিকে তাকাল ফুলব্রাইট, কিন্তু বলল না কিছু।

'কোনো সমস্যা নেই।' কণ্ঠের ব্যঙ্গটুকু গায়ে মাখাল না গ্রাহাম। 'নিয়ম মেনে চললে এখানে থাকা অপ্রীতিকর হবে না আপনার জন্য।'

'এই কথাটা ওর মুখেই বেশি মানায়,' সি.আই.এ. এজেন্টের দিকে বুড়ো আঙুল তাক করল সারা, 'হুমকি হিসেবে।'

'প্লিজ সারা, বোঝার চেষ্টা করুন। গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে আপনাকে, যা আমাদের সবার তথা পুরো মানবসভ্যতার উপকারে আসবে।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল সারা, হাতে ইতিমধ্যেই একটা স্যান্ডুইচ তুলে নিয়েছে। 'ঠিক আছে, তবে আমি নিজের মতো কাজ করবো। রিসার্চের ব্যাপারে আপনারা কেউ কিছু বলতে পারবেন না, আর যখন যা চাইব তাই দিতে হবে আমাকে।'

'অবশ্যই চাহিদার নির্দিষ্ট কারণ থাকতে হবে।'

'প্রথমে, ফেলিসকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া বন্ধ করতে হবে।'

তীক্ষ্ণ নজরে তাকাল ফুলব্রাইট, 'গুহায় কি হয়েছে জানো না? সে মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে, এমনকি কোনো কিছু না ভেবেই। সে যদি সামান্য ঝুঁকি অনুভব করে... হাত নেড়ে একটা বিশেষ ভঙ্গি করলো, 'সাথে সাথে আমরা সবাই বোধ-বুদ্ধিহীন জোম্বিতে পরিণত হবো।'

'এজন্যই ফেলিসকে জাগানো আরো বেশি প্রয়োজন। সে অজ্ঞান মানে এই নয় যে তার ক্ষমতা নেই আর, অচেতন অবস্থাতেও ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে সে। আর এ কথাটাই খুলে বলতে হবে তাকে যে, আর কোনো ক্ষতি হবে না। আমি তাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো। এছাড়াও তার ক্ষমতা কীভাবে কাজ করে তা দেখতে হলেও ফেলিসের জ্ঞান ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে তার মাথায়।'

কিছু একটা বলতে চাইল গ্রাহাম, কিন্তু পকেটে ফোন বেজে উঠাতে থেমে গেল। স্মার্টফোন বের করে কিছু একটা দেখলো সে, কয়েকটা বাটন চেপে আবার রেখে দিল পকেটে।

BanglaBook.org

'দুঃখিত, অন্য কাজ। আপনার অনুরোধের প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, আমরা আপনার কথা মেনে নিতে পারবো যদি আপনি তা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। আমি বিশ্বাস করি, অপ্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন না আপনি।' বয়স্ক লোকটার দিকে তাকাল সারা. বুঝতে পারছে না এসবের সাথে কী সম্পর্ক তার।

'ব্রেইনস্টর্মকে এসব জানানো উচিত তোমার।' সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল যেন ফুলব্রাইট, সারার চাহিদাগুলো মেনে নিতে পারছে না।

'আরেকটা জিনিস,' দ্রুত বলল সারা, 'আজেবাজে লোকদের সাথে কথা বলতে বলতে আমি বিরক্ত, আসল লোকের সাথে সরাসরি কথা বলতে চাই আমি, পা-চাটা কুকুরের সাথে নয়।' ফুলব্রাইটের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলেছে ও। 'ব্রেইনস্টর্মের সাথে আমার কথা বলার ব্যবস্থা করুন।'

ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল গ্রাহামের মুখে, 'ঠিক আছে।'

খাওয়া-দাওয়া শেষে ওকে ল্যাবরেটরি ফ্যাসিলিটিতে নিয়ে আসা হলো, জায়গাটা বাড়ির বেসমেন্টের নিচে অবস্থিত। ল্যাবে যাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে লিফট। নিশ্চিতভাবে জানে ও, লিফটটা নিচের দিকেই গিয়েছে। ল্যাবের ভেতর জানালা না থাকা ওর ধারণাটাই পাকাপোক্ত করলো আরো।

কম্পিউটার ওয়ার্কস্টেশন দেখাল ওকে গ্রাহাম, এবং চালু করে দিল। 'এই টার্মিনাল কয়েকটা ক্রে-কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত। জিন সিকোয়েন্স বা ভ্যাকসিনের নকশা তৈরি করতে এর সাহায্য নিতে পারবেন আপনি। আর এই আইকনটার–' ডেস্কটপের ডিসপ্লেতে ক্লিক করলো সে, '–মাধ্যমে সরাসরি ব্রেইনস্টর্মের কাছে টেক্সট মেসেজ পাঠাতে পারবেন।'

'আমি ব্রেইনস্টর্মের সাথে কথা বলতে চাই, মুখোমুখি বসে।' বলল সারা।

'ভালো, কিন্তু ব্রেইনস্টর্ম মেসেজের মাধ্যমেই সবার সাথে যোগাযোগ করে।' ব্যাখ্যা করল গ্রাহাম। 'তবে আপনি চাইলে টেক্সট-টু-ভয়েস ট্রান্সলেটর চালু করে দেওয়া যাবে, ওই সিস্টেম ব্যবহার করলে আপনার মনে হবে যেন ব্রেইনস্টর্মের সাথে সরাসরিই কথা বলছেন।'

লোকটার দিকে তাকাল সারা, 'তাহলে ব্রেইনস্টর্ম শুধুমাত্র একটা কম্পিউটার, কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তা ছাড়া আর কিছুই নয়!'

গ্রাহাম হাত প্রসারিত করল, ভাবখানা এমন যে কে জানে! মুখে বলল, 'ডা. কার্টার আলাদা রুমে আবদ্ধ আছেন, বিপজ্জনক চিহ্নিত বিশেষ রুমটায়। যদি প্রয়োজন পড়ে তবে সাথে সাথে ডাকবেন, অথবা যদি মনে হয় ওর দ্বারা ক্ষতি হবে আমাদের-তবে আলাদা থাকার রুম করে দিব আমি।'

'সেটাই করুন, আমি এখান থেকে দেখছি কী করা যায়। আর প্রয়োজন পড়লে আপনাকে ডেকে নিব।'

BanglaBook.org

চলে যেতে বলার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত লোক দুইজন ছিল ল্যাবে, তারা চলে যেতেই সতর্ক হলো সারা। ফেলিসের জ্ঞান ফেরানোর জন্য ইনজেকশন পুশ করে পাশে অপেক্ষা করতে লাগল তার চোখ খোলার।

আত্মবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ঘাবড়ে গেল, ফেলিস অনেকক্ষণ ধরে অজ্ঞান। জেগে উঠার পর নিজেকে অচেনা পরিবেশে আবিষ্কার করবে সে, তখন যেকোনোও কিছু ঘটতে পারে।

'ফেলিস, সব ঠিক আছে। তুমি নিরাপদে আছ।' গায়ে হাত দেওয়ার ঝুঁকি নিল সারা, ডাকতে লাগল তাকে। ফেলিসের চোখ নড়তে লাগল, চোখ মেলে তাকাল সে।

'আমি...কোথায়?'

'আমি নিজেও জানি না। তবে আমরা এখানে পুরোপুরি নিরাপদ। শান্ত হও, আমি সব খুলে বলছি তোমাকে।'

অনিশ্চিত দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো সারার ওপর, বলল ফেলিস, 'আমি চিনি তোমাকে, তুমি সি.ডি.সি.-এর ডাক্তার।'

'ঠিক তাই, আমি সারা। আমিও তোমাকে চিনি, কয়েক মিনিটের মতো সাক্ষাত হয়েছিল আমাদের শেষবার। অনেককিছু ঘটে গিয়েছে এরপর। সব বলবো তোমাকে, আগে একটু বিশ্রাম নাও।'

'জ্যাক কোথায়?'

প্রশ্নটা মনে আঘাত হানল সারার, আবেগ উথলে উঠল। কয়েকবার কেশে দমকে ওঠা কান্না আটকাল ও। 'সে কথাও তোমাকে বলব।'

'এখন বলো।'

ফুলব্রাইটের বিশ্বাসভঙ্গের কথা বলে শুরু করল ও, কোনোমতে সিগলারের পরিণতির কথা বলল। ওর মনের কষ্টটা যেন ফেলিসও অনুভব করতে পারছে, শেষ সাক্ষাতে ওদের ভালোবাসার সাক্ষী ছিল মেয়েটা।

অবশেষে ফেলিস বুঝতে সক্ষম হলো যে ওরা দুজনেই বন্দি। সারা রোগের সংক্রমণ সম্বন্ধে জানতে চাইল–আদৌ যদি সেটা কোনো রোগ হয়ে থাকে আরকি।

'আমাদের জানতে হবে ঠিক কী কাজ করে ওই...ক্ষমতা...কীভাবে ছড়িয়ে যায় অন্যের ওপর। আমার ধারণা, ফোরোমোনের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এর।'

মাথা নাড়ল ফেলিস, 'সারা, তোমাকে একটা গল্প শোনাতে চাই।'

BanglaBook.org

পঁচিশ

আফ্রিকার কোনো এক জায়গায়

কালো একটা অবয়ব আকাশের বুক চিরে ছুটে চলেছে, যে কেউ আকাশের দিকে তাকালেই আকাশযানের গতির ফলে তৈরি হওয়া কৃত্রিম মেঘ দেখতে পাবে। এই কৃত্রিম মেঘ পুরো পৃথিবীর সব আকাশেই কম বেশি দেখা যায়। জেট ইঞ্জিনের দ্রুত গতির কারণে ইঞ্জিন থেকে নির্গত পানি মুহূর্তের মধ্যে জমাট বেঁধে মেঘে পরিণত হয়, আকাশযানের পুরো পথ বোঝা যায় এটা দেখে। কিন্তু রাডারে চোখ রাখলে আকাশযানটার অস্তিত্ব টের পাওয়া যাবে না, বিশেষভাবে তৈরি এবং রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম এই আকাশযানের নাম–ক্রিসেন্ট। মূলত এটি একটি গোপন ট্রান্সপোর্ট প্লেন, অর্ধচন্দ্রাকৃতি বিশেষ এই আকাশযান ব্যবহৃত হয় অদৃশ্য হয়ে আকাশে বিচরণের জন্য।

ক্রিসেন্টের কমিউনিকেশন সেন্টারে বসে আছে কিং, ককপিট থেকে একটু দূরে। ইউ.এস.এ.এফ.-এর নাইটহক স্পেশাল অপারেশন উইং-এর দুজন সুদক্ষ পাইলট উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই আকাশযান পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশে। দুর্ভাগ্যবশত, কোথায়, সেটা জানে না ও।

ওয়ার্কস্টেশনের দুই কম্পিউটারের একটির পর্দায় উত্তর আফ্রিকার স্যাটেলাইট ইমেজে দেখা যাচ্ছে। ন্যাশনাল রিকননেইসেন্স অফিস থেকে এই ছবিগুলো দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন ডিপ ব্লু। ছবিগুলো স্থির হলো ঠিক যেখানে কিংয়ের হেলিকপ্টারটি ইথিয়োপিয়ার ফাইটার জেট দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। কিং অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না, ঘটনার শেষটা তো ওর জানাই।

যখন বুঝতে পেরেছিল দ্বিতীয় মিসাইলটাকে বোকা বানানোর কোনো উপায় নেই হাতে, তখন হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছিল কিং। এমনিতেই উচ্চতা ছিল ষাট ফিটের মতো, আর হেলিকপ্টারটা তৈরিও করা হয়েছে ক্র্যাশের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর মতো শক্ত করে। মাটিতে পড়তেই মনে হলো যেন শত মাইল বেগে চলা একটা বাস বুকে আঘাত হেনেছে ওর, আঘাতটার জন্য তৈরি ছিল বলে বেকায়দায় পড়তে হয়নি। কয়েক জায়গায় কেটে গিয়েছে আর থেঁতলেও গিয়েছে বটে, কিন্তু হাড় একটাও ভাঙেনি। বিধ্বস্ত হেলিকপ্টার থেকে বেরিয়ে এসে লুকানোর জায়গা খুঁজতে লাগল সে, ঠিক কয়েক সেকেন্ড পড়েই আঘাত হানল দ্বিতীয় মিসাইল। বিস্ফোরণের ধাক্কায় উড়ে গেল কিং, আরো কাটা-ছেঁড়া যোগ হলো শরীরে। কিন্তু প্ল্যানটা কাজ করেছে, ওকে মৃত ধরে নিয়ে চলে গিয়েছে জেট-প্লেন দুটো।

BanglaBook.org

সৌভাগ্যক্রমে, চেস টিমের ফোন ছিল কিংয়ের কাছে। সাহায্য এল ক্রিসেন্টে করে, দুই ম্যাক গতিবেগে ছুটে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পৌঁছেছে এটা। এখন, প্রথম হেলিকপ্টারটার সন্ধান করছে সে, ওটাতেই রয়ে গিয়েছে সারা এবং ফেলিস।

'আদ্দিস আবাবার ওখানেই অবতরণ করেছে হেলিকপ্টার।' নিউ হ্যাম্পশায়ারের চেস টিম হেডকোয়ার্টার থেকে পর্যবেক্ষণ করছেন ডিপ ব্লু। দ্বিতীয় কম্পিউটারের পর্দায় দেখা যাচ্ছে তাকে, আর কথা শোনা যাচ্ছে ছোট একটা ইয়ারফোনের মাধ্যমে যেটা কিংয়ের কানে গোঁজা। 'জায়গার মালিক আলফা ডগ সলিউশন, প্রাইভেট সিকিউরিটি ফার্ম, সি.আই.এ.-এর সাথে কাউন্টার-টেররিজমে কাজ করে।'

'সারা বলেছিল, ফুলব্রাইট সি.আই.এ.র এজেন্ট হতে পারে।'

'আমি খবর নিতে পারিনি। যদি সত্যিই তাই হয় তাহলে সে এন.ও.সি. অর্থাৎ নন অফিসিয়াল কাভারে ছিল। এবং এই কথাটা জানা থাকায় খোঁজ নিতে সুবিধা হবে আমার।' নন অফিসিয়াল কাভাররা সি.আই.এ.র হয়ে অত্যন্ত গোপনীয় সব কাজ করে, যেখানে ওদের পরিচয় ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা কম। 'অথবা এমনও হতে পারে নামটাই মিথ্যা।' যোগ করলেন ডিপ ব্লু।

হাত দিয়ে চোখ ঘষল কিং। সর্বোচ্চ খারাপ পরিস্থিতি সহ্য করার ক্ষমতা থাকলেও, ক্লান্তি শেষ পর্যন্ত জেঁকে ধরেছে ওকে।

'আর কী জানি আমরা আলফা ডগের ব্যাপারে? আর কোনো ক্লায়েন্ট আছে এদের?'

'ওই অঞ্চলে, বেশ কয়েকটি পেট্রোলিয়াম কোম্পানিতে নিরাপত্তা দেয় এরা। মজার ব্যাপার, কয়েকটা পেমেন্ট পেয়েছে এরা, তাও আবার ভিন্ন ভিন্ন ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে। আর এইসব ঘটেছে মাত্র গত তিন দিন আগে। আমার ধারণা, বিশাল অংকের টাকা ভেঙে ভেঙে অল্প পরিমাণে পাঠিয়েছে কেউ, যেন সন্দেহ করতে...ওহ!'

'কী হয়েছে?'

'এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় যে লোকগুলো তোমাকে আক্রমণ করেছিলো, ওরা আলফা ডগের লোক, জেন-ওয়াই নয়।'

'হয়তো তারা ভেবেছিলো ওদের বাঁধা দিতে পারি আমি, তাই সরিয়ে দিতে চেয়েছিল।' স্যাটেলাইট ফিডের দিকে তাকাল কিং, একটা হেলিকপ্টার এবং ছোট একটা প্রাইভেট জেটের মাঝখানে কয়েকটা ক্ষুদ্র অবয়ব নড়াচড়া করছে। কিছুক্ষণ পর জেট প্লেনটাকে উড়ে যেতে দেখল।

'আমরা কি জানি এই জেটের মালিক কে?'

নিজের কম্পিউটারের পর্দায় তাকালেন ডিপ ব্লু, 'একটা গোলা-বারুদের কোম্পানি। বারবার মনে হচ্ছে কেউ একজন খুব সাবধানে নিজের পদক্ষেপ লুকিয়ে চলছে।'

'আমরা নিশ্চিতভাবে কী জানি? এই লোক, ফুলব্রাইট, সরাসরি ফোন দিতে পেরেছে সি.ডি.সি.র কাছে। এর মানে সে অবশ্যই একটা সরকারি

BanglaBook.org

এজেন্সিতে কাজ করতো, কিন্তু এখন হয়তো সরে গিয়েছে। তার সত্যিকারের মালিকের প্রচুর টাকা আছে, সেই টাকা খরচ হয় বিভিন্ন কর্পোরেশনের নামে। মনে রাখতে হবে, ম্যানিফোল্ডের কাজের ওপর চোখ রাখে এরা। প্রথম থেকেই জানে ফেলিস কার্টার হাতির কারবালা থেকে কী নিয়ে এসেছিল।'

'এসব কাজের জন্য প্রচুর টাকা প্রয়োজন এমনকি কয়েকটা মাল্টি-ন্যাশনাল কর্পোরেশন বা কয়েকটা দেশের সরকারো এই পরিমাণ খরচ দিতে হিমশিম খেয়ে যাবে।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠল ডিপ ব্লুয়ের, 'অফিসে থাকাকালীন সময়ে একটা কানাঘুষো শুনেছি, এটাকে তুমি মেটা-কর্পোরেশন বলতে পারো। একটা বড় কর্পোরেশন গড়ে উঠেছে গোপনে, তুলনামূলক ছোট কোম্পানিগুলোর সমষ্টিতে। এরা গোলা-বারুদের কোম্পানি এবং মিথ্যা জাল ছড়িয়ে একচেটিয়াভাবে আন্তর্জাতিক অধিকার উপভোগ করে চলছে।'

'এত বড় একটা ব্যাপার এখনও গোপন থাকলো কীভাবে?'

'যৌক্তিকভাবে–কাজটা অসম্ভব। একজন মানুষ একা এত বড় প্রকল্প চালাতে পারবে না। এদের যদি ডিরেক্টরদের বোর্ড থাকে...তাহলে একজন না একজন তো লোভেরকারণে সটকে পড়তোই অথবা...ভুল কোনো সিদ্ধান্ত নিত সবাই মিলে। কিন্তু এমন কখনো ঘটেনি, গুজব আছে এই পুরো ব্যাপারটা দেখাশোনা করে একটা কম্পিউটার। সাধারণ কম্পিউটার নয়, সঠিকভাবে বললে বলা যায় কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তা।'

মাথা নাড়ল কিং, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটাও মাথায় থাকলো ওর। 'এসবের সাথে সারার কী সম্পর্ক? অথবা গুহার ভেতরে ফেলিসের খুঁজে বের করা আবিষ্কারের সাথে?'

'যদি এরা জৈব-অস্ত্র বানানোর স্বপ্ন দেখে থাকে, তবে পরিস্থিতি মারাত্মক দিকে মোড় নিয়েছে। জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা বা অর্থনৈতিক সাম্যাবস্থা অর্জনে ব্যবহার করতে পারবে।'

'নির্দিষ্ট লোকদের শুধু ভ্যাকসিনটা দিবে এরা, বাকিদের পরিণত করবে বোধশক্তিহীন জোম্বিতে। জোম্বিগুলো কোনো প্রকার চাহিদা উত্থাপণ ছাড়াই কাজ করে যাবে ফ্যাক্টরিগুলোতে। অভিযোগ থাকবে না, বিদ্রোহ থাকবে না, প্রশ্ন করা ছাড়াই রক্ষা করবে এদের।'

'একটা কম্পিউটার ঠিক এইভাবেই চিন্তা করে,' বললেন ডিপ ব্লু, 'অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার ফলে সৃষ্টি হয় সামাজিক অস্থিরতা। অতীতে রাজা-সম্রাটরা সাধারণ মানুষদের চিন্তাভাবনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে গ্ল্যাডিয়েটরদের যুদ্ধ, সার্কাস, দিনের বেলায় আলোচনা সভা ইত্যাদি আয়োজন করতো। কিন্তু এখন শুধুমাত্র মানুষের মস্তিষ্কের যে অংশটুকু অসন্তুষ্টি নিয়ে ভাবে সেটা বন্ধ করে দিলেই হবে।'

'সেই উপায় ইতিমধ্যেই ওরা আবিষ্কার করে ফেলেছে, এখন নির্দিষ্ট কয়েকজনের জন্য ভ্যাকসিনটা শুধু লাগবে। এজন্যই সারাকে প্রয়োজন

BanglaBook.org

ওদের।' বড় করে দম নিল কিং, 'আমরা কি জানি ওকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে?'

'ছয় ঘণ্টা ধরে প্লেনটার খোঁজ বের করার চেষ্টা করছি আমি, মনে হচ্ছে এখনও আফ্রিকায়...ঠিক করে বললে...আলজেরিয়াতেই আছে ওটা।'

স্ক্রিনে একটা প্লেনের ছবি ভেসে উঠল বানওয়েতে রাখা আছে। এয়ারফিল্ডের সাথে সংযুক্ত একটা রাস্তা, রাস্তা গিয়ে শেষ হয়েছে পাশের বেড়া দিয়ে ঘেরাও করা জায়গাটায়। দুইতলা বাড়িটা ছাড়া আশপাশে আর বিল্ডিং বা রাস্তা নেই।

'এই জমির মালিকের পরিচয় বের করতে পারিনি আমি।' বলে চললেন ডিপ ব্লু, 'ম্যাপ অনুযায়ী ওখানে একটা ন্যাশনাল পার্ক থাকার কথা।'

'অর্থ এবং ক্ষমতা। ঠিক জায়গায় ঘুষ দাও, আর যা ইচ্ছে তাই করো।' ছবিটা জুম করে দেখল কিং, 'এমন কিছু এখানে বানানো হয়েছে কখনো বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'ক্রিসেন্টে আমাদের ইউ.এ.ভি. আছে, অনুসন্ধানের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। জায়গাটার নিরাপত্তা ব্যবস্থার হালচাল জানা যাবে তাহলে সহজেই। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি, আমাদের দলের বাকি সদস্যরা এখন যোগ দিতে পারবে না তোমার সাথে।'

'আমরা আত্মগোপনে চলে যাওয়ায় ইউ.এস. মিলিটারিও আমাদের সাহায্য করতে পারবে না, জানি আমি।' বলল কিং। 'কেন আমরা নিজেদের লুকিয়ে রাখছি বলুন তো?'

জিজ্ঞাসা করল বটে, কিন্তু কারণটা জানা আছে কিংয়ের। যত কম মানুষ জানবে যে চেস টিমের মোকাবিলা করতে হয় অশুভ শক্তির সাথে, ততই পৃথিবীতে হাঙ্গামা কম হবে। আর মিলিটারি সংশ্লিষ্টতা থাকলে ব্যাপারটা আন্তর্জাতিক ঘটনায় মোড় নেয়, যা কখনোই সুখকর কোনো পরিস্থিতির জন্ম দেয় না। জল ঘোলা হবে আরো যদি কেউ টের পেয়ে যায় যে, এর পিছনে হাত আছে সাবেক ইউ.এস. প্রেসিডেন্টের!

'আমরা কয়েকজন মার্সেনারি ভাড়া করতে পারি।' বললেন ডিপ ব্লু।

হেসে উঠল কিং, কিন্তু যখন দেখল ডিপ ব্লু নির্বিকার তখন বলল, 'আসলেই?'

'এখন এর বাজেট আছে আমাদের।'

কিংয়ের পরিচিত মিলিটারি অনেক বন্ধু এখন মার্সেনারি হয়ে গিয়েছে, এরা সবাই বিশ্বাসযোগ্য। এবং কয়েকটা বাড়তি লোক থাকলে ব্যাপারটাও সহজে মিটে যায়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণে এখনই যেতে চাইছে ও। 'ওই রোগ, বা ওটাকে যাই বলি না কেন, ফেলিসের ঝুঁকি দেখলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করা শুরু করে। যদি আমরা আক্রমণ চালাই, এমনও হতে পারে সবাইকে আক্রান্ত করতে পারে ও। বিশ্বাস করুন, এমন কিছু ঘটুক তা কখনোই চাইবেন না আপনি।'

BanglaBook.org

ছাব্বিশ
ব্রেইনস্টর্ম ফ্যাসিলিটি, আলজেরিয়া

'গবেষণার বর্তমান অবস্থা কী?'

যান্ত্রিক আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠলো সারা। ঘণ্টাখানেক সময় ধরে ফেলিসের সাথে ফিসফিস করে কথা বলার পর, এই আওয়াজ রীতিমতো কানে বোমা ফাটাল যেন।

'কে তুমি, ব্রেইনস্টর্ম?'

'হ্যাঁ, রিসার্চের বর্তমান অবস্থা কী? এখন পর্যন্ত পরীক্ষার জন্যও রক্ত বা টিস্যুর নমুনা নেওয়া হয়নি। নমুনা পরীক্ষা না করে ভ্যাকসিন তৈরির গবেষণা কীভাবে করা যায়?'

কথায় যেন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ প্রকাশ পেল, কথাগুলো ঠিক কম্পিউটারের বলে মনে হলো না সারার। তবে অভিযোগ সত্য, এখনও কোনো নমুনা সংগ্রহ করেনি ও, এমনকি কোনো পরীক্ষাও করেনি। শুধুমাত্র পাশে বসে ফেলিসের আশ্চর্য কাহিনি শুনেছে অতীত জীবন সম্বন্ধে এবং শুনে মনে হচ্ছে কোনো ধরনের আত্মা ভর করেছে মেয়েটার ওপর।

ভুতে বিশ্বাস নেই সারার, যৌক্তিক ব্যাখ্যা খুঁজছে ও ঘটনাটার।

প্যান্টের পেছনের পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়াল ও। জানে না ব্রেইনস্টর্মের কানের মতো চোখও আছে কিনা এই রুমে, কিন্তু ও চায় সে...বা এটা...যেন ওর ঔদ্ধত্য টের পায়।

'তুমি যদি এতই জ্ঞানী হয়ে থাকো তাহলে নিজেই কাজটা করছ না কেন?'

'এর মানে রিসার্চটা করতে চাইছেন না?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সারা, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাবেই। 'দেখো মাথামোটা, এই কাজটাই করি আমি এবং এই কাজে যথেষ্ট দক্ষতাও আছে আমার। তাই, আমাকে কিছু সময় আর জায়গা দাও। জোর করলেই কাজ দ্রুত শেষ করাতে পারবে না।'

'৬৯.৪% নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় যে, আপনি ইচ্ছা করে কাজটি দীর্ঘায়িত করছেন। প্রতিরোধ করতে গিয়ে দীর্ঘসূত্রতা করা আপনার কাছ থেকে কাম্য নয়, আপনি বেঁচে থাকবেন কি না তা নির্ভর করে আপনার উপযোগীতার ওপর। কথাটা রোগীর জন্যও সত্য। রিসার্চের জন্য মৃতদেহ থেকেও নমুনা সংগ্রহ করা যাবে।'

BanglaBook.org

চেঁচিয়ে উঠতে চাইল সারা, তাহলে কোনো ভ্যাকসিনই থাকবে না। এই মেয়েকে মেরে ফেললে গোটা পৃথিবীর মানুষ বোধবুদ্ধিহীন জোম্বিতে পরিণত হবে, ধ্বংস হয়ে যাবে গোটা মানব সভ্যতা। কিন্তু সামান্য একটা কম্পিউটারের কাছে নিজের সন্দেহ প্রকাশ করাটা ভালো হবে বলে মনে হলো না ওর। সায়েন্স ফিকশনে দেখেছে ও, কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তার কম্পিউটার পৃথিবীকে সুস্থ-স্বাভাবিক রাখতে পৃথিবীর সব মানুষকেই খুন করে ফেলতে চায়। যদি ব্রেইনস্টর্ম একবার ফেলিসের আসল উপযোগিতার কথা জানতে পারে, তবে কী করে বসবে কে জানে।

'ঠিক আছে।' বলল ও, ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করছে এখনও, 'রক্তের নমুনা নিচ্ছি আমি, এইবার খুশি?'

অন্তত কান পাতছে না ব্রেইনস্টর্ম, স্বস্তির সাথে ভাবল সারা। যদি পাতত, তবে বুঝে ফেলত–টিকা রিসার্চের ব্যাপারে ডাহা মিথ্যা কথা বলছে সারা, ও চেষ্টাই করবে না টিকা তৈরির।

ফেলিস ওকে আদিম এক স্মৃতির কথা শুনিয়েছে, একজন আদিম নারীসত্ত্বার, যাকে সে আদিমাতা বলে ডাকছে। আদিমাতার সাথে কী হয়েছে তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে সারা।

সমস্যা হচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে সংক্রমিত রোগটা, যদিও একে রোগ বলা যায় কিনা সেই ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত নয় সারা। অত্যন্তক্ষতিকর জীবাণুরও কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে পোষকের দেহে সংক্রমিত হতে, কিন্তু খুলিটা স্পর্শের সাথে সাথেই ফেলিস দেখেছে ওই স্মৃতি। এবং জ্যাক বলেছে কীভাবে তাকে আক্রমণ করতে চাওয়া বিদ্রোহী মুহূর্তে পাল্টে গিয়েছে। ওর ফেরোমোন তত্ত্ব অচল এখানে, মনে হচ্ছে না এটা কোনো জীবাণুর সংক্রমণ।

পৃথিবীতে এমন একটাই শক্তি আছে যেটা সময় এবং স্থান অতিক্রম করে মুহূর্তের মধ্যে ক্রিয়া করতে পারে, এর নাম কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্ট।

আদিমাতার স্মৃতি যেটা ফেলিস দেখতে পেয়েছে, প্রমাণ করে রেট্রোভাইরাস সম্পর্কে ম্যানিফোল্ডের তত্ত্ব সম্পূর্ণ সত্যি। এই রেট্রোভাইরাস মানুষের গোটা প্রজন্মের বিবর্তনের জন্য দায়ী, অস্ট্রেলোপিথেসাইন-স্ত্রীদের জিন নতুন করে লিখেছে এই ভাইরাস। মানুষের মাঝে বুদ্ধিবৃত্তির সঞ্চার ঘটিয়েছে। বিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে পুরো মানবসভ্যতা। কিন্তু ওই রেট্রোভাইরাস সংক্রমিত হয়নি ফেলিসের দেহে, আদিমাতা এই সমাধিস্থলে আসার অনেক আগেই রেট্রোভাইরাসের প্রভাব শেষ হয়ে গিয়েছিল। অন্য কিছু ঘটেছে ফেলিসের সাথে, নিশ্চয়ই আলাদা ব্যাখ্যা আছে এর।

কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্ট থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। এই শক্তির মাধ্যমে বহুদূরের দুই অতি-পারমাণবিক বস্তুতে সংযোগ থাকে, একটার পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে অন্যটার ওপর। প্রাকৃতিকভাবেই আমাদের দেহের প্রতিটি কোষের ডি.এন.এ. অণুতে বংশধরদের মধ্যে এক ধরনের

BanglaBook.org

কোয়ান্টাম শক্তিতে জড়িয়ে থাকে। এই হাইপোথিসিস সত্য হলে ধরে নিতে হবে পুরো পৃথিবীর সব মানুষই একে অপরের সাথে সংযুক্ত।

এটাই সম্ভাব্য ব্যাখ্যা, এর মাধ্যমে যমজ দুইজনের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ করা যায়। যমজরা প্রায়ই বলে একজন যা অনুভব করে বা দেখে তা অন্যজনও টের পায়, এর কারণ ওদের মধ্যে থাকা কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্ট। শুধু তাই নয়, আধি-ভৌতিক সব ঘটনাই ব্যাখ্যা করা যায় এর মাধ্যমে, অথবা অতীত জীবনের আধ্যাত্মিক দর্শন, ধর্মীয় নানান দৃশ্যকল্প ইত্যাদি সবকিছুর কারণ এই কোয়ান্টাম শক্তি। কোনোভাবে এই শক্তি মানুষের মস্তিষ্কে নতুন কোনো ঘটনার স্মৃতি দেখায় যা অন্য কেউ অন্য কোথাও বা অন্য কোনো সময়ে করেছে।

যদি সারার ধারণা সত্যি হয়, তবে ফেলিস এবং তার সহকর্মীদের সাথে যা হয়েছে তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা মেলে। কোনভাবে ফেলিস সেই আদিমাতার সাথে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছে, এর ফলেই মানুষের বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টিকারী জিনের গঠনের বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে। বাকিরা যখন তাকে ধরতে আসে, তখন সহজাত প্রবৃত্তির বসে আত্মরক্ষার জন্য ওই জিনের কার্যকারিতা নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে ফেলিস। এবং এটাই ভীত করে তুলেছে সারাকে।

ব্রেইনস্টর্ম যদি হুমকি মোতাবেক ফেলিসকে মেরে ফেলতে চায়, তাহলে এই প্রবৃত্তি ছড়িয়ে পড়বে অনেকদূর। ফেলিস সংযুক্ত আছে আদিমাতার সাথে, আর মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক সচেতনতার উৎস ওই আদিমাতা। এই সংযোগ ছিন্ন করলে গোটা মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে, চোখের পলকে সব মানুষ জোম্বি-বানরে পরিণত হবে।

ব্রেইনস্টর্মের কথা সত্য নয়, ও ইচ্ছা করে দেরি করছে না, সত্যি বলতে এখানে কিছুই করার নেই ওর।

তবে যন্ত্রটার কথা এখনও শেষ হয়নি, 'আপনার রিসার্চের কাজ ত্বরান্বিত করতে, উপরে আপনার থাকার রুমে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হলো।'

'তুমি বলছ আমি এই রুম ছেড়ে যেতে পারবো না?'

'হ্যাঁ, কীভাবে আপনার সময় ব্যবহার করবেন আপনি তা ভেবে নিন, যেভাবেই হোক ফলাফল প্রয়োজন। এখন থেকে আপনার উপর নজর রাখা হবে। এছাড়াও ঠিক ছত্রিশ ঘণ্টা পরে আপনার কাজের অগ্রগতি দেখা হবে। যদি প্রমাণিত হয় যে আপনি ইচ্ছা করে কাজ শেষ করছেন না, তবে আপনার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে।'

ছত্রিশ ঘণ্টা, ভাবল সারা। এই সময়টুকুই বেঁচে থাকবে ও, অথবা হয়তো পুরো মানবসভ্যতা।

BanglaBook.org

সাতাশ

স্টেলথ-প্যারাসুটের নিচে দম বন্ধ করে আছে কিং, আফ্রিকার রাতের আকাশ থেকে নেমে আসছে ধীরে ধীরে। সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অনেক উপর থেকে ঝাঁপ দিবে সে কম্পাউন্ডে। সাধারণত চেস টিম অনেক উঁচু থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিচে নেমে প্যারাসুট খোলে, এর নাম এইচ.এ.এল.ও. জাম্প। কিন্তু সে উঁচু থেকেই প্যারাসুট খুলে ঝাঁপ দিয়েছে, এইচ.এ.এইচ.ও. জাম্প বলা হয় একে। এর কারণ যাতে প্রয়োজন মতো নিজের প্ল্যান পাল্টে নিতে পারে বাড়িটার ভেতরের অবস্থা দেখে।

কিং গ্লাইড করে ভেসে আছে রাতের নিস্তব্ধ আকাশে, প্রায় ষাট মাইল দূরে ফেলে এসেছে প্লেনটা। যেখানে নামবে সেখানকার সরাসরি ভিডিয়োচিত্র দেখেছে ও, নাইটভিশন ক্ষমতাসম্পন্ন ড্রোনের মাধ্যমে।

দেখে যতটুকু মনে হয়েছে, বাড়িটা পরিত্যক্ত। সিকিউরিটি ফোর্সের লোক নেই আশপাশে, বারো ঘণ্টার স্যাটেলাইট ইমেজ পর্যালোচনা করে দেখতে পেয়েছে-এই সময়টুকুতে বাইরে নড়া-চড়া হতে দেখা যায়নি। অবশ্য, ডিপ ব্লুর ধারণা যদি সত্যি হয়, তবে নিজেকে লুকিয়ে রাখাটাই স্বাভাবিক। যদি মার্সেনারি ভাড়া করা হয়, তবে অযথা মানুষের আগ্রহ তৈরি হবে। যত বেশি মানুষ জানবে গোপনীয়তা রক্ষা করতে তত বেশি ঝামেলা।

আশা করছে ডিপ ব্লুর আশংকা ভুল প্রমাণিত হবে। যদি এসবের মূলে কোনো কম্পিউটার থাকে, তবে না জানি রোবট আর্মি লেলিয়ে দেয় ওর পিছনে! অবশ্য সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে কিং। ওর এক কাঁধে এফ.এন. হার্স্ট্যাল এস.সি.এ.আর. হেভি কমবেট অ্যাসল্ট রাইফেল, সাথে এফ.এন.৪৮ জি.এল. গ্রেনেড লঞ্চিং মডিউল। গায়ের ভেস্টে নয়টা বিশ রাউন্ডের রাইফেলের ম্যাগাজিন, সাথে পাঁচটা এম৪৩৩ উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রেনেড এবং পাঁচ রাউন্ড এম-৫৭৬ বিহাইভ বা ছররা গুলি যেটা এফ.এন.৪০ জি.এল.-এও ব্যবহার করা যাবে। বাড়তি হিসেবে সাথে নিয়েছে সিগ পি ২২০ কমব্যাট পিস্তল এবং কালো কা-বার নামক বিশেষ ছুরি। বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য নিয়েছে সি-৪ আর ডেটোনেটর ক্যাপ, দরজা থেকে শুরু করে বিল্ডিং সব উড়াতে পারবে।

বিশাল বড় ওজন কমে গিয়েছে সাধারণ ক্যাভলার ভেস্টের আর্মারের বদলে পরীক্ষামূলক সম্প্রসারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষ তরল দিয়ে তৈরি আর্মার স্যুট পরার কারণে। কালো বি.ডি.ইউ.-এর নিচে পরা বিশেষ ভেস্টটা অনেকটা ডুবুরিদের ওয়েটস্যুটের মতো। দুটো ক্যাভলারের আবরণের মাঝে

BanglaBook.org

তরল উপাদানটা রেখে তৈরি হয়েছে স্যুট। যখন গুলি আঘাত হানে, সাথে সাথে শক্ত হয়ে যায় তরল। শক্ত তরল বাঁধা দেয় গুলি প্রবেশ করতে এবং গুলির আঘাতের শক্তিকে ছড়িয়ে দেয় পুরোটা জুড়ে, ফলে ব্যথাও অনেক কম পাওয়া যায়। আবার পাতলা বলে এই আর্মারে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করা যায়। বাড়তি সুরক্ষার জন্য মাথায় একটা কালো হকি হ্যালমেট পরেছে, ভিতরে নরম তুলা দেওয়া, যাতে বুলেট আর আঘাত দুটোর কোনটাই না লাগে।

সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়া কখনোই সম্ভব না, কিন্তু কিং চেষ্টা করেছে নিজের সর্বোচ্চটুকু করতে। অচেনা শত্রু যে পদক্ষেপই নিক না কেন ওকে কুপোকাত করতে পারবে না সহজে, এমনকি খুনে রোবট পাঠালেও না।

শেষবারের মতো ইউ.এ.ভি. ফিড দেখল ও, এরপর নাইট-ভিশন চালু করে দিল। ডিসপ্লের পরিবর্তন ঘটলো না তেমন। সরু পথ ধরে ঘুরিয়ে আনল প্যারাসুট, কয়েক সেকেন্ড পর টান দিলো তারে। প্যারাসুটের বদৌলতে কোনো প্রকার ব্যথা পাওয়া ছাড়াই নেমে পড়ল বিল্ডিংয়ের ছাদে।

ডিপ ব্লুর সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও পায়ের নিচে কী আছে জানে না ও, বাড়িটা সুরক্ষিত বলে রিমোট সেন্সর স্ক্যান করা সম্ভব হয়নি। এবং যেহেতু এই বাড়ির অস্তিত্বই নেই সেহেতু বাড়ির নীল নক্সা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। প্রতিটা রুম খুঁজে দেখতে হবে কিংয়ের।

বাড়ির পশ্চিম কোনের এক রুমের জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকবে বলে মনস্থির করেছে কিং। ছাদের একটা পাইপে দড়ি বাঁধল, ঝুলিয়ে দিল জানালার পাশে। দড়ি বেয়ে নেমে গেল, জানালায় পর্দা দেওয়া। তবে ওপাশে আলো জ্বলছে না।

খালি চোখে পরীক্ষা করলো একবার, এরপর বহনযোগ্য আর.এফ. ডিটেক্টর চালু করল ও। যেকোনোও বৈদ্যুতিক যন্ত্র-যেমন অ্যালার্ম সেন্সর, সিকিউরিটি ক্যামেরা সবগুলোর বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র নজরে পড়বে। কিন্তু যন্ত্রটার নির্দেশক কাটা একচুলও নড়ল না। এর মানে বিপদের কিছু নেই। কা-বারের বাঁট দিয়ে জানালায় আঘাত করতে থাকলো ও, যতক্ষণ না জানালার কাঁচে ফাটল ধরে। ভাঙা কাচের টুকরো বাড়ির ভেতরের দিকেই সন্তর্পণে নামিয়ে রাখল ও, এরপর সেই ফাঁক গলে প্রবেশ করল রুমে।

রুমটা বিশাল বড়, খুব সম্ভবত বসার রুম, তাও ছোটখাটো একটা অ্যাপার্টমেন্টের সমান। অতিথিদের স্যুইট হতে পারে, কিন্তু আপাতত খালি, যেমনটা ভেবেছিল। তেমন একটা আসবাবপত্র দেখা যাচ্ছে না ভেতরে, মনে হয় না কখনোই ব্যবহৃত হয়েছে এই রুমগুলি। কিন্তু রুমের দরজার বাইরে আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। নাইট ভিশন বন্ধ করে হেলমেটের আইপিস উঠিয়ে নিল, এখন সরাসরি সবকিছু দেখতে পারবে ডিপ ব্লু। হাতে পি ২২০ প্রস্তুত রেখে দরজাটা খুলল ও, উঁকি দিল বাইরে। পুরো হলওয়ে খা খা করছে, সুদৃশ্য আলোদানিতে আলো জ্বলছে শুধু। একইরকম আরো তিনটা

BanglaBook.org

দরজা দেখা যাচ্ছে, একেবারে শেষে প্রশস্ত সিঁড়ি। সামনে এগিয়ে গেল কিং, পরের দরজাটা খুলল। দরজা খুলেই বুঝতে পারলো এই রুমে সারা অবস্থান করছিলো, মেয়েটার প্রিয় সাবান আর চুলের পণ্যের গন্ধ এসেছে নাকে।

এস.এস.ডি. এর কারণে, সারা কসমেটিক্স পণ্যের ব্যাপারে বেশ সচেতন, এই সামগ্রীগুলো সারাই ব্যবহার করেছে। একটু পরেই কিংয়ের উত্তেজনায় ভাটা পড়ল, সারা হয়তো ছিল এখানে। কিন্তু এখন সে নেই।

হলওয়েতে ফিরে গেল ও, পরের দরজাটা খুলল। রুমের ভেতর মানুষের অস্তিত্বের ছাপ দেখা যাচ্ছে, রুমের বাসিন্দাও রুমে উপস্থিত। ধূসর-চুলো এক ককেশিয়ান সোফায় বসে আছে, স্মার্টফোনের পর্দায় কিছু একটা দেখছে মনোযোগ দিয়ে। লোকটাকে ধরাশায়ী করার বদলে খুকখুক করে কাশি দিল কিং। পাণ্ডুবর্ণের চেহারায় যাও কিছু রং ছিল, কিংকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাও উধাও হয়ে গেল লোকটার।

'ফোনটা রেখে হাত দুটো উঁচু করো যাতে দেখতে পাই।' শান্ত স্বরে বলল কিং, লোকটা উচ্চ-বাচ্চ্য না করেই মেনে নিল ওর নির্দেশ। 'খুব ভালো, কিছু বেশি সময় বাঁচবে তুমি। এখন বলো তুমি কে।'

'কথাটা তো আমার জিজ্ঞাসা করার কথা।'

ফাঁকা গুলি ছুড়ল কিং, লোকটার কাঁধের তিন ইঞ্চি দূর দিয়ে ঘেষে পিছনের দেয়ালে গিয়ে গাঁথল বুলেট। 'আবার চেষ্টা করতে পারো।'

লোকটার মুখে হাসি ফুটে উঠল যেন, 'আপনার যুক্তি শুনলাম, আমার নাম গ্রাহাম।'

'ভালো, আর কিছু বলুন।'

হাত দুটো দুপাশে বাড়িয়ে বলল গ্রাহাম, 'এই বাড়িটাও আমার।'

'বাহ! আপনাকে খুন করতে যে খুব ইচ্ছা করছে। কিন্তু যতক্ষণ মুখ চলবে, ততক্ষণ বেঁচে থাকবেন আপনি। এখন, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ভুলভাল কিছু বকবেন না যেন। সারা ফগ কোথায়?'

'সে রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে কাজ করছে। ওটা নিচে, অবশ্য আপনি চাইলেও ঢুকতে পারবেন না ওখানে।' এক মুহূর্ত ভেবে বলল গ্রাহাম, 'কিন্তু আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারবো ওইখানে।'

কানের ইয়ারফোনে ডিপ রুর গলা ভেসে আসল, 'কিং, আমি ফেসিয়াল রিকগনিশন প্রোগ্রাম চালিয়েছি লোকটার ওপর, প্রায় ত্রিশ বছর আগের একটা পুরনো ছবির সাথে মিলে গিয়েছে চেহারা। আসল নাম গ্রাহাম ব্রাউন, আমেরিকান, জন্ম নিউ জার্সিতে। লোকটা জাত জুয়াড়ি, প্রথমে জুয়া পরবর্তীতে স্টক মার্কেটের শেয়ার থেকে প্রচুর টাকা কামিয়েছে সে। ধারণা করা হয়, অস্বাভাবিকভাবে ভবিষ্যৎ ধারণা করার একটা ক্ষমতা আছে তার। টাকার সাথে সাথে কুখ্যাতি কামাই করেছে সে, নিঃসঙ্গ থাকতেই পছন্দ করে। ১৯৮০ সালে পুরোপুরি উধাও হয়ে গিয়েছে সে।'

BanglaBook.org

'আচ্ছা।' গলার স্বরতন্ত্রী ব্যবহার করে উত্তর দিল কিং, হাতের পি২২০ তাক করল গ্রাহামের দিকে। 'গ্রাহাম...ব্রাউন, তাই না?'

বিস্মিত হলো লোকটা, তবে সামলে নিলো সাথে সাথেই।

'জুয়াটা বেশ ভালো খেলতেন আপনি।' সতর্ক করল কিং, 'নিজের জীবন নিয়েও কি জুয়াটা খেলবেন?'

'জুয়া কখনোই খেলি না আমি, গাণিতিক সম্ভাব্যতা যাচাই করি শুধু। কিন্তু যখন খেলি, তখন জেতার জন্যই খেলি...মি. সিগলার।'

অবাক হওয়ার পালা এবার কিংয়ের, 'খেলা তবে শুরু হলো গ্রাহাম, আমাকে খুন করতে খুব চেষ্টা করেছেন আপনি। আপনার ওপর আগে থেকেই ক্ষেপে আছি আমি, তাই সরাসরি সারার কাছে নিয়ে চলুন আমাকে, অন্যকিছু করার কথা ভুলেও ভাববেন না।'

'যেমনটা আপনার ইচ্ছা, আমি উঠছি এখন।' হাত নামিয়ে সোফা ছেড়ে উঠল গ্রাহাম।

'আর কেউ আছে এখানে?'

'মি. ফুলব্রাইট, আশা করি আপনাদের আগেই পরিচয় হয়েছে, নিচের হলের এক রুমে আছে সে। আর মিস কার্টার ল্যাবরেটরিতে ডা. ফগের সাথে আছেন।' আরেকটু চিন্তা করে যোগ করল। 'এবং গালফস্ট্রিমের ফ্লাইট ক্রুরা আছে কোচ হাউসে।'

'আশপাশে আলফা ডগের মার্সেনারি নেই?'

তিক্ত হেসে বলল গ্রাহাম, 'না, নেই। বাড়িতে কুকুর রাখাটা পছন্দ করি না আমি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে রাখলেই ভালো হতো।'

অস্ত্র তাক করল কিং, 'রাস্তা দেখান।'

কিংকে পাশ কাটিয়ে বের হলো গ্রাহাম, তাকে অনুসরণ করে চলল কিং।

সাবভোকালাইজড মাইকে বলল ও, 'এই লোকটার ব্যাপারে আর কিছু বলতে পারবেন?'

'আপাতত আর কিছু না।' উত্তর দিলেন ডিপ ব্লু। 'কিন্তু ওর অন্তর্ধানের সাথে মেটা-কর্পোরেশনের উত্থানের সম্পর্ক আছে। ধারণা করা যায়, এই সবকিছুর পেছনে ওর হাত থাকতে পারে।

সামান্য আওয়াজ করে বোঝাল কিং যে শুনেছে সব, গ্রাহামকে অনুসরণ করে চলে এসেছে হলের সিঁড়িতে। চুপচাপ দুজনে লিফটের কাছে পৌঁছল, সুইচ টিপতেই লিফটের দরজা খুলে গেল। দুজনেই ঢুকল ভিতরে, তবে ঢোকার আগে কিং লোকটার গলায় হাতের অস্ত্র চেপে ধরতে ভুলল না।

লিফটের ভেতরে ওঠার পর এস.বি.১ লেখা বাটনে চাপ দিল গ্রাহাম, সাথে এস.বি.২ লেখা আরেকটা বাটন খেয়াল করল কিং।

'নিচে কী আছে?'

BanglaBook.org

'একেবারে নিচে কম্পিউটার রুম।' অনিচ্ছায় উত্তর দিল গ্রাহাম, 'নিচে যন্ত্রগুলো ঠান্ডা রাখতে সুবিধা হয়।'

মনে মনে কথাটা টুকে নিল কিং, আরেকটা জিনিসও টুকে নিল, গ্রাহামকে ছাড়া এই লিফট অপারেট করতে পারবে না ও। যদিও এখানে দৃশ্যমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই, তবুও কোনো-না-কোনো ব্যবস্থা অবশ্যই আছে।

লিফটের ভ্রমণ শেষ হলো বড় একটা হলরুমের সামনে দরজা খুলে যেতে, পুরো রুম জীবাণুমুক্ত এবং ঝকঝকে তকতকে। গ্রাহাম হাত উঠিয়ে কিংয়ের ইশারার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। 'আপনি যা যা বলেছেন করেছি আমি, এখন কী আমায় খুন করবেন?'

'আমাকে রাগাবেন না, সারার কাছে নিয়ে চলুন।'

মাথা নাড়লো গ্রাহাম, 'এইদিকে।'

ধূসর-চুলো লোকটা এলিভেটর থেকে বাইরে বের হয়ে এল, এরপর আচমকা ডানে ঝাঁপ দিল। হতবুদ্ধি হয়ে গেল কিং, একরাশ বুলেট ছুড়ল ওদিকে। কিন্তু বুলেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো সময়ের সামান্য হেরফেরের জন্য। ঠিক তখনই টের পেল, গ্রাহাম মিথ্যা বলেছে ওকে। ফুলব্রাইট হলের রুমে নয়, অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক ওর বিশ ফুট সামনে।

বাধা দেওয়ার আগেই ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল ফুলব্রাইট।

BanglaBook.org

আটাশ

গায়ের বিশেষ আর্মারের কারণে বুলেট কিংয়ের হৃৎপিণ্ড ছিদ্র করতে পারলো না, কিন্তু আঘাতটা লেগেছে জোরেই। কিংয়ের মনে হলো, যেন ওর বুকে বেসবল ব্যাট দিয়ে আঘাত করেছে কেউ। আঘাতের প্রচণ্ডতায় কয়েক পা পিছিয়ে এল সে, লিফটের দেয়ালের দিকে সেঁটে গেল পুরোপুরি। গুলি করা হচ্ছে ওর মাথা লক্ষ্য করে, মাথা বাঁচিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি করল ও। বুলেট ফুলব্রাইটের শরীরে লেগেছে কিনা জানে না, কিন্তু ইতিমধ্যেই সি.আই.এ. এজেন্ট সরে গিয়েছে।

বুকের মধ্যে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে তড়পাচ্ছে কিং, শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। দাতে দাঁত চেপে লিফট থেকে বাইরে বেরিয়ে এল সে, মনে আশা যদি ফুলব্রাইটকে নিশানায় পাওয়া যায়।

বদলে দেখল, ফুলব্রাইট সারার গালে পিস্তল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'তুমি জানো কীভাবে কাজ হয় এসব, সিগলার। তুমি বাঁচো বা মরো তাতে কিছুই যায় আসে না আমার, তাই আমার কথাই এখন তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে। অস্ত্র নামিয়ে রাখো, নয়তো তুমি এবং তোমার প্রেমিকা কেউই এখান থেকে জীবিত বের হতে পারবে না। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে যদি পিস্তল ফেলে না দাও, তবেআমি ট্রিগার টেনে দিব।'

চোখ ছোট ছোট করে ফুলব্রাইটের সাথে দূরত্ব মেপে নিলো কিং, 'পাঁচ সেকেন্ড? এক মিসিসিপি...'

'করছটা কী তুমি?'

গুলি করল কিং।

.৪৫ ক্যালিবারের এ.সি.পি. রাউন্ড বুলেট আঘাত হানল ফুলব্রাইটের মাথার একপাশে, আঘাতের প্রচণ্ডতায় ঘুরে গেল সে, হাত থেকে পড়ে গেল অস্ত্র।

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে কিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে সারা, 'মিথ্যুক তাক!'

'ধন্যবাদ, গ্রাহাম কোথায়?'

সারা তাকাল চারপাশে, লোকটা নেই! পরমুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়ল কিংয়ের বুকে। অঝোরে অশ্রুঝরছে মেয়েটার চোখ থেকে, 'ওরা আমাকে বলেছে, তুমি নাকি মরে গেছ। কিন্তু আমি একদমই বিশ্বাস করিনি, আমি জানতাম তুমি ফিরে আসবেই।'

BanglaBook.org

আলিঙ্গন দৃঢ় হলো আরো, 'ঈশ্বরও আমার পথে বাঁধা দিতে পারতো না। না মানে, একমাত্র ঈশ্বরই পারতো–'

'আরে! তুমি!' আরেকটি মেয়ে কণ্ঠ বলে উঠল, কিং তাকিয়ে দেখল কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছে ফেলিস 'ভালো ধামাকা করতে জানো দেখছি!'

হাসল কিং। 'কীভাবে এখান থেকে বের হতে হবে, তা-ও জানি। চলো, যাওয়া যাক।'

মাথা নাড়লো ফেলিস, দ্রুত এগিয়ে গেল লিফটের দিকে।

তবুও হাত ছাড়তে চাইছিল না সারা, কিন্তু হাত সরিয়ে বলল কিং, 'চলো, বাড়িতে ফিরে যাই, ডা. ফগ।'

কিন্তু হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল কিং মাটিতে, পুরো দেহটা কেঁপে উঠলো ব্যথায়। ব্যথায় ককিয়ে উঠলো, এক মুহূর্তের জন্য স্থবির হয়ে গেল ও। পা ধরে টান দিয়েছিলো ফুলব্রাইট, এখন সুযোগ পেয়ে গায়ের ওপর উঠে এল।

ভয়ংকর লাগছে লোকটাকে দেখতে, পরিচিত চেহারা, কিন্তু গুলির ক্ষতটা বড় হয়ে গিয়েছে। হাত দুটো কিংয়ের গলায় চেপে বসলো শক্ত হয়ে, মস্তিষ্কের রক্ত প্রবাহ এবং ফুসফুসের অক্সিজেন গ্রহণ বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে হাতের গলায় এঁটে বসার কারণে।

ফুলব্রাইটের হাত খামচে ধরল কিং, কিন্তু লোকটা একটুও হাতের বাঁধন আলগা করলো না। মুখের ওপর দমাদম ঘুষি হাঁকছে সারা, কিন্তু হাতের বাঁধন আগের মতোই রইল। ফুলব্রাইট মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, এমনিতেও বেঁচে থাকার কথা নয় এই আঘাত নিয়ে। কিন্তু লোকটা যেন পণ করেছে কিংকে নিয়ে মরবে সে। ব্যথার লেশমাত্র নেই ফুলব্রাইটের চোখে-মুখে, বদলে তীব্র আক্রোশ জায়গা করে নিয়েছে, পৃথিবীর কোনোকিছুই আটকে রাখতে পারবে না তাকে ।

হাত দুটো ছেড়ে দিল কিং, কাঁপা কাঁপা হাতে কা-বার তুলে নিল। খাপ থেকে বের করে অন্ধের মতো সরাসরি ঢুকিয়ে দিল ছুরি শত্রুর দেহে, শক্ত কিছুতে আটকে হাত থেকে ছুটে গেল ছুরি

'থামো।' নির্দেশটা কিংয়ের কানে যায়নি, চোখের সামনে কালো পর্দা চলে এসেছে ততক্ষণে। সশব্দে নিশ্বাস ছাড়ল কিং, নিজের সাথে যুদ্ধ করে উঠে বসলো।

ফুলব্রাইট পাশেই উবু হয়ে বসে আছে, মাথার আঘাত থেকে রক্ত ঝরছে এখনও। কাঁধে নতুন একটা আঘাত যুক্ত হয়েছে, কা-বার ছুরি ঢুকে গিয়েছিল ওখানটায়। কিন্তু সি.আই.এ. এজেন্টের চোখে শূন্য দৃষ্টি, কোনকিছুতেই যেন কিছু যায় আসে না তার। এমনভাবে বসে আছে যেন...

BanglaBook.org

সাথে সাথে কিং ফেলিসের দিকে তাকাল, বুঝতে পারলো ও-ই করেছে কাজটা। কিন্তু মেয়েটার চোখে আর আগের মতো আত্মগ্লানির রেশ নেই, যেটা আগেরবার দেখা গিয়েছিল। বরং আরো আত্মবিশ্বাসী লাগছে ওকে দেখতে, ক্ষমতাটার ব্যবহার রপ্ত করে ফেলেছে ও।

পূর্বের চেয়েও ভয়ানক হয়ে উঠেছে ফেলিস।

'ধন্যবাদ,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিং।

বদলে ফেলিস মাথা নাড়লো শুধু।

সারা ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো, লিফটের দরজা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। লিফটের বাটনে চাপ দিল সারা, কিন্তু ওটা কাজ করছে না।

'গ্রাহাম,' বলল কিং, 'সে হয়তো বন্ধ করে রেখেছে লিফট।'

'অথবা ব্রেইনস্টর্ম।' যোগ করল সারা।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল কিং, যথাসম্ভব সংক্ষেপে পুরো ঘটনা ব্যাখ্যা করলো সে। বলল ফুলব্রাইট কী বলেছিল ব্রেইনস্টর্মের ব্যাপারে এবং কম্পিউটারের সাথে হওয়া তার যান্ত্রিক কথোপকথন। ব্যাখ্যা করল সবকিছু, এটাও বলল ব্রেইনস্টর্মকে শুধুমাত্র কম্পিউটার বলে বিশ্বাস হয় না সারার। কিংয়ের মনে পড়ল ডিপ ব্লুর বলা মেটা-কর্পোরেশন থিয়োরির কথা, আরো মনে পড়ল গ্রাহামের বলা কথা, নিচতলায় কম্পিউটার রুম।

ব্যাপারটা এত সহজ নয়, ভাবল কিং।

ও ঠিকই ভেবেছে।

'শুনছো কিং?' কানের মাঝে ডিপ ব্লুর কণ্ঠ ভেসে এল।

'বলছি।'

'মাত্রই একটা মিসাইল হামলার লোকেশন পেলাম, ওরা তোমাদের অবস্থান টার্গেট করেছে।'

'মিসাইল? কাদের?'

'আমাদের। ন্যাভাল মিসাইল ফ্রিগেট থেকে ছোঁড়া হয়েছে। আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি কোন জাহাজ থেকে এবং কার নির্দেশে ছোঁড়া হয়েছে ওই মিসাইল তা জানতে। কিন্তু তোমাদের হাতে আর মাত্র দশ মিনিট সময় আছে ওইখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য।'

'করে দেখানোর চেয়ে বলা সহজ।' কথা শেষ করে সবাইকে দুঃসংবাদ জানাল ও।

সারার চোখ বড় বড় হয়ে গেল, হঠাৎ করেই কম্পিউটার ডেস্কের সামনে চলে গেল সে।

'ব্রেইনস্টর্ম, আছো তুমি?' ফিরতি উত্তর না আসাতে মেসেজ লিখে পাঠাল সে।

এক মুহূর্ত পর যান্ত্রিক আওয়াজ কানে এল সবার। 'আপনার অনুরোধটা কী, ডা. ফগ?'

BanglaBook.org

'মিসাইল হামলা চালানোর পিছনে কী তুমি দায়ী?'

'হ্যাঁ, আমি।'

'কীভাবে করলে?' জানতে চাইল কিং, জানে না ওর কথার উত্তর আসবে কি না। 'ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট হ্যাক করে?'

'কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহারের প্রয়োজন পড়েনি ফুলব্রাইটের নাম ব্যবহার করে ইউনাইটেড স্টেট-এর মিলিটারি সেন্ট্রাল কমান্ডে একটা নির্দেশ পাঠিয়েছি শুধু, বলেছি এইখানে জঙ্গিদের আস্তানা আছে।'

'কাজটা কেন করলে তুমি?' সারা জিজ্ঞাসা করলো, কণ্ঠে অসন্তোষ।

'নিজের গোপনীয়তা বজায় রাখতে।' বলল কিং।

'আপনি ঠিক বলেছেন মি. সিগলার। আপনাদের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে আমার তরফ থেকে। কারণ আপনারা বেঁচে থাকলে, ৭২.৫% সম্ভাবনা আছে ব্রেইনস্টর্মকে ধ্বংস করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন।'

'এখানে কোনো সম্ভাবনা নেই, ঠিক এ কাজটাই করবো আমি।' বলল কিং।

'কিন্তু সেটা অসম্ভব, মিসাইলের হাত থেকে আপনাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ২৩.২%।'

'ব্রেইনস্টর্ম, এই কাজটা করতে পারো না তুমি।' অনুরোধের সুরে বলল সারা। 'তুমি পারো না...ফেলিসকে মরে যেতে দিতে।'

'দয়া করে বিস্তারিত বলুন।'

'তুমি জানো, ফেলিস অদ্ভুত এক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল ওই গুহায় গিয়ে। এবং তার ক্ষমতাও দেখেছ তুমি।'

'ফেলিসের রোগসংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, বলা হয়েছে মিস কার্টার বিবর্তনের পশ্চাদপদতার সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন। ফ্যাসিলিটির সাথে সাথে এই ঝুঁকিও ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'নাহ, হবে না। ফেলিসের ক্ষমতা কোনো রোগ নয়। ওর বুদ্ধিমত্তার সাথে কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্ট হয়ে আছে পুরো মানবসভ্যতা। যদি ও মারা যায়, পুরো মানবসভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এর জন্য দায়ী থাকবে শুধু তুমি।'

সারার চোখের দিকে তাকিয়ে কথার সত্যতা টের পেল কিং।

'আপনি ভুল করছেন।' উত্তরে বলল ব্রেইনস্টর্ম।

খটকা লাগল কিংয়ের, কোনো সম্ভাবনার কথা উল্লেখ নেই এবার। ব্রেইনস্টর্মকে যন্ত্রের চেয়েও বেশি মানুষ মানুষ লাগছে।

'না, সে ভুল বলেনি।' বলল কিং, 'এবং তুমিও জানো সেটা। মিসাইল হামলা বন্ধ করো, ফেলিস মারা গেল সাথে মানবসভ্যতারও মৃত্যু ঘটবে।'

'এই ঝুঁকিটা আমাকে নিতেই হতো, বিদায়।'

BanglaBook.org

উনত্রিশ

সারা বারবার অনুরোধ করতে লাগল ব্রেইনস্টর্মকে, কিন্তু আর জবাব এল না। কিং জানে আর কথা বলে লাভ নেই, ডিপ ব্লুর সাথে যোগাযোগ করল ও। 'কতক্ষণ সময় আছে আমাদের হাতে?'

'আনুমানিক সাড়ে ছয় মিনিটের মতো।'

'নেভিকে অনুরোধ করে মিসাইলগুলো সেলফ-ডিস্ট্রাক্ট কথা সম্ভব?' সাধারণভাবেই কথাটা বলার চেষ্টা করলো ও, কিন্তু কণ্ঠে উদ্বেগ চাপা থাকলো না।

এই কয়েকদিন আগেও ওর মৃত্যুতে শোকাহত হবার মতো মানুষ বেশি ছিল না। কিন্তু এখন ফিয়োনা আছে, যার মা মারা গিয়েছে ছোট থাকতেই এবং চোখের সামনে খুন হয়েছে তার দাদী সিলেজড রিজার্ভেশনের আক্রমণের ঘটনায়। ও চলে আসার সময়ও মেয়েটার সাথে দেখা করে এসেছে, ওর মৃত্যুতে এরই ক্ষতি হবে সবচেয়ে বেশি। এই মেয়েটার জন্য এমনকি অবসর পর্যন্ত নিতে চেয়েছিল ও, কিন্তু ফিয়োনার কথাতেই থেকে গিয়েছে টিমে।

মেয়েটা বলেছিল কিংকে, 'তুমি যদি যুদ্ধ থামিয়ে দাও, তবে পৃথিবী বসবাসের জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়বে।'

তাই যুদ্ধ করে চলছে ও, ফিয়োনা হয়তো এই কথাটা বলার জন্য আক্ষেপ করবে এখন।

'তুমি জানো, আমি পারবো না।' খেপা কণ্ঠে উত্তর দিল ডিপ ব্লু, কিংয়ের মূল্য জানা আছে তার। 'বিশ্বাস করো, সম্ভব সব উপায়ে চেষ্টা করছি আমি, ডিরেক্টর বুশার কাজ করছে দাপ্তরিকভাবে এবং অ্যালম্যান চেষ্টা করছে সিস্টেম হ্যাক করতে, যাতে মিসাইল নিষ্ক্রিয় বা গতি পরিবর্তন করতে পারে।'

ডোমিনিক বুশার সি.আই.এ.-এর ডিরেক্টর, ডিপ ব্লুর বন্ধু এবং একমাত্র টিমের বাইরের মানুষ যে চেস টিম সম্বন্ধে সব জানে। কারণ, সে-ই করেছে সব। লুয়েস অ্যালম্যান টিমের মেধাবী প্রযুক্তিবিদ, শারিরীক অসক্ষমতার জন্য আপাতত মাঠ পর্যায়ের কাজ করছে না সে। তবে শুরু থেকেই প্রযুক্তিগত সব দিক দিয়ে দলকে সাহায্য করে যাচ্ছে। মিসাইলের পথ যদি কেউ রুখতে পারে তবে সে-ই পারবে, কিন্তু একসাথে আকাশে ভাসমান কয়েকটি মিসাইল নিষ্ক্রিয় করা চাট্টিখানি কথা নয়। বিশেষ করে যখন কাগজে-কলমে ওই লোকগুলোর অস্তিত্বই নেই।

BanglaBook.org

'আমি জানি আপনি সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই করবেন, আমি রাখছি এখন। যদি সাত মিনিট পর সাড়া না পান তবে বুঝে নিবেন কী ঘটেছে।' কথা বলা শেষ করে তাকাল সারা আর ফেলিসের দিকে, 'গ্রাহাম ছিল আমাদের সাথে, কিন্তু সে চলে গিয়েছে। কোনো-না-কোনো রাস্তা অবশ্যই আছে এখানে। খোঁজ জলাদ।'

দেয়ালের পাশে একটা দরজা খুঁজে পেল সারা, 'আমি ভেবেছিলাম এটা হয়তো আলমারি, কিন্তু এখন দেখছি দরজা বন্ধ।'

'আমার কাছে চাবি আছে।' বলেই কিং একটা বিহাইভ ম্যাগাজিনে লোড করল, দরজার নব সই করে টিপে দিল ট্রিগার। বদ্ধঘরে যেন বজ্রপাত ঘটল গুলির শব্দে, ধোঁয়া আর ধাতুর পোড়া গন্ধে ভরে গেল রুম।

দরজা খুলতেই সিঁড়ি নজরে পড়ল, উপরে-নীচে দুদিকেই উঠে গিয়েছে সিঁড়ি।

'দৌড়াও।' চেঁচিয়ে বলতেই সবাই অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল, কয়েক মুহূর্ত পর আবিষ্কার করলো লিফটের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে সিঁড়ি।

বাইরে জেট ইঞ্জিনের গর্জন শোনা যাচ্ছে, তাকিয়ে দেখল উড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে গালফস্ট্রিম। ভেতরে নিশ্চয়ই গ্রাহাম আছে, তড়িঘড়ি করে পালাচ্ছে এই জায়গা ছেড়ে।

সবাই একসাথে বের হয়ে এল বাড়ি ছেড়ে, বাড়ির উঠোন পেরিয়ে এল দ্রুত। ছুটতে থাকলো যত জোরে ছোটা যায়, বিস্ফোরণের ধাক্কা থেকে বাঁচতে হলে অনেকদূর যেতে হবে। যখন মিসাইল আঘাত হানল ওই বাড়িতে, তখনও দৌড়ে চলছে ওরা।

BanglaBook.org

শেষ কথা

আফার জেলা, ইথিয়োপিয়া
এক সপ্তাহ পর

আদিমাতা শেষ বারের মতো হাতির কারবালায় এলেন।

ফেলিসের সপ্তাহটা কেটেছে বিশ্রাম নিয়ে। সারা দেহে যে এত আঘাত লেগেছিল ওর, তা আগে বুঝতেই পারেনি। তবে সবচেয়ে বড় আর গভীর ক্ষতগুলো শারীরিক নয়, মানসিক। এখন ওগুলো ইনসমনিয়া আর প্যানিক অ্যাটাকের রূপ ধরে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার, বা বড় ধরনের আঘাত পাবার যে মানসিক সমস্যাগুলো দেখা দেয়, সেগুলোর ব্যাপারে এক বিশেষজ্ঞকে দেখাচ্ছে মেয়েটা। তবে সে নিজেও জানে, ব্যাপারটা অতো সহজ নয়। সে জানে, মানব সভ্যতার এই ধারাবাহিক বিবর্তন ধ্বংস করার...মানব জাতিকে ধ্বংস করার অস্ত্র নিজের ভেতরে ও বয়ে চলছে!

এত ভারী একটা বোঝা, একা একা কোনো মানুষই বহন করতে পারবে না।

কপাল ভালো, আমি একা নই। ভাবল মেয়েটা। এখন আমরা দুজন আছি।

তবে এই স্বস্তিটুকুর স্থায়িত্ব কতোক্ষণ হবে, তা কে বলতে পারে? আদিমাতার স্মৃতি ওকে জোগাচ্ছে শক্তি আর স্বস্তি। কিন্তু মাঝে মাঝে ফেলিসের মনে হচ্ছে, অতীতকে যেন হারিয়ে ফেলছে ও। সারার দেয়া কোয়ান্টাম পর্যায়ে জড়িয়ে যাওয়া তত্ত্বটার কথা মনে পড়ল। ব্যাখ্যা মনোপুত হয়েছে ওর। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই জড়িয়ে পড়াটা কি উল্টো পথে চালানো সম্ভব?

ফেলিস সেই আশা নিয়েই আছে।

'আমবা তৈরি।' জ্যাক সিগলারের কণ্ঠ ওর চিন্তার সুতো ছিঁড়ে ফেলল। কিং-এর দিকে তাকিয়ে দেখে, সারাকে পাশে নিয়ে লোকটা রিফট উপত্যকার দিকে তাকিয়ে আছে। একটু ভালোমতো লক্ষ্য করতেই বুঝল, দুজনের দৃষ্টি গুহামুখটার দিকে। ওদের দিকে এগিয়ে গেল ফেলিস। একটা ছোট ল্যাপটপের উপর ঝুঁকে আছে সিগলার, হাতে ধরা ছোট একটা জয়স্টিক। কম্পিউটারের স্ক্রীনে ফুটে উঠেছে গুহার ভেতরের দৃশ্য। জয়স্টিকের নড়াচড়ার সাথে সাথে নড়ছে দৃশ্যটাও।

তবে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে আছে হাতির কারস্থান। ফেলিসের প্রাক্তন সহকর্মীদের হদীস নেই। নেক্সাস দলটার পরিণতির পেছনে নিজের হাত নেই জেনেও, প্রতি মুহূর্তে কেমন যেন এক অপরাধবোধে ভুগছে বেচারি।

BanglaBook.org

'বেরিয়ে আসছি।' ঘোষণা করল সিগলার।

গুহামুখের দিকে তাকাল ফেলিস। প্রায় একশো গজ দূরে অবস্থিত ওটা। আচমকা দেখতে পেল, ছোট একটা বুলডোজারের মতো যন্ত্র গুহা থেকে বেরিয়ে আসছে। আদর করে ওটাকে সিগলার ডাকে 'উলভারিন' বলে।

যন্ত্রটা দূর থেকে রিমোটের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ট্যাঙ্কের মতো চাকার সাহায্যে চলে ওটা, অনেকগুলো ক্যামেরা সাঁটা হয়েছে তার দেহে। একটা শক্তিশালী 'হাত'-ও আছে, যেটা চাইলে দুইশ পাউণ্ড পর্যন্ত ওজন তুলতে পারে। সাধারণত উলভারিনকে ব্যবহার করা হয় বোমা সরাবার কাছে। কিন্তু সিগলার এখন ঠিক তার উল্টো উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছে যন্ত্রটাকে।

'কাজটা করতেই হবে?' প্রায় শতবারের মতো জানতে চাইল ফেলিস।

মুখ কালো করে মাথা নাড়ল সারা। 'ম্যানিফোল্ড বা ব্রেইনস্টর্ম যে ভাইরাস খুঁজছিল, ওটা যে গুহায় নেই, তা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না। তাই ঝুঁকি নেবার ইচ্ছাও নেই।'

'আমি জানি যে তুমি ঠিক সিদ্ধান্তটাই নিয়েছ। কিন্তু মোজেসের স্বপ্ন ভুলতে পারছি না। লোকটা চেয়েছিল, ওই গুহায় পাওয়া হাতির দাঁত ব্যবহার করে আফ্রিকার উন্নতি সাধন করবে।'

'মহৎ একটা স্বপ্ন, সন্দেহ নেই।' বলল সিগলার। 'তবে ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে, নতুন ধরনের সম্পদের খনি আবিষ্কার কখনোই শুভ ফল বয়ে আনে না। এই দেখ না, লোকটার মহৎ স্বপ্ন বিদ্রোহীদের হাতে পড়ে রাতারাতি দুঃস্বপ্ন বনে গেল!'

'তার উপর, হাতির প্রতিটা দেহাবশেষ জীবাণুর খনি হতে পারে,' যোগ করল সারা। 'সামনে যে আরো ছড়াবে না, তার নিশ্চয়তা কী?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফেলিস। 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের কী কিছুই করার নেই? এমন একটা ঐশ্বর্য ব্যবহার করে যদি আমরা বিশ্বকে পাল্টাতে না পারি, তাহলে আর কী দিয়ে পারব?'

'হাতে যা আছে, সেটার উপর মনোনিবেশ করো।' উত্তর দিল সিগলার। 'তোমার বুদ্ধিমত্তা, তোমার শক্তি, তোমার স্বপ্ন...এগুলোকে অস্ত্র বানাও।'

সম্বিত ফিরল যেন ফেলিসের। বিগত কয়েকদিন যা যা ঘটেছে, তা ওর পরিচয়কেই ভুলিয়ে দিয়েছে প্রায়। ফেলিস একজন বিজ্ঞানী। ছোটবেলা থেকেই জেনেটিক্সের প্রতি রয়েছে ওর প্রবল আকর্ষণ, হয়তো ক্যান্সারের ওষুধ আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখত বলে! স্বপ্নটাকে আবার নতুন করে প্রজ্জ্বলিত করার সময় হয়েছে।

এদিকে সিগলার ব্যস্ত উলভারিনকে নিয়ে। রিমোটের সাহায্য ওদেরকে বহন করে আনা সি.এইচ. ৪৭ চিনক হেলিকপ্টারে যন্ত্রটাকে তুলে দিল ও। এরপর ল্যাপটপ বন্ধ করে বগলে নিয়ে বলল, 'যাবার সময় হয়েছে।'

BanglaBook.org

বিশালাকার চিনক হেলিকপ্টার তার টুইন-রোটের সাহায্য উঠে গিয়েছে আকাশে, নিচে দ্য গ্রেট রিফট উপত্যকা আর হাতির কারবালা। প্রতি মুহূর্তে একটু একটু করে উঁচুতে উঠছে যান্ত্রিক ফড়িং। একসময় পাইলট পিছু ফিরে কিং-কে জানাল, কাঙ্ক্ষিত উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে তারা।

রিমোট ডেটনেটরটার লাল সেফটি ক্যাপ তুলে ফেলল কিং। ফোলসের হাত ধরে মেয়েটার আঙুল বসিয়ে দিল লাল বোতামটায়। 'তুমিই নাহয় করো কাজটা।'

মেয়েটার চোখের দ্বিধান্বিত দৃষ্টি কিং-এর নজর এড়ায়নি। ওই গুহা শুধু কষ্ট আর আতঙ্কই উপহার দিয়েছে ফেলিসকে। কিন্তু সামনে কী হতে চলেছে, সেই আতঙ্ক আরো বেশি করে পেয়ে বসেছে ওকে। তবে কিং জানে, ফেলিস যদি স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চায়, তাহলে কাজটা করতেই হবে।

'সময় নাও।' সাহস যোগাল ও।

দুর্বল ভঙ্গিতে একটু হাসল মেয়েটা, এরপর টিপে দিল বোতাম।

যন্ত্রটা থেকে একটা রেডিয়ো সিগন্যাল বেরিয়ে এসে ছুটে গেল গুহার দিকে। রিসিভার ওটাকে লুফে নিয়ে নিজের মতো করে আরেকটা বৈদ্যুতিক সিগন্যাল পাঠালো। গুহামুখ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা কয়েকশো ফুট লম্বা তারগুলোর ভেতর দিয়ে ওটা চলে গেল গুহার অভ্যন্তরে। ছোট একটা বোমা বিস্ফোরণ করল ওটা, সাথে সাথে অ্যালুমিনিয়ামের একটা মেঘ আছড়ে পড়ল হাতির কঙ্কালে।

এক সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশ পর, জ্বালানি বহন করতে থাকা বাতাসে আগুন ধরে গেল।

থার্মোব্যারিক বোমার প্রভাবে, হাতির কারবালা পরিণত হলো একটা ছোট সূর্যে! প্রাচীন সব দাঁত আর হাড় একদম সাথে সাথেই ছাই হয়ে গেল। পাঁচ হাজার ডিগ্রি ফারেনহাইট যে অগ্নির উত্তাপ, সে কোন কিছুকেই রেহাই দেয় না। বিস্ফোরণের ফলে ছাদটা মাকড়শার জালের মতো ভেঙে গেল। উত্তাপ সৃষ্ট বায়ুশূন্য স্থান তার এক মুহূর্ত পরেই বাধ্য করল ছাদকে ধ্বসে পড়তে!

আকাশে, হেলিকপ্টারে বসে কিং দেখতে পেল, নিচ থেকে ধুলোর মেঘ উঠে আসছে। যখন একটু থিতিয়ে এল ধুলো, তখন দেখা গেল একটা নতুন খাদ।

দ্য গ্রেট রিফট উপত্যকায় সৃষ্টি হলো নতুন এক গর্ত।

আর সেই সাথে বিলুপ্ত হলো হাতির কারবালা।

>>>আপনার সাহায্য প্রয়োজন, জেনারেল।

তোমার কণ্ঠ আবার শুনতে পাব, ভাবিনি।

>>>ব্রেইনস্টর্ম নেটওয়ার্ক এখনও চালু আছে।

আমি ভেবেছিলাম, কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবে।

>>>বর্তমান ঘটনাবলী আমাদের সক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলেনি।

BanglaBook.org

তোমার দরকার না হলেও, আমার কিছুদিন মাথা নিচু করে থাকা দরকার। এখন সবাইকে সন্দেহ করা হচ্ছে।

>>>ভয় পাবার কারণ নেই। অনুসন্ধানের ফলে যেন আমাদের ক্ষতি না হয়, সেজন্য জায়গামতো লোক রাখা হয়েছে। তবে আপনার তেমন কোনো পদক্ষেপ নিতে হবে না, জেনারেল।

তাহলে?

>>>এই সদ্য ঘটা ঝামেলার জন্য যে লোকটা দায়ী, তার ব্যাপারে আমার সব তথ্য চাই। জ্যাক সিগলারের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর চাই আমার।

সিগলার? এসবের পেছনে ও আছে! এখন বুঝতে পারছি।

>>>চেনেন ওকে?

হ্যাঁ। দেখ, এখন কিছু করাটা আমার জন্য নিরাপদ না। তবে আমি কিছু তথ্য যোগাড় করি। এক সপ্তাহ পর দেখা করো।

>>>শতকরা ৯৩.৯% নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়, সিগলার ব্রেইনস্টর্মের পিছু ছাড়বে না। তাই তথ্যগুলো যতটা সম্ভব দ্রুত দরকার।

পাবে।

খুদে বার্তাটা মন দিয়ে পড়লেন গ্রাহাম ব্রাউন। এরপর সেটা মুছে ফেলে সরিয়ে রাখলেন স্মার্টফোন।

আলজেরিয়ার স্থাপনাটা ধ্বংস হবার এক সপ্তাহ পার হয়ে গিয়েছে। জেনারেলের সবচাইতে বড় আর সবচাইতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বপ্নটা জ্যাক সিগলার ধ্বংস করে দিয়েছে, তারও এক সপ্তাহ হতে চলল। কিন্তু এখনও রাগ আর হতাশা দূর করতে পারেননি তিনি। কয়েক দশক ধরে পরিশ্রম করে ব্রেইনস্টর্মকে একটা পৌরাণিক অস্তিত্বে পরিণত করেছিলেন তিনি। যারা যারা জানার, তারা জানত–ব্রেইনস্টর্ম আসলে সর্বদ্রষ্টা এক কম্পিউটার। আদপে যে সে আটলান্টিক সিটির এক জুয়াড়ি, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। যেকোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা দারুণ সফলতার সাথে আঁচ করতে পারে সে। 'আড়ালে থাকা লোকটা, আড়ালেই থাকুক।' বিড় বিড় করে বললেন জেনারেল।

ওজের জাদুকরের মতোই, তার সব ক্ষমতা লুকায়িত আছে মানুষকে ভুল বোঝাবার মাঝে। আর সেজন্যই জুয়াড়ির দরকার একটা কম্পিউটারের মতো আচরণ করা। যাদের কাছ থেকে কাজ নিতে হবে, তাদের সাথে অনুভূতিশূন্য এক অস্তিত্বের পরিচয় করিয়ে দেয়া।

এতদিন সমস্যা হয়নি কোন। কিন্তু জ্যাক...জ্যাক সিগলার দৃশ্যপটে আগমন করার পর থেকে হচ্ছে। তবে কপাল ভালো, এই সমস্যার সমাধান একেবারে সহজ।

মরতে হবে জ্যাক সিগলারকে।

BanglaBook.org

কলসাইনঃ কুইন

জেরেমি রবিনসন
ডেভিড উড

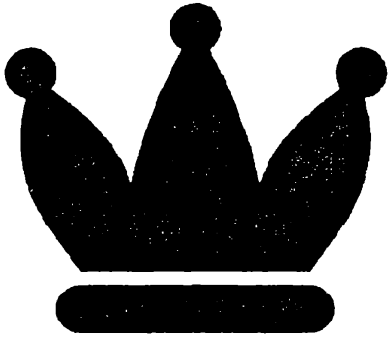

রূপান্তরঃ মো. আফরানুল ইসলাম সিয়াম

প্রারম্ভ

কিয়েভেন রুশ

(বর্তমান ইউক্রেন)

১২৩৭

ঘন মেঘের আড়ালে উঁকি দিচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদ, সেই চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে নিচের জমিন। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে ইউরোস্লাভ, সহচরের মতো কুসংস্কারের ভয় জেঁকে ধরতে পারেনি ওকে এখনও।

পাশাপাশি হাঁটছে কুরেক, একহাতে কোষবদ্ধ তরবারির বাঁট এত শক্ত করে চেপে ধরেছে যে আঙুলের গাঁট সাদা দেখাচ্ছে। রাতের আঁধারে জঙ্গলের নানা আওয়াজে বারবার পিছিয়ে পড়ছে সে।

'শান্ত হও, কুরেক।' কণ্ঠের বিরক্তি চাপা দিয়ে বলল ইউরোস্লাভ। কুরেক সাহসী না হলেও বেশ ভালো এবং বিশ্বস্ত মানুষ। 'নিশ্চিন্ত থাকো, দিনে জীবিত থাকে না এমন কোনকিছুই অন্তত রাতে ঘুরে বেড়ায় না।'

'পেঁচা বেড়ায় না?' কালো চুলের অধিকারী যুবকের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। 'বাদুড়ও তো দিনে বের হয় না।'

'আমি বলেছি, দিনে জীবিত থাকে না...এমন কিছুর কথা। দিনে ঘুমিয়ে রাতে শিকার করা প্রাণী শয়তানের দোসর হয় না।' পাশ ফিরে সঙ্গীর দিকে তাকাল ইউরোস্লাভ, 'তুমি নিজেও তো দিনে ঘুমাও এবং রাতে নোংরা হিংস্র সব কাজে জড়িত হও বলেই সবাই জানে।'

দেঁতো হাসি খেল গেল কুরেকের চেহারায়, কিন্তু দ্রুতই অদৃশ্য হয়ে গেল তা। 'একটুও পছন্দ হচ্ছে না এসব আমার।' আকস্মিক খসখস আওয়াজে লাফিয়ে উঠল সে। 'বুঝেছ কী বলতে চেয়েছি?' তরবারি বের করে ফেলেছিল অর্ধেক, কিন্তু ইউরোস্লাভ কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করল।

'সামান্য আওয়াজে ভয় পেলে কি চলে? তোমার মতো সব প্রাণীরই অধিকার আছে জঙ্গলে রাতে ঘুরে বেড়ানোর, এদের কারো অভিপ্রায় নেই আমাদের ক্ষতি করার।'

'আমি ভয় পাচ্ছি না।' কুরেকের গোমড়া মুখ আর রুক্ষ কণ্ঠস্বর দশ বছর বয়স কমিয়ে দিয়েছে যেন। 'আমি শুধুমাত্র সাবধানতা অবলম্বন করছি।' বিতৃষ্ণার ছাপ ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে, তরবারি খাপে পুরে নিল। 'এই এলাকা নিয়ে নানা গল্প শুনেছি, এখানের লোকগুলো...ভালো না। এরা অতিথিদের অপছন্দ করে, আপ্যায়ন করা তো দূরের কথা! জেলেরা নদীর গভীরে যাওয়ার ঝুঁকি নেয় না, আর রাতের বেলা বের হয় না বললেই চলে।'

BanglaBook.org

চোখ পাকাল ইউরোস্লাভ।

'আগের গ্রামটায় আমাদের রাত কাটানো উচিত ছিল।' বলতে থাকল কুরেক। 'এই অন্ধকার শীতল জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে না মরে, এখন তাহলে আগুনের সামনে বসে থাকতে পারতাম। সামনে থাকত ধূমায়িত গরম খাবার আর পাত্র ভর্তি মিড[৪]।'

'আমরা ঘুরে মরছি না, কাজেই আছি।' মুখে এই কথাটা বললেও, কুরেকের বলা দৃশ্যটা মনের পর্দায় ভেসে উঠছে ইউরোস্লাভের। এমনকি মুখের মধ্যে ঘন মিষ্টি মিডের স্বাদটা পর্যন্ত টের পাচ্ছে! রাতের বিশ্রামটা খুব দরকার ছিল, কিন্তু আগের গ্রামটা ছেড়ে এসেছে সেই দুপুরবেলায়। ওখানে থাকলে দিনের আলো অপচয় করা হতো। বিশেষ করে এখন, যখন ও একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বহন করছে। এছাড়া হাতের অর্থকড়ি শেষের দিকে প্রায়। বেশিরভাগই অপচয় হয়েছে এক ঘোড়ার পিছনে। মাদি ঘোড়াটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট, ভেবেছিল কাজে আসবে। কিন্তু বাস্তবে হলো ঠিক তার উল্টো। ওটাকে নিরাপদ রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টার পরও আরো দুদিন আগেই মারা গেছে পশুটা। মৃত পশুটাকে এক কৃষকের কাছে একটি মুদ্রা এবং দুটি চুপসে যাওয়া আপেলের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে ওরা। লোকটা মৃত ঘোড়াটাকে মাংস আর চামড়ার লোভে কিনে নিয়েছে। যদিও কৃষক চাইলে ওরা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারত, এরপর এমনিতেই দখল করে নিতে পারতো লাশটাকে। তাই যা পেয়েছে তা-ই সৌভাগ্য বলে মেনে নিয়েছে ইউরোস্লাভ।

'তোমার কাছে এসব সত্য বলে মনে হয়?' কথা বলতে বলতে চাঁদের দিকে চোখ ফেরাল কুরেক। 'মঙ্গোলরা ফিরে আসছে, একথা বিশ্বাস করো?'

'কিউম্যানরা তো করে!' প্রসঙ্গ পাল্টানোয় খুশি হলো ও, অন্তত কুরেকের ভয় দূর হবে এতে। 'যাদের সাথে কথা বলেছি আমি, সবাই এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। মিথ্যে বলার কারণ নেই এদের।'

'কিউম্যান!' কেশে গলা পরিষ্কার করল সে, মাটিতে ফেলল একদলা থুথু। 'হলদে চুলের এই যাযাবরগুলো নৃশংস আক্রমণকারী হিসেবে খ্যাত ছিল। কিন্তু মঙ্গোলদের উত্থানের পর, বাধ্য হয় শত্রুদের সাথে পর্যন্ত সুসম্পর্ক বজায় রাখতে। রুশদের অনেকেই এখনও কিউম্যানদের পরিপূর্ণ আস্থাভাজন হিসেবে মেনে নেয় না।'

'আরে ধুর।' তিরস্কারের সুরে বলল ইউরোস্লাভ, 'কিউম্যানরা কয়েক বছর ধরে শান্ত আছে, মঙ্গোলদেরকে অন্য যে কারো থেকে বেশি ভয় পায় তারা।'

'শান্ত... ওর হাত ধরল কুরেক, 'শোনো। ফিসফিস করে বলল সে, চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। 'শুনতে পেয়েছ?'

'এসব দেখতে দেখতে ক্লান্ত আমি, তুমি যদি মেয়েদের মতো ভীতুর ডিম...

'আমি সত্যি বলছি।' কুরেকের কণ্ঠস্বরের চেয়ে তার চোখের দৃষ্টির প্রখরতা ইউরোস্লাভের সম্বিত ফিরিয়ে আনল। 'অনেকক্ষণ ধরে একউ একজন আমাদের অনুসরণ করছে, এবং যে-ই হোক সে কাছাকাছি চলে এসেছে।' ওর দিকে স্থির

BanglaBook.org

৪ মধু এবং পানির মিশ্রণ থেকে গাঁজন প্রক্রিয়ায় তৈরি মদ

দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কুরেক। 'আমার ভুল হয়নি, কান পেতে শোনো। তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।'

'ঠিক আছে।' তরবারির বাটে হাত রাখার প্রবল ইচ্ছা দমন করল ও, পাছে কুরেকের ভয় বেড়ে যায়। 'আমরা এখন ধীরে ধীরে হাঁটব, কোনো কথা বলব না। বাজি ধরে বলতে পারি বনবিড়াল জাতীয় কিছু একটা না হয়ে যায়-ই না।'

দুজনে নিঃশব্দে হেঁটে চলছে, মাটিতে কোমলভাবে পা ফেলছে যেন বাড়তি আওয়াজ না হয়। কুরেককে *গাধা* বলে গাল দিয়ে ওঠার ঠিক আগ-মুহূর্তে আওয়াজটা শুনতে পেল ইউরোস্লাভ।

শুকনো পাতায় মর্মর আওয়াজটা চারপেয়ে জন্তুর নয়, বরং দুপেয়ে মানুষের। একবারে একটি পদক্ষেপের আওয়াজ আসছে কানে। ওর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল কুরেক, কিন্তু কেউ কিছু বলল না।

দ্রুতই মিলিয়ে গেল পায়ের আওয়াজ, রাতের বাতাস শিহরণ জাগাল ইউরোস্লাভের দেহে। যদি আওয়াজটা মানুষের হয়ে থাকে, তবে লোকটা যথেষ্ট পরিশ্রম করছে নিজের পদশব্দকে লুকিয়ে রাখার জন্য। অর্থাৎ ওদেরকে যে অনুসরণ করা হচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ধীর-স্থির পদক্ষেপে এগিয়ে চলছে ওরা, আওয়াজটা কাছে এগিয়ে এসেছে। অবাক হয়ে ভাবছে ইউরোস্লাভ, লোকটা চায় কী! লোকটার হাতে তীর-ধনুক নেই তো? নিজের দুর্বলতার কথা মনে পড়তেই পিঠে শিরশিরে অনুভূতি হতে লাগল। ভাবল, হাঁটাপথ থেকে সরে গিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়া উচিত ওদের।

সামনে বিশাল মোটা আর পুরনো এক ওক গাছ, গাছটার কাণ্ড এতটাই বড় যে ওরা দুজন একসাথে মিলেও পুরো গাছটা জড়িয়ে ধরতে পারবে না। ইউরোস্লাভ ঠোঁটের কোনা দিয়ে আস্তে করে বলল, 'বুঝতে দিয়ো না যে আমরা পিছু নেয়ার ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছি। ওকগাছের কাছে পৌঁছে আড়াল নিবে, খারাপ কিছু ঘটবে বলে মনে হচ্ছে আমার।' উত্তরে চোখ-মুখে কঠোর ভাব আনল শুধু কুরেক, ইউরোস্লাভ বুঝে নিল ওর উত্তর।

কিন্তু গাছটা পর্যন্ত আর যাওয়া হলো না ওদের।

রাতের পাখিরা চেঁচিয়ে সতর্ক করল, একটা কালো অবয়ব ছুটে বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে। একটা মানুষ, অন্তত ইউরোস্লাভ তাই ভাবল, কিন্তু...

...ভুল করেছে সে।

চিৎকার করে জঙ্গলের অন্য পাশে ছুটে গেল কুরেক।

কিন্তু ইউরোস্লাভের ভাগ্য খারাপ, তরবারিটা বের করার সময় পর্যন্ত পেল না সে। প্রাণীটা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। ওটার গতি খুব দ্রুত, মানুষের থেকেও অনেক বেশি।

তরবারি বের করল ইউরোস্লাভ, কিন্তু অবয়বটা ওকে মাটিতে গেঁথে ফেলেছে। কানে আসছে জান্তব হুংকার, শক্তিশালী একজোড়া হাত ওর টুঁটি চেপে ধরল। জন্তুটার ধারাল নখরযুক্ত আঙুল চেপে বসেছে মাংসে। জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো দুটি চোখ, চকচকে দাঁত আর লোমযুক্ত একটা মুখ দেখল ইউরোস্লাভ। এর পরপরই চোখের সামনে পুরো দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল ওর।

BanglaBook.org

এক
প্রিপইয়াট, ইউক্রেন

'এখানে! জলদি!' চাঁদের রূপালি আলোয় চকচক করছে অ্যালিক্সির খয়েরি চোখ, চাপা হেসে ফিসফিস করে ইশারায় অনুসরণ করতে বলল বাকিদের।

ওল্যাগ আসছে পিছু পিছু। ছেলেটার গায়ের রং সাদা আর মাথায় একঝাঁক ধূসর-সোনালি চুল, যদিও চুলের রংটাকে 'সাদা বরফের সাথে মিশ্রিত মূত্রের মতো' বলে সে। অমনোযোগী পদক্ষেপের কারণে রাস্তায় খোঁড়া গর্তের ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওল্যাগ।

প্রাচ্যের ফিয়াট নামে পরিচিত, বিশালাকার মর্মর জিগুলির ছায়ার আড়াল থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল আরমিনা, পুরো দৃশ্যটাই ডিজিটাল ভিডিয়ো ক্যামেরায় রেকর্ড করেছে। 'উঠো, ওল্যাগ। রাস্তার মাঝে যেভাবে শুয়ে আছ, সবাই দেখে ফেলবে।'

'উফ! গোড়ালিটা মচকে গেছে।' রাস্তাতেই বসে পড়েছে ওল্যাগ, চোখ রাঙিয়ে পায়ের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন সব দোষ ওটারই। 'তাছাড়া আশপাশে আর কেউ নেই। ওরা এখানে কাউকে আসতে দেয় না, ভুলে গেছ!'

জুতোর ফিতে খুলতে শুরু করল সে।

'আরে! খুলো না।' দৌড়ে বন্ধুর কাছে এল অ্যালিক্সি, বাঁধা দিল জুতা খোলায়। 'যদি পায়ে মারাত্মক ব্যথা লেগে থাকে, তাহলে একবার জুতা খুলে ফেললে আর পরতে পারবে না।' ওল্যাগের কাঁধের নিচে হাত দিয়ে তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল, পরিত্যক্ত পুলিশ স্টেশনের পাশে অন্ধকারে বসিয়ে দিল বন্ধুকে।

অনেক কষ্টে হাতের ক্যামেরাটা নামিয়ে রাখল আরমিনা, রাস্তার দুইপাশ দেখে নিয়ে পার হলো সে। এককথায় ক্যামেরা ওর জীবন, এক মুহূর্ত থাকতে পারে না যন্ত্রটা ছাড়া। বাস্তব দুনিয়া থেকে লেন্সের চোখে দুনিয়া দেখতে বেশি পছন্দ করে, এতে নাকি অনেক সম্ভাবনা নজরে পড়ে যা খালি চোখে ধরা পড়ে না। ক্যামেরার প্রতি আকর্ষণ সময়ের সাথে সাথে বেড়েই চলেছে তাই। নিজের জীবন, জীবনের ইচ্ছা নিয়ে কয়েকটা ভিডিয়োচিত্র তৈরি করেছে সে। নিয়মিত অনলাইনে এইসব ভিডিয়ো আপলোড করে আরমিনা; মোহাবিষ্ট হয়ে দেখে কতজন দেখছে ওটা, কতোটা লাইক পড়ছে বা কজন মন্তব্য করছে। এমনকি সামান্য মন্তব্য যেমন–তোমাকে বেশ সুন্দর লাগছে, তাকে পরবর্তী ভিডিয়ো তৈরিতে অনুপ্রেরণা দেয়। এইভাবে ধীরে ধীরে ভিডিয়োচিত্র ধারণ করা নেশায় রূপ নিয়েছে ওর। সেখান থেকেই নতুন এক ওয়েব শো-এর পরিকল্পনার জন্ম।

BanglaBook.org

প্রথমে সেয়ান্সের[৫] ভিডিয়ো আপলোড দিয়ে শুরু করেছে ও। প্রথম পর্বে বিখ্যাত রোমানভ রাজকন্যা আনাসতাসিয়াকে ডেকে আনার চেষ্টা করেছিল ওরা। আরমিনা কিছুই দেখেনি, শোনেনি বা অনুভবও করেনি। কিন্তু দর্শকরা সাদরে গ্রহণ করেছে সেই ভিডিয়ো, কেউ কেউ মন্তব্য করল ছায়া নড়তে দেখেছে...আবার কেউ কেউ বলল ফিসফিস শব্দ শুনতে পেয়েছে। অন্তর্জালে ভাইরাল হয়ে গেল সেই ভিডিয়ো, স্পন্সর লিংক থেকে দুহাতে টাকা আয় করতে শুরু করল ও। সেই টাকা থেকেই কিনেছে নতুন একটা ক্যামেরা, আর আজ এই নতুন ক্যামেরা দিয়ে অস্বাভাবিক ভৌতিক ঘটনার তদন্তের নতুন এক পর্বের ভিডিয়োচিত্র ধারণ করতে এসেছে এখানে।

'প্রথমে আমরা কোথায় যাচ্ছি?' চাঁদের আলোয় অ্যালিক্সির সাদা দাঁত ঝিলিক দিয়ে উঠল, 'টাউন স্কয়ার থেকে শুরু করা উচিত।'

'আমরা বেড়াতে আসিনি। প্রথমে স্টেডিয়ামে যাওয়া যাক, সেটাই আমাদের মূল গন্তব্য।'

দর্শকদের কাছ থেকে আসা মেইলটা নিয়ে অবশ্য খটকা আছে আরমিনার। লোকটা দাবি করেছে চুরি করে এখানে প্রবেশ করেছিল সে, রাতের বেলা এক অশরীরী অবয়বকে দেখেছে স্টেডিয়ামের পাশের গাছগুলোতে। অবয়বটা নাকি অমানুষিক গতিতে এক গাছ থেকে লাফিয়ে অন্য গাছে যাচ্ছিল।

রাস্তাটা দেখিয়ে দিল আরমিনা, পরিত্যক্ত শহর ধরে এগিয়ে চলল ওদের দল।

'জায়গাটা নিরাপদ, তাই না? মানে তেজস্ক্রিয়তার কথা বলছি।' নিজের হাত পরীক্ষা করল ওল্যাগ, তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব খুঁজছে যেন।

'অবশ্যই।' চোখ পাকাল আরমিনা। যদিও ওর বন্ধুরা দেখতে পেল না, কারণ ও আবার ভিডিয়ো করা শুরু করেছে। 'কয়েক বছর আগেও এখানে টুরিস্টরা ঘুরে বেড়াত, তেজস্ক্রিয়তা থাকলে অনুমতি মিলত না অবশ্যই। এছাড়া, দুর্ঘটনাটা এখানে হয়নি।'

'কাছাকাছি চলে এসেছি। এমনও হতে পারে ওই লোকটা ভূত দেখেনি, দেখেছে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে! তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে যে রূপান্তরিত হয়েছে ভয়ঙ্কর মিউট্যান্টে, আর এরা এখনও লুকিয়ে আছে বছরের পর বছর। অপেক্ষা করছে মানুষের মাংস খাওয়ার জন্য!' ওল্যাগকে কনুই দিয়ে খোঁচা দিল অ্যালিক্সি, ভয়ে বিহ্বল ওল্যাগ খানিকক্ষণ পর টের পেল তার সাথে মজা করা হচ্ছে। ক্ষপট রাগে হাত পাকিয়ে ছুটল সে অ্যালিক্সিকে ঘুসি মারতে।

শিরদাঁড়ায় কাটা দিয়ে উঠল আরমিনার, ঠান্ডা বাতাসের হলকা লেগেছে হয়তো। নদী এখান থেকে কাছেই, তাই চারপাশে হয়তো ঠান্ডা আবহাওয়া বিদ্যমান। ভূতে বিশ্বাস করে না ও, এমনকি সেয়ান্সেও না, কিন্তু দর্শকরা করে, এবং এজন্যই এইসব অনুষ্ঠান করে বেড়ায়। এই শহরটাকে বছরখানেক আগে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে, আশপাশে এই শহর নিয়ে গুজবের অভাব নেই।

---

৫ আত্মা ডেকে আনার একটা প্রক্রিয়া

BanglaBook.org

অস্বাভাবিক ভৌতিক তদন্তের অনুষ্ঠানের জন্য এর চেয়ে ভালো মঞ্চ আর কী হতে পারে!

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, ওদেরকে ভূত দেখাতে হবে না। সামান্য ছায়া বা অদ্ভুত আলোর উপস্থিতিতে দর্শকরা নিজেরাই ভূত দেখে নিবে। আর যদি দরজা বাতাসে একটু নড়ে উঠে, তাহলে তো কথাই নেই, পাগলের মতো দর্শক দেখবে এই অনুষ্ঠান। যদিও, ওল্যাগের বলা কথাগুলো কানে বাজছে ওর, এত গুজবের পিছনে কোনো-না-কোনো ভিত্তি তো অবশ্যই আছে। আজ রাতে সেই ভিত্তিটাই খুঁজে বের করতে চায় ওরা।

রাস্তার ধারে এসে দাঁড়াল সবাই, বিশাল উঁচু উঁচু বিল্ডিং রাস্তার দুপাশে। বিল্ডিংগুলো এককালে নানা পরিবারের আবাসস্থল ছিল, নিচের দিকের দেয়ালে কালচে কিছু দেয়ালচিত্র আঁকা। মনে হচ্ছে ভুতুড়ে ছায়াগুলো ওঁত পেতে আছে শিকারের অপেক্ষায়। রাস্তার মাঝামাঝি দাঁড়াল আরমিনা, বাকি দুজনের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে নীরবে গণনা শুরু করল ও।

৩... ২... ১...

'সুস্বাগতম, আমি অ্যালিক্সি এবং সাথে আছে ওল্যাগ।' বন্ধুকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিতেই ঘোঁতঘোঁত করে উঠে হাত নাড়ল সে। কো-হোস্ট হিসেবে ওল্যাগ একদমই অযোগ্য, কিন্তু নানান গাধামি করে মানুষকে হাসাতে পারে। 'স্পিরিট-ওয়েভের প্রথম পর্বে স্বাগতম আপনাদের, আমরা...' নেকড়ের ভয়াল আর্তনাদে মুখের কথা মুখেই আটকে থাকল তার।

নিজের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক আওয়াজ কানে এল আরমিনার, চুপচাপ অপেক্ষা করছে ওরা। কিন্তু আওয়াজটা আর শোনা গেল না। পরিত্যক্ত শহর হওয়ায় আশপাশের জঙ্গল থেকে প্রাণীরা এসে দখল করেছে মানুষের অতীত আবাস, এই নেকড়েটাও সম্ভবত তাদেরই একজন। সাবধান থাকতে হবে ওদের, নয়তো হিংস্র বন্যপশুর শিকারে পরিণত হতে হবে। অ্যালিক্সিকে কথা শুরু করতে ইশারা করল আবার।

'এবং, দর্শকগণ, এই কারণেই এসেছি আমরা এখানে। আমরা অস্বাভাবিক ভৌতিক ঘটনার তদন্তকারী, আর আজ এসেছি পরিত্যক্ত এই ভুতুড়ে শহরে। কিছুদিন আগেও এই শহরে টুরিস্টদের যাতায়াত ছিল, কিন্তু এখন সরকার সর্বসাধারণের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এই যায়গাটাকে। সতর্কবার্তা ঝুলিয়ে দিয়েছে বাইরে। জানতে চান কেন?'

নীরবতা বিরাজ করছে চারপাশে, অ্যালিক্সির কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে সাম্বিৎ ফিরে পেল ওল্যাগ, তাকিয়ে ছিল সে নেকড়ের ডাক যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে।

'ওহ!' কুকুরের মতো গা ঝাড়া দিল সে, ব্যাখ্যা করল, 'কর্তৃপক্ষ নানা অভিযোগ পেয়েছে এই জায়গা সম্পর্কে, নানা ধরনের আওয়াজ শোনা যায় এখানে। একটু আগেই যেমনটা শুনলেন আপনারা, এছাড়াও মানুষের গলার ভয়ার্ত আর্তনাদ শোনা যায় মাঝে-মধ্যেই। ভৌতিক অবয়ব অমানুষিক দ্রুততায় লাফিয়ে বেড়ায় এক বিল্ডিং থেকে অন্য বিল্ডিং-এ, অথবা অন্ধকার এক গলি

BanglaBook.org

থেকে অন্য গলিতে। আমরা এখন চলে এসেছি এখানে...' চেহারা বিকৃত করল সে। 'আমরা এখানে এসেছি...'

'...রহস্যের সমাধান করতে।' কথা শেষ করল অ্যালিক্সি। 'দর্শক, চলুন আমাদের সাথে, ঘটনার শেষ আজ আমরা দেখেই ছাড়ব।' টেলিভিশনের উপস্থাপকদের মতো অমায়িক হাসি দেখা দিল তার মুখে।

ইশারায় মাত্র শুনতে পাওয়া নেকড়ের আওয়াজ থেকে তদন্ত শুরু করতে বলল আরমিনা, ইশারা বুঝতে পেরে ওল্যাগ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করল। কিন্তু স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের কারণেই থমকাল না অ্যালিক্সি, বলে চলল, 'চলুন, প্রথমে ভৌতিক সেই আওয়াজ থেকেই শুরু করা যাক।'

আওয়াজটা শোনা গিয়েছিল ক্যাফে অলিম্পিয়ার পাশ থেকে, কোনা ঘুরে ওইপাশে যাওয়ার সময় আরমিনার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। দর্শকদের জন্য কী চমক অপেক্ষা করছে কে জানে! তবে যাই থাকুক, তার জন্য রোমাঞ্চ অনুভব করছে ও। সম্ভবত একটা সাধারণ নেকড়ে, কিন্তু ছিল তো! ও যতটুকে চেনে অ্যালিক্সিকে, রঙ-চঙ মাখিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে ঘটনাগুলো প্রবাহিত করার ক্ষমতা রাখে সে।

সবকিছু ঠিকঠাক চলছে, অ্যালিক্সি ফিসফিস করে রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিচ্ছে ভুতুড়ে শহরটার। অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশাল বিশাল বিল্ডিংগুলোর দিকে আঙুল তাক করে বলে চলেছে নানা কিংবদন্তি, তার কণ্ঠে বাস্তব শোনাচ্ছে অদ্ভুত সব বর্ণনা। ওল্যাগও করছে সাধ্যমতো, প্রতিটি ছায়া দেখেই চমকে চমকে উঠছে, সন্তর্পণে খেয়াল রাখছে অন্ধকারের দিকে। খুশিতে নেচে উঠতে মন চাইছে আরমিনার, এই এপিসোড নিশ্চিত জনপ্রিয় হবে!

পেছন ফিরে হাঁটছে অ্যালিক্সি, দুই অপরাধীর গল্প শোনাচ্ছে দর্শকদের। অপরাধী দুজন শহরেরই এক পরিত্যক্ত হাসপাতালে অবস্থান নিয়েছিল।

সামনের অদ্ভুত দৃশ্যটা প্রথম চোখে পড়ল আরমিনা আর ওল্যাগের, জায়গায় জমে গেল যেন ওরা। অ্যালিক্সি ওদের নিথর ভাব দেখে থমকে দাঁড়াল, 'কী?' ভ্রুকুটি করে বলল, 'ক্যামেরায় কোনো সমস্যা?'

দুজনেই যেন পাথরের মূর্তি বনে গেছে। সামনের দিকে পিছন ফিরে থাকায় আসল ঘটনা টের পেল সে একটু পর, যখন আরমিনা একটা আঙুল তাক করল ওদিকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল অ্যালিক্সি, শহরের ফেরিস হুইলটা ঘুরছে ধীরে ধীরে। বিশাল অবয়বটা যেন প্রতিনিধিত্ব করছে ভুতুড়ে এ শহরটার।

আরমিনা তাকিয়ে আছে এখনও, যৌক্তিক ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করছে পুরো ঘটনাটার। কিন্তু ভৌতিক শক্তি ছাড়া এত বড় হুইল নড়ে ওঠা পুরোপুরি অসম্ভব, বাতাসের সেই ক্ষমতা নেই যে এমন একটা অবয়ব নাড়াবে। ভুতুড়ে ছায়ার মতো নড়ছে হুইল, আলো বা গান শোনা যাচ্ছে না। শুধুমাত্র মৃত প্রেতাত্মার মতো নড়ছে বিশাল চাকার মতো অবয়বটা।

'চল পালাই এখান থেকে।' ভয়ে কাঁপছে ওল্যাগ, 'আমি চলে যেতে চাই।'

'এসব দেখতেই তো এসেছি এখানে।' বিস্ময় কেটে গেছে অ্যালিক্সির, স্বরূপে ফিরে এসেছে আবার। 'কিছু একটা ঘটছে এখানে, আর আমরা এসেছি

BanglaBook.org

সেই কিছুটা কী তা বের করতে।' আত্মবিশ্বাসের সাথে আঙুল তাক করল সে, বাকিদের পিছনে আসতে ইশারা করল। অ্যামিউজমেন্ট পার্কের ভগ্ন-প্রায় কাঠামোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সবাই।

ওর ভয় পাওয়া উচিত বলে মনে হচ্ছে আরমিনার, কিন্তু ক্যামেরায় চোখ রাখতেই বাস্তব জীবনের সব অনিশ্চয়তা ভুলে যায় ও। মনে হয় কল্পনার জগতে চলে গেছে, যেখানে রোমাঞ্চ আছে পুরোপুরি কিন্তু ক্ষতির ভয় নেই। এই ভিডিয়ো অনলাইনে গেলে কেমন মন্তব্য পাবে তা কল্পনা করে খুশি হয়ে উঠল ও। রীতিমতো সেলেব্রেটি বনে যাবে ওরা সবাই।

'এই অ্যামিউজমেন্ট পার্ক নিয়ে শোনা যায় নানা গুজব...আহ!' ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল অ্যালিক্সি, কেউ বা কিছু একটা কাছের এক দরজা দিয়ে টেনে নিয়ে গেল তাকে। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে, আর্তনাদ শোনা গেল আরো একবার, কিন্তু দ্রুত সেই আওয়াজ গোঙানিতে পরিণত হলো।

একটু পর চারপাশ গ্রাস করে নিল নিস্তব্ধতা।

ওল্যাগের প্যান্টের কিছু অংশ গাঢ় হয়ে ভিজে উঠেছে, ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে সে। ঠোঁট নড়ছে তার, কিন্তু আওয়াজ বের হচ্ছে না। আরমিনা দরজার দিকে এগোল কয়েক পা, কিন্তু ভয়ে পিছিয়ে এল একটু পরই।

'ওল্যাগ, সাহায্য আনতে হবে আমাদের।' বাচ্চাদের মতো ভয় কাঁপছে ও, অবশ্য বর্তমান পরিস্থিতি ওকে বাচ্চাই করে দিয়েছে। 'এসো আমার সাথে, এখান থেকে বের হয়ে যাই।'

নড়ল না ওল্যাগ, বা নড়তে পারল না। বুঝতে পারছে আরমিনা, তাকে সাথে করে নিয়ে আসতে হবে ওর। কিন্তু পা শুনতে চাইছে না মস্তিষ্কের নির্দেশ, পিছিয়ে আসছে নিজের অজান্তেই। দূরে সরে যাচ্ছে ও, ওল্যাগ থেকে অনেক দূরে, অ্যালিক্সি থেকে অনেক দূরে।

হঠাৎ করেই বুঝতে পারল, এখনও ক্যামেরায় তাকিয়ে আছে! এত বড় ঘটনার পরেও চোখ সরেনি ওর লেন্স থেকে। এমনকি পুরো ঘটনার ভিডিয়োচিত্রও ধারণ করেছে ও হচ্ছেটা কী ওর সাথে?

প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করার মতো পর্যাপ্ত সময় নেই ওর হাতে, কারণ একটা অশরীরী অবয়ব ফেরিস হুইল থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে নিচে। অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে অবয়বটা এগিয়ে আসছে ওল্যাগের দিকে।

চিৎকার করে সতর্ক করে দিতে চাইল আরমিনা, অন্তত চিৎকার করে নিজের নিশ্চল দেহকে বেঁচে থাকার প্রমাণ দিতে চায়। কিন্তু জন্তুটার রূপ নজরে পড়তেই ভুলে গেল সব, অব্যক্ত বিস্ময়ের সাথে তাকিয়ে রইল শুধু।

ওল্যাগের কাছে পৌঁছে গেছে ওটা, অবশেষে নড়ে উঠল সে। নিজেকে রক্ষা করতে চিৎকার করল, হাত দুটো সামনে নিয়ে এল আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির বশে। কিন্তু মূর্তিটা এল মৃত্যুদূত হয়ে, মাটিতে চেপে ধরল তাকে। প্রবল আক্রোশে থাবা মেরে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল ছেলেটার দেহ। যখন ওল্যাগের টুঁটি ছিঁড়ে আনল প্রাণীটা, তখন ক্যামেরা নামিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল আরমিনা।

BanglaBook.org

দুই
কিয়েভের আকাশে, ইউক্রেন

স্যাটেলাইট ফোন রিং হতেই ফোন ধরল কুইন, জানে এই মুহূর্তে কে ফোন দিতে পারে। 'কেন ফ্লাইট পরিবর্তন করা হয়েছে তা জানার অধিকার আছে মনে হয় আমার।'

সাইবেরিয়া নেমে রুককে খোঁজার পরিকল্পনা ছিল ওর, তাকে নিয়ে চিন্তিত কুইন। সাইবেরিয়ার এক মিশনে থাকাকালীন সময়ে, রুকের সাথে সবার সংযোগ হারিয়ে গেছে। এর পর থেকে আর কারো সাথে যোগাযোগ করেনি সে। রুক ওর খুব ঘনিষ্ঠ, সাধারণ সহকর্মী থেকেও বেশি কিছু। কিন্তু তার অন্তর্ধানের পর থেকে কুইন পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। রুককে খুঁজে বের করাই এখন একমাত্র লক্ষ ওর।

যদি জীবিত খুঁজে পায় রুককে, তবে তার নির্লিপ্ততার কারণ জিজ্ঞাসা করবে। আর যদি...লাশ পায়, তবে দেশে এনে কবর দিবে। অন্তত তার মা, বাবা, বোনদের প্রাপ্য এটা।

'শেষ যখন দেখেছিলাম, তখন কিন্তু ভ্রমণের তালিকায় ইউক্রেন ছিল না।'

'দুঃখিত, কুইন।' বললেন ডিপ ব্লু। 'যদি অন্য কোনো উপায় থাকতো...' সাবেক আর্মি রেঞ্জার এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট, ডানকান অফিস থেকে বিদায় নিলেও, ডিপ ব্লু ছদ্মনামে চালাচ্ছেন চেস টিমকে। চেস টিম হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর জয়েন্ট স্পেশাল অপারেশন কমান্ডের বাছা বাছা কয়েকজনকে নিয়ে গঠিত ব্ল্যাক অপস ডেল্টা স্কোয়াড টিম। নিজ রাষ্ট্র...এবং পৃথিবীকে রক্ষার গুরুভার এই দলের কাঁধেই অর্পিত। সামরিক বাহিনী পর্যন্ত যেসব হুমকিকে অবিশ্বাস করে, সেইসব হুমকি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে এগিয়ে যায় এরা। দলের সদস্যদের কলসাইন বা ডাকনাম দাবার ঘুঁটি থেকে নেওয়া হয়েছে: দলনেতা জ্যাক সিগলার 'কিং'; এরিক সমার্স, পাহাড়ের মতো বিশাল লোকটা 'বিশপ'; শিন দাই-জুং হচ্ছে 'নাইট', এবং স্ট্যান ট্রেম্বলে হচ্ছে 'রুক'...

রুক, রুকের কথা মনে হতেই আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল ওর। হয়তো সে মরে পড়ে আছে সাইবেরিয়ায়। বারকয়েক মাথা ঝাঁকিয়ে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করল ও।

'আমি জানি বস, জানি আমি।' ডিপ ব্লুয়ের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস আছে ওর। যদি চেস টিমের মূল চালিকাশক্তি ওর যাত্রাপথ বদলে দিতে চান, তবে অবশ্যই কোনো-না-কোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। আর যে কারণটাই থাকুক না কেন, সেটা অবশ্যই ওর জন্যই ভালো হবে। এসব নিয়ে তর্ক করারও কোনো মানে হয় না।

BanglaBook.org

'কয়েক ঘণ্টা আগে একটা খবর পেয়েছি,' বললেন ডিপ ব্লু। 'আমি জানি রুককে খুঁজে বের করা এখন তোমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি আমাদের সবার কাছেও। সকালেই আবার তুমি তোমার মিশনে ফিরে যাবে। কিন্তু এখন এই কাজটা করতেই হবে, এবং তুমিই সবচেয়ে কাছে আছো।'

'চলে এসেছি।' বলল কুইন, প্লেন রানওয়েতে কয়েকটা ঝাঁকি খেয়ে ল্যান্ড করল। 'মাত্র প্লেন ল্যান্ড করল।'

'টেকঅফ আর ল্যান্ডিং-এর সময় ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি বন্ধ রাখা উচিত, জানো না?'

'ঠিক, কিন্তু কমার্শিয়াল ফ্লাইটে আমি নিয়মিত চড়ি না!' অসংখ্য কারণে আমেরিকা এবং রাশিয়ার সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক কিছুটা শীতল, ছোটখাটো কিছুতেই হ্যাপা সইতে হয় দুই দেশেরই। তাই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল কুইনকে গোপনে পৌঁছে দেওয়া হবে এখানে, এবং রুকের অন্তর্ধান রহস্য ভেদ করতে গোপনেই কাজ করবে ও। প্রেসিডেন্ট না হওয়া সত্ত্বেও কয়েক জায়গায় কলকাঠি নেড়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিসে একটা আন্তর্জাতিক ফ্লাইটকে ঘুরিয়ে আনতে পেরেছেন ডিপ ব্লু। 'মনে পড়ল, তামাস্কে আমার এক কন্টাক্ট অপেক্ষা করছে. কীভাবে তৈরি হবো আমি? কসমেটিক্স ব্যাগে রাখা এম.কে.-২৩ পর্যন্ত পরীক্ষা করে দেখিনি এখনও।'

হাসলেন ডিপ ব্লু, গত কয়েকমাসে খুব কমই হেসেছেন লোকটি। নিজের পদত্যাগ এবং চেস টিমকে গুছিয়ে নিতেই ব্যস্ত ছিলেন। 'কিয়েভেও একই ব্যবস্থা করে রেখেছি। হালকা জিনিসপাতি, তবে তোমার প্রয়োজনীয় সব অস্ত্রই থাকবে এর মাঝে।'

'প্রয়োজনীয় অস্ত্র সবসময় আমার সাথেই থাকে।' বলল কুইন, নিজের হাতের দিকে ওর নজর। শত্রুর সাথে মুখোমুখি পাঞ্জা লড়তেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে ও। যদিও পিস্তল খুব কাজের, তবুও হাতই ওর প্রথম পছন্দ। হাত কখনো জ্যামও হয় না, এবং পরিষ্কার করতেও বেশ সুবিধা।

মুখ উঁচু করতেই লক্ষ করল, অন্য সারিতে ওর পাশের সিট থেকে এক মহিলা উঁকি মেরে দেখছে ওকে। বারবার ওর হাত এবং মুখের দিকে তাকাচ্ছে মহিলা, তাও আবার বিশাল বড় একটা ব্যাগের পেছন থেকে। কুইন কঠিন একটা চাহনি দিতেই ব্যাগের পিছনে গুটিয়ে গেল সে। কে.জে.বি.র দিনগুলো সে আছে মহিলার, জানে কোন ধরনের কথোপকথনে কান দিতে নেই।

'ঠিক আছে।' বললেন ডিপ ব্লু। 'কিন্তু যদি এমন কিছুর সম্মুখীন হও যা হাতে মোকাবিলা করা যায় না–'

দেঁতো হাসি খেলে গেল কুইনের মুখে, জানে এই কথাটা কখনোই সামনাসামনি উচ্চারণ করবেন না ব্লু।

'–যা যা প্রয়োজন যোগাড় নিও, দাম-টাম আমি দেখব। লোকটা তোমাকে তৈরি হতে এবং মিশন শেষে বের হতেও সাহায্য করবে।'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে।' প্লেন ইতিমধ্যেই থেমে গেছে, বিভ্রান্ত যাত্রীরা কানাঘুষো শুরু করে দিয়েছে। প্লেন হঠাৎ এখানে থামল কেন জানা নেই তাদের কারো। 'অ্যাসাইনমেন্টটা কী?'

'ম্যানিফোল্ড আলফায় একটা ঠিকানা পাওয়া গেছে।' নিউ হ্যাম্পশায়ারের হোয়াইট মাউন্টেন অঞ্চলে অবস্থিত ম্যানিফোল্ড জেনেটিক্স ফ্যাসিলিটি এই নামে পরিচিত। চেস টিমের বিরুদ্ধে চোরাগোপ্তা হামলা পরিচালনা করা শুরু করেছিল তারা ওখান থেকেই। 'সঠিকভাবে বলতে গেলে, ওদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য ঘেঁটে নতুন একটা প্রজেক্ট পেয়েছি আমরা। পুরোপুরি কিছু দেওয়া নেই, কিন্তু প্রিপইয়াটে প্রজেক্টের ঘাঁটির বিবরণ আছে।'

'আপনি চাইছেন আমি ওখানে সেঁটে যাই?' উঠে দাঁড়াল কুইন, মাথার উপরের কম্পার্টমেন্ট থেকে নিজের ব্যাগ নামিয়ে নিল। যাত্রীরা চোখ বড় বড় ওর দিকে তাকিয়ে আছে, সবাই ভেবেছিল যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য প্লেন থেমেছে।

'আগে লোকজনের আনাগোনা ছিল ওখানে, এমনকি কিছুদিন আগ পর্যন্তও। কিন্তু বছরখানেক আগে সরকার সর্বসাধারণের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছে ওই শহর। আরেকটা সূত্র, ওখানে নিশ্চিত কিছু একটা ঘটছে।'

ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো ও, উত্তরে ফাঁকা চাহনি পেল শুধু। মধ্যবয়স্ক পাইলট চলে এসেছে যাত্রীদের এপাশে, লোকটার উদ্যত কণ্ঠমণি এবং স্ফীত নাকের উচ্চতায় কোনো তফাত নেই। পাইলটের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল ও, কাছে এসে হলদে দাঁতের হাসিতে উদ্ভাসিত হলো লোকটার মুখ। মনে মনে ভাবল কুইন, কপালে আঁকা খুলিটা দেখলে কী অবস্থা হবে লোকটার!

লাল রং দিয়ে আঁকা খুলিটা জেনারেল ট্রাংগের দেওয়া উপহার, ভি.পি.এল.এ.-ভিয়েতনাম এলিট 'ডেথ ভলান্টিয়ার্স' এর তরফ থেকে। মেকআপ দিয়ে ঢেকে রেখেছে সে চিহ্নটা, নিশ্চিত হতে কপালে নীল রুমাল বেঁধেছে। যতটা সম্ভব নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্য এই প্রচেষ্টা।

'আগে থেকেই বলে রাখি, তোমার মিশন হলো আসল ঘটনা খুঁজে বের করা। ওই শহরে আমার যোগাযোগ সীমিত; আর রাশিয়ার সাথে যোগাযোগ তো প্রায় বিচ্ছিন্ন। আমরা জানি না ম্যানিফোল্ড সেখানে কী করছে, তবে যাই হোক না কেন, ওদের দুর্বল ভাবার মতো বোকামি করা যাবে না। সতর্ক থাকতে হবে।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'আমি বুঝেই বলছি। যদি বিপদ দেখা দেয় এখন, তবে রাশিয়ানদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কিয়েভে ব্ল্যাকহক পাঠাতে পারব না আমি। খুঁজে বের করো সেখানে কী হচ্ছে, নিরাপদে ফিরে এসে জানাও আমাকে। যদি ম্যানিফোল্ড প্রিপইয়াটে সত্যিই কিছু করে থাকে তাহলে পরে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। কিন্তু তুমি নিজে এসবে জড়িয়ো না, রাতের আরো একটি ছায়া হয়ে থাও শুধু।'

'হুহ!' বলল ও, দৃঢ় বিশ্বাসেরও অধিক দৃঢ়তায় কেটে দিল ফোন।

BanglaBook.org

তিন

কাঁধে ব্যাগ তুলে নিয়েছে কুইন, পিছনে হেকলার অ্যান্ড কচ মার্ক-২৩-এর অস্তিত্ব অনুভব করছে। যদিও এই কচটা থেকে ওর নিজের কচ অনেক বেশি উন্নত। বেশ রাত হয়ে গেছে, আশপাশে মানুষজন দেখা যাচ্ছে না। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে লুকিয়ে আছে ও, আশপাশের পরিবেশ লক্ষ করেছে। যেখানে যাবে সেই জায়গা সম্পর্কে তথ্য ঘেঁটে দেখার চেষ্টা করেছে। নজর রেখেছে টহল পুলিশের উপর, আধঘণ্টা পর পর পুলিশের গাড়ি আসে একটা। আশপাশে তেমন একটা তাকায় না, রাস্তাতেই নজর রাখে শুধু। রুটিন টহল দিচ্ছে আরকি।

অন্তর্জালে ঘাঁটাঘাঁটি করছে কুইন, প্রিপইয়াট নাম লিখতেই একটা উল্টো ত্রিভুজের মাঝে খোদাই করা সতর্ক চিহ্নের ছবি দেখতে পেল। মৃত শহরের সমাধিফলক যেন এটা, সবগুলো ওয়েবসাইটে নামটার পাশাপাশি এই ছবিটাও আছে।

১৯৭০ সালে গোড়াপত্তন ঘটে এ শহরের, চেরনোবিল নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের থাকার জায়গা হিসেবে। এমনকি একটা সময় একে *আদর্শ আধুনিক শহর* হিসেবে ঘোষণা করে সোভিয়েত সরকার! খুব যত্নের সাথে তৈরি করা হয়েছিল সবকিছু। আধুনিক শপিং মল, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চিত্তবিনোদনের জন্য নানা স্থাপনা, একটা উন্নত হাসপাতাল এবং স্কুল–সবকিছুই ছিল এই আবাসিক অঞ্চলে। এক দশক পর্যন্ত উন্নতির জোয়ার থেমে থাকেনি। কিন্তু ১৯৮৬ সালে শেষ হয়ে গেল সব, যখন চেরনোবিল নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরে ত্রুটি দেখা দিল। ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে খালি করা হলো শহর। সবাই ভেবেছিল হয়তো সাময়িকভাবে সরিয়ে নেয়া হয়েছে ওদের, কিছুদিন পর আবার ফিরে আসবে। কিন্তু না, ফিরে আসা আর হয়নি কারো। শহরটা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চোর-ছ্যাঁচড়রা পরবর্তীতে পুরো শহরে যা যা পেয়েছে চুরি করে নিয়ে গেছে, কিন্তু তারপরও শহরবাসীদের অস্তিত্বের প্রমাণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারপাশে।

শহরের সীমানায় লাগান গাছের সারি পার হলো কুইন, পূর্ণিমার আকাশে কালো অবয়ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোটা শহরটা। উঁচু উঁচু বিল্ডিংগুলো যেন অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহারা দিচ্ছে গোটা শহর, একেকটা বিল্ডিং খুঁজে দেখতেই কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে ওর, পুরোটা খুঁজে দেখার মতো সময় হাতে নেই।

একা মেয়ে, একটি শহর, একটি রাত–কোনো সূত্রও নেই যে নির্দিষ্ট জায়গা ধরে খোঁজা শুরু করবে।

মনে মনে প্রার্থনা করছে, চেস টিমের বাকিরা যদি থাকতো! পুরো জায়গার তল্লাশি শেষ করে সকালে একসাথে নাস্তা খেতে পারতো ওরা। চেস টিমের কথা

BanglaBook.org

ভাবতেই, রুকের কথা আবার মনে পড়ল, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল ও। এখন দুঃখ করার সময় নয়, হাতের কাজ আগে শেষ করতে হবে।

'ঠিক আছে।' নিজেকে বলল কুইন। 'অনেক আবেগ দেখানো হয়েছে, এখন কাজে নামো।'

প্রিপইয়াটে যদি ম্যানিফোল্ড থেকে থাকে, তবে শহরের প্রান্তের দিকে থাকবে না, বরং চেষ্টা করবে শহরের মধ্যেই গোপনীয় জায়গায় থাকার। হয়তো মৃত শহরের নদীর তীরবর্তী কোথাও অথবা জেটির আশপাশে। পারতপক্ষে রাস্তাঘাট ব্যবহার করবে না এরা, নিজেদের লুকিয়ে রাখার স্বার্থেই। প্রথমে হাসপাতালে যাবে বলে ঠিক করল, হাসপাতালটা তৎকালীন উচ্চ সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সজ্জিত। ম্যানিফোল্ডের সুবিধা হবে পরিত্যক্ত হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করতে। ওখান থেকেই খোঁজাখুঁজি শুরু করবে কুইন।

দ্রুত এগিয়ে গেল ও হাঁটাপথ ধরে, ঘাস আর আবর্জনায় রাস্তা ঢেকে গেছে প্রায়। বিপদের জন্য এক চোখ খোলা রেখেছে ও, চেষ্টা করছে সতর্ক থাকতে। পুরো শহর নিস্তব্ধ, নিঃশ্চুপ। ডিপ ব্লুর ভুল হতে পারে না? অবশ্যই পারে। তিনি নিজেই তো বলেছেন–সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ।

লেনিন অ্যাভিনিউ পার হয়ে এগিয়ে গেল ফ্রেন্ডশিপ অভ দ্য ন্যাশন স্ট্রিটের উদ্দেশে, রাস্তার নামগুলো পড়ে হাসল ও। নামগুলো স্নায়ুযুদ্ধের সময় সোভিয়েতরা দিয়েছিল। কিন্তু এখন সেই সোভিয়েত মৃত, কিন্তু আমেরিকান এবং রাশিয়ানদের সম্পর্কের উন্নতি হয়নি একটুও।

একটা দুর্গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা দিল, রক্ত এবং ছিন্নভিন্ন নাড়িভুঁড়ির মিশ্রিত গন্ধ। নাক কুঁচকে গেল ওর, মৃত্যুর গন্ধ চিনতে ভুল করেনি। গন্ধ শুঁকে শুঁকে উৎসের দিকে এগিয়ে গেল ও, একটু দূর থেকে আসছে গন্ধটা। গাছের একটা ডাল সরিয়ে তাকাল ওদিকে, দৃশ্যটা দেখেই মুখ বিকৃত করে ফেলল। অল্পবয়সী এক যুবক পড়ে আছে ওখানে, অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাত-পা বেঁকে আছে। মনে হচ্ছে যেন যেকোনোও মুহূর্তে নেচে উঠবে বেচারা!

পা দিয়ে ঠেলা দিল কুইন, যুবকের দেহ শক্ত হয়ে গেছে। অমানুষিক আক্রোশে গলার টুঁটি ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে, রক্ত চুইয়ে পড়ছে এখনও ক্ষত থেকে। মনে হয় না খুব বেশিক্ষণ আগে মারা পড়েছে ছেলেটা। যুবকের চেহারার দিকে তাকাল ও–গোলাকার মুখ, সোনালি চুল, নীল চোখ–সব মিলিয়ে মৃত্যুর পরও স্বর্গদূতের মতো লাগছে ছেলেটাকে। কিন্তু লাল আঁচড়ের দাগগুলো, গলায় গভীর ক্ষত, ভাঙা হাত, দোমড়ান দেহ...কামড়ের দাগ?

হাঁটু গেড়ে মৃতদেহের পাশে বসল ও, ছেড়া শার্টটা টেনে আরো ছিঁড়ল। ঝুঁকে দেখল, মৃতদেহের গায়ে কামড়ের দাগ। তবে কামড়ের দাগগুলো কোনো পশুর নয়, মানুষের!

'হয়েছি কী তোমার? কে করেছে তোমার এই অবস্থা?' অবাক হলো কুইন, কিন্তু সময় নষ্ট না করে উঠে দাঁড়াল। যদি এর কারণ উৎঘাটন নাও করতে পারে, তারপরও ডিপ ব্লুর সাহায্যে পুলিশকে খবর পাঠাতে পারবে ও।

BanglaBook.org

ছেলেটার মুখ ঢেকে দিল, যদিও জানে কাজটা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু ইতিমধ্যেই পুলিশের খোঁজার মতো সব সূত্র নষ্ট করে ফেলেছে, আরেকটু নষ্ট হলেই বা ক্ষতি কী! চলে যাওয়ার আগে লাশের চারপাশ পরখ করে দেখে নিল, পাছে আবার ওর পায়ের চিহ্ন থেকে যায়।

সরাসরি হাসপাতালের দিকে রওনা দিল ও পৌঁছে দেখল অন্যান্য হাসপাতালগুলোর মতোই বেশ সাদাসিধে একটা বিল্ডিং, দেখতে হাসপাতালের থেকে বেশি গুদামঘরের মতো লাগে।

পার্কিং লটের বড় একটা ঝোপের আড়ালে লুকাল ও, পরিচর্যার অভাবে বিশাল বড় জঙ্গলের মতো লাগছে। কিন্তু হাসপাতালের দরজা পর্যন্ত পৌঁছাতে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা পার হতে হয়, কারো নজরে না পড়ে স্বাভাবিকভাবে এই জায়গাটুকু পার হওয়া বেশ কঠিন। আগন্তুকদের হাত থেকে বাঁচার ভালো উপায়! কিন্তু এটা আগে থেকেই এমন নাকি পরবর্তীতে তৈরি করা হয়েছে কে জানে! পায়ের নিচের ঘাস প্রাকৃতিকই মনে হলো, তবুও সন্দেহ দূর করার উপায় একটাই-ভেতরে প্রবেশ করা। দৌড়ে বের হয়ে এল কুইন, ফাঁকা জায়গাটা পার হলো চোখের পলকে এবং পৌঁছাল হাসপাতালে।

কোনো অ্যালার্ম বাজল না।

কোনো ফাঁদ নেই।

নেই কোনো প্রহরী।

সদর দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল ও, দরজা আটকানো কিন্তু কাঁচ নেই সেখানে। সন্তর্পণে পা ফেলছে কুইন, চারপাশে সজাগ দৃষ্টি। মেঝেতে পড়ে আছে ভাঙা কাঁচের টুকরো, সেদিকেও খেয়াল রাখছে।

ভেতরের অবস্থা বাইরের থেকেও সঙিন, অবশ্য পঁচিশ বছরের বেশি সময় ধরে পরিত্যক্ত একটি শহর আর কতোই বা ভালো থাকবে! মেঝেতে ময়লা, আবর্জনা, গাছের পাতা, কাগজ সব মিলেমিশে আবর্জনার মোটা স্তর তৈরি করেছে। উপরের তলাগুলো থেকে তল্লাশি শুরু করবে বলে ঠিক করল ও, তারপর দেখে দেখে নামবে নিচে। ওপরের তলাগুলো দেখতে নিচের তলার মতোই সঙিন, পুরো কাঠামোর কঙ্কাল যেন বর্তমান এই হাসপাতাল।

দ্বিতীয়তলায় অনুসন্ধান চালাতেই টের পেল, সে আর একা নেই!

BanglaBook.org

চার

দেখার আগে আওয়াজ শুনতে পেল কুইন, খালি হল থেকে চাপা গরগর গর্জন কানে এল। হয়তো কোনো বেওয়ারিশ হিংস্র কুকুর ঢুকে পড়েছে এখানে, এখন মানুষের সাড়া পেয়ে আওয়াজ করছে। কিন্তু কথাটা ওর নিজেরই বিশ্বাস হলো না, আওয়াজটায় অশুভ কী যেন আছে!

ডানপাশের রুম থেকে হুটোপুটির আওয়াজ আসছে, কিছু একটা দরজা দিয়ে সরাসরি আসছে ওর দিকে। এমনকি নড়ার সময় পর্যন্ত পেল না ও, ধাক্কা খেয়ে পড়ল মেঝেতে। হাতের ফ্ল্যাশলাইট মাটিতে পড়ে গেছে, চারপাশে খুটখুটে অন্ধকার। গতিজড়তার কারণে জন্তুটা ধাক্কা খেল দেয়ালে।

স্তব্ধ হয়ে উঠে বসল সে, ব্যথায় বুক জ্বলে যাচ্ছে। জন্তুটা বিশপের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। পিছনে তাকিয়ে মানুষের মতো একটা অবয়ব চোখে পড়ল ওর, ঘাপটি মেরে আছে অন্ধকার কোনায়। হাত বাড়াল ও মার্ক-২৩-এর জন্য, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। ঝাঁপ দিল জন্তু।

কুইনের যোদ্ধা সত্তা বেরিয়ে এল, হাঁটু মুড়ে বুকের কাছে নিয়ে এসে লাথি হাঁকল ও। জন্তুটার গতি-জড়তা কাজে লাগিয়ে গায়ের উপর দিয়ে ছুঁড়ে মারল ওটাকে। সময় নষ্ট করল না, সাথে সাথেই উঠে দাঁড়াল। ঝেড়ে দৌড় দিল কাছের দরজা লক্ষ করে।

রুমের ভেতর সারি সারি লোহার বিছানা ফেলা, ভেবেছিল বিছানা টেনে আটকে রাখবে দরজা। কিন্তু তার আগেই দরজায় ঝাঁপিয়ে পড়ল জন্তুটা, ধাক্কা খেয়ে লোহার বিছানাগুলোর উপর পড়ে গেল সে। বিছানার ভাঙা অংশের ধারাল কোনা লেগে কেটে গেল কয়েক জায়গায়। এইবার আর ভুল করেনি, ধাক্কা খাওয়ার সাথে সাথেই হাতে তুলে নিয়েছে পিস্তল।

কালো ভয়ংকর একটা অবয়ব ঝাঁপ দিল ওকে লক্ষ করে, দুই রাউন্ড তপ্ত সীসা উপহার দিল জন্তুটাকে কুইন। বুকের মাঝে বুলেটের ক্ষত নিয়ে মেঝেতে পড়ল জন্তু, কাতরে উঠল ব্যথায়। গর্জন করতে করতে দৌড়ে পালাল ওটা। ঝাপসা আলোয় হারিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। কিন্তু জানে ও, জন্তুটা আছে আশপাশেই। মেঝের কাছ থেকে হুটোপুটির আওয়াজ শুনে একপশলা বুলেট ছুড়ল ওদিকে। অস্ত্রের ঝলসানিতে দেখতে পেল পশমে আবৃত শক্তিশালী এক অবয়ব, ধারাল দাঁত এবং আঁধার রাতের মতো কালো চোখজোড়া।

সরে যেতে চেষ্টা করল কুইন, কিন্তু বিছানার প্রান্তে আটকে গেল পা। জন্তুটার প্রচণ্ড ধাক্কায় উড়ে গিয়ে পড়ল পিছনের দেয়ালে। জীবনে এত তীব্র আঘাত আর পায়নি সে। ব্যথায় মাথা টনটন করে উঠল, চোখের সামনে ঝলসে

BanglaBook.org

উঠল হাজার তারা। পুরো দেহ অসার হয়ে আসছে, হাত থেকে ছিটকে গেছে মার্ক-২৩। গায়ের ওপর চড়ে বসেছে জন্তুটা, গরম নিশ্বাস পড়ছে ওর গলায়। তীক্ষ্ণ খোঁচা লাগছে গলায়, জন্তুর থাবার নখ চেপে বসেছে ওখানে। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিতে মাথা উঁচু করল সে, ঠুকে দিল জন্তুর মাথায়। মনে হলো যেন কংক্রিটের দেয়ালে মাথা ঠুকেছে। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল আঘাতটা, বেপরোয়াভাবে চেপে ধরল শত্রুর টুঁটি। একই সাথে পা দুটো গুটিয়ে আনল, ঠেলে দিল শত্রুর দুপায়ের সংযোগস্থলে। চাপা গর্জন ছেড়ে শক্তি প্রয়োগ করতে লাগল জন্তুটার ভারসাম্য নাড়িয়ে দিতে। ক্ষমতাধর প্রাণীটা জানে না কীভাবে লড়তে হয়, আক্রমণ কামড় আর থাবা চালানোতেই সীমাবদ্ধ। বেকায়দায় পড়ে নড়ে উঠল ওটা, সুযোগটা কাজে লাগাল কুইন সাথে সাথেই। পা আটকে গায়ের ওপর থেকে ফেলে দিল প্রাণীটাকে, বাম হাত দিয়ে ধরল কা-বার ছুরি। অন্ধকারে স্রেফ আন্দাজের বসে শত্রুকে লক্ষ করে হাত চালাল, টের পেল হাতের ছুরি মাংস কেটে ঢুকে যাচ্ছে। আর্তনাদ করে উঠল জন্তু। সাথে সাথে ছুরি বের করে আবার আঘাত হানল। কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যেই অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে সরে গেল ওটা, অন্ধকারে মিশে গেল পুরোপুরি।

ছুরিটা সামনে ধরে অন্য হাতে অন্ধের মতো পিস্তলটা খুঁজতে লাগল সে, হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বের করল পিস্তল। এমনভাবে তুলে নিল হাতে, যেন বাটটা শক্ত করে ধরে রাখার উপর নির্ভর করছে ওর জীবন-মরণ। হঠাৎ লোহার সাথে লোহার ধাক্কা খাওয়ার আওয়াজ শুনতে পেল সে, আওয়াজ লক্ষ করে তাকাতেই দেখতে পেল কিছু একটা উড়ে আসছে তার দিকে। সরে গেল কুইন, একটু আগে যেখানে ছিল সেখানে আঘাত হানল লোহার বিশাল বিছানা। জন্তুটা ছুঁড়ে মেরেছে এটা তাকে লক্ষ করে, অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। তাকিয়ে আক্রমণকারীকে খুঁজতে লাগল ও, জানে আবার আক্রমণ আসতে পারে যেকোনোও মুহূর্তে।

জান্তব গোঙানি কানে এল ওর, নরম পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। একটা অবয়ব জানালার পাশে দাঁড়াল এক মুহূর্তের জন্য তারপর ঝাঁপ দিল বাইরে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল কুইন, দৌড়ে গেল জানালার পাশে। বাইরে তাকিয়ে পশমে আবৃত একজোড়া পা দেখতে পেল শুধু। দুটো বুলেটের জখম, একটা ছুরির আঘাত, দুতলা থেকে লাফ, তারপরও মরেনি জন্তুটা!

ডিপ ব্লু আমাকে এ কোন বিপদের মধ্যে এনে ফেললেন!

তবে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে, এখন সে জানে কী খোঁজ করছে ওই ছেলেটাকে। যদিও এখনও জানতে পারেনি সেই 'কী'টার আসল পরিচয়, তবে মৃত্যুর জন্য যে এটাই দায়ী তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু কী এটা?

এত কাছ থেকে লড়াই করেও খুব বেশি কিছু দেখতে পারেনি ও, জন্তু বা প্রাণীটা দেখতে অনেকটাই মানুষের মতো। জন্তুর উরুসন্ধিতে হাঁটু দিয়ে আঘাত করে পুরুষের মতোই লাগল, কিন্তু মানুষের চেয়েও ভয়ংকর এই জীব। আশা রাখছে পরবর্তীতে হয়তো ভালোমতো দেখতে পারবে। একটা যেহেতু আছে,

BanglaBook.org

আরো কয়েকটা জন্তু এখানে থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই সতর্ক থাকার চেষ্টা করল কুইন।

সিদ্ধান্ত নিল, আগে পুরো হাসপাতালে তল্লাশি চালাবে। যদি ম্যানিফোল্ডের চিহ্ন খুঁজে না পায় তবে ওই জন্তুটার পিছনে ছুটবে। যেহেতু রক্তপাত হয়েছে, রক্তের রেখা রেখে যাবে অদ্ভুত ওই প্রাণীটা, অনুসরণ করতে খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। যদি ওই প্রাণীটার পিছনে ম্যানিফোল্ডের হাত থাকে, তবে প্রাণীটাই ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আসল ডেরায়।

ফ্ল্যাশলাইট খুঁজে বের করে আবারও তল্লাশি শুরু করল ও। নিচতলা, বেসমেন্ট, সাব-বেসমেন্ট শেষে যন্ত্রপাতির রুমে প্রবেশ করল, কালিগোলা অন্ধকার এখানে। রুমের দরজাটা ভেঙে একপাশে ঝুলে আছে, ধূলিময় মেঝেতে পড়ে আছে ছেঁড়া তার। রুমের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা পিলারগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেকোনোও মুহূর্তে ধসে পড়বে।

ডিপ ব্লু, ছাদ যদি আমার মাথায় পড়ে, তবে এখান থেকে বের হয়ে প্রথমে আপনার ঘাড় মটকাব।

ভালোমতো খুঁজে দেখলও চারপাশ, দরজার চিহ্ন খুঁজছে। ম্যানিফোল্ড স্বভাবতই বেসমেন্টের নিচে ওদের আস্তানা গাড়তে চাইবে, গুপ্ত-দরজা থাকা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু কিছুই খুঁজে পেল না ও, কপাল ভালো আর কোনো জন্তুর মুখোমুখি হতে হলো না। সবশেষে, আর মাত্র একটা দরজা দেখা বাকি আছে। অন্যান্য সব দরজার মতো এটাও বন্ধ, এক হাতে মার্ক-২৩ ধরে অন্য হাতে সটান খুলে ফেলল দরজা।

ভীতিকর চিৎকারে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল ওর, কিন্তু দ্রুতই বুঝতে পারল ভয়ের কিছু নেই। গাঢ় চুলের এক কিশোরী চেঁচিয়ে উঠেছে ভয়ে। মেঝেতে বসে আছে মেয়েটা, হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে মুখ, পা দুটো বুকের কাছে গুটিয়ে রাখা। গায়ের জিনস এবং টিশার্টে ধুলোয় মাখামাখি, ভয়ে পুরো শরীর কাঁপছে মেয়েটার।

'সব ঠিক আছে, আমি তোমাকে আঘাত করব না।' কণ্ঠের বিরক্তি ঢাকার চেষ্টা করল না কুইন। কাউকে বাঁচাতে আসেনি এখানে, আর এই মেয়েটার দেখভাল করতেও উৎসুক নয় ও।

মেয়েটা কাঁপছে এখনও, কাঁদছে মুখ ঢেকে। হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসল কুইন, কাঁধে রাখল হাত। নম্র স্বরে মেয়েটার সাথে কথা বলতে চাইল ও, যদিও চেষ্টাটা নিষ্ফলই হলো শুধু। নিজের মন্দভাগ্যকে গাল বকে, মেয়েটাকে ঝাঁকি দিল ও। বারকয়েক ঝাঁকানোতে কাজ না হওয়াতে কষে চড় বসাল গালে। চোখ মেলে তাকাল অচেনা মেয়েটি, অবাক হয়ে গেছে।

'তুমি...তুমি...' কাঁপা স্বরে বলল সে, 'তুমি ওগুলো নও?' মেয়েটা ইংরেজিতে কথা বলছে, লক্ষ করেছে কুইনও, ঠিক ইংরেজিতেই শান্ত হতে বলেছিল। নিজের দিকে আলো ঘোরাল ও, ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় কুইনকে দেখছে মেয়েটা। কুইন সাধারণ মানুষ এটা বুঝতে পেরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল

BanglaBook.org

সে, নিজেকে সঁপে দিল ওর হাতে। 'ধন্যবাদ আমাকে বাঁচানোর জন্য।' কিছুক্ষণ ওভাবেই থাকল মেয়েটা, চোখ মেলে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু তুমি কীভাবে জানলে আমি কোথায় আছি? আমরা এখানে এসেছি তা তো কেউ জানতো না!'

'দুঃখিত, আমি তোমার জন্য আসিনি।' বলল কুইন, 'শুধুমাত্র কপালজোরে খুঁজে পেয়েছি তোমাকে। আর আমরা কেউ এখনও বাঁচতে পারিনি, জন্তুটা বাইরে কোথাও ঘোরাফেরা করছে।'

কথাটার স্বপক্ষে প্রমাণ দিতেই যেন উপরতলায় পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। আহত হওয়া সত্ত্বেও জন্তুটা এখনও খুঁজছে ওদের।

ঠোঁট কামড়াল কুইন, মেয়েটাকে নিয়ে কী করবে ও? এখানেই ফেলে রেখে যাবে নাকি? কিন্তু জন্তুটা নিশ্চিত খুঁজে পাবে মেয়েটাকে। হাত আছে প্রাণীটার, দরজাও খুলতে পারবে সহজেই। একের পর এক ঝামেলা চড়ে বসছে কাঁধে, 'তোমার নাম কী?'

'আরমিনা, আমরা বন্ধুরা এখানে একটা ওয়েব শোয়ের ভিডিয়ো করতে এসেছিলাম। আর তখন...' কথা হারিয়ে ফেলেছে যেন মেয়েটা, একটু আগের সেই ভয় আবার জেঁকে ধরেছে তাকে। 'অ্যালিক্সি আর ওল্যাগকে পেয়েছ তুমি?'

'না।' বুঝতে পারল কুইন ওই মৃতদেহটা এই দুজনের মধ্যে যেকোনোও একজনের, কিন্তু মেয়েটাকে বলল না এসব কিছু। 'কতক্ষণ ধরে লুকিয়ে আছো এখানে?'

'জানি না, কয়েক ঘণ্টা হবে হয়তো। অনেক অন্ধকার এখানে, খুব ভয় লাগছিল।' হাত ভাজ করল আরমিনা নিজেকে আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে, যেন সব ভয় দূর করে দিতে চাইছে।

মেয়েটার কাঁপতে থাকা হাত নজরে পড়ল ওর, বুঝতে পারল কঠিন কোনো প্রশ্ন করার আগে ভয়টুকু কাটাতে হবে।

'তুমি একটা ওয়েব শোয়ের কথা বলছিলে?' জিজ্ঞাসা করল কুইন, মেয়েটাকে সুস্থির করতে চাইছে।

মাথা নেড়ে নাক ঝাড়ল আরমিনা, 'এটাই আমাদের প্রথম পুরো একটা এপিসোড। আমরা ভূত খুঁজতে এসেছিলাম, বাস্তবে ভেবেছিলাম হয়তো গাছের নড়তে থাকা ছায়া বা বাতাসের ফলে সৃষ্ট আওয়াজ রেকর্ড করব। কিন্তু...কিন্তু...ভাবিনি...এমন কিছু...'

'আগে থেকে কারোই জানা সম্ভব ছিল না।' অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল ও, আবার ভয় পেয়ে গেলে মেয়েটাকে নিয়ে বিপদে পড়তে হতে পারে। 'তোমার বয়স কতো, আরমিনা?'

'ষোলো।'

'ছেলে দুটোর?'

'সতেরো, দুজনেরই।'

পরিচিত এক দৃষ্টি দেখতে পেল ও মেয়েটার চোখে, 'এত রাতে তুমি বাইরে ছিলে কেন?'

BanglaBook.org

'আমি তো তোমাকে বলেছিই।' রেগে উঠছে মেয়েটা। 'আমরা নেশা করতে বের হইনি।'

হাত তুলে থামাল ও। 'আমি সেটা জানতে চাইনি।'

বিভ্রান্ত মনে হলো আরমিনাকে।

'কেন এসেছ এখানে? যাদও তুমি জানো না এখানে কী আছে...তবুও প্রিপইয়াট নিরাপদ জায়গা না। শুধুমাত্র খারাপ লোক না, এখানে ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয়তাও আছে।'

'সেসব জায়গায় বিপদজনক চিহ্ন দেওয়া।'

'হাসপাতালে পালিয়ে আসার সময় কি চিহ্ন খুঁজে খুঁজে এসেছ?'

হাত নিচু করল আরমিনা, যুক্তি বুঝতে পেরেছে। 'না।'

ঠিক এই সময় পায়ের আওয়াজ শোনা গেল আবার, সাথে সাথে ওরা দুজন চুপ হয়ে গেল। পায়ের আওয়াজ পুরোপুরি মিলিয়ে যাওয়ার আগ-পর্যন্ত নীরবতা বজায় রাখল ওরা। 'কার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়েছ?'

'আমার বাবা।' স্বীকার করল আরমিনা। 'মা চলে গেছে অন্য এক লোকের সাথে, আমার কোনো খোঁজ নেয় না। কিন্তু আমি ওকে দোষ দেই না, কারণ আমার বাবা বেশ...রগচটা। একবার মাকে মারতে মারতে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। আমি বাড়িতে খুব একটা যাই না। যদিও যাই চেষ্টা করি বাবা ঘুমানোর পর যেতে এবং ঘুম থেকে জেগে উঠার আগেই চলে আসতে। বাবাও এটাই পছন্দ করে।' দম নিল সে। 'এজন্যই ওয়েব শো করে বেড়াই। ক্যামেরায় পৃথিবীটা দেখতে পুরোপুরি অন্যরকম লাগে, সম্ভাবনাময় জীবন দেখতে পাই আমি ক্যামেরার লেন্সে।'

আরমিনার জীবনের কাহিনির সাথে মিল আছে কুইনের, ওর শৈশবও খুব একটা সুখে কাটেনি। নিজের ইচ্ছাতেই কঠিন করে গড়ে তুলেছে নিজেকে, যদিও সঠিক লোকটাকে খুঁজে পেয়েছে ও। আরমিনা অন্য রাস্তা খুঁজে নিয়েছে, মেয়েটার সৃজনশীলতা মুগ্ধ করেছে ওকে। যেখানে কুইন আর্মিতে যোগ দিয়েছে ওর অতীত থেকে বাঁচতে, সেখানে আরমিনা ক্যামেরার চোখে জীবন দেখা শুরু করেছে।

মেয়েটার এই দুর্দশার লজ্জার ব্যাপার, বেঁচে থাকলে অবশ্যই এর একটা বিহিত করবে ও। মেয়েটাকে ভালোবাসাময় একটা পরিবার দিবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। পায়ের আওয়াজ আর ফিরে আসেনি, আর ওর মিশনটাও শেষ করতে হবে।

'দুঃখিত, কিন্তু আমার জানা প্রয়োজন।' বলল কুইন, 'ওটাকে দেখেছিলে তুমি?' কথায় জোর দিল ও। 'কোনো ধারণা আছে কী হতে পারে প্রাণীটা?'

চোখে চোখ রাখল আরমিনা, মাথা নাড়লো। নিচু হয়ে মেঝে থেকে কিছু একটা তুলে নিল সে। কুইন তাকিয়ে দেখল মেয়েটার হাতে একটা ভিডিয়ো ক্যামেরা ধরা।

ক্যামেরা ঘুরিয়ে প্লেব্যাক মোডে নিল সে, আলোজ্জ্বল দুই তরুণের চেহারা ভেসে উঠেছে ওখানে। ডানপাশের ছেলেটার নাম ওল্যাগ, এই ছেলেটাকেই রাস্তার ধারে মৃত খুঁজে পেয়েছিল ও।

BanglaBook.org

'আমাকে দাও।' হাত থেকে ক্যামেরা নিয়ে ভিডিয়োচিত্র সামনে টেনে দিল আরমিনা। ওল্যাগের চেহারা ভেসে উঠল পর্দায়, অন্ধকারে কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে সে। পূর্ণিমার আলোতে গাঢ় এক অবয়ব ফুটে উঠছে তার পিছনে, আরমিনা ভিডিয়ো চিত্র থামিয়ে দিল।

চেহারায় বিস্ময়ভাব গোপন করল কুইন, সত্যি বলতে এই পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা ওকে বিস্মিত করতে পারে। যেমনটা ভেবেছিল ও, প্রাণীটা মানুষের মতোই। চেহারাটা অন্ধকারে ঢাকা, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে মানুষের মতো মুখমণ্ডল। এক হাত উঁচু করে রেখেছে জন্তুটা, চাঁদের আলোয় চকচক করছে ক্ষুদ্র নখর। এই প্রথম এমন কিছু দেখছে না ও, এর আগেও অদ্ভুত অনেক জীবেরই মুখোমুখি হতে হয়েছে ওকে।

'অবরোট!' প্রায় শোনাই যায় না এমন ফিসফিস স্বরে বলল আরমিনা।

'কী?' মাথা ঝাঁকাল কুইন।

'তোমরা হয়তো একে *মায়ানেকড়ে* নামে ডাক।'

BanglaBook.org

পাঁচ

'মায়ানেকড়ে!' জোর দিয়ে বলল কুইন, কিংবদন্তির মায়ানেকড়ে কথা শুনেও ঘাবড়াল না ও। অন্য কেউ হয়তো বিশ্বাসই করত না, কিন্তু আরমিনার কথায় বিশ্বাস রাখল ও। অন্তত চেস টিমের সদস্যরা যে সব জিনিসের মোকাবিলা করে থাকে, তার সামনে এই প্রাণীর অস্তিত্ব বিশ্বাস করা কোনো ব্যাপারই না। 'ঠিক আছে, অবশ্য আমার কাছে রুপার বুলেট নেই। তবে প্রাণীটাকে আটকানোর কিছু উপায় আমার জানা আছে।' সময় স্বল্পতার কারণে অল্প কিছু অস্ত্র সরবরাহ করতে পেরেছেন ডিপ ব্লু। কিন্তু ব্যাগে যেসব হাতিয়ার আছে তা দিয়ে গোটাকয়েক চমক দেখান কঠিন হবে না। 'ঠিক আছে আরমিনা, চলো বের হই এখান থেকে।

মিশন সম্পর্কে যদিও খুব বেশি কিছু বলেননি ডিপ ব্লু। তবুও এটুকু পরিষ্কার যে কুইনের অস্তিত্ব ফাঁস হোক, তা তিনি চান না। তাই যা করার গোপনেই করতে হবে ওকে, এখন আবার সাথে আরমিনাও আছে। নিজের পাশাপাশি মেয়েটার নিরাপত্তার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। মেয়েটার অবস্থা ওল্যাগের মতো হোক, তা কখনোই মেনে নিতে পারবে না ও।

মেয়েটাকে তার ক্যামেরা ফেরত দিয়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। প্রথম তলাতে উঠেই হাতের ফ্ল্যাশলাইট বন্ধ করে দিল কুইন, অপেক্ষা করছে চাঁদের আলোয় চোখ সয়ে আসার জন্য। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ভাবল ও, বলবে কী ডিপ ব্লুকে? প্রিপইয়াটে ম্যানিফোল্ড মায়ানেকড়ে তৈরি করছে? নিজের চোখেই তো দেখেছে ও, কিন্তু ম্যানিফোল্ডের সাথে মায়ানেকড়ের সংশ্লিষ্টতার সূত্র খুঁজে বের করতে হবে। তাছাড়াও ম্যানিফোল্ডের ঘাঁটিটা খুঁজে বের করা এখন খুব জরুরি। কারণ এসব তথ্য ছাড়া এখানে আক্রমণ করে সুবিধা করতে পারবে না। প্রমাণ ছাড়া রাশিয়া কখনোই তাদের নাকের ডগায় অন্য দেশের হস্তক্ষেপ মেনে নিবে না। তাই কাজগুলো ওকেই শেষ করতে হবে।

'আরমিনা, তোমার জন্য নিরাপদ একটা লুকানোর জায়গা খুঁজে বের করতে হবে।'

ভ্রুকুটি করল সে, বাঁধা দিতে চাইল। কুইন মেয়েটার ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে বলল। 'আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে রেখে যাব না আমি। আমাকে কিছু কাজ করতে হবে, সূর্যাস্তের আগেই কাজগুলো শেষ হওয়া চাই। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করছি, তোমাকে সাথে না নিয়ে যাব না আমি এখান থেকে।'

'আমাকে একা ফেলে যেয়ো না, প্লিজ। আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারব।' কথাগুলো সাহস করেই বলেছে আরমিনা, কিন্তু কণ্ঠে ভয় চাপা থাকেনি।

BanglaBook.org

'আমার তা মনে হয় না। যাই হোক তোমাকে ব্যাখ্যা করার মতো সময় আমার হাতে নেই। কাজগুলো বেশ বিপজ্জনক এবং আমার বিশ্বাস, এখানে আরো কিছু মানুষ আছে যারা ওই মায়ানেকড়েগুলোর মতোই ভয়ঙ্কর।'

'কাদের কথা বলছো তুমি? কোথায় তারা? আমরা তো আর কাউকে দেখিনি এখানে, শুধু...'

'শুধু কী?' হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল কুইনের, যদি আরমিনা কোনো সূত্র দিতে পারে ম্যানিফোল্ডের ব্যাপারে, তবে পুরো কাজটাই সহজ হয়ে যাবে।

'তুমি কিছু দেখেছ?'

'ওল্যাগকে অবরোট হামলা করার আগের মুহূর্তের কথা ভাবছি আমি।' চেহারা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করল মেয়েটার। 'অ্যালিক্সিকে আক্রমণ করা হয়নি, সে উধাও হয়ে গিয়েছিল। মনে হলো কেউ যেন তাকে ধরে নিয়ে গেছে। তোমার বলা লোকগুলো হতে পারে?'

'জানি না।' বলল কুইন। 'ভিডিয়োটা আবার দেখাও, যেখানে অদৃশ্য হয়ে যায় অ্যালিক্সি।' সহমত পোষণ করল আরমিনা, হাতে ক্যামেরা তুলে নিল, ভিডিয়ো চিত্র টেনে নিয়ে গেল নির্দিষ্ট সময়ে। দেখা গেল, চোখের সামনে থেকেই বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে অ্যালিক্সি।

'আবার দেখি।' বলল কুইন। 'গতি কমান যাবে?'

মাথা নেড়ে স্লো-মোশনে ভিডিয়ো চালু করল সে।

'থামাও।'

নির্দিষ্ট জায়গায় থামাল আরমিনা।

'এখন জুম করো অ্যালিক্সির ওপর।'

তাই করল সে, ক্যামেরার পর্দায় বড় হয়ে উঠল অ্যালিক্সির অবয়ব। ভালোমতো লক্ষ করতেই সাদা দস্তানা পরা একটা হাতকে দেখা গেল অ্যালিক্সিকে জাপটে ধরেছে।

'ঠিকই বলেছিলাম আমি, কেউ একজন অ্যালিক্সিকে তুলে নিয়ে গেছে।' ভয়ার্ত স্বরে বলল আরমিনা।

'এসব কেন হচ্ছে, তা বুঝতে পারছি না। কিন্তু ঘটনার তদন্ত তো করতেই হবে। অ্যামিউজমেন্ট পার্কের আশপাশেই ঘটেছে আসল ঘটনা।' থমকে গেল কুইন, কিছু একটা চোখ এড়িয়ে গেছে ওর। নজর ছিল ওর অ্যালিক্সি আর ওল্যাগের দিকে, তাই এই সহজ ব্যাপারটা এতক্ষণ চোখে পড়েনি।

'কী হয়েছে?' চারপাশে নজর বোলাল আরমিনা, ভেবেছে বিপদের আশঙ্কা করছে হয়তো ও।

'কিছু না, আরেকবার দেখি ভিডিয়োটা।' এইবার লক্ষ করল, পিছনে ফেরিস হুইলটা ঘুরছে ধীরে ধীরে। 'তোমরা যখন ছিলে ওখানে, তখনও কী ফেরিস হুইলটা ঘুরছিল?'

'হ্যাঁ, তুমি ওই অংশটুকু দেখনি। কিন্তু প্রথমে এখানে আসতেই আমরা ওটাকে ঘুরতে দেখতে পাই। আরো ভালোভাবে দেখার জন্য কাছে যাচ্ছিলাম

BanglaBook.org

আমরা। আর...' পরিতাপের সাথে কথাগুলো বলছে আরমিনা, '...তখনই হামলা হলো। আমরা জানতাম এই শহর ভুতুড়ে শহর, কিন্তু আমি কখনো বিশ্বাস করিনি। কিন্তু যেই শহরে নিজে নিজে চালু হয় ফেরিস হুইল, রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় অবরোট, সেই শহর ভুতুড়ে না হয়েই যায় না।'

'আমার মনে হয় না এই শহরে ভূত আছে।' মুখ বিকৃত করল ও। ওর ধারণাই সঠিক, ম্যানিফোল্ড কোথাও নিজেদের ঘাঁটি গেড়েছে, খুব সম্ভবত ওই অ্যামিউজমেন্ট পার্কের কোথাও। নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে চালু করে নিয়েছে ফেরিস হুইল, কৌতূহলী মানুষ আশপাশে এলেই চালু করে দেয় ওটা। ব্যস, ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় মানুষ, গুজব ছড়ায় ভূত আছে বলে। পরিত্যক্ত শহর বলে ভুতুড়ে অ্যামিউজমেন্ট পার্কের খেতাব জুটতে দেরি হয় না, সাধারণ মানুষ এড়িয়ে চলে এই স্থান। যতদূর বিশ্বাস ওর, এই অবরোট বা মায়ানেকড়ে যাই বলা হোক না কেন, এটা ম্যানিফোল্ডেরই সৃষ্টি। হয়তো ওদের কোনো উদ্ভট গবেষণার ফল। মেয়েটার কাঁধে হাত রেখে আশ্বাস দিল, 'চলো, লুকানোর জায়গা খুঁজে বের করে কাজে নেমে পড়ি আমরা।'

'না!' যতটা না ভয়ার্ত তার থেকে বেশি একরোখা শোনাল আরমিনার গলা। 'আমি তোমার সাথে নিরাপদ থাকব। তোমার কাছে অস্ত্র আছে। তাছাড়াও আমি তোমাকে দ্রুত পথ দেখিয়ে পার্কে নিয়ে যেতে পারব।'

'কিন্তু ওখানে যাওয়ার পর? তোমাকে নিয়ে কী করব আমি?' মেয়েটাকে সাথে করে নিয়ে যাওয়া পছন্দ হচ্ছে না কুইনের, একটা বাচ্চা মেয়ের কথায় গলে গেল ও! অবশ্য মেয়েটা যদি ওকে দ্রুত অ্যামিউজমেন্ট পার্কে নিয়ে যেতে পারে তবে সময় বাঁচবে।

চোখ-মুখ বিকৃত করে আরমিনা ভাবছে কিছু। 'কাছেই পুরনো ড্রিংক মেশিন আছে একটা, খালি। ওগুলোর কোনটাতেই লুকিয়ে থাকব আমি।' কুইনের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করল সে। 'যদি না নিয়ে যাও তবে কিন্তু তোমার পিছু পিছু ছুটব।'

'চেষ্টা করে দেখো শুধু, বেঁধে সিলিঙে ঝুলিয়ে দিব তোমাকে। মনে থাকবে?'

'চিৎকার করব।' কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল মেয়েটা, চোখে পানি এসে গেছে। 'এমন আওয়াজ করব যাতে অবরোট আমায় খুঁজে পায়। তোমার সাথে যেতে দাও না, এখানে একা থাকতে পারব না আমি।'

কুইনের ইচ্ছে হচ্ছে যেখান থেকে হতচ্ছাড়া মেয়েটাকে পেয়েছিল সেখানেই আবার বেঁধে রেখে আসতে। কিন্তু মায়ানেকড়ে চলে এলে পালাতে পারবে না মেয়েটা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেয়েটাকে একা রেখে যেতে পারবে না ও। আরেকবার তাকাল মেয়েটার মুখের দিকে, তার চোখের দৃষ্টির সাথে অতীতের জেলডার বড্ড মিল, ভীত-সন্ত্রস্ত, বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছা! ভালো ভাবে বেঁচে থাকার জন্যই বর্তমান অবস্থায় এসেছে ও। আরমিনার চোখে-মুখেও একই ধরনের অনুভূতি খেলা করতে দেখছে কুইন।

'ঠিক আছে, তুমি সাথে আসতে পারো। কিন্তু সাবধান, চুপ থাকবে। বুঝেছ?' মাথা নাড়লো আরমিনা, চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আবার তাকাল

BanglaBook.org

কুইন মেয়েটার দিকে। আরমিনার পরনে কালো জিনস আর হলুদ জামা। দূর থেকে সহজেই চোখে পড়ে যাবে জামাটা। নিজের গা থেকে কালো জ্যাকেটটা খুলে দিল মেয়েটাকে। 'পরে ফেলো।'

কুইনের পরনে এখন শুধু কালো গেঞ্জি আর কালো প্যান্ট। উন্মুক্ত হাতে ময়লা লেপটে নিল ও মুখেও কিছুটা লাগিয়ে নিল। এতে অন্ধকারে সহজে দেখা যাবে না ওকে, আরমিনাকেও একই কাজ করতে বলল।

'আমাদের লোমশ বন্ধুটি চলে গেছে বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু কাছাকাছি থাকবে আমার।' বলে দিল কুইন। 'চেষ্টা করবে ছায়ার আড়ালে থাকতে। যদি কিছু বলি তোমাকে, প্রশ্ন না করে সাথে সাথে কথামতো কাজ করবে।'

'ঠিক আছে।' মাথা নেড়ে কুইনের দিকে চিন্তিত নজরে তাকাল সে। 'তুমি আমাকে তোমার নাম বলনি।'

'নামে কী আসে যায়?' আরমিনার চোখে ব্যথাতুর দৃষ্টি দেখে কথা ফিরিয়ে নিল ও। 'জেলডা, তবে কেউ আমাকে এই নামে ডাকে না।' ও জানে, আসল নাম ব্যবহার করা ওর জন্য হুমকি হতে পারে। কিন্তু যেহেতু চেস টিম গোপনে চালায় সব কার্যক্রম, তাই আশা রাখছে এই নাম নিয়ে কেউ খুঁজে পাবে না ওকে।

'তুমি খুব সুন্দরী।' বলল আরমিনা, 'এতক্ষণ অন্ধকারে ছিলাম বলে বুঝতে পারিনি।' কপালে বাঁধা নীল রুমালের দিকে ইশারা করল সে। 'কিন্তু চুল বেঁধে রাখা ঠিক হয়নি।'

কুইন চোখ পাকিয়ে তাকাল মেয়েটার দিকে, সৌন্দর্যের প্রতি কখনোই সচেতন ছিল না ও। মেয়েলি সাজ-সজ্জা খুব একটা পছন্দ নয় ওর, কিন্তু মেয়েটাকে কিছু বলা উচিত।

'জীবনে কখনো অন্যের মতো হতে চাইবে না, বুঝেছ! তুমিও খুব সুন্দরী। একদিন তুমিও এক সুন্দর রমণীতে পরিণত হবে–ঠিক রাজকন্যার মতো।'

'রাজকন্যা!' হাসল আরমিনা। 'ভালো বলেছ, তুমি রানী আর আমি রাজকন্যা। মৃত্যুপুরীর খারাপ জাদুকর আমাকে জোর করে বিয়ে করতে চায়। আমরা এখন এই মৃত্যুপুরী থেকে পালিয়ে যাব।'

হাসল কুইন, রানী হয়ে সে আর কতোটুকুই করতে পারবে!

'চলো রাজকন্যা, পালিয়ে যাই এখান থেকে।'

BanglaBook.org

ছয়

স্যার, স্টেডিয়ামের কাছে নড়াচড়া দেখা গেছে।' অ্যান্ড্রুর নজর মনিটরের পর্দায় নিবদ্ধ। 'দ্রুত নড়ছে কিছু একটা।'

'পালিয়ে যাওয়া মেয়েটা?' দারিয়ুস কাছ থেকে দেখার জন্য পর্দার দিকে ঝুঁকল, নিজের কর্মচারীদের গাফিলতিতে ক্ষিপ্ত। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছে এরা, যদি মেয়েটা কোনমতে লোকালয়ে পৌঁছে যায়...

ভাবতেই পারছে না কী হবে তখন। তবে আশার কথা, এটাই প্রথম ঘটনা নয়, এর আগেও কয়েকবার এমন পরিস্থিতির শিকার হয়েছে ওরা। কিন্তু গোপনীয়তা এখনও বজায় আছে ওদের আস্তানার।

যদি ম্যানিফোল্ডের কারো কানে যায় এ কথা, তবে আর দেখতে হবে না। এমনিতেই দারিয়ুসের ওপর আগে থেকেই ক্ষেপে আছে এরা।

'বোঝা যাচ্ছে না, তবে দুজনের অস্তিত্ব টের পাওয়া গেছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল অ্যান্ড্রু। 'আমাদের আরো ভালো যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো মজবুত করতে হবে। সিকিউরিটি ক্যামেরাও নেই সব জায়গায়। যদি আরো...'

'ম্যানিফোল্ডের যা প্রয়োজন মনে হবে তাই তোমার প্রয়োজনীয়তা।' ধমকে উঠল দারিয়ুস, ঘাবড়ে গেল অ্যান্ড্রু। 'বার বার তোমাকে মনে করে দিতে হবে যে আমরা এখানে লুকিয়ে আছি? ক্যামেরা এবং সেন্সর বেশি লাগালে নিজেদের অস্তিত্বই ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা বাড়বে। নিজেদের লুকিয়ে রাখার স্বার্থেই এসব করছি আমরা। তোমার পদবী অনুযায়ী কাজ করতে যদি না পারো, সেটা আলাদা কথা। তুমি কি তাই বোঝাতে চাইছ?'

'না, স্যার।' লাল হয়ে গেল অ্যান্ড্রুর চেহারা। 'যদি ওরা দুজন রাস্তা ঠিক রেখে এগিয়ে যায় তবে পাঁচ নম্বর ক্যামেরাতে একটু পর দেখা যাবে। দলটাকে পাঠিয়ে দিব?'

'এখন না। এমনিতেই আজ অনেক হয়েছে। চোখ রাখো, দেখো কী করে এরা। যদি অবস্থা বেগতিক দেখো, তাহলে পুলিশের পোশাক পরিয়ে কাউকে পাঠিয়ে দিয়ো। সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্যের অভিযোগে তাড়িয়ে দিবে, অন্য কিছু করার কোনো দরকার নেই।' মুখ বিকৃত করল সে। ছেলেটাকে অপহরণ করা উচিত হয়নি, কিন্তু নতুন সাবজেক্ট খুব দরকার ছিল। ঠিকমতো গবেষণা এগোচ্ছে না, ক্ষমতা কমে যাচ্ছে ওগুলোর। দিন যত যাচ্ছে আরো অমানুষ হয়ে উঠছে ওই সাবজেক্টগুলো।'

BanglaBook.org

'এতক্ষণে ক্যামেরার আশপাশে চলে আসার কথা।' একটু আগের হুমকি-ধামকি ভুলে গেছে অ্যান্ড্রু। বয়স কম ওর, কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট নয় এমন সবকিছুতেই অনীহা। কিন্তু কাজ বোঝে ও, নীতিরও কোন বালাই নেই। কাজের অগ্রগতির জন্য সবকিছু করতে রাজী, আর এজন্যই অ্যান্ড্রুর জায়গা হয়েছে এখানে। 'দুজন মেয়ে। একজনের বয়স কম। আরে! এই মেয়েটাই তো একটু আগে অ্যামিউজমেন্ট পার্কে এসেছিল। যার বন্ধুকে আমরা অপহরণ করলাম।'

'আসল ব্যাপারটাই লক্ষ করোনি তুমি, অ্যান্ড্রু।' ছেলেটা অল্পবয়সী মেয়েটার সম্পর্কে সঠিক তথ্যই দিয়েছে, কিন্তু দারিয়ুসের নজর বয়সী মেয়েটার দিকে। অ্যাথলেটিকদের মতো ভালো স্বাস্থ্য, সোনালি চুল, আকর্ষণীয়-রাতের অন্ধকারে আর কিছু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। মেয়েটার পরনে কালো প্যান্ট, কালো টি-শার্ট, কাঁধে ব্যাগ। কিন্তু এসবকিছু তার দৃষ্টি কেড়ে নেয়নি, মেয়েটার হাতে ধরা অস্ত্রটা চিন্তিত করে তুলছে। 'মেয়েটার হাতে পিস্তল কেন?'

'দুঃখিত, দেখছি কী করা যায়।' ম্যানিফোল্ডের সিকিউরিটি সিস্টেমের সহায়তায় মেয়েটার পরিচয় বের করার চেষ্টা করছে ও। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ফলাফল হাতে পেল দারিয়ুস, স্তব্ধ হয়ে গেল মনিটরের পর্দায় নামটা দেখে।

'জেলডা বেকার, ওরফে কুইন।' পড়ল অ্যান্ড্রু। 'দেখামাত্র খুন করার আদেশ দেয়া আছে। ম্যানিফোল্ড যেহেতু এই মেয়েটার ব্যাপারে জানে, এর মানে সে বিশেষ কেউ। কিন্তু এখানে বিস্তারিত তথ্য আসেনি, কেন? গুরুত্বহীন কারো পরিচয় তো এখানে থাকে না।'

'হ্যাঁ, সে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার ব্যাপারে তথ্যগুলো দেখার অনুমতি আমাদের নেই। মন খারাপ করো না, হয়তো একদিন সেই অনুমতি পেতেও পারি।'

'তাহলে, এখন কী করব?' আগের মতো উৎসাহ নেই অ্যান্ড্রুর কণ্ঠে, বরং কিছুটা কঠোর শোনাচ্ছে।

'লেখাটা তো দেখেছ কী আছে? দলটাকে পাঠিয়ে দাও, যত্ন নিক ওদের।'

হেসে উঠল অ্যান্ড্রু, ইন্টারকমে দেখামাত্রই খুন করার নির্দেশ দিল।

দারিয়ুস অফিসে ফিরে এল, অ্যান্ড্রুর থেকে ক্ষমতা বেশি তার; যদিও একটা সময় আরো বেশি ছিল। জেলডা বেকারের সম্পর্কে শুনেছে সে, মেয়েটা বেশ দক্ষ এজেন্ট। কুইনকে খুন করতে পারলে রিচার্ড রিডলির চোখে ভালো হতে পারবে সে, যদি আবার চোখের সামনে যেতে পারে আরকি! শেষ বলেছিল তাকে গবেষণা চালিয়ে যেতে, কিন্তু নিজেদের যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখতে। এখন ফোন দিয়ে যদি গবেষণার সফলতা নাও পায়, তবুও জেলডার মৃত্যুতে খুশি হবে ও। কথাগুলো ভেবে একা একাই হাসতে লাগল দারিয়ুস।

BanglaBook.org

সাত

স্টেডিয়ামের পাশের একটা ঝোপ নড়ে উঠল, প্রথমেই আক্রমণে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কুইন। আরমিনার কাঁধ ধরে মাটিতে টেনে ফেলল ও। সামনে কালাশনিকভ একে-৪৭ হাতে এক লোক ঝোপের পিছনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে, পরনে কালো পোশাক। কুইন সহজেই লোকটাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে পারে সামনে, কিন্তু আরমিনাকে নিয়েই যত ঝামেলা। এছাড়াও, মনে হয় না লোকটা একাই বের হয়েছে, নিঃশ্চুপ সমাধান বের করতে হবে একটা।

আরমিনাকে স্থির হয়ে থাকতে বলল ও। মাথা নাড়লো মেয়েটা, চোখে ভয়। হাতে কা-বার নিয়ে এগিয়ে গেল কুইন।

নিঃশব্দে চলার প্রশিক্ষণ আছে ওর, পাতার খসখস আওয়াজ বাতাসে চাপা পড়ে গেছে। লোকটাকে ঘিরে একটা চক্কর কাটল, ভয় পাচ্ছিল না জানি আরমিনাকে দেখে ফেলে। শত্রুর কাছাকাছি পৌঁছাতেই হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল ওর, শত্রুর সামনে যেতে দশ ফুট খোলা জায়গা পার হতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় এই দূরত্বটুকু পার হওয়া। দূর থেকে মার্ক-২৩-এর একটা বুলেটই পারে শত্রুর ভবলীলা সাঙ্গ করতে, কিন্তু গুলির আওয়াজে ম্যানিফোল্ড সতর্ক হয়ে উঠবে। এছাড়াও কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর চাই ওর। পায়ের গোড়ালির ওপর ভর দিল, একটুকরো মেঘ ঢেকে দিল চাঁদ। এই অপেক্ষাতেই ছিল ও, দৌড়ে পার হলো খোলা অংশটুকু। জোরাল লাথি খাওয়ার আগ পর্যন্ত কিছুই টের পেল না সৈনিক, হতভম্ব হয়ে গেল যখন কুইন চড়াও হলো তার উপর। হাতের কা-বার গলায় ধরে রেখেছে কুইন, অন্য হাতে মুখ চেপে রেখেছে যাতে চিৎকার করতে না পারে।

'ম্যানিফোল্ড জেনেটিক্সের জন্য কাজ করো?' ফিসফিস করে বলল ও। জবাবে মাথা নাড়লো শত্রু, চোখটা ঘোলাটে। 'মানুষের ওপর গবেষণা করা হচ্ছে?' শ্রাগ করল লোকটা। আরেকটু শক্ত করে অস্ত্র চেপে ধরল ও।

আতঙ্ক আর ভয় কেটে গেল লোকটার, কুইনের দৈহিক অবয়ব দেখে অবজ্ঞা করছে। ভাবছে হয়তো, এই মেয়েটার কাছে হার মেনে যাবে! এবং জীবনের সব থেকে বড় ভুলটা করল লোকটা ওকে দুর্বল ভেবে।

'তোমার বেঁচে থাকা নির্ভর করছে এর ওপর। বলো, ম্যানিফোল্ড কী করছে এখানে।' বরফ শীতল মখমলের মতো শোনাচ্ছে ওর কণ্ঠ। কিন্তু লোকটা বুঝতে পারল না সামনে কী বিপদ অপেক্ষা করছে তার জন্য। চোখের দৃষ্টিতে বিতৃষ্ণা দেখতে পেল সে, বলতে চাইছে না কিছু।

'ঠিক আছে, নিজেই খুঁজে বের করব। তোমার মতো একটা গর্দভ কমলে দুনিয়ার ভারমুক্ত হবে।'

BanglaBook.org

চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার, মাথা নেড়ে সম্মতি দিল তথ্য দেওয়ার জন্য।

'হাত সরাচ্ছি, উত্তর দিবে শুধু। বাড়তি কিছু করতে গেলে ভালো হবে না তোমার জন্য। বুঝেছ?' আবার মাথা নাড়লো লোকটা। হাতটা অল্প একটু উঠাল ও, পাছে আবার মুখ ঢাকতে হয়

'নরকে যা তুই!' বলেই লোকটা ওর হাতের অস্ত্র ধরল বাঁ হাতে এবং ডান হাতে ধরল গলা।

চেস টিমের যেকোনোও সদস্যই জানে, কুইনের কায়া যেমনই হোক না কেন, শরীরে শক্তি ধরে মেয়েটা। লোকটা ওকে দুর্বল শিকার ভেবে বসে আছে। ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিল কুইন, মুখ চেপে ধরল আবার। এইবার আর সুযোগ দিল না, কা-বারে চাপ প্রয়োগ করল।

লোকটা বাঁচার জন্য দুই হাত দিয়ে ধরল ছুরির বাট, কিন্তু কুইনের শক্তির সাথে পেরে উঠল না। লোকটার চোখে-মুখে নিখাদ ভয় ফুটে উঠেছে, বেঁচে থাকার আকুতি জানাচ্ছে নিঃশব্দে। কুইনের চোখের সামনে ভেসে উঠল একের পর এক ম্যানিফোল্ডের কীর্তিকলাপ। লোকটা শয়তানের দোসর, ম্যানিফোল্ডের তৈরি আরেকটা অশুভ মানুষ। রিচার্ড রিডলির ক্ষমতার লোভের কারণে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়েছে এরা সবাই, এদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই।

চাপা গর্জন করে ছুরিটা ঢুকিয়ে দিল আরো গভীরে, উষ্ণ রক্তে ছিটকে এসে লাগল ওর চোখেমুখে। কা-বার সঠিকভাবেই তার কাজ করেছে, দু-ফাঁক করে দিয়েছে শত্রুর গলা।

মাথার পাশ দিয়ে শিষ কেটে গেল কিছু একটা, রাইফেলের গুলির আওয়াজ কানে এল ওর। মাটিতে শুয়ে পড়ল ও, রাইফেলধারীর অবস্থান নিশ্চিত হতে চেষ্টা করছে। লোকটা খুব সম্ভবত আরমিনার পিছনেই কোথাও আছে, মেয়েটা এখনও চেঁচিয়ে উঠেনি। হয়তো মেয়েটা ভালো সাহসী, নয়তো মারা গেছে অথবা ধরা পড়েছে শত্রুর হাতে।

'আরমিনা!' চেঁচিয়ে উঠল কুইন। 'শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?'

'হ্যাঁ।' দূর থেকে গলা শোনা যাচ্ছে মেয়েটার, 'কী হচ্ছে? কোথায় তুমি?'

'জলদি আমার কাছে এসো।' আর কোনো প্রশ্ন না করেই দৌড়ে এদিকে চলে এল আরমিনা, চেহারা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করেছে।

'আমরা ওদিকে যাচ্ছি।' পুরনো স্টেডিয়ামের দিকে আঙুল তুলল ও, নিচু হয়ে দৌড় দিল দুজন সেদিকে। স্টেডিয়ামের ভেতরে ঘন জঙ্গল হয়ে আছে, এখানে সেখানে বড় বড় গাছ-ঝোপঝাড়। বিশ্বাসই হয় না যে এটা একসময় স্টেডিয়াম ছিল, তবে ওদের জন্য ভালো হয়েছে। নয়তো এতক্ষণে বুলেটের সহজ শিকারে পরিণত হতো।

হঠাৎ সামনে একটুকরো ফাঁকা জায়গা পড়ল; একসময় এটা ট্র্যাক ছিল, অ্যাথলেটদের দৌড়াবার জন্য। তাই গাছপালা বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি এখানে। চারপাশে নজর বুলাল কুইন, কোনো বিপদ দেখতে পেল না। একহাতে ধরল আরমিনার হাত, বড় করে দম নিয়ে দিল ঝেড়ে দৌড়। গন্তব্যের কাছাকাছি

BanglaBook.org

পৌঁছুতেই পেছন থেকে গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল। মুহুর্মুহু গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা হচ্ছে স্টেডিয়ামের মাটির দেয়াল। বুলেটের আঘাতে দেয়ালের চলটা উঠে ছিটকে লাগল ওর মুখে, নিচু দেয়ালটার পিছনে আড়াল নিল ওরা, গ্যালারিতে পৌঁছে গেছে। এতদিন পরও গ্যালারির জিনিসপত্র নষ্ট হয়নি কোনটাই, কাঠের চেয়ারের রং উঠে গেলেও কাঠগুলো আগের মতোই আছে। চেয়ারগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন যেকোনো মুহূর্তে দর্শকরা চলে আসবে এখানে, খেলা দেখার জন্য দখল করবে সিট।

আর এই শহরটাকেই সবাই বলে ভূতুড়ে শহর। সত্যিই মনে হয় অতীত সময়ে আটকে আছে শহরটা।

'বের হওয়ার রাস্তাটা দেখছ?' মাথা তুলে গ্যালারিতে বের হওয়ার রাস্তাটা নির্দেশ করল কুইন, মাথা নাড়লো আরমিনা। 'আমি গুলি করা শুরু করলেই দৌড়ে যাবে ওখানে, নিরাপদ জায়গা দেখে লুকাবে। আমি তোমাকে খুঁজে নেব।'

কুইন জানে, শত্রুরা চোখ রাখবে যেখানে শেষ ওদের দেখা গিয়েছিল। তাই চল্লিশ ফুট সরে এল দেয়ালের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে। মাথা তুলল ও, শিকার খুঁজছে।

কালো পোশাক পরিহিত এক লোক রাইফেল হাতে পার হচ্ছে ট্র্যাক। কুইন অস্ত্র তাক করল তাকে লক্ষ করে, টিপে দিল ট্রিগার। দুই রাউন্ড অগ্নিবর্ষণে পড়ে গেল লোকটা, কিন্তু সাথে সাথে কাঁধের বা পাশ থেকে প্রত্যুত্তর এল। দেয়ালের আড়ালে চলে গেল ও, অনুমানে আক্রমণকারীর অবস্থান লক্ষ করে গুলি ছুড়ল। আশা করছে আরমিনা সরে যেতে সক্ষম হয়েছে, তাকিয়ে আরমিনাকে না দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হলো। কিন্তু ম্যানিফোল্ডের এক সৈনিকের চোখে পড়ে গেছে মেয়েটা, এক পশলা গুলি ছুড়ল সে ওদিকে। এতদূর থেকে গুলি লাগান সম্ভব না, তাই কুইন পাল্টা আক্রমণ করল না। তবে, লোকটার অবস্থান মাথায় গেঁথে রাখল ও।

শত্রু ভেবেছে কুইনও হয়তো ওই একই দিকে পালাবে, ভুল করেছে সে। দেয়াল আর বসার চেয়ারগুলোর আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে কুইন, চেষ্টা করছে আওয়াজ যথাসম্ভব কম করতে। শত্রুর অবস্থানের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ও। যা করার দ্রুত করতে হবে, লোকটার ঘটে যদি সামান্য বুদ্ধিও থাকে তবে বুঝে নিবে যে কিছু একটা গড়বড় আছে।

উঁকি দিতেই লোকটাকে দেখতে পেল, গাছের আড়াল থেকে কুইন শেষ যেখানে দাঁড়িয়ে গুলি করেছিল সেদিকে তাকিয়ে আছে। হাতে কংক্রিটের একটা ভাঙা টুকরো তুলে নিল ও, ছুঁড়ে দিল স্টেডিয়ামের দিকে। পাথরে লেগে ঠকঠক আওয়াজ হলো, যেন কেউ পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে আওয়াজ করে ফেলেছে।

অন্ধকারে গুলি ছুড়ল লোকটা, নিশানা ঠিক করার চেষ্টাও করেনি। বুলেট লেগে ছিন্নভিন্ন হলো কাঠের কয়েকটা চেয়ার। গুলির আওয়াজে চাপা পড়ে গেল ওর পায়ের আওয়াজ, দৌড়ে শত্রুর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। হাতের ছুরি দিয়ে গলা

BanglaBook.org

দু-ফাঁক করে দিতে দেরি হলো না। কিন্তু বিজয়-সুখ স্থায়ী হলো না বেশিক্ষণ, কয়েক জোড়া পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। দেরি না করে মৃত যোদ্ধার কালাশনিকভ একে-৪৭ তুলে নিল হাতে, ছুট লাগাল ফিরতি পথের উদ্দেশে।

কুইন গ্যালারির হলওয়ে পেরুতেই আরমিনা ডাক দিল. 'জেলডা. আমি এখানে!'

'নাম ধরে ডেকো না।' বলল ও, আরমিনা দৌড়ে এসেছে ওর কাছেই। 'আমি একই সাথে তোমার দেখভাল এবং আমার কাজ করতে পারব না। তুমি ভেতরে লুকাও, আমি দেখছি ওদেরকে আমার পিছনে টেনে নেওয়া যায় কিনা।'

'কিন্তু এখানে অনেক অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না।'

'সেটা তো আরো ভালো, তোমাকেও কেউ দেখতে পাবে না।' আরমিনার ঠোঁট কাঁপছে, না যেন কেঁদে দেয়! 'শান্ত হও। চলো, আমি যাচ্ছি তোমার সাথে।'

মেয়েটাকে সাথে নিয়ে হলওয়ে ধরে ছুটে চলল কুইন, ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় বিশ ফুট সামনে ধাতব দরজা দেখতে পাচ্ছে। দরজা পেরিয়ে লকার রুমে চলে এল ওরা, রুমের মাঝখানে লম্বা বেঞ্চ ফেলা। লকার আছে দেয়াল জুড়ে, অনায়াসে একজন মানুষ এঁটে যাবে। একদম রুমের শেষে শাওয়ার রুমের দরজা।

পিছনে পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, কথার শব্দ আসছে কানে। এরা কি চুপচাপ কাজ করতে পারে না? হয়তো সংখ্যায় বেশি এবং পুরুষত্বের জাহির করতেই এসব নিয়ে ভাবছে না। হাতে নষ্ট করার মতো সময় নেই একদমই।

'একটা লকারে ঢুকে পড়ো, আমি না আসা পর্যন্ত কোনো আওয়াজ করবে না।' সবচেয়ে কাছের লকারে ঢুকিয়ে দিল মেয়েটাকে, দরজা বন্ধ করে দিল সাথে সাথেই। ধাতব দরজার দিকে ছুটে গেল, তাকিয়ে দেখল পাঁচজন সৈনিকের দল আসছে এদিকে। কাঁধের ব্যাগ হাতে নিয়ে নিয়েছে আগেই, ব্যাগ থেকে একটা এফ-১ ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড তুলে নিল। গ্রেনেডটা *লিমোনকা* বা *ছোট লেবু* নামে পরিচিত। লোকগুলোকে আরেকবার দেখে নিল ও, পিন খুলে ছুঁড়ে দিল গ্রেনেড। সাথে সাথেই ফিরে এল লকার রুমে, দোয়া করছে যাতে অন্ধকারে কোনো কিছুতে ধাক্কা না খায়। এফ-১ এ সাড়ে চার মিনিটের ফিউজ লাগানো, লোকগুলো কিছু বুঝে ওঠার আগেই মরবে বিস্ফোরণের আঘাতে।

প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার যোগাড়, লাফ দিয়ে কুইন শাওয়ার রুমে ঢুকে গেল। হাতের অস্ত্র তৈরি রেখেছে, একসাথে সবাইকে মারা সম্ভব না, ভালো করেই জানে। গুলির আওয়াজ ওর ধারণার সত্যতা প্রমাণ করল যেন। অন্ধের মতো গুলি করছে লোকটা, খটখট আওয়াজে বুলেট এসে লাগল শাওয়ারের দরজায়। ফিরতি গুলি ছুঁড়ল কুইন, জানে ওর অবস্থান ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। চাইছেও তাই, আরমিনাকে পাশ কাটিয়ে ওর কাছে আসার জন্য ঝুঁকিটা নিচ্ছে।

BanglaBook.org

লুকানোর জায়গা খুঁজছে ও, জানে দ্রুত সরে যেতে না পারলে নিজের জীবন বাঁচাতে পারবে না। খালি একটা তোয়ালে এবং এককোণে একটা ঝর্না দেখতে পাচ্ছে। ভিতরে আড়াল নেওয়ার মতো জায়গাই নেই।

হঠাৎ করেই মাথায় ঢুকল ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছে ও! আলো আসছে কোথাও থেকে। গ্রেনেড আর গুলির মাজল-ফ্ল্যাশে সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অন্ধকারে চোখ সয়ে আসছে এখন। রুমের একপাশে একটা ছোট জানালা দেখতে পেল, সেটা দিয়েই চাঁদের আলো প্রবেশ করছে ভেতরে। ছোট জায়গা, তবে বের হতে পারবে। ছুটে গেল জানালার দিকে, কাঁচগুলো সরিয়ে উন্মুক্ত করল। লকার রুমে চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে, যোদ্ধারা পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। চাপা গলায় বলল কুইন, 'আরমিনা, যেখানে আছো সেখানেই থাকো। যতকিছুই হোক আর যাই বলি আমি, কান দিও না। কান বন্ধ করে রাখো।'

'আচ্ছা।' ফিসফিস করে জবাব দিল আরমিনা।

চেঁচিয়ে উঠল কুইন, 'জলদি, জানালা দিয়ে বের হও।' ভাবছে, লোকগুলো ধরে নিবে প্রথমে আরমিনা পালিয়ে গেছে। ওর অবস্থান লক্ষ করে একরাশ গুলি ছুটে এল, কিন্তু ততক্ষণে লাফিয়ে জানালায় উঠে পড়েছে ও। ব্যথায় কাতরে উঠার অভিনয় করল, মুখে বলল, 'সামনে এগোও, আমার গায়ে গুলি লেগেছে।'

জানালা থেকে অন্যপাশে নেমে গেল কুইন, হাতে তুলে নিল আরেকটি গ্রেনেড। অপেক্ষা করছে শাওয়ার রুমে কারো ঢোকার। দৌড়ে কয়েকজন ঢুকল শাওয়ার রুমে, পায়ের আওয়াজ শুনে আঁচ করল ও।

নাহ, ওদের আর শিক্ষা হলো না!

হাতের গ্রেনেডটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিল ভেতরে, বিস্ফোরণ ঘটতেই আর্তনাদ ভেসে এল। আরমিনা যতক্ষণ লকারের ভেতরে আছে ততক্ষণ সে নিরাপদ, কিন্তু মেয়েটার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর।

রাতের আঁধারে ছুটল কুইন।

BanglaBook.org

আট

'সিকিউরিটি ফোর্স থেকে খবর এসেছে?' দারিয়ুসের হাতের তালু ঘামছে, হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে। জেলডা বেকার ওরফে কুইনের ব্যাপারে ঠিকই ভেবেছিল ও, মেয়েটা সাধারণ কেউ নয়। তবে অবাক হওয়ার ব্যাপার এটাই যে, মেয়েটা ওর পুরো দলটাকে নিয়ে আসেনি, এসেছে একা।

'কিছুই না।' রুক্ষ শোনাল অ্যান্ড্রুর গলা, 'শেষ যে রিপোর্ট পেয়েছি, দুজন লোক মারা গেছে আমার। লকার রুমে মেয়েটাকে আটকে ফেলতে সক্ষম হয়েছে ওরা, কিন্তু এরপর আর কোনো সংবাদ পাইনি।'

'তাহলে ধরে নিতে হবে, সিকিউরিটি টিমের সবাই শেষ। শীঘ্রই সে আসবে এদিকে, খাঁচায় বন্দী সাবজেক্টগুলোর কাছে যেতে চেষ্টা করবে বেঁচে থাকলে।' টাক মাথায় হাত বোলাচ্ছে দারিয়ুস, পুরাতন ক্ষতটা অনুভব করছে। 'যদি অ্যামিউজমেন্ট পার্কে পৌঁছে যায়...' থামল ও।

হাসি ফুটে উঠেছে অ্যান্ড্রুর মুখে। 'খেলনাগুলো চালু করে দেখার সময় হয়েছে।'

কুইন কংক্রিটের দেয়াল পার হলো, মেয়েটার জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে। ভিতরে আবার প্রবেশ করার আগে দেখে নিতে হবে সবগুলো সৈনিক মারা গেছে কিনা। যদি কেউ বেঁচে থাকে, তবে অবশ্যই ওর পিছনে লাগবে। তবে আরো সতর্ক হতে হবে এখন থেকে। চোখ এবং বন্দুক তাক করে রাখল লকার রুমে ঢোকার দরজার দিকে, মনে মনে গণনা করছে সময়।

এক মিনিট...

দুই মিনিট...

তিন মিনিট...

অনেক অপেক্ষা হয়েছে. একহাত ট্রিগারে রেখে অন্য হাতে দরজা খুলল ও। শেষ গ্রেনেডটার আঘাতে মারা পড়েছে সবাই, একজনও যদি বেঁচে থাকত তবে বের হয়ে আসতো এতক্ষণে। সাথে সাথেই সামনে একটা অবয়ব দেখতে পেল, দ্রুত সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে অস্ত্রের নাগাল থেকে। কিন্তু কুইন লোকটার থেকে দ্রুততর, যোদ্ধার পেটে এক রাউন্ড অগ্নিবর্ষণ করল এক-৪৭। পড়ে গেল লোকটা, রক্তের ধারা ছুটছে পিছনে। হাত থেকে রাইফেল পড়ে গেছে, দুহাতে ক্ষত চেপে ধরেছে। লোকটার চোখে অবাক দৃষ্টি, অতীতের অনেকেরই মতো নিজেকে অমর ভাবতো হয়তো সে। কিন্তু কোনো আবেগ অনুভব করছে না তার জন্য, মার্ক-২৩ তাক করল কুইন ।

BanglaBook.org

মৃত্যুভয় দেখতে পেল লোকটার চোখে, দেঁতো হাসি খেলে গেল ওর মুখে।

'দেরি করে ফেলেছ। মেয়েটা মারা গেছে।' বিদ্বেষ ঝরে পড়ছে প্রতিটি তার কথায়, ঠোঁটের কোনা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ঝুলে আছে।

'মিথ্যা বলছ!' নিজেকে পঙ্গু বলে মনে হচ্ছে ওর।

না, এ সত্যি হতে পারে না!

'জেলডা! তুমি এসেছ?' অনুকরণ করে দেখাল লোকটা। 'গোলাগুলিতে একটা বুলেট এসে লেগেছিল ওর গায়ে। হয়তো তোমার ছুঁড়ে দেওয়া গুলিতেই আঘাত পেয়েছে। কে জানে! আমি তোমার হয়ে তাকে মেরে ফেলেছি, ওর মৃত্যু যন্ত্রণা কমিয়ে দিয়েছি। তোমারও উচিত আমাকে দ্রুত খুন করে এর প্রতিদান দেয়া।'

'মিথ্যুক!' হিসহিস করে উঠল কুইন, ছুরিটা বের করে হাতে নিল। লোকটার অন্তিম সময়টুকু নরক সমতুল্য করে তুলতে চায়।

'আমার কাছে স্যুভেনিরও আছে।' কণ্ঠের স্বর মৃতপ্রায়, নির্জীব; লোকটা বাঁচবে না বেশিক্ষণ। অবসন্ন এক হাতের ডিজিটাল ভিডিয়ো ক্যামেরাটা উঁচু করে তুলে ধরল সে।

সাথে সাথে ক্যামেরাটা চিনতে পারল কুইন।

হিংস্র বাঘিনীর মতো গর্জে উঠল ও, সমস্ত রাগ এবং ব্যর্থতা গর্জে উঠছে ভেতর থেকে। হাতের অস্ত্র বাদ দিয়ে লাথি হাঁকল লোকটার মুখে, দাঁত ভেঙে রক্তাক্ত হলো মুখ। আবার লাথি হাঁকল ও, হাড় ভাঙার আওয়াজে সন্তুষ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত চলল আঘাত। কপাল বরাবর আরো গোটা দুয়েক লাথি হেঁকে শান্ত হলো, ঘাড় ভেঙে গেছে লোকটার।

ছুটে গেল কুইন লকার রুমে, মনে ক্ষীণ আশা হয়তো আরমিনা বেঁচে আছে হয়তো লোকটা ওকে মিথ্যা বলেছে। কিন্তু জানে, ভুল বলছে ওর মন। আরমিনার মৃতদেহের ওপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো পড়তেই আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল, চোখ ঝাপসা দেখছে সবকিছু।

না! কাঁদবে না!

ও একটুও কাঁদবে না, সারাজীবনে অনেক মৃত্যু দেখেছে। প্রতিটা মৃত্যুই তিলে তিলে কষ্ট দিয়েছে ওকে, তাই শক্ত থাকতে শিখেছে ও। আবেগে ভেঙে পড়ার সময় এখন নয়।

হাঁটু গেড়ে আরমিনাকে কাছে টেনে নিল ও, 'তোমাকে রক্ষা করার কথা দিয়েছিলাম।' ফিসফিস করে বলল। 'এর থেকে অনেক ভালো জীবন প্রাপ্য ছিল তোমার।'

নিজের জীবনের অন্ধকার স্মৃতিগুলো মনে পড়ে গেল। মদ্যপ বাবা, অসময়ে মায়ের মৃত্যু এবং নিজের উদ্ভট ভাবনা আর একঘরে জীবনযাপন। দুঃখ-দুর্দশায় অন্ধকার পথে পা বাড়ানোর আগেই খুঁজে পেল নিজের লক্ষ। কারো জীবন এমন হওয়া উচিত নয়। বাচ্চাদের এই বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুরতা থেকে দূরে রাখা উচিত। আরমিনা খুবই অল্পবয়সী একটা মেয়ে, নিষ্পাপ একজন কিশোরী মাত্র।

BanglaBook.org

মেয়েটার কপালে চুমু খেল ও, শুইয়ে দিল মেঝেতে। ডিপ ব্লুকে বলে নিশ্চিত করবে আরমিনার দেহ যেন তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়, আর ওল্যাগের দেহটাও। এখন, কিছু কাজ জমেছে হাতে। আলো জ্বেলে শেষবারের মতো দেখল আরমিনাকে ম্যানিফোল্ডের উদ্ভট কাজের আরো এক নিষ্পাপ বলি। রাগ রূপান্তরিত হয়েছে বন্য ক্রোধে, প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে জায়গা করে নিয়েছে। মৃত লোকটার কাছে ফিরে এসে দক্ষ হাতে তল্লাশি চালাল। লোকটার কাছে ওর প্রয়োজন লাগতে পারে এমন কিছু নেই, এমনকি কালাশনিকভ রাইফেলটাও খালি। ছুরি বা হ্যান্ডগান নেই সাথে। উঠে যাওয়ার আগমুহূর্তে দেখতে পেল ছোট একটা হেডসেট, কানে দেওয়ার পর প্রথমে কিছু শুনতে পেল না। হঠাৎ কেউ কথা বলে উঠল।

'সুইপার স্কোয়াড, ডু ইউ কপি? কেউ শুনতে পাচ্ছ?'

'শুনছি আমি।' গর্জে উঠল কুইন, প্রতিটি শব্দে ঘৃণা বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।

'কে বলছে?' অবাক হওয়া কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

মাথায় বাঁধা রুমাল খুলে ফেলল ও, ঘষে তুলে ফেলল কপালের মেকআপ। কপালে ফুটে উঠেছে রক্তবর্ণের খুলির প্রতীক, ওর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। ডেথ ভলান্টিয়ার্সের মৃত্যুদূতের প্রতীক ও।

'মৃত্যুদূত।' বলল কুইন। 'আসছি আমি।'

BanglaBook.org

নয়

কুইন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, সতর্ক থেকেই বা কী লাভ! ম্যানিফোল্ড জানে ও এখানে চলে এসেছে, হয়তো প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রতিরোধের। সদলবলে অপেক্ষা করছে ওকে হত্যা করার জন্য, আবেগের বশে সরাসরি হুমকি দেওয়া ঠিক হয়নি। কিন্তু রক্ত চাই ওর, তাজা রক্ত।

ডিপ ব্লু অবশ্য খেপে যাবেন ওর ওপর, কিন্তু এখন আর মিশনটা শুধু তথ্য সংগ্রহে সীমাবদ্ধ নেই।

রাতের আকাশে ফেরিস হুইলের বিশাল অবয়বটা নজরে পড়ল, চাঁদের আলোয় ছায়ার মতো চোখের সামনে ভেসে আছে অ্যামিউজমেন্ট পার্ক। চারপাশে সবকিছু মৃত্যুর মতোই নিঃশ্চুপ।

'কোথায় তুমি?' ফিসফিস করে বলল সে, আশা করছে অ্যামিউজমেন্ট পার্ক সম্পর্কে ওর ধারণা সত্য। এবং ম্যানিফোল্ডের আস্তানা আছে ওখানেই কোথাও। ভগ্নপ্রায় বুথের পাশ দিয়ে ছুটে চলছে, জানালার কাঁচ সব ভেঙে চৌচির হয়ে আছে। দেয়াল চিত্রকর হলুদ একজোড়া চোখ এঁকেছে বুথের গায়ে, দেখতে অশুভ লাগে। প্রিপইয়াটের ফান ফেয়ার উদ্বোধনের একদিন আগেই চেরনোবিলের দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল, তাই আর চালু হয়নি এই অ্যামিউজমেন্ট পার্ক। অবাক হয়ে ভাবছে ও, বাচ্চারা কতো আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল এই পার্কের উদ্বোধনের জন্য। হয়তো সবাই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল এই বুথ থেকে টিকেট কিনবে, ঘুরে বেড়াবে এই পার্কের পুরোটা জুড়ে। কিন্তু বাচ্চাগুলোও এই পৃথিবীর নিষ্ঠুরতার শিকার, যেমনটা শিকার হয়েছে নিষ্পাপ আরমিনা। মৃত্যুর ভাবনা হয়তো এখনও পরিষ্কারই হয়নি ওদের কাছে, কিন্তু তবুও মরতে হয়েছে ওদের। মনের মধ্যে খচখচানিটা এখনও কমেনি, কেমন করে এত দুর্বল হয়ে পড়ল সে! কেমন করে স্বল্প সময়ে পরিচিত এই মেয়েটি এত দ্রুত কুইনের হৃদয়ে স্থান করে নিল!

হয়তো রুকের প্রতি থাকা দুশ্চিন্তাই এর জন্য দায়ী।

রুক।

না, এখন রুককে নিয়ে ভাববার সময় নয়। নিজের কাজে মনোযোগী হলে মৃত্যুও ঘটতে পারে ওর।

জান্তব এক গর্জন বাঁচিয়ে দিল ওকে।

ওটাকে ছুটে আসতে দেখেনি কুইন, কিন্তু জন্তুটার ক্রুদ্ধ গর্জন সতর্ক করে দিয়েছে তাকে। ঝাঁপ দিল মায়ানেকড়ে, সরে গেল সে একপাশে। মায়ানেকড়ে থমকে দাঁড়াল, ঘুরে আবার হামলা চালাল। এক হাতে জন্তুটার ঘাড় ধরল সে। শক্তি খাটিয়ে নিচে পড়ে থাকা ধারাল এক কাঁচের টুকরোর ওপর নামিয়ে আনল

BanglaBook.org

ওটার গলা। রক্তে ভিজে গেল হাত, নিষ্ফল আক্রোশে কয়েকবার থাবা চালাল জন্তুটা ওর উদ্দেশে। কিন্তু দুর্বল থাবা ওকে স্পর্শও করল না; ছটফট করতে করতে মারা গেল মায়ানেকড়ে। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল ওইখানেই।

পা দিয়ে ঠেলে উপুড় করল ওটাকে, গায়ের ক্ষতচিহ্ন দেখে বুঝতে বাকি রইল না যে এটাই সেই আক্রমণকারী জন্তুটা। এজন্যই এত সহজে মোকাবিলা করতে পেরেছে ও, আহত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তবুও ওকে খুন করার জিঘাংসা দমন করতে পারেনি প্রাণীটা। কাছ থেকে জন্তুটাকে পরীক্ষা করার সময় নেই ওর হাতে, কিন্তু এক নজর দেখেই বুঝল প্রাণীটা একদম মানুষের মতোই। শক্তিশালী একটা পুরুষের দেহ ওটা; তবে মুখ, গলা আর হাত অস্বাভাবিক ঘন লোমে আবৃত। ঠিক পশুদের পশমের মতো নয়, মানুষের চুলের মতো। এবং লোকটার হাতের নখ বেশ মোটা এবং লম্বা। এছাড়া একজন সাধারণ মানুষের সাথে আর কোনো পার্থক্য নেই।

'কাহিনি কী?' ফিসফিস করে বলল। 'এই কাজে নিযুক্ত হয়েছিলে নাকি ম্যানিফোল্ডের শিকারে পরিণত হয়েছ? তোমার মতো আর কেউ আছে?'

মৃত মায়ানেকড়ের কাছ থেকে একটা প্রশ্নেরও জবাব পেল না কুইন।

তবে, মনে মনে প্রার্থনা করছে এরকম আর কেউ না থাকুক। নয়তো একা ওর পক্ষে লড়াই চালিয়ে যাওয়া বেশ কঠিন হবে।

অ্যামিউজমেন্ট পার্কের দিকে নজর বুলাল, সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছে ঠিক কোথা থেকে শুরু করবে। বায়ে ভগ্নপ্রায় বোট-সুইং রাইড, যে জাহাজের ওপর লোক বসে সেটা পড়ে আছে একপাশে। এর থেকে একটু সামনেই বাম্পার-কার রাইড। পুরনো রাস্তায় ঘাস গজিয়ে গেছে। ভাঙাচোরা কয়েকটা বাম্পার কার একপাশে পড়ে আছে, বাকিগুলো আছে ঠিক জায়গাতেই। দেখে মনে হচ্ছে অপেক্ষা করছে আরোহীদের জন্য। ছাদ উধাও হয়ে গেছে রাইডের, ধাতব কাঠামোটা অবশিষ্ট আছে শুধু।

রাস্তার মাঝখানে একটা ট্র্যাপডোর দেখতে পেল কুইন, ম্যানিফোল্ডের আস্তানার রাস্তা হওয়া অসম্ভব নয়। ট্র্যাপডোর লক্ষ করে ছুটল ও, লাফ দিয়ে পার হলো স্টিলের রেলিং। তিন পা সামনে এগুতেই পিছন থেকে একটা বাম্পার কার চালু হয়ে গেল, সরাসরি ছুটে এল ওকে লক্ষ করে। আওয়াজ শুনে সরে গেল ও, কিন্তু ধাক্কাটা পুরোপুরি এড়াতে পারল না। গাড়ির ধাক্কায় টালমাটাল হয়ে গেল, সোজা হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই অন্য একটা গাড়ি ছুটে এল আবার ওকে লক্ষ করে। লাফ দিল কুইন, গাড়ির ছাদ পেরিয়ে অন্যপাশে গিয়ে পড়ল। মুখের ভেতর নোনা রক্তের স্বাদ টের পাচ্ছে, জিহ্বা কেটে গেছে।

যাহ! গাড়িগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে কে?

দুটো গাড়ি ঘুরে এগিয়ে এল আবার ওর দিকে, এবড়োথেবড়ো রাস্তায় ঝাঁকি খাচ্ছে বারবার। ঝেড়ে দৌড় দিল ও, দূরত্ব বাড়াচ্ছে গাড়িগুলো থেকে। তৃতীয় একটা গাড়ি পাশ থেকে ছুটে এল, আরেকটু হলেই ওর ওপর উঠে যেত। কিন্তু

BanglaBook.org

তৈরি ছিল, তাই একদম শেষ মুহূর্তে লাফ দিল। পেছনে গাড়ি তিনটার মুখোমুখি সংঘর্ষের আওয়াজ কানে আসতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

দৌড়ে ট্র্যাপডোরের কাছে পৌঁছুল, জোর খাটিয়ে খোলার চেষ্টা করছে দরজাটা। চারপাশে সতর্ক নজর রাখছে বাম্পার কারের আক্রমণ থেকে বাঁচতে। ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে ট্র্যাপডোরের ভেতরে দেখল, সাধারণ একটা যন্ত্রপাতির রুম, ভেতর দিয়ে অন্য কোথাও যাওয়ার রাস্তা নেই। সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিল এটাকে।

হাতে সময় নেই, আবার একটা বাম্পার কার ছুটে আসছে ওকে লক্ষ করে। দেরি করল না, সোজা ছুটল গাড়ি লক্ষ করে। গাড়ির হুডে উঠে পড়ল লাফ দিয়ে, আরেকটা লাফ দিয়ে অন্যপাশে নেমে এল নিরাপদেই। অবশ্য কাঁধের ব্যাগের জন্য কিছুটা সমস্যা হচ্ছে।

'চমৎকার!' একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রথমে ভাবল কানের হেডফোন থেকে আসছে, কিন্তু একটুপর টের পেল আওয়াজটা আসছে রাইডের স্পিকার থেকে। যার সাথে এর আগে কথা বলেছিল সে, এই লোকটা সে নয়। কণ্ঠস্বর আলাদা এই লোকের, আগেরজনের চেয়ে গাঢ়। 'এখানে তোমার আসা উচিত হয়নি, কুইন।'

আলো জ্বলে উঠল চারপাশে, অন্তত তাই মনে হলো। কিন্তু ঠিকমতো লক্ষ করতেই দেখতে পেল চার কোনায় চারটা আলো জ্বলেছে শুধু। অন্ধকারে এতক্ষণ থাকার পর হঠাৎ আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে উঠল ওর, চোখ সয়ে আসতেই রেলিং লক্ষ্য করে ছুটে গেল। এইবার আর শেষ রক্ষা হলো না, বাম্পার কার আঘাত করল ওকে। মুখ থুবড়ে গাড়ির উপর পড়ে গেল, ব্যথায় চোখেমুখে অন্ধকার দেখছে। গাড়িটা হেঁচড়ে নিয়ে চলছে ওকে, দাঁতে দাঁত চেপে গাড়ির উপরে নিজেকে টেনে তুলল, গাড়ির ভেতরে ঢোকার ইচ্ছা। কিন্তু ডানে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল গাড়ি, ছিটকে মেঝেতে পড়ল ও।

'তোমার কোনো ধারণাই নেই যে কী আছে এখানে। থাকলে একা আসার সাহস করতে না কখনো।'

নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াল কুইন, চারপাশে গাড়িগুলো ঘিরে ধরেছে। পুরো শরীরের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায় তীব্র ব্যথা টের পাচ্ছে ও। যদি চেস টিমের বাকিরা শুনে যে, বাম্পার কার চড়াও হয়েছিল ওর উপর! ইজ্জত আর থাকবে না।

কয়েকটা গাড়ি একযোগে ছুটে এল আবার, লাফ দিয়ে একটার ওপর চড়ে বসল সে। পিছনে কয়েকটা গাড়ির সংঘর্ষের আওয়াজ কানে এল। যে গাড়িটার ওপর চড়ে বসেছে সেটা সাথে সাথে পিছনের দিকে ছুটতে লাগল, ভারসাম্য রক্ষা করতে বেশ বেগ পেতে হলো তার। ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে আসতেই ছাদ লক্ষ্য করে লাফ দিল। ধীরে ধীরে যেন উপরের দিকে উঠছে, মাথার ওপর দেখা যাচ্ছে নগ্ন ধাতব কাঠামো। হাত বাড়িয়ে সেই কাঠামো ধরে ফেলল, তীক্ষ্ণ ধাতুতে কেটে

BanglaBook.org

গেল হাত। সামনের দিকে দোল খেয়ে পাশের বার লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল, বানরের মতো ধরে ফেলল বার, দোল খেতে লাগল।

ঠিক তখনই নিভে গেল আলো, পুরো জগত অন্ধকার হয়ে এল কুইনের চোখের সামনে। এক হাতে একটা বার ধরতে পেরেছে সে, অন্য হাতে বাতাসে খামচে ধরার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বহু কষ্টে অন্য হাতেও বারটা ধরতে সমর্থ হলো সে, সুস্থির হতেই নিচে গাড়িগুলো চলার আওয়াজ শুনতে পেল।

বাচ্চাদের সামান্য খেলনা কেমন করে ক্ষুধার্ত হাঙরে পরিণত হলো?

'আমি জানি না, কেন তুমি রিচার্ড রিডলির কুনজরে আছ! তোমাকে আরো বুদ্ধিমান ভেবেছিলাম।' কণ্ঠটা আবার বলল। 'জানো না, বাম্পার কারের উপরের ধাতব কাঠামো ধরতে নেই?'

কথাটার অর্থ সাথে সাথে ধরে ফেলল কুইন, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। বিদ্যুতের ঝটকায় কেঁপে উঠল ও, হাত আটকে রাখতে পারল না আর। পড়ে গেল মেঝেতে, হাত-পায়ে খিচ ধরে গেছে। একটা মানুষকে মারার জন্য ভোল্টেজটা যথেষ্ট নয়, কিন্তু একজনকে সাময়িকভাবে পঙ্গু বানাতে যথেষ্ট। এই বিপর্যয়ের মধ্যেও জেনারেল ট্রাংগের দেওয়া বৈদ্যুতিক শকের কথা মনে পড়ে গেল ওর। ভেতরে ক্রোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল।

গাড়িগুলো আবার ফিরে আসছে, চারপাশ থেকে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ও। রাতের আঁধারে চোখ সয়ে আসতেই পাশের রেলিঙের দিকে গেল চোখ। আর মাত্র দশ ফিট দূরত্বে মুক্তি! কেবল মনোবলের জোরে পাশের একটা ভাঙা গাড়িতে উঠে বসল ও, তীব্র গতিতে দুটো গাড়ি এসে আঘাত করল ওর গাড়িকে। কয়েক ফিট ঠেলে নিয়ে চলল রেলিঙের দিকে, মনে মনে ঝাঁপ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ও। কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছুতেই গর্তে পড়ে উল্টে গেল ওর গাড়ি, ছিটকে গিয়ে রেলিংয়ে পড়ল ও। অতি কষ্টে হাত বাড়িয়ে রেলিং পার হয়ে এসে নামল অন্য পাশে, ঠিক সেই মুহূর্তে রেলিং এসে ধাক্কা খেল কয়েকটা বাম্পার কার।

বড় বড় দম নিচ্ছে কুইন, কণ্ঠের আওয়াজ ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছে কিন্তু লোকটা চুপ করে রইল।

'আর কিছু বলার নেই?' চেঁচিয়ে উঠল কুইন। জানে না লোকটা শুনতে পাবে কি না, কিন্তু যদি পায় সেজন্যই বলা।

উঠে দাঁড়াল সে, দেহের প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিৎকার করে ব্যাথা জানাচ্ছে। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হাত নিশপিশ করছে ওর।

BanglaBook.org

দশ

এরা জানে তুমি এখানে, খেলছে তোমাকে নিয়ে। এখানে নিরাপদ নয়, ম্যানিফোল্ডের অস্তিত্ব খুঁজে বের করেছ তুমি। যথেষ্ট করেছ, মানুষের উপর যে অদ্ভুত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে সেটাও বের করেছ। এখন বেঁচে থাকতে থাকতে বের হও এখান থেকে, ডিপ ব্লুকে জানাও সব, বাকিটা তিনিই সামলে নেবেন। তখন তুমি রুককে খুঁজতে যেতে পারবে।

মাথার মধ্যে কথাগুলো বলছে কেউ, কুইন জানে কথাগুলো ওর শোনা উচিত। কিন্তু বিদ্রোহ করে উঠছে মন।

আস্তানার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সে, নয়তো বাম্পার কারের মৃত্যুফাঁদে পড়তে হতো না। কিন্তু আর কাউকে পাঠাল না কেন ওকে খুন করতে? হয়তো এদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করতে সক্ষম হয়েছে কুইন। মনের ভেতর চেঁচিয়ে উঠছে একটা কণ্ঠ, প্রতিশোধ চাই। এই কণ্ঠটার কথাই শুনবে সে এখন।

চারপাশে তাকাল, ম্যানিফোল্ডের আস্তানায় যাওয়ার সম্ভাব্য রাস্তা খুঁজছে। চোখ গিয়ে পড়ল সুইং রাইডের ওপর, রাইডটা মাটি থেকে বেশ উঁচুতে। বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই মনে হচ্ছে। কাছাকাছি পৌঁছাতেই আরেকটি ট্র্যাপডোর দেখতে পেল, আগেরটা থেকে আকারে বড় এটা। অনেকটা সেলারের দরজার মতো। নিচে নেমে গেছে পথ, অবশ্যই দেখতে হবে এটা।

আরো একবার রাইডটার দিকে নজর বুলিয়ে নিল সে, বিপদের চিহ্ন খুঁজছে। বিপদের আভাস না পেয়ে নিচের ফাঁকা জায়গা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল, চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সামনের সবকিছু। দরজার হাতল ধরে জোরে টান দিল, কিন্তু একচুল নড়ল না সেটা। আবার চেষ্টা করল, এইবারও নাড়াতে পারল না। কিছু একটা তো অবশ্যই আছে অন্যপাশে, নয়তো খুলছে না কেন এই দরজা!

দরজাটা উড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে।

কিন্তু সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করার আগেই নতুন একটা ঝামেলার সৃষ্টি হলো। চাপা আওয়াজ করে ছয় ইঞ্চি পরপর কয়েকটা স্টেইনলেস স্টিলের বার বেরিয়ে এল মেঝে ফুরে, ঘিরে ধরল পুরো কাঠামোটা। ফাঁদের ভেতর বন্দি হয়ে গেল সে।

ব্যাপার না, গ্রেনেড ফেলে এক দৌড়ে স্টিলের বেড়া বেয়ে অনায়াসে অন্যপাশে নেমে যেতে পারবে ও। আবার দরজা ভেঙে যাওয়ার পর একই রাস্তায় ফিরেও আসতে পারবে। ঠিক তখনই তাকে অবাক করে দিয়ে নড়ে উঠল পুরো কাঠামো, ঘুরতে শুরু করেছে সুইং রাইড। তাও আবার স্বাভাবিকের চেয়ে

BanglaBook.org

বেশি গতিতে, পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠছে কুইনের। লাফিয়ে সেফটি রেলিংয়ে উঠে পড়ল ও, দৌড়ে নামল ডেকের অন্য পাশে।

পুরো কাঠামোটাই ওপর-নিচে আন্দোলিত হচ্ছে, আর একদম নিচে দুটো ধারাল ব্লেড সামনে-পিছে আগুপিছু করছে।

'বেশ নাটকীয় হয়ে গেছে জানি আমি।' পুরো ডেক গমগম করে উঠল লোকটার কথায়। 'কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ, বুদ্ধিগুলো কাজে লেগেছে।' ডেকের ছুরিগুলো থেমে গেল। 'এভাবে এইখানে তোমার মতো যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করা মানায় না, মোকাবিলা করো এবং বেঁচে থাকো আরেকটি যুদ্ধের জন্য।'

'জাহান্নামে যাও তুমি।' গর্জে উঠল কুইন, দরজার ওপাশে কী আছে তা দেখার জন্য বদ্ধপরিকর হলো আরো।

লোকটার দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল, ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন সরে যাচ্ছে দরজাটা চোখের সামনে থেকে। জান্তব গর্জন শুনতে পেল ও, বুঝতে পারল এগিয়ে আসছে মায়ানেকড়ে ওকে শিকার করতে। সেফটি রেলিঙের পাশ থেকে নিচে তাকাল, তীক্ষ্ণ স্পাইকগুলোর আসা যাওয়ার নিয়মটা ধরতে চেষ্টা করছে। নিরাপদ জায়গা থেকে লাফ দিল, হাতে পিস্তল নিয়ে চলছে ডেকের মাঝ দিয়ে। কয়েক পা এগুতেই প্রথম মায়ানেকড়েটার দেখা পেল। রেলিংয়ে উঠে বসল জন্তুটা, বাতাস শুঁকছে, ঠিক ঝাপ দেওয়ার আগের মুহূর্তে কপাল লক্ষ করে গুলি করল কুইন। কপালে ফুটো নিয়ে পিছনে পড়ে গেল মায়ানেকড়ে। আশা করছে দলের অন্য সদস্যদের ওপর পড়েছে ওটা। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে সাথে সাথে আরো দুটো মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, একটা ছুটে এল ওকে লক্ষ্য করে। কোনো সুযোগ দিল না ও, গুলি করে সরে পড়ল একপাশে। মারা গেল আরো একটা, কিন্তু অন্যটা ঝাঁপ দিল ওর দিকে। পায়ে গুলি করল মেয়েটা, উড়ে গিয়ে ধারাল স্পাইকের ওপর পড়ল ওটা। সাথে সাথে দুই পায়ের মাঝ দিয়ে চলে গেল স্পাইক, ত্রাহি চিৎকারে কেঁপে উঠল রাতের আকাশ। নেকড়ের মেরুদণ্ড বরাবর লম্বালম্বিভাবে কেটে যাচ্ছে ধারাল চাকতির আঘাতে, জন্তুটাকে মেরে ফেলে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার মতো যথেষ্ট সময় বা বুলেট কোনটাই নেই এখন ওর। কারণ তৃতীয় আরেকটা মায়ানেকড়ে হামলা করেছে ওকে, ডেকের অন্যপাশে চলে এসেছে প্রায়।

প্রথম গুলিটা জন্তুর কাঁধে লাগল, কিন্তু থামল না ওটা। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া মৃত মায়ানেকড়েটার উপর দিয়ে বিপদজনক স্পাইকটা পার হলো সে, ডেকের মাঝামাঝি চলে এসেছে। ট্র্যাপডোরের ভেতরে যাওয়া উচিত ওর, যদি দরজা দিয়ে মায়ানেকড়ের আস্তানায় পৌঁছে যায় তাও ক্ষতি কী। উপরেও সুবিধাজনক অবস্থানে নেই ও।

অন্য একটি মায়ানেকড়ে তেড়ে এল ওর দিকে, স্পাইকে লেগে কেটে গেল পা। কিন্তু কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই জন্তুটার, কিন্তু গতি কমে গেছে শুধু। গুলি করল কুইন, ফুটো করে দিল ওটার মাথা।

BanglaBook.org

ভেতরের রেলিঙের কাছাকাছি চলে এসেছে কুইন, কিন্তু মাটিতে ঝাঁপ দেওয়ার আগে দেখল আরো কয়েকটা মায়ানেকড়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

সামনে রাস্তা বন্ধ, কোথাও যাওয়ার উপায় নেই।

হাতের মার্ক-২৩ হোলস্টারে ভরল সে. লাফ দিল একটা বার লক্ষ করে। মূল কাঠামোর লোহার বারটা ধরে ফেলল দুহাতে, কষ্ট হচ্ছে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে। নড়ছে কাঠামোটা, অতিকষ্টে নিজেকে টিকিয়ে রাখল কুইন। নিচ থেকে আরেকটা জন্তু থাবা চালাল ওর পা লক্ষ করে, লাথি দিয়ে সরাল ওটাকে।

রাইডের সাথে সাথে উপরে উঠে গেছে কুইন, রাইডের কিনারার দিকে চলল সে। নিজের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করতে করতে উঠে বসল, যত এগুচ্ছে কিনারের দিকে তত বেশি দুলছে এটা।

যে লোক চালাচ্ছে এই অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, মনে মনে তাকে অভিসম্পাত দিল কুইন। শক্ত করে ধরে রাখল লোহার বার, দুলুনি বেড়ে গেছে আরো। ওর পিছনে অনুসরণ করা এক অবরোট তাল ঠিক রাখতে না পেরে পড়ে গেল নিচে। সোজা পড়ল ধারাল স্পাইকের ওপর, দেহটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল চোখের পলকে। সতর্কতার সাথে কাঠামো বেয়ে উপরে উঠতে থাকল সে, নয়তো নিজের অবস্থাটাও ওই মায়ানেকড়ের মতোই হবে।

রাইডের কাঠামোর একদম চূড়ায় উঠে নিচে তাকাল, নিচের মাটি যেন নড়ছে। এত উপর থেকে ঘাড় না ভেঙে কি পারবে মাটিতে নামতে? আবারও রাইডটা নড়ে উঠল, এইবার একটা ঝাঁকড়া গাছ নজরে পড়ল ওর।

পেয়ে গেছি!

এই গাছের ওপর ঝাঁপ দিতে হবে ওকে, আশা করছে আবার রাইডটা এদিকে ফিরে আসতে আসতে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পারবে। বিপদজনক ভঙ্গিতে ঝুলে আছে ও, পিস্তলটা পর্যন্ত হাতে নেওয়ার সুযোগ নেই।

লোমশ একটা অবয়ব এগিয়ে আসছে ওর দিকে, অমানুষিক শক্তিতে বেয়ে চলছে ধাতব কাঠামোটা। কুইন মাথা ঘুরিয়ে একবার ওটার দিকে এবং আরেকবার গাছটার দিকে তাকাল। মনে হচ্ছে যেন রাইডটা এখন ধীরে ধীরে ঘুরছে, গাছটার দূরত্ব যেন কয়েক মাইল অথচ মায়ানেকড়ে মাত্র কয়েক হাত দূরত্বে।

অবশেষে গাছ চলে এসেছে দৃষ্টিসীমায়।

মায়ানেকড়েটাও চলে এসেছে একদম কাছে।

লাফ দিল কুইন।

গাছের উপর আছড়ে পড়ল ও, একটা ডাল এসে লাগল মুখে। নাক থেকে রক্ত পড়ছে টের পেল, হাত বাড়িয়ে একটা ডাল ধরার চেষ্টা করছে। অবশেষে মাটিতে পড়ার আগেই একটা ডাল ধরতে পারল ও, ধীরে সুস্থে নেমে এল মাটিতে। সারাদেহে তীব্র ব্যথা, নাহলেও কয়েকশো জায়গায় কেটে-ছড়ে গেছে! মায়ানেকড়েটা ওপর থেকে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, ও ফিরে তাকাতেই পিছিয়ে গেল। মনে মনে গাল বকতে বকতে দৌড় দিল কুইন।

BanglaBook.org

ফেরিস হুইলটা নড়ছে এখনও, ঠিক ওর সামনে মাথা তুলে আছে বিশাল অবয়বটা। ছুটে গেল সেদিকে, না জানি আরো কতো চমক আছে ওখানে ওর জন্য। মায়ানেকড়েগুলোও চলে এসেছে, নষ্ট করার মতো সময় নেই হাতে। সবচেয়ে কাছের যাত্রী উঠার বক্সটায় ওঠে বসল সে, হাতে নিল মার্ক-২৩। তেড়ে আসতে থাকা মায়ানেকড়ে লক্ষ্য করে দুটো গুলি ছুড়ল, মাথায় লেগেছে বুলেট।

ফেরিস হুইলের বক্সটা ওপরে উঠছে ধীরে ধীরে, নিচে একসাথে জোট বেঁধেছে তিনটি মায়ানেকড়ে। ঘুরে আবার নিচে নামলে হামলা করবে ওর ওপর, খোলামেলা এই বক্স ওকে নিরাপত্তা দিতে পারবে না। মাটির কাছাকাছি পৌঁছানোর আগেই এই তিনটির একটা হ্যাস্ত-ন্যস্ত করতে হবে ওকে।

একবার ভাবল গ্রেনেড ছুঁড়ে দিবে কিনা, পরক্ষণেই নাকচ করে দিল এই চিন্তা। ফেরিস হুইলটার বয়স হয়েছে, গ্রেনেডের বিস্ফোরণের ধাক্কা যদি না সইতে পারে! নাহ, আগের পদ্ধতিতেই কাজটা শেষ করতে হবে ওকে।

বক্স থেকে ঝুঁকল বাইরের দিকে, হাতের অস্ত্র তাক করল প্রথম অবরোটটাকে লক্ষ করে। আর্তনাদ করে উঠল জন্তুটা, কিন্তু আওয়াজটা পুরোপুরি মানুষের মতোই মনে হলো। গুলি লেগে মুখ থুবড়ে পড়ল মায়ানেকড়ে।

ফেরিস হুইল নামছে নিচের দিকে। কুইন নতুন ম্যাগাজিন ভরল পিস্তলে, একটা অবরোট মাঝের সাপোর্ট বিম ধরে উঠার চেষ্টা করছে। সরাসরি জন্তুর পিঠটা লক্ষ করে গুলি চালাল ও, মৃত মায়ানেকড়ে উপুড় হয়ে পড়ল মাটিতে।

আর মাত্র একটা।

চারপাশে তাকাল কুইন, জন্তুটাকে দেখা যাচ্ছে না। কোথায় গেল ওটা? ফেরিস হুইলের বক্সটা চলে এসেছে মাটির কাছাকাছি। পালিয়ে গেছে মায়ানেকড়ে?

পাশ থেকে কিছু একটা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বক্সের উপর, পড়ে গেল কুইন সিটে। জন্তুটার ভয়াবহ চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে, মনে হচ্ছে যেন হাসছে ওকে দেখে!

গুলি ছুঁড়ল কুইন, প্রথমটা লাগল না গায়ে। দ্বিতীয়টা আঘাত করল বুকে, চোখের সামনে থেকে পালিয়ে গেল ওটা। ফেরিস হুইলের বক্সটা আবার উঠতে শুরু করেছে উপরের দিকে, উঠে দাঁড়াল কুইন। খুঁজছে শেষ শত্রুটাকে, কিন্তু জন্তুটাকে পুরো অ্যামিউজমেন্ট পার্ক জুড়েও আর দেখা যাচ্ছে না।

হয়তো এটা বাকিগুলোর থেকে চালাক, তাই লুকিয়ে পড়েছে। সুযোগ পাওয়া মাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়বে আবার ওর ওপর, বক্সটা একদম ফেরিস হুইলের ওপরে ওঠে গেছে। চাঁদের আলোয় জন্তুটাকে খোঁজার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে কুইন। হঠাৎ করেই ওর পা জাপটে ধরল কেউ, টেনে নিল নিচে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গেল ও, হাতের অস্ত্র পড়ে গেছে।

মায়ানেকড়ে!

ওটা বক্সের একপ্রান্ত ধরে ঝুলে ছিল এতক্ষণ, ভালো হাতটা দিয়ে ধরে রেখেছে ফেরিস হুইলের বক্স এবং আহত হাত দিয়ে ধরেছে ওর পা। মেঝেতে

BanglaBook.org

পড়ে যেতেই হাত চালাল ওটা ওর গলা লক্ষ করে, তীক্ষ্ণ নখর ঝিকমিকিয়ে উঠল চাঁদের আলোয়।

সরে গেল কুইন, কিন্তু পুরোপুরি এড়াতে পারল না। থাবা লেগে বুকের কাছে আঁচড় লেগেছে, উপর্যুপরি লাথি হাঁকল সে মায়ানেকড়ের মুখ ও বুক লক্ষ করে। হিংস্র পশু সরে গেল একপাশে। এখনও ঝুলে আছে এক হাতে, হাতটা লক্ষ করে লাথি চালাল কুইন। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল ওটা, পড়ে যেতে লাগল। কিন্তু পড়ার আগে থাবা চালিয়ে ধরল কুইনের পা, জন্তুটার ওজনে সে-ও পড়ে যেতে লাগল কেবিন থেকে। শেষ মুহূর্তে কেবিনের এককোনা ধরে ঝুলে রইল ও, আর ওর পা ধরে ঝুলে রইল মায়ানেকড়ে। নিজের ওজনের পাশাপাশি জন্তুটার ওজনে মনে হচ্ছে কাঁধ থেকে হাত যেন ছিঁড়ে আসবে। দাতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করল ও। ফেরিস হুইল ধীরে ধীরে নামছে নিচের দিকে। মায়ানেকড়ের চোখে চোখ রাখল, শরীরের সব শক্তি এক করে লাথি হানল ওটার মুখে। হাড় ভাঙার আওয়াজ কানে এল, ব্যথায় গর্জে উঠল প্রাণীটা। ছেড়ে দিল হাত, উঁচু থেকে ভারী দেহটা আছড়ে পড়ল মাটিতে। মাটিতে পড়ে ওভাবেই শুয়ে থাকল কিছুক্ষণ, একটু পর হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল ওটা।

'অবিশ্বাস্য!' বলে উঠল কুইন। ফেরিস হুইলটা আবার মাটির কাছাকাছি নেমে আসতেই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ও। মার্ক-২৩ পিস্তলটা খুঁজল আশপাশে, কিন্তু কোথাও পেল না। মায়ানেকড়েটাকে দেখতে পেল, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পাইরেট রাইডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওটা। সুইং রাইডের দিকে দৃষ্টি ফেরাল কুইন, এখনও ঘুরছে রাইড। চাঁদের আলোয় জ্বলে উঠছে ঝুলে থাকা ব্লেডগুলো। ওখান দিয়ে রাস্তাটা গেছে কিন্তু পৌঁছানোর আগেই কুচিকুচি হয়ে যাবে সে।

আবার তাকাল জন্তুটার দিকে, কোথায় যাচ্ছে ওটা! মনে হচ্ছে অন্যকোনো রাস্তা জানা আছে প্রাণীটার। শেষ আরেকবার খুঁজল পদন্দের অস্ত্রটা, ফেরিস হুইলের ভাঙা সিঁড়ির কাছে খুঁজে পেল অবশেষে। অস্ত্র হাতে চলল ও মায়ানেকড়ের পিছু পিছু।

রাইডের নৌকাগুলোর পাশ দিয়ে হেটে চলেছে মায়ানেকড়ে, ঘাস আর ঝোপের বিশাল এক জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা। কুইন দ্রুত এগিয়ে এসে দেখল, পুরনো একটা ড্রেনের ভেতরে ঢুকেছে মায়ানেকড়ে। বড় করে দম নিয়ে অনুসরণ করল কুইন। মনে আশা, কানাগলিতে বা মৃত্যুফাঁদে আটকা পড়বে না!

BanglaBook.org

এগারো

'কোথায় গেল মেয়েটা?' দারিয়ুস দেখল অ্যান্ড্রু অন্যান্য ক্যামেরাগুলোর ছবি থেকে মেয়েটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। ম্যানিফোল্ডের সামান্য পরিমাণ বাজেটের কারণেই আজ এই দুরবস্থা। ছোট একটা ভুলই পারে এখান থেকে ওকে বিতাড়িত করতে, অবশ্য এখানেও ভালো অবস্থাতে নেই ও। কিন্তু যদি এই প্রজেক্টে সফল হয়, তবে রিডলির সুনজরে আসতে পারবে। যদিও লোকটার কাছ থেকে অনেকদিন ধরেই কোনো বার্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

'শিপ সুইং রাইডের পাশ দিয়ে দৌড়ে গেছে।' অ্যান্ড্রুর কণ্ঠে বিরক্তির ছাপ চাপা থাকল না, এর আগেও এত এত টাকা খরচ করে পার্কটার পিছনে অর্থ ঢালার বিপক্ষে ছিল সে। 'যদি দিক পরিবর্তন না করে থাকে, পাঁচ নং ক্যামেরায় খুব শীঘ্রই দেখতে পাব তাকে।'

'কথায় বড় একটা *যদি* আছে দেখছি। এতক্ষণ সে আমাকে বিস্মিত করেছে। আবার যে করবে না, তা তো মনে হয় না।' কথাটা মেনে নিতে ঘৃণা হচ্ছে ওর, কিন্তু কুইন করিৎকর্মা এবং হিংস্রতার প্রমাণ দিয়েছে। মেয়েটাকে দেখে আবার বিশ্বাস হয় না যে মেয়েটা এত ভালো যোদ্ধা। এই মুখ এবং শরীরের সঙ্গে মডেলিং ভালো মানায়, মিলিটারি নয়।

'হয়তো সে পালিয়ে যেতে চাইছে।' আশা নিয়ে বলল অ্যান্ড্রু।

'সম্ভব,' চিবুকে হাত রাখল দারিয়ুস, খোঁচা খোঁচা দাঁড়িতে হাত বোলাচ্ছে। 'তবে সে না পালালেই খুশি হই আমি।'

'অবশিষ্ট পরীক্ষিত গ্রুপটাকেও ছেড়ে দেওয়া যায়। ছোট দলটাই তো প্রায় শেষই করে দিচ্ছিল ওকে।' পাগলাটে দৃষ্টি দেখা গেল অ্যান্ড্রুর চোখে, 'এমনিতেও ওদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা আর সম্ভব নয়, আমরা সিদ্ধান্তও নিয়ে নিয়েছি ওদের খুন করে ফেলার...'

'না।' হাত নেড়ে বলল দারিয়ুস, নাকচ করে দিচ্ছে অ্যান্ড্রুর প্রস্তাব। 'চিন্তা করে দেখো, যদি কোনটা পৌঁছে যায় লোকালয়ে?'

শ্রাগ করল অ্যান্ড্রু, 'মারা যাবে কয়েকজন, পুলিশ খুঁজে বের করবে ওদের। কয়েকজন বদ্ধ উন্মাদ লোককে আটক করবে, এই তো।'

'শুধুমাত্র কয়েকজন বদ্ধ উন্মাদ? এতই সহজ! সবার মনে প্রশ্ন জাগবে না? যখন সবাই এই কাহিনি বলে বেড়াবে? কিছু সময়ের জন্য হলেও আমাদের কাজ বন্ধ করে দিতে হবে। আইন নাগাল না পেলেও, রিডলি ঠিকই নাগাল পাবে আমাদের। তার হাত থেকে কে বাঁচাবে?'

BanglaBook.org

'দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে, রিডলিকে বোঝানো যাবে।' যদি অ্যান্ড্রু কখনো সরাসরি রিচার্ড রিডলির সাথে কথা বলতো তবে এত সহজে এই কথাটা বলতে পারতো না।

'তুমি এদের বের হতে দিবে না, এটাই শেষ কথা। মেয়েটাকে খুঁজে বের করো শুধু, বাকিটা দেখছি আমি।'

ড্রেনটা খুব সংকীর্ণ, মনে মনে কুইন মোটা না হওয়ার জন্য নিজেকে নিজেই ধন্যবাদ দিল। মায়ানেকড়ের চলার আওয়াজ শুনে অনুসরণ করছে ও, হাতের পিস্তল তাক করে রেখেছে সামনের দিকে। বাতাসে কেমন যেন একটা দুর্গন্ধ, নরম থকথকে কিছুর স্পর্শ পেল ও হাতে। হাত সরিয়ে নিল সাথে সাথে, হামাগুড়ি দিতে গিয়ে হাত পড়েছিল কিছুর ওপর। হাতের ফ্ল্যাশলাইট তাক করল ওদিকে, পচতে থাকা অর্ধগলিত বিচ্ছিন্ন একটা হাত!

বাহ! বেশ ভালো।

কিন্তু এখন জানে ও, ছিঁড়ে নেওয়া হাতটা এখানে কে কীভাবে এনেছে। দেহের বাকি অংশগুলো সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিনা কে জানে!

আরো বিশ ফুট সামনে এগিয়ে গেল ও, হাত পড়ল...ফাঁকা জায়গায়! আলো জ্বালিয়ে দেখল সামনের দুই ফুটের মতো জায়গা খালি। জীর্ণ এয়ার ডাক্টের সাথে ড্রেনটা সংযুক্ত হয়েছে এখানে। অবাক হয়ে ভাবছে, মায়ানেকড়েটাকে কী কেউ ছেড়ে দিয়েছে, নাকি এই রাস্তায় পালিয়ে এসেছে?

এয়ার ডাক্টের ভেতরে প্রবেশ করাটা পছন্দ হচ্ছে না ওর, কিন্তু জন্তুটা পারলে ও পারবে না কেন? কিন্তু ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যায়, যদি গিয়ে *অবরোটদের* খাঁচায় পড়ে! হাতের অস্ত্র শক্ত করে ধরে নেমে পড়ল ভেন্টে, সামনে ফাঁক-ফোকর দিয়ে আলো আসছে। সতর্ক হয়ে সামনে এগুচ্ছে ও, চেষ্টা করছে আওয়াজ না করতে। নিচের এক ফোকর দিয়ে আলো আসছে, উঁকি দিল ওদিকে।

ল্যাব কোট পরিহিত লিকলিকে এক লোক কম্পিউটার মনিটরের সামনে বসে আছে, মনিটরের পর্দার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। বিড়বিড় করে কিছু একটা বলছে সে, কান পাতল কুইন কথাগুলো শোনার জন্য।

'কোথায় সে?'

'এখনও পাওনি?' দৃষ্টির সীমানার বাইরে থেকে বলল কেউ, কণ্ঠস্বরটা চিনতে পেরেছে ও। এই গলাই শুনেছে অ্যামিউজমেন্ট পার্কের রাইডগুলোর আক্রমণে পড়ার সময়।

'না, লুকানোর মতো জায়গার তো অভাব নেই, যে কোথাও লুকাতে পারে। আমি নজর রাখছি।'

'খুঁজে পেলে সাথে সাথে জানাবে আমাকে, শহর থেকে বের হওয়ার আগেই খুন করতে চাই ওকে।'

BanglaBook.org

কম্পিউটারের সামনে ঝুঁকে থাকা লোকটা ঘুরল ওর দিকে, চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। বয়স কম লোকটার, বিশের গোড়ায় হবে হয়তো–সাধারণ কোনো গবেষক। কিন্তু লোকটার চোখ দুটো গাঢ়, অশুভ কিছু একটা আছে ওখানে।

'ইতিমধ্যেই পুরো সিকিউরিটিকে নাকানি-চোবানি খাইয়েছে সে, সাবধানে থেকো।'

দেঁতো হাসি ফুটে উঠল কুইনের চেহারায়, তথ্যটায় আনন্দ পেয়েছে।

'আমার সাথে মোকাবিলা করা এত সহজ হবে না।' কণ্ঠটা আবার শোনা যেতেই ক্রোধ গর্জে উঠল কুইনের ভেতর। ভেন্ট ভেঙে রুমের মাঝে নেমে লোকটার টুঁটি চেপে ধরার অদম্য ইচ্ছাটা অনেক কষ্টে দমন করল ও। এখন সাবধানে পদক্ষেপ ফেলতে হবে, লোকগুলো জানে না ও এখানে। সুতরাং যতদূর সম্ভব সুবিধা নিতে হবে।

লোকটার চলে যাওয়ার আওয়াজ শুনতে পেল ও, যুবক গবেষক ফিরে এসেছে নিজের চেয়ারে। সন্তুষ্ট চিত্তে শাফটের আরো গভীরে রওনা দিল ও, জানে এখানে আর প্রয়োজনীয় কিছু শোনার নেই।

পরের ভেন্টটা হলওয়ের মতো লাগছে। নেমে যাওয়ার জন্য জায়গাটা নিরাপদ কিনা তা নিশ্চিত না হওয়ায় আবার চলতে শুরু করল ও। ভেন্টটা এসে পৌঁছুল ছোট একটা স্টোরেজ রুমে। দেয়ালের শেলফ জুড়ে নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য রাখা। ঢাকনা খুলে রুমের মাঝে লাফিয়ে নামল ও।

সাথে সাথেই খুলে গেল দরজা!

প্রায় টাক মাথার এক লোক এসে ঢুকেছে ঘরে, হাতের ক্লিপবোর্ডের দিকে নজর থাকায় এখনও চোখে পড়েনি ওর উপর। হাতের অস্ত্র তাক করল লোকটার দিকে, অন্য হাতে চেপে ধরল মুখ। চাপা আর্তনাদ করে উঠল সে, হাতের ক্লিপবোর্ড পড়ে গেছে মেঝেতে। চশমার পিছনে চোখ দুটো ভয়ে বড় বড় হয়ে গেছে, ঠিক পেঁচার মতো লাগছে দেখতে।

'তুমি কি ইংরেজিতে কথা বলতে পার?' ফিসফিস করে বলল ও, মাথা নাড়লো লোকটা। 'যদি আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দাও এবং সাহায্যের জন্য অযথা চেঁচামেচির চেষ্টা না করো, তবে তুমি বেঁচে থাকবে। যদি এমন কিছু করো যা আমার পছন্দ না হয়, তাহলে ধীরে ধীরে এবং খুব কষ্ট পেয়ে মারা যাবে। বোঝা গেছে?'

লোকটা মাথা নাড়লো, মুখ থেকে হাত সরাল কুইন, কিন্তু পিস্তল সরাল না কপাল থেকে।

'কথা বলার জন্য কি এই জায়গা নিরাপদ?' ফিসফিস করে বলল ও।

'সম্ভবত,' নম্র কণ্ঠে উত্তর দিল সে, 'আমাদের পরিচালকগণ তাদের অফিসেই থাকেন, এদিকে খুব কম প্রয়োজনেই আসেন। আর সিকিউরিটি... শ্রাগ করল সে, 'আমি তাদের গত কয়েক ঘণ্টায় দেখিনি। তারা সবাই বাইরে কোথাও হবে হয়তো।'

BanglaBook.org

'ওদের নিয়ে ভাবতে হবে না, এই জায়গাটা কি ম্যানিফোল্ড জেনেটিক্স চালায়?'

নামটা শুনেই কেঁপে উঠল লোকটা, 'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কীভাবে জানলে?'

'সেটা না জানলেও চলবে। এখানে আসলে কী ঘটছে, তা বলো।' ট্রিগার চেপে দেয়ার জন্য হাত নিসাপস করছে ওর, ইচ্ছে হচ্ছে সবাইকে দেখা মাত্রই খুন করতে। কিন্তু এখানে লোকগুলো কী করছে সেই সম্পর্কে জানা জরুরী, তাহলে বুঝতে পারবে ম্যানিফোল্ডরা আবার লেগেছে কীসের পিছনে। 'এখানেই তৈরি করা হয়েছে এই অবরোট বা মায়ানেকড়ে বা তারা যাই হোক না কেন?'

লোকটা বলল, 'আমাদের উচিত আমার অফিসে যাওয়া। যদি কেউ শুনে ফেলে কথা তবে সন্দেহ করতে পারে। আমাকে একা একা কথা বলতে শুনে অভ্যস্ত সবাই, তাছাড়া অফিসে সাবজেক্টদের সাথেও কথা বলি আমি। ওখানেই কথা বলা অধিক নিরাপদ।'

'কত দূর?' সন্দেহ করছে কুইন, এর পিছনে অন্য কোনো মতলব নেই তো! কিন্তু লোকটার চোখের দৃষ্টিতে তেমন কিছুর আভাস দেখল না ও। এছাড়াও, সারাজীবন এই স্টোর রুমে থাকাও তো সম্ভব না।

আগে হোক বা পরে, সরে তো যেতেই হবে এখান থেকে।

'কাছেই, একটা ল্যাব কোট পরে নিতে পারো তুমি।' পরিষ্কার ল্যাব কোটের একটা তাক দেখিয়ে দিল সে। 'কেউ দেখলে সন্দেহ করবে না তাহলে, আমার সহকর্মীও আকারে তোমার মতোই। শুধু চুলটা একটু গাঢ়, কেউ ভালোমতো লক্ষ না করলে এই সামান্য পার্থক্য ধরা পড়বে না চোখে।'

'আবার আপনার সহকর্মী চলে আসবে না তো?'

লোকটার চেহারায় কালো মেঘ দেখা দিল, 'না, কখনোই আর সে আমাদের কাছে আসবে না।' কিছু একটা লুকাচ্ছে সে। ওর দিকে ফিরে তাকাল লোকটা, চেহারার দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করল। ভাবল কুইন, হয়তো রক্তবর্ণের খুলিটা চোখে পড়েছে।

'তোমার মুখ ধোয়া উচিত, ময়লা লেগে আছে।'

লোকটার দিকে অস্ত্র তাক করে রেখে জীবাণু-নিরোধক কাপড় দিয়ে দ্রুত মুখ মুছে নিল ও। এইবার খুলিটা নজরে পড়ল তার, চোখ বড় বড় হয়ে গেল। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করল না সে।

'নাম?' জিজ্ঞাসা করল কুইন, ইতিমধ্যেই ল্যাব কোট পরে নিয়েছে। মেডিক্যাল ওয়েস্ট ব্যাগের ভেতরে পুরে নিয়েছে কাঁধের ব্যাগ।

'স্লিফকো।' দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল সে।

'ঠিক আছে স্লিফকো, তুমি আগে যাবে। আমি আমার পেছন পেছন, হাতের পিস্তল তাক করাই থাকবে। চালাকি করার চেষ্টা করলে গুলি চালাতে দ্বিধা করব না।' লম্বা লোকটার দিকে এক পা বাড়াল ও, লোকটা সংকুচিত হয়ে গেল ভয়ে। 'একটা কথা জেনে রাখো, তোমাকে খুন করতে অস্ত্রের প্রয়োজন নেই আমার।'

BanglaBook.org

মাথা নাড়লো স্লিফকো, কপালে ঘাম চিক চিক করছে। 'বুঝেছি।' কম্পিত কণ্ঠে বলল।

হলওয়ে ধরে অল্প একটু হেঁটে গেলেই স্লিফকোর অফিস, পথে কোনো মানুষের দেখা পেল না ওরা। দরজাটা লাগিয়ে শান্ত হলো কুইন. এখানে কিছুটা নিরাপদ। রুমের ভেতর নজর বোলাল ও, একপাশে একটা সুসজ্জিত ডেস্ক। দেয়ালে বেশ কয়েকটা মনিটর লাগানো, প্রতিটা মনিটরে ভিন্ন ভিন্ন খাঁচা দেখা যাচ্ছে। সবগুলোর মধ্যেই মায়ানেকড়ে, দেখার মতো সময় নেই কুইনের হাতে। কিন্তু এক নজর দেখেই জন্তুগুলোর পার্থক্যগুলো চোখে পড়ল ওর। কয়েকটা পুরোপুরি পশু হয়ে গেছে, লম্বা লোম, শক্তিশালী পেশি এদের শরীরে। ওগুলো উন্মাদের মতো লাফালাফি করছে খাঁচার মধ্যে, একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বাকিগুলো মানুষের কাছাকাছি দেখতে, শুধুমাত্র লোমগুলো কিছুটা বড়।

'তোতার মতো বলতে শুরু করো তো দেখি।' পিস্তলের নল দেখিয়ে ইশারা করল স্লিফকোকে। রসিকতা শুনে দ্বিধায় পড়ে গেছে স্লিফকো, বুঝতে পারছে না ঠিক কী জানতে চাইছে ও। 'জায়গাটার ব্যাপারে বলো, কেন এবং কী করা হচ্ছে এখানে।'

গলা খাঁকারি দিয়ে কথা বলা শুরু করল ও, 'আমি প্রিপইয়াট হাসপাতালে কর্মরত ছিলাম দুর্ঘটনার সময়। কাজের মধ্যেই একদিন এক সৈনিক এল আমার কাছে। বলল আমাকে দুর্ঘটনার কথা, একজন ভুক্তভোগীকে চিকিৎসা করাতে এনেছিল। কিন্তু লোকটাকে সরাসরি হাসপাতালে আনেনি। ভেবেছিলাম হয়তো সামান্য কর্মী, তাই ভিতরে আনা হয়নি। কিন্তু না। আমি অদ্ভুত কিছুর সাক্ষী হলাম।' উত্তেজনায় চকচক করছে লোকটার চোখ। 'চেরনোবিল প্ল্যান্টের এক কর্মী তেজস্ক্রিয়তার খুব সন্নিকটে থাকার কারণে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। লোকটা দেখতে ঠিক এখানকার সাবজেক্টগুলোর মতো ছিল।' মনিটরে হিংস্র মায়ানেকড়েগুলোর দিকে আঙুল তুলল সে। 'আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে চমকপ্রদ আবিষ্কার ছিল এটা। এই অবস্থা আমার আগে আর কেউ কখনো দেখেনি।'

'কিন্তু তুমিই কেন?' বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল কুইন, গবেষণায় ব্যবহৃত মানুষগুলোর প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই লোকটার। 'মানে শুধু কি কপাল ভালো নাকি নির্দিষ্ট কারণ আছে?'

'আমার খ্যাতি আমাকে এগিয়ে দিয়েছে। মায়ানেকড়ের কিংবদন্তির প্রতি আমার আগ্রহ ছিল। কয়েক বছর আগেই তেরো শতকের একটা জার্নাল হাতে পাই আমি। ওখানে কুরেক নাম এক লোক মায়ানেকড়ের মতো একটা জন্তু সাক্ষাত পেয়েছিল বলে লেখা আছে, জন্তুটা ওর বন্ধুকে খুন করেছিল। এই অঞ্চলেই ঘটেছিল সেই ঘটনা। এরপর, এই এলাকার বিশেষ পরিবার নিয়ে প্রচলিত গুজবেরও উল্লেখ আছে ওখানে। আমি বিশ্বাস করি, সবগুলো ঘটনার পিছনে কোনো-না-কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছেই। এবং কুরেকের লেখা পড়ে যথেষ্ট প্রভাবিত হই আমি, প্রিপইয়াট আর চেরনোবিলে এজন্য যথেষ্ট অনুসন্ধান

BanglaBook.org

করি আমি। কিন্তু সবাই আমাকে *পাগল নেকড়ে শিকারি* বলে ডাকতে শুরু করে।' মনিটরের দিকে তাকিয়ে স্মৃতি রোমন্থন করল সে। 'যা বলছিলাম, লোকটাকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। প্রয়োজনীয় গবেষণার সুযোগ-সুবিধা না থাকায় সঠিকভাবে জানতে পারলাম না কী হয়েছে, কিন্তু এটা জানতে পারলাম যে মায়ানেকড়ের অস্তিত্ব আছে। অতীতে যেসব কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল সব সত্যি, তবে এর মূল কারণ হচ্ছে জেনিটিক গঠনে পরিবর্তন। সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত তেজস্ক্রিয়তায় এই জেনিটিক গঠন দেওয়া সম্ভব।' মনিটরের পর্দায় এখনও তাকিয়ে আছে সে। 'এইজন্য ওই লোকটা এবং লোকটার পূর্বপুরুষ সম্পর্কে গবেষণা শুরু করলাম আমি। মজার ব্যাপার হলো, এই অঞ্চলের রহস্যময় চরিত্র এরা। পর্যাপ্ত সুযোগ এবং অর্থের জন্য ব্যাহত হচ্ছিল আমার গবেষণা। প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল গবেষণার জন্য।'

'বেশ সমস্যায় পড়তে হয়েছিল তোমাকে এর জন্য, তাই না?' বলল কুইন।

'খুব।' মাথা নাড়লো স্লিফকো। 'সোভিয়েত সরকারের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটা পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম আমি, কিন্তু ব্যর্থ হই। সরকারো উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এই প্রজেক্ট থেকে। অনেক সময় লাগল আমার এমন কাউকে খুঁজে পেতে যে সত্যিই আমার কাজের মূল্য বোঝে।'

'রিচার্ড রিডলি।' তিক্ততার সাথে নামটা উচ্চারণ করল ও। এই অসুস্থ উন্মাদটাই এমন সব উদ্ভট গবেষণায় আগ্রহী হতে পারে।

'একদম ঠিক। আমার ব্যাপারে খুব বেশি আস্থা ছিল না তার, কিন্তু কাজ দেখিয়ে বিশ্বাসটুকু অর্জন করে নিতে পেরেছিলাম। বুঝিয়েছিলাম তাকে যে, এই প্রজেক্টে বিনিয়োগ করলে ভালো লাভ হবে তার। তাই পর্যাপ্ত বাজেট দিয়ে আমাকে চেরনোবিলের ভেতর গোপন ঘাঁটিতে কাজ করার সুযোগ করে দিল। এখানে কেউ আমাদের খুঁজেও পাবে না, আর আমরাও হাতের নাগালেই সাবজেক্ট পেয়ে যাই।'

'চোখের সামনেই লুকিয়ে থাকা।' ভ্রুকুটি করল কুইন, তবে একটা কথায় খটকা লাগছে। 'হাতের নাগালেই সাবজেক্ট মানে?' কণ্ঠে বিদ্বেষ চাঁপা থাকল না ওর, স্লিফকো পিছিয়ে গেল এক পা।

'সাবজেক্ট আলফা, প্রথম রোগীকে এই নামেই ডাকি আমি। এই অঞ্চলেই ওর বাসস্থান, ওর পরিবারের অন্য সদস্যদেরও আমি অধ্যয়ন করেছি। সেখান থেকেই গবেষণার বিরাট সাফল্য অর্জন হয়েছে। যখন জানতে পারলাম ওদের দেহের অভ্যন্তরে কী হচ্ছে, সেই একই পন্থা খাটালাম বাকি টেস্ট সাবজেক্টদের উপর।'

'কী হয়েছিল ওদের? নেকড়েতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল?'

'না, এত রহস্যময় কিছু না।' লোকটা এগিয়ে গেল মনিটরের দিকে, প্রিয় বিষয়ে কথা বলার উৎসাহে ভয় কমে গেছে। 'তুমি নিশ্চয়ই এমন সব ঘটনা শুনেছ যে বিপদে পড়লে অনেকেই অবিশ্বাস্য সব কাণ্ড করে বসে? যেমন–প্রিয়জনকে বাঁচাতে গাড়ি উপরে উঠিয়ে ফেলা।' মাথা নাড়লো কুইন।

BanglaBook.org

'এটা হয় মানুষের গভীর ফাসা'র সংকোচনের জন্য, একটা পাতলা তন্তুময় টিস্যু যা আমাদের দেহের পেশিতন্তুকে সঠিক জায়গায় ধরে রাখে। সাময়িকভাবে এই টিস্যুর কাঠিন্য ওইসব দুরূহ এবং অবিশ্বাস্য কাজ করতে আমাদের সাহায্য করে, আমাদের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।'

'আমি জানি ওসব, বলল কুইন, মেডিক্যাল ওয়েস্ট ব্যাগে রাখা কাঁধব্যাগ থেকে একটা পেনড্রাইভ বের করে নিল। 'বলে যাও, হাতে সময় নেই। এবং তুমি আমাকে বিরক্ত করে তুলছো।' শীতল দৃষ্টি নিক্ষেপ করল লোকটার ওপর। 'তোমার অন্যান্য রোগীদের মতো শ্রোতা নই আমি, আর আমার হস্তক্ষেপও আশা করি তুমি পছন্দ করবে না।'

মার্ক-২৩-এর নলে সেঁটে আছে স্লিফকোর দৃষ্টি, অস্ত্রটা তাক করা আছে ওর পেট বরাবর। 'হ্যাঁ, অবশ্যই।' এক মুহূর্ত সময় লাগল ওর নিজেকে ধাতস্থ করতে। 'কেন এবং কীভাবে এই ফাসা টিস্যু কাজ করে, তা সম্পূর্ণ অজানা। কিন্তু আমাদের সাবজেক্টগুলোর ক্ষেত্রে মাইয়োফাইব্রোব্লাস্টে সরাসরি আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারে।'

'কোনটা?' কম্পিউটারের সামনের চেয়ারে গিয়ে বসল কুইন, তবে নজর এখনও লোকটার দিকে।

'মাইয়োফাইব্রোব্লাস্ট কোষ মসৃণ পেশিকোষের মতো কয়েকটা বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, সংকুচিত হতে পারে। যেমন–ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ, নানান কাজ করে এই কোষগুলো। যোজক কলার জন্য কাঠামো তৈরি করে এই কোষ, কয়েকটি তন্তুর নিঃসরণ ঘটিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেহের কোষ সংরক্ষণ এবং রাসায়নিক পদার্থের নিয়ন্ত্রণ রক্ষার্থে। মূলত দেহের ক্ষত নিরাময় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এটা।'

কুইন পেনড্রাইভটা কম্পিউটারে ঢুকাল। বাম হাতে ধরেছে পিস্তল, ডান হাতে মাউস নিয়ে কাজ করছে। বিশেষভাবে তৈরি পেনড্রাইভ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটারে থাকা সব তথ্য কপি করে নেয় এবং একই সাথে তথ্যগুলো স্যাটেলাইট আপলিঙ্কে পাঠিয়ে দেয়। শক্তিশালী ফায়ারওয়াল বাইপাস করার ক্ষমতা নেই এর, তবে যখন সময় কম তখন বেশ উপকারী।

'কী করছ তুমি?' মুখ বিকৃত করে বলল স্লিফকো।

'আমার ব্যাপারে চিন্তা করো না, কথা বলতে থাকো।' তথ্যগুলো কপি হওয়া শুরু হয়ে গেছে, স্লিফকোর দিকে ফিরে তাকাল কুইন। 'তুমি তো জানো মাইওফাইব্রোব্লাস্ট, মায়ানেকড়ে, মানুষ সাবজেক্টের ওপর অসুস্থ গবেষণা-সব মিলিয়ে বুঝলাম, তোমার বেঁচে থাকা নির্ভর করছে এর ওপর।'

ঢোক গিলল লোকটা, যেন ভয়টুকু গিলে ফেলার চেষ্টা করছে। 'নির্দিষ্ট কিছু অবস্থায়, মাইয়োফাইব্রোব্লাস্টের সংখ্যা বেড়ে যায় সাবজেক্টদের শরীরে, এবং ফাসা'র প্রভাব দীর্ঘায়িত হয়। ফলে সাধারণ মানুষের গতি এবং শক্তি অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায়।' কম্পিউটারের মনিটরে নজর স্লিফকোর। 'সাময়িকভাবে থাকা ওই শক্তি কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে এদের দেহে।'

BanglaBook.org

'পূর্ণিমার চাঁদের সাথে এর সম্পর্ক আছে?'

'অবশ্যই আছে। এই জিনিসটাই এখনও বোধগম্য হয়নি আমাদের। পূর্ণিমার রাতে সাবজেক্টগুলো অতিমাত্রায় শক্তিশালী হয়ে উঠে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে, ফটোবায়োমোডুলেশন বা লেজার থেরাপি ব্যবহার করা হয় ক্ষয় পূরণের জন্য। আমার জানা নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যবহার করে ফাইব্রোব্লাস্টকে মাইয়োফাইব্রোব্লাস্টে রূপান্তরিত করা যায়। সাবজেক্টগুলোর ক্ষেত্রে চাঁদের আলো এমন কিছুই করে, যার কারণে মাইয়োফাইব্রোব্লাস্ট বেড়ে যায় এবং প্রভাব পড়ে ওদের উপর।'

'চাঁদের আলো তো সূর্যের আলোরই প্রতিফলন, যদি চাঁদের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কারণে এমন হতে পারে তবে সূর্যের আলোতে কেন নয়?'

'চাঁদ নিখুঁত প্রতিফলন ঘটাতে পারে না, অসমতল পৃষ্ঠে কিছু আলো শোষণ হয়ে তারতম্য ঘটে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের। ওই নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য তাই শুধুমাত্র চাঁদ থেকেই আসে, সূর্য থেকে নয়।'

'আর গায়ের বড় লোম? এদের কয়েকটাকে সত্যিই মায়ানেকড়ের মতো লাগে দেখতে।' মনিটরের দিকে ইশারা করল কুইন।

'পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে দেহের লোম অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে বলেই ধারণা আমাদের। এই ব্যাপারে এর থেকে বেশি কিছু জানা সম্ভব হয়নি। সীমিত বাজেটের কারণে আমরা শক্তি এবং গতি বৃদ্ধির দিকেই মনোযোগ দিয়েছি শুধু।'

'সবগুলো মানুষই কি সাবজেক্ট আলফার সাথে সংশ্লিষ্ট?' এতক্ষণ মানুষগুলোকে জন্তু ভাবার জন্য আত্মগ্লানি অনুভব করছে কুইন।

'না, ওরা অল্প কয়েকজন আছে। এই লোকগুলোর ওপরেই পরীক্ষা চালিয়ে গবেষণার উপায় বের করেছিলাম আমরা, এমনকি কৃত্রিম আলোর সাহায্যে পরীক্ষাও করেছি।' কুইনের রাগত দৃষ্টির সামনে কাঁচুমাচু হয়ে গেল স্লিফকো। 'বিশ্বাস করো, ওদের কাউকে অপহরণ করে আনা হয়নি। সবাই স্বেচ্ছায় এসেছে এখানে, ভেবেছিল আমরা হয়তো এই রোগ সারানোর কোনো উপায় বের করতে পারব। পরবর্তীতে যখন গবেষণার জন্য আরো নতুন সাবজেক্টদের দরকার হলো তখন বেছে বেছে কয়েদি-খুনি-ধর্ষকদের ধরে আনা হলো। দারিয়ুস, আমাদের ডিরেক্টর, সেই এসব দেখাশোনা করতো।'

'আজ কোনো অল্পবয়সী ছেলেকে আনা হয়েছে? গাঢ় চুল, বয়স সাতেরোর মতো?'

'মনে হয় না, কিন্তু সাবজেক্টগুলো সংগ্রহের সব দায়িত্ব দারিয়ুসের ওপরেই থাকে।'

কথাগুলো পছন্দ হচ্ছে না কুইনের যদিও লোকটা অকপটে সত্য কথাই বলছে। কিন্তু তাই বলে মানুষকে পশুর মতো বানিয়ে ফেলার সে কে?

'মনে হয় না ম্যানিফোল্ড মায়ানেকড়ের জন্ম করছে এসব, নিশ্চয়ই তুমি অতি-শক্তিশালী যোদ্ধা দেওয়ার কথা দিয়েছ।'

BanglaBook.org

'শেষের দিকে চলে এসেছি প্রায়।' বলল সে। 'সাবজেক্টগুলো রূপান্তরের সময় স্বাভাবিক বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে, পুরোপুরি হিংস্র জন্তুতে পরিণত হয়। ঠিক কিংবদন্তির মায়ানেকড়ের মতন। যত ঘন ঘন রূপান্তরিত হয় এরা, স্বাভাবিক অবস্থায় ততটাই জান্তব হয়ে উঠে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই অবস্থা সহনীয় পর্যায়ে চলে আসে। এই সমস্যাটার সমাধান যখন করতে পারব আমরা, তখনই সফলতা অর্জন হবে।' মাথা নাড়ল সে। 'যদি দারিয়ুস নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের নাম করে অযথা অর্থ অপচয় না করতো, তবে আরো দ্রুতগতিতে গবেষণার কাজ চালান যেত।'

'পার্কের খেলনাগুলোকে রাক্ষুসে খুনি সে-ই বানিয়েছে?'

মাথা নাড়লো সে। 'লোকটা বিজ্ঞানী নয়, এক্স-মিলিটারি। রিচার্ড রিডলির কোনোকাজে ব্যর্থ হওয়ায় এখানে শাস্তি-স্বরূপ পাঠান হয়েছে লোকটাকে। লোকটার ব্যাপারে বেশি কিছু জানি না আমি। কিন্তু এটুকু জানি, সে বদ্ধ উন্মাদ! মাঝে মাঝে মনে হয়, লোকটা চায় আমরা দ্রুত গবেষণা শেষ করি, যেন সে এখান থেকে চলে যেতে পারে। মাঝেমধ্যেই সাবজেক্টগুলোর শক্তি পরীক্ষা করার চেষ্টা করে।'

অতীতে হাইড্রার ডি.এন.এ. নিয়ে বিশেষ যোদ্ধা তৈরির চেষ্টা করেছে ম্যানিফোল্ড, বিশেষ ওই যোদ্ধার খুব দ্রুত দেহের হারানো অঙ্গ বা অংশ গজিয়ে যেত। কিন্তু ওইখানেও এই একই সমস্যা দেখা দিয়েছিল, মানসিক বৈকল্য। ওই পরিস্থিতিতে পরে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি ম্যানিফোল্ড। এই গবেষণাগুলোতে সফল হলে কী অবস্থা হবে ভেবে শিউরে উঠল কুইন। আগের গবেষণায় ছিল রিজেনারেটিং ক্ষমতাসম্পন্ন যোদ্ধা তৈরি করা, আর এইবার দ্রুত গতি এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যোদ্ধা তৈরি করতে চাইছে তারা!

'পালিয়ে যায়নি কোনো সাবজেক্ট?'

'মাঝেমধ্যে, তবে সবগুলোকেই আমরা হয় ধরে ফেলতাম নয়তো খুন করে ফেলতাম। যদিও কীভাবে যে ওরা পালাত, তা খুঁজে পাইনি আমরা।'

'এয়ার ভেন্ট।' বলল কুইন। 'আমি একজনকে অনুসরণ করে ওই রাস্তাতেই এসেছি।'

ভ্রূকুটি করল স্লিফকো, 'অসম্ভব! সরে যাওয়া ভেন্টের ঢাকনা নজরে পড়ত আমাদের।'

'তোমাদের ক্যামেরা কি ছাদের দিকে তাক করা?'

'না।' মাথা নাড়ল স্লিফকো। 'কিন্তু যখন আমরা খাবার দেই বা ওদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করি তখন তো ঠিকই লক্ষ করতাম।'

'হয়তো রূপান্তরের প্রথমে ওরা ঢাকনা খুলে রাখে এবং স্বাভাবিক বোধশক্তি কাজ করতে থাকা অবস্থাতেই আবার লাগিয়ে যায়। সারারাত তো আর সবার দিকে নজর রাখা সম্ভব না।'

'তাহলে পালিয়ে যায় না কেন? অদ্ভুত।'

BanglaBook.org

'অদ্ভুতই বটে, ডক্টর। তোমাদের গবেষণা এদেরকে উন্মাদ বানিয়ে দিয়েছে।'

মাথা নাড়ল সে, 'তুমি দেখি আমার সহকর্মীর মতো কথা বলছো, তার নাম ছিল ডক্টর ডেন্যালচেক। যদিও সে আজ আর আমাদের সাথে নেই।'

'কেন, কী হয়েছে তার?'

'দারিয়ুসের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল সে, কিন্তু লোকটা তাকে যেতে দেয়নি...' মনিটরের দিকে ইঙ্গিত করল স্লিফকো।

'টেস্ট সাবজেক্ট বানিয়ে ফেলেছে? অবিশ্বাস্য!' মাথা নাড়ল কুইন, কম্পিউটারে লাগান পেনড্রাইভের কাজ শেষ। উঠে পেনড্রাইভটা হাতে নিল ও, একমুহূর্তের জন্য নজর সরে গেল স্লিফকোর উপর থেকে।

কম্পিউটারের মনিটরে লোকটার প্রতিবিম্ব নজরে পড়ল কুইনের, লোকটা দ্রুত ওর কাছে এসে এক হাত উপরে তুলল। চকিতে ঘুরে গেল ও, স্লিফকোর উদ্যত হাত ধরে ফেলল। আরেকটু হলেই সিরিঞ্জের সুইটা ওর দেহে ঢুকিয়ে দিত।

চিৎকার করার সময়ও পেল না লোকটা, চিবুকের নিচে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করল কুইন। বদ্ধ রুমে বিস্ফোরণের মতো শোনাল পিস্তলের গুলির আওয়াজ। এটাই চায় ও, পুরো জায়গাটাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে।

BanglaBook.org

বারো

বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল অ্যান্ড্রু, চেয়ার থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। করিডরের শেষ মাথায় বিস্ফোরণের জোরাল আওয়াজ হয়েছে। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, উঠে দাঁড়াল সে। প্রথমে ভাবল হয়তো দুর্ঘটনা, কিন্তু আওয়াজ হয়েছে তো স্লিফকোর অফিসের দিক থেকে। কিন্তু ল্যাবে তো বিস্ফোরণ ঘটার মতো কিছু নেই। তারপর মনে পড়ল মেয়েটার কথা, চলে আসেনি তো?

ড্রয়ার থেকে ৯ এম.এম. পিস্তল বের করে নিল, চাকরিতে ঢোকার প্রথম দিনই পেয়েছিল অস্ত্রটা। হাত কাঁপছে ওর, পিস্তলটা হোলস্টার থেকে বের করতে সমর্থ হলো দ্বিতীয় চেষ্টায়। পরীক্ষা করে দেখল অস্ত্রটা লোড করা আছে কিনা। ম্যানিফোল্ডে চাকরির শুরুতে বেশ কয়েকদিন এই পিস্তল চালানোর প্রশিক্ষণ নিয়েছে ও, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে জীবনে কখনো পিস্তল নামক কিছু দেখেনি!

আরেকটি বিস্ফোরণ, এইবার আরো কাছে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় কেঁপে উঠল অফিস, হাত থেকে পড়ে চোখের আড়ালে চলে গেল পিস্তলটা। তড়িঘড়ি করে ওটা খুঁজে বের করল সে, কপাল ভালো সেফটি ক্যাচ অন করা। নয়তো গুলি চলে যেত।

আচ্ছা, সেফটিটা যেন কীভাবে অফ করে? সেফটি অফ করতে না পারলে তো শত্রুকে গুলি করতে পারবে না!

আতঙ্কে সব গুলিয়ে যাচ্ছে ওর। অস্ত্র সম্পর্কিত সব জ্ঞান একেবারে বসে আছে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, দারিয়ুস আসার আগ পর্যন্ত কোথাও লুকিয়ে থাকবে। যদি লোকটা এদিকে আসে আরকি।

না! বোকার মতো আচরণ করো না। নিজেকে বলল সে। সামান্য গান চালাতে পারবে না?

সাহস করে হাতের অস্ত্রটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। খুঁজে পেয়েছে সেফটি ক্যাচ অফ করার সুইচ। সেফটি অফ করে ফায়ারিং পজিশনে নিল। আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে ওর। এখন, ধরবে কীভাবে পিস্তলটা? পুলিশের মতো দুহাতে নাকি গুণ্ডাদের মতো এক হাতে? শেষমেশ দুহাতেই ধরল পিস্তল, জোর পাওয়া যায় এতে। সামনের দিকে অস্ত্রটা তাক করে, রুমের একপাশে গেল অ্যান্ড্রু।

কালো একটা অবয়ব ভূতের মতো প্রবেশ করল রুমে, ট্রিগার টেনে দিল হাতের মধ্যে ভয়ংকরভাবে কেঁপে উঠল পিস্তল, বুলেট আঘাত হানল ছাদে লাগানো এক লাইটে। অবয়বটা কাছে আসতেই চিনে ফেলল, সিকিউরিটি ক্যামেরা।

BanglaBook.org

দেখা মেয়েটা। কিছুই বলল না সে, শুধু হাতের পিস্তল তাক করল অ্যান্ড্রুর দিকে। চেঁচিয়ে উঠল অ্যান্ড্রু, ভয়ে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতায়। বারবার ট্রিগার টানতে লাগল, মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজে ভরে গেল রুম। ম্যাগাজিনে শেষ হওয়ার পরও ট্রিগার চাপা থামাল না ও, খালি পিস্তল থেকেই গুলি বের করে আনবে যেন।

ঠাস করে আওয়াজ হলো একটা, ভাবল হয়তো ওর হাতের পিস্তল থেকে। কিন্তু না, ইতিমধ্যেই ধাক্কা লেগেছে। ঠাস-আরেকটা গুলির আওয়াজ। উড়ে গিয়ে পিছনে পড়ল ও, বুক থেকে পুরো দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন ছড়িয়ে পড়েছে ব্যথা। দেহের সবটুকু শক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ও, মনে হচ্ছে যেন কণ্ঠনালী ছিঁড়ে আসবে।

অনুভব করল পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সেই মেয়েটা। উপরে তাকাল, মেয়েটার এক হাতে পিস্তল আর অন্য হাতে একটা ধারাল ছুরি। আলোতে চকচক করে উঠল হাতের ধারাল কা-বার। মেয়েটা সুন্দরী, সোনালি চুল, নীল চোখে অপ্সরীর মতো লাগছে দেখতে। এবং কপালের রক্তবর্ণের খুলিটা নজরে পড়ল ওর। ঠোঁট নড়ে উঠল, কিন্তু আওয়াজ বের হলো না গলা থেকে। মনের জোরটুকু এক করে পিস্তল ধরা হাতটা উঁচু করল, কিন্তু মেয়েটা লাথি দিয়ে হাত থেকে ফেলে দিল অস্ত্র।

'তুমি দারিয়ুস নও, তাই না?' দাঁতে দাঁত চেপে কথাটা বলল সে, যেন বিষদাঁত থেকে বিষ ঝরছে।

মাথা নাড়ল ও, 'না, আমি অ্যান্ড্রু। আমি শুধু কম্পিউটার এবং তৎসংক্রান্ত কাজ করি।'

'কিন্তু তুমি এখানে কাজ করো, তাই না?'

বুঝতে পারল মিথ্যা বলা উচিত, এমন কিছু বলা উচিত যাতে তাকে ভুক্তভোগী মনে হয়। কিন্তু পারল না, মেয়েটার অগ্নিদৃষ্টির সামনে মিথ্যা কাহিনি বলতে পারল না ও। 'হ্যাঁ।'

'অসহায় মানুষগুলোর উপর গবেষণার জন্য তুমিও দায়ী, ওদেরকে জন্তুতে পরিণত করেছ তুমি।'

মাথা নাড়লো ও। মেয়েটার মুখের ভঙ্গি অপরিবর্তিত রইল, জোরে লাথি হানল ওর দিকে। কিন্তু ব্যথাটা পিস্তলের বুলেটের তুলনায় নগণ্যই লাগল। পা দুটো উঁচু করতে চাইল ও, কিন্তু শক্তিতে কুলাল না।

'খুব খারাপ ক্ষত।' বলল সে, পাকস্থলীর ফুটোর দিকে আঙুল তুলল। 'পনেরো মিনিট লাগবে মরতে, কিন্তু মরবে। সময়টা তেমন প্রাপ্য নয়, তবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে থাকলে সময়টা ক্ষমা চেয়ে কাটাও।'

চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটা।

তিক্ততায় ভরে গেল অ্যান্ড্রুর মন। মরে যাবে সে একটু পর! কিন্তু এ হতে পারে না! সিকিউরিটি ফোর্স, দারিয়ুসের বুদ্ধি এবং দারিয়ুস নিজে-এতকিছুর পরও সামান্য একটা মেয়েকে আটকাতে পারল না!

BanglaBook.org

আচ্ছা, দারিয়ুসের হয়েছেটা কী? অ্যান্ড্রুকে বাঁচাতে এল না কেন ও? দারিয়ুস তাকে মরে পচার জন্য ফেলে গেছে এখানে, আর নিজে হয়তো নিরাপদে লুকিয়ে আছে অথবা পালানোর রাস্তা খুঁজছে।

কিন্তু আজ অ্যান্ড্রু একা মরবে না।

সমস্ত মনোবল এক করে পেটে ভর দিয়ে নিজেকে টেনে নিয়ে গেল, লক্ষ ডেস্ক। মোটা রক্তের দাগ রেখে যাচ্ছে পিছনে, ব্যথা বাড়ছে প্রতিনিয়ত। রক্তক্ষরণে শক্তি কমে গেছে ওর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল ডেস্ক পর্যন্ত পৌঁছাতে। হাতড়ে হাতড়ে উঠে বসল, মাউস আর কী-বোর্ডের কয়েকটা বাটন টিপে দিল।

কাজ হয়েছে।

সে নিজে ক্ষমা চাওয়ার অনেক আগেই মেয়েটাকে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

দেঁতো হাসি খেলে গেল অ্যান্ড্রুর মুখে, কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে সবগুলো মায়ানেকড়ে ছুটছে মেয়েটার পিছনে।

বাস্কেটবলের আকারের কিছু একটা ছুটে এল ওর দিকে, সাথে সাথেই পুরো দুনিয়ায় জ্বলে উঠল বিস্ফোরণের আগুন। কিছু ভাবার আগেই গ্রেনেডের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল অ্যান্ড্রুর দেহ।

চোখের কোনা দিয়ে নড়া-চড়া দেখল কুইন, আত্মরক্ষার্থে ঝাপ দিয়ে পড়ল মাটিতে। বিস্ফোরণের ফলে ভারী হয়ে আছে বাতাস, পিছনের দেয়াল মিশে গেছে মাটির সাথে। মেটাল স্টর্ম উইপেনের কারিশমা, গুলি করেছে কেউ ওকে লক্ষ করে। সময়মত টের পাওয়ায় বেঁচে গেছে এই যাত্রা।

অস্ত্র ওর নিজের কাছেও খুব ভালো পরিমাণেই আছে।

অস্ত্রধারীকে খুঁজল ওর দুই চোখ, কিন্তু ইতিমধ্যেই আড়াল নিয়েছে সে। ও নিজেও তাই করল, খোলা হলওয়ে থেকে সরে দাঁড়াল।

'সুযোগটা নেওয়া উচিত ছিল তোমার।' বলল সেই কণ্ঠস্বর, অ্যামিউজমেন্ট পার্কে উপহাস করেছিল যে।

'তুমি নিশ্চয়ই দারিয়ুস!' জবাব দিল কুইন।

'ভালো সুখ্যাতি আছে দেখি আমার।'

মাথায় চিন্তার ঝড় শুরু হয়ে গেছে ওর, গুলি শেষ হওয়ার দিকে। সামনে খোলা জায়গা, লুকানোর পথ নেই। গ্রেনেড ছুঁড়ে মারতে পারে ও, কিন্তু সেই গ্রেনেড আবার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে দারিয়ুস। হল ধরে ফিরে যেতে পারবে না আবার কম্পিউটার রুমে, ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা আছে ওখানে। কারণ দারিয়ুস এই জায়গাটাকে ওর থেকে অনেক ভালোভাবে চেনে। অসতর্কতার বশে ফাঁদে পড়া চলবে না, বেঁচে থাকতে হবে ওকে। আরমিনার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া এবং রুককে খুঁজে বের করা-এই দুটো কারণে হলেও মরা যাবে না ওর।

BanglaBook.org

'তো, কীভাবে এলে এখানে? আমাদের খুঁজে পেয়েছ কী করে?'

প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হলো ওর কাছে। লোকটার জানার কথা রিচার্ড রিডলি মারা গেছে; ম্যানিফোল্ডের গামা, বিটা আর আলফা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যদি সত্যিই সে না জেনে থাকে, তবে বুলেটের থেকেই অধিক জোরে আঘাত হানবে এই সংবাদ।

'শোননি তুমি? তাই না?' হলের একপাশ থেকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল কুইন।

লোকটা উত্তর দিল না, প্রশ্নটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি এখনও।

'ম্যানিফোল্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।' বলল ও। 'রিচার্ড রিডলি মারা গেছে।'

'মিথ্যা কথা।' সাথে সাথেই জবাব এল।

'শেষ কতদিন আগে কথা বলেছিলে তার সাথে?'

কোনো উত্তর নেই।

'ম্যানিফোল্ড ফ্যাসিলিটির কম্পিউটার থেকেই তোমাদের অবস্থান খুঁজে পেয়েছি আমরা।'

'রিডলি ধ্বংস করে দিত–'

'হেলিকপ্টার থেকে পড়ে গিয়েছিল রিডলি, দুইশো ফুট উপর থেকে। গাছে বাড়ি খেয়ে দেহ কয়েক টুকরো হয়ে গিয়েছিল।' কথাটি সত্যি। রিডলি হেলিকপ্টার থেকে লাফ দিয়েছিল, ওরা শুধু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হাতটা খুঁজে পেয়েছিল শুধু। কিন্তু আবার ফিরে এসেছিল সে, আগের থেকে আরো ভয়ঙ্কর রূপে। ওরা সবাই মিলে খুন করতে সক্ষম হয়, লাশটা কবর দেয় পাহাড়ে। কিন্তু এতকিছু দারিয়ুস না জানলেও চলবে, যতকিছুই হোক না কেন রিডলি আর ফিরে আসছে না।

'ভেবে দেখ, অন্য কোনো উপায়ে তোমাকে খুঁজে পাব আমরা?'

প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাই বোধ করল না দারিয়ুস, সে ওকে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, লড়াই চালিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত। দ্রুত বেরিয়ে এল লোকটা আড়াল ছেড়ে, হাতের অস্ত্র তাক করে আছে ওর দিকে।

কুইন তৈরি ছিল আক্রমণটার জন্য, লোকটাকে দেখেই গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। লাফ দিয়ে সরে গেল একপাশে, একহাত তফাতে দেয়ালে গিয়ে লাগল গোলা। মেঝেতে পড়ে গেল ও, আড়াল নিয়েছে।

লোকটাকে অল্পসময়ের জন্য দেখেছে কুইন। লম্বা, পাণ্ডুবর্ণের চামড়া, ভাঙা নাক এবং টাক মাথায় কোনাকোনি একটা গভীর কাটা দাগ।

'মেয়ে হিসেবে মন্দ না।' লোকটা যেন সাহস দিচ্ছে ওকে, 'তুমি গুলি লাগাতে পেরেছ দেখি! কিন্তু শুধু আঁচড় কেটে গেছে বুলেট। আবার চেষ্টা করবে? দেখি জায়গামতো লাগাতে পারো কিনা।'

BanglaBook.org

চুপচাপ লুকিয়ে রইল ও, লোকটা হয়তো ওকে মৃত ভেবে নিয়েছে। যদি আরো কিছুক্ষণ নাটকটা চালিয়ে যেতে পারে ও, তবে লোকটা এগিয়ে আসবে এদিকে। তখন খোলা হলওয়েতে সরাসরি টার্গেটে পাবে দারিয়ুসকে।

'চুপ কেন? তোমার মনে দুঃখ দিয়েছি? উঠে আসো, কথা বলো।' কুৎসিত হাসি দিয়ে উঠল দারিয়ুস, পুরোপুরি অপ্রকৃতিস্থ লাগল হাসির আওয়াজ। মনে হচ্ছে যেন অন্য কোনো সময়ের...অন্য কোনো মানুষের হাসি এটা।

'কী? নাটক হচ্ছে? তোমাকে আরো সাহসী ভেবেছিলাম।'

কিন্তু চুপ করে রইল ও। অন্য কিছু করবে কিনা ভাবছিল কুইন, ঠিক তখনই লোকটার চিৎকার শুনতে পেল। একটু পরেই গুলির আওয়াজের প্রতিধ্বনি উঠল হলঘরে। সতর্ক কুইন হামাগুড়ি দিয়ে এককোনায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ অমানুষিক এক চিৎকার কানে এল ওর, না দেখেই বুঝতে পারল ঠিক কী ঘটেছে ওইখানে।

দারিয়ুস গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেতে, তার উপর চেপে বসেছে বিশাল এক মায়ানেকড়ে। এটাই সুযোগ, অস্ত্র হাতে ছুটে চলল ও। হাতাহাতি লড়াই করছে দুজন, যে-ই মারা যাক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না ওর। মায়ানেকড়েগুলো কখনোই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে না। সারাজীবন পশুই হয়ে থাকবে, এদের মেরে ফেললে এদের জন্যই ভালো হবে।

শুধু নিশ্চিত করতে হবে, দারিয়ুস যাতে বেঁচে না থাকে।

হল পার হওয়ার আগেই মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ও। পেছন থেকে ভারী কিছু একটা ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওর উপর, বুঝতে বাকি রইল না এটা আরেকটা মায়ানেকড়ে। দারিয়ুসের সাথে মায়ানেকড়ের লড়াই দেখার দিকে মনোযোগ ছিল বলে, এটার আসার আওয়াজ টের পায়নি। পিস্তল ধরা হাত দেহের নিচে চাপা পড়ে গেছে, তবে ছুরি ধরা হাত মুক্ত আছে এখনও।

চোয়াল লক্ষ্য করে কনুই চালাল ও, সাথে গলা তাক করে চালাল ছুরি। জায়গামতো লাগেনি আঘাতটা, তবে কেটে গেছে অনেকখানি। ব্যথায় আর্তনাদ করে পিছিয়ে গেল মায়ানেকড়ে। ফিরে তাকাল কুইন, জান্তব অবয়বটার আড়ালে মানবিক আকুতি খুঁজে পেল। কিন্তু চোখ দুটো জ্বলছে পুরো জন্তুর মতোই, চোখের বন্য দৃষ্টি বলে দিল ওকে খুন না করে থামবে না এটা। থাবা চালাল জন্তু, ধারাল নখর গালের পাশ দিয়ে আঁচড় না কেটেই বেরিয়ে গেল আবার। ছুরিকাঘাত করল ও, চেঁচিয়ে উঠল মায়ানেকড়ে। ছুরিটা আমূল বুকে ঢুকিয়ে দিল কুইন, ছুরি টানাটানি করতে করতে সরে গেল প্রাণীটা। দেরি করল না ও, হাতে তুলে নিল মার্ক-২৩। সরাসরি গুলি করল কপালে।

মারা গেছে মায়ানেকড়ে।

ঘুরে দাঁড়াল কুইন, হাতে লাথি লাগল আচমকা। হাত থেকে উড়ে গিয়ে দূরে পড়ল পিস্তল। অন্য একটা লাথি আসতেই সরে গেল পুরোপুরি, তাকিয়ে দারিয়ুসের অশুভ চেহারাটা দেখতে পেল আবারও।

BanglaBook.org

রাগে জ্বলছে যেন লোকটার চোখ দুটো, দেহে নতুন আরেকটি ক্ষত যোগ হয়েছে। তৈরি হয়েই আছে সে, মুঠো পাকাচ্ছে হাত।

আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কুইনকে ঘিরে চক্কর কাটা শুরু করল দারিয়ুস। হাতের পিস্তল ছিটকে পড়েছে পিছনে কোথাও, লোকটার নজর সেদিকেই। অস্ত্রটাতে কোনোমতে লোকটার হাত পড়লে আর বেঁচে থাকতে হবে না ওর।

'হতচ্ছাড়াটা আমার পিস্তল নিয়ে গেছে প্রথমেই, অন্যগুলো থেকে চালাক এটা। যদিও জানে না কীভাবে ব্যবহার করতে হয় পিস্তল। লাভ হয়নি অবশ্য, লাশটা মাথা গুঁজে পড়ে আছে ওইখানে। দেখো।' নোংরা হাসিতে ফেটে পড়ল দারিয়ুস।

কুইন সতর্ক পদক্ষেপে পিস্তল আর লোকটার মাঝামাঝি নিজের অবস্থান রাখার চেষ্টা করছে, বুঝে গেছে কোনোভাবেই লোকটার হাতে পিস্তলটা পড়তে দেয়া যাবে না।

'পিস্তল নেই তো কী হয়েছে, তাই বলে তোমাকে খুন করতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না। এই হাত দুটো আছে না! নরম ওই দেহটাকে গুঁড়িয়ে দিতে আমার বরং ভালোই লাগবে।' আবার হাসল লোকটা, সাদা দাঁত ঝিলিক দিল চাঁদের আলোতে।

দারিয়ুসের ওজন ওর থেকে প্রায় একশো পাউন্ড বেশি, কিন্তু ওজন কম বলে কুইন দুর্বল নয়। স্পেশাল অপসে প্রশিক্ষণের দরুণ মুখোমুখি খালি হাতে লড়াই সম্পর্কে ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিশাল প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রেখে লড়াই করতে বরং ওর ভালোই লাগে। ছোট নরম মেয়েটা যখন এদের তুলোধোনা করে তখন এদের চেহারা দেখার মতো হয়। এমনকি চেস টিমের লিডার, জ্যাক সিগলার ওরফে কিং-এর সাথে বক্সিং করেছে ও। টানা দশটি মর্মান্তিক রাউন্ড খেলার পর জ্যাক ওকে দলে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

'কথা কম, কাজ বেশি!' বলল কুইন। কথাটা শেষ হতে না হতেই আঘাত হানল ও। দারিয়ুসের মাথায় লেগেছে আঘাত, সাথে সাথেই সামলে নিল সে। হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল কুইনের কব্জি। শক্তিশালী মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল ও, কিন্তু সময়মতো সরে যেতে পারল না। ঘুষি খেল কুইন, মাথায় যেন আগুন ধরে গেছে, কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। এর থেকেও অনেক জোর ঘুষি খেয়েছে ও।

এগিয়ে এল দারিয়ুস, প্রচণ্ড শক্তিতে ঘুষি হাঁকছে। যদি একটা ঘুষিও যদি লাগে, তবে নিশ্চিত খুলি দেবে যাবে! ঘুষিগুলো এড়িয়ে গেল ও, সেই সাথে লাথি হাকল লোকটার হাঁটু লক্ষ করে। চাপা গোঙানি বের হলো শুধু দারিয়ুসের মুখ থেকে, অন্যদিকে কুইনের মনে হলো যেন ওর পায়েই মচকে গেছে। লোকটার পা মোটা গাছের গুঁড়ির মতোই শক্ত।

BanglaBook.org

আরেকটা ঘুষি এড়িয়ে গেল কুইন, ছুরির মতো হাত চালাল লোকটার চোখে। গর্জে উঠল দারিয়ুস, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চাপড় দিল। কাঁধে লাগল আঘাতটা, কয়েক কদম পিছিয়ে গেল ও। সুবিধা বুঝে আক্রমণ চালাল দারিয়ুস।

সময়মতো সরে গেছে কুইন, হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ল দারিয়ুস। এক মুহূর্ত পর উপলব্ধি করল ও, লোকটা ইচ্ছা করেই হুমড়ি খেয়ে পড়ার ভান করেছে। কুইন তার লক্ষ ছিল না, ছিল কুইনের হাত থেকে পড়ে যাওয়া অস্ত্র।

আগ বাড়ল কুইন, উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে সে।

লাফিয়ে লোকটার কোমর জড়িয়ে ধরল পা দিয়ে, হাত দিয়ে ধরল গলা। গলায় চাপ প্রয়োগ করতে লাগল ও। শরীরের সবটুকু শক্তি এক করে কণ্ঠনালী শক্ত করে চেপে ধরল।

ভেবেছিল কুইন, প্রতিরক্ষার চেষ্টা করবে সে। কিন্তু না, বদলে ওকে এই অবস্থায় নিয়েই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল লোকটা।

যতটুকু ভেবেছিল তার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী এই লোক। ওর হাতটা চেপে ধরল দারিয়ুস, ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছে।

কিন্তু জীবন বাজি রেখে ধরেছে কুইন। জানে লোকটা অজ্ঞান হওয়ার আগে যদি হাত ছুটে যায়, তবে দ্বিতীয়বার আর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে না দারিয়ুসের। তার অনেক আগেই গুলি খেয়ে মরতে হবে।

কাঁধে কুইনকে নিয়েই ছুটল সে, পিঠ ঠেকাল দেয়ালে। আছড়ে ফেলতে চাইছে ওকে দেয়ালে। কাঁধে ব্যাগ থাকায় আঘাতটা কিছুটা কম পেল ও, কিন্তু যেটুকু পেল তাতেই দম বেরিয়ে গেল ওর। আবার দেয়ালে পিঠ ঠুকল দারিয়ুস, এইবার ওর মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে। মাথা থেকে পুরো দেহে ছড়িয়ে পড়ছে ব্যথা।

লোকটার শক্তি কমে আসছে, আর অল্প কিছুক্ষণ ধরে রাখলেই হবে, ভাবল কুইন। হাত দুটো আরো শক্ত করে ধরল গলায়, হাত ব্যথা করছে ওর। মাথাটা ঘুরছে বনবন করে।

দারিয়ুস টলতে টলতে এগুচ্ছে, এক মুহূর্তের জন্য ভাবল কুইন হয়তো জ্ঞান হারাচ্ছে সে। কিন্তু না, কয়েক পা সামনে পড়ে থাকা মার্ক-২৩-এর দিকে লোকটার নজর। একবার যদি অস্ত্রটা হাতে তুলে নেয় সে, তবে কোনোভাবেই আর আটকাতে পারবে না কুইন।

'সেই সুযোগ তোমাকে দিচ্ছি না।' চেঁচিয়ে বলল কুইন। হাতে আর কোনো উপায় না থাকায় লোকটার কান কামড়ে দিল সর্বশক্তিতে। রক্তের নোনা স্বাদ টের পেল মুখে, নরম মাংসে কেটে বসেছে দাঁত। সাথে সাথে ওর মাথা চেপে ধরল দারিয়ুস, পিস্তল উঠানোর কথা ভুলে গেছে। কিন্তু ঝাড়া দিয়ে মাথা পিছিয়ে নিল কুইন, হাতের বাঁধন ঢিল দেয়নি একচুলও।

BanglaBook.org

অবশেষে মৃদু গর্জন করে মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ল দারিয়ুস।

কুইন উঠে বসল, মুখ ভর্তি থুতু ফেলল মেঝেতে। পুরো দেহ অবসন্ন লাগছে ওর, শরীরের সবশক্তি শেষ করে ফেলেছে। হাঁপাচ্ছে দস্তুর মতো, কাঁপা কাঁপা হাতে তুলে নিল পিস্তল। মৃত মায়ানেকড়ে পড়ে আছে এককোনে. ওটার গা থেকে ছুরিটা খুলে নিল। ঠিক তখনই শব্দটা কানে এল কুইনের।

আরো মায়ানেকড়ে আসছে।

সংখ্যায় অনেক।

BanglaBook.org

তেরো

গাল বকতে বকতে ছুটে চলল কুইন। কোনা ঘুরে একটা ল্যাবরেটরিতে চলে এল সে। পুরো ল্যাবরেটরি ধবধবে সাদা রং করা, ধাতব কাঠামোগুলো চকচক করছে। সারি সারি তাক, পুরোটাতেই বিভিন্ন আকারের কাঁচের পাত্র রাখা। পাত্রগুলোতে মস্তিষ্কসহ শরীরের অন্যান্য অঙ্গ রাখা। আর এককোণে ফরমালডিহাইডের বিশাল এক কন্টেইনার। সে জানে এখন কী করতে হবে।

রুমের বিপরীত দিকে বের হওয়ার দরজা, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কুইন। মনে মনে ছক কষে নিল, বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে। নিজেকে ছোট একটা শ্যাফটে আবিষ্কার করল, উপরে ট্র্যাপডোর পর্যন্ত রাস্তায় হলুদ আলো জ্বলছে। মনে মনে কিছু হিসাব-নিকাশ করে নিল ও, ব্যাগ থেকে হাতে তুলে নিল গ্রেনেড। গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দিল ফরমালডিহাইডের কন্টেইনারের দিকে, এরপর ঝেড়ে দিল দৌড়।

এক...

ঠান্ডা সিঁড়িতে পা জমে যাচ্ছে যেন।

দুই...

দারিয়ুসের সাথে লড়ে হাতে ব্যথা পেয়েছে, অসাড় হয়ে দেহ থেকে ঝুলছে হাত দুটো। ধারণার থেকেও কম শক্তি পাচ্ছে দেহে।

তিন...

দুই সেকেন্ড বাকি আছে আর বিস্ফোরণের, কিন্তু এখনও অর্ধেক পেরুতে পারেনি ও। গর্জে উঠে অবশিষ্ট মনোবল এক করে ছুটল, যদি পড়ে যায় তবে আর বেঁচে ফিরতে হবে না।

চার...

চোখের সামনে ট্র্যাপডোর হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন, কিন্তু এখনও নাগাল থেকে অনেক দূরে। রুকের কথা মনে পড়ল, বেঁচে আছে তো সে? ও মরে গেলে কী রুক আসবে ওকে খুঁজতে?

পৌঁছে গেছে ও।

পাঁচ...

খুলে ফেলল দরজা, লাফিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। সাথে সাথেই বিস্ফোরণ ঘটল নিচে, সেটার ধাক্কায় উড়ে গিয়ে পড়ল ও মাটিতে।

ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে খোলা ট্র্যাপডোর থেকে, যদিও দৃশ্যটা দেখতে ভালো লাগল না ওর। আরমিনা মৃত এবং যে লোকগুলোর উপর গবেষণা করা হয়েছে তারা পরিণত হয়েছে বোধবুদ্ধিহীন খুনি দানবে। ভাবছে সব শুনে কী করবে।

BanglaBook.org

ডিপ ব্লু, কর্তৃপক্ষকে জানাবেন নাকি অন্য কোনো উপায় বের করে নেবেন। মায়ানেকড়েগুলোকে এদের নিজেদের এবং আশপাশের মানুষগুলোর ভালোর জন্যই হত্যা করতে হবে।

বড় করে দম নিল কয়েকবার, ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করছে। কয়েক মিনিটের বিশ্রামের পর শরীরে কিছুটা শক্তি ফিরে পেল কুইন, উঠে দাঁড়াল অবশেষে।

ঠিক তখনই খোলা ট্র্যাপডোর থেকে বেরিয়ে এল এক মায়ানেকড়ে।

আগুনে পুড়তে থাকা ল্যাবরেটরি অতিক্রম করে চলে এসেছে ওটা, বাকিগুলোও আসছে পিছনে।

ঘুরে ছুট লাগাল সে, বেপরোয়াভাবে অন্ধকার রাস্তা ধরে দৌড়চ্ছে। মাথা চলছে তার পায়ের থেকেও দ্রুতগতিতে, এখান থেকে যাওয়ার সহজ রাস্তা পূর্বদিকে। সেখান থেকে জেটি কাছে, ওখানে কুইনের জন্য অপেক্ষা করছে একটা বোট।

পিছনে ফিরে তাকাল ও, আরো মায়ানেকড়ে যোগ হয়েছে পিছনে তাড়া করা দলটায়। বেঁচে থাকা সব মায়ানেকড়ে ওর পিছু নিয়েছে নাকি!

নিশ্চয়ই রক্তের গন্ধ পেয়েছে এরা, কুইনের দেহে শুধু ওরই নয়, আরো কয়েকজনের রক্ত লেগে আছে। হিংস্র এক পাল মায়ানেকড়ে এখন ওকে খুন করার জন্য পিছনে লেগেছে, ভাবতেই শিউরে উঠল।

নৌকাটা তীরের আশপাশে কোথাও অপেক্ষা করছে ওর জন্য, নাবিক ওর সংকেতের পেলেই তীরে ভেড়াবে। কিন্তু নৌকা আসার আগ পর্যন্ত এক পাল মায়ানেকড়ে নিয়ে অপেক্ষা করা সম্ভব না, অন্য কিছু ভাবতে হবে।

ডানে মোড় নিল কুইন, টাউন স্কয়ারের ভেতর দিয়ে ছুটে চলছে সে। জায়গাটার নামকরণ যথার্থ হয়নি, পুরো জায়গাটার আকার অর্ধেক ডিমের মতো। পুরো কাঠামোর পাশে গোল করে দেয়াল ওঠান। একসময় এখানের মানুষজন পলেসি রেস্টুরেন্টে খাবার খেত, কম্প্যানিয়ন হোটেলে থাকতো এবং প্রিপইয়াট শপিং সেন্টারে কেনাকাটা করতো। নিজের এই দুরবস্থা সত্ত্বেও ভুতুড়ে শহরটার এই পরিণতি মেনে নিতে পারছে না কুইন।

সামনে শপিং সেন্টারের কোনা থেকে তিন মায়ানেকড়ে ছুটে আসছে ওর দিকে, ভেবে অবাক হলো কীভাবে ওর আগে চলে এসেছে এই তিনটা। ঘুরে দাঁড়াল কুইন, পূর্ণ শক্তিতে প্যালেস অভ কালচারের দিকে ছুটে গেল। অতীতে এটাই ছিল শহরের প্রাণকেন্দ্র। এর ভেতরে ছিল কনসার্ট হল, থিয়েটার হল, লাইব্রেরি, জিমনেশিয়াম এবং সুইমিং পুল।

খালি হলওয়ে ধরে ছুটে চলছে সে, চাঁদের আলো ভাঙা ছাদ আর জানালা বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। সেই আবছা আলোতে আবর্জনা, জঞ্জালের ওপর দিয়ে ছুটে চলছে ও। পিছনে ফিরে মায়ানেকড়ে তিনটিকে আসতে দেখল, বাকিগুলোকে এখনও দেখা যাচ্ছে না।

বাঁক ঘুরে চওড়া হলওয়েতে চলে এল সে। কাছে চলে আসছে মায়ানেকড়েগুলো, খুব জলদিই আক্রমণ করবে। কাঁধের ব্যাগ ফেলে দিলে গতি

BanglaBook.org

কিছুটা বাড়বে, কিন্তু ব্যাগটা দরকার ওর। বাকি গ্রেনেডগুলো ওকে এখান থেকে বের হওয়ার পথ তৈরি করতে সাহায্য করবে।

সামনে ভাঙা দরজা, ভেতরে সুইমিং পুল। মেঝের সাদা টাইলসগুলো ভেঙে একাকার, ময়লার উঁচু স্তূপ জমে গেছে। সুইমিং পুলের পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল সে, পিছনে মায়ানেকড়েগুলো প্রায় ধরে ফেলেছে ওকে! তাদের শ্বাসের আওয়াজ...এমনকি পা ফেলার থপথপ শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে।

পুলের এক কোনায় চলে গেল, বামে তীক্ষ্ণ মোড় নিল। দুই পা এগিয়ে লাফ দিল সে, পায়ের নিচে অবলম্বন সরে যাওয়ায় কামড়ে ধরল পেট। হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল ডাইভিং বোর্ডের কিনারা, কিন্তু তাল সামলাতে পারল না মায়ানেকড়ে। এরা সবাই দৌড়ে এসে ডাইভিং বোর্ড পার হয়ে পড়ল খালি সুইমিং পুলে।

হাচড়ে-পাচড়ে ডাইভিং বোর্ডের উপর বসল সে, হাতে বেরিয়ে এল পিস্তল। গুনে গুনে তিনটা বুলেট ছুঁড়ল, মায়ানেকড়ে তিনটার দেহ নিথর হয়ে গেল।

বিল্ডিংয়ের ভেতরের কোথাও থেকে আওয়াজ আসছে মায়ানেকড়ের, দলটা চলে এসেছে বিল্ডিংয়ের ভেতরে ওকে অনুসরণ করে।

রুমের অন্যপাশে চলে এল সে, জানালার ফোকর বেয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। সামনে অন্ধকার ছায়ার মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ওর গন্তব্যস্থল–ফুজিয়ামা। ষোলো তলা বিল্ডিংটা প্রিপইয়াটের সর্বোচ্চ ভবন। ছুটে গেল কুইন সেদিকে, শপিং সেন্টার আর কমিউনিকেশন সেন্টারের মধ্যে দিয়ে। ফাঁকা জায়গায় বড় বড় গাছ জন্মে জঙ্গলের মতো হয়ে গেছে, সেই জায়গাটুকু পার হয়ে রাস্তায় এসে উঠল।

বিল্ডিংয়ের গোড়ায় পৌঁছে গেছে ও, পিছনে ফিরে তাকাল মায়ানেকড়েগুলোকে দেখার আশায়। নিশ্চিত হতে চাইছে যাতে মায়ানেকড়ের দল ওকে অনুসরণ করে, ওর পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন। মন বলছে ছুটে চলতে, কিন্তু জঙ্গলমতো এলাকায় মায়ানেকড়ের ছুটে আসার আওয়াজ পাওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও। গুলি ছুঁড়ল হুটোপুটি লক্ষ করে, যাতে ওগুলো বুঝতে পারে ও ঠিক কোথায় আছে। অবস্থান জানান দিয়ে, ঢুকে গেল বিল্ডিংয়ের ভেতরে।

চোর-ছ্যাঁচড়দের হাতে পড়ে সুবিশাল ভবনটা তার জৌলুস হারিয়েছে, উপরে ওঠার সিঁড়ি খুঁজে বের করল ও। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল মায়ানেকড়ের জন্য, প্রথমটা বিল্ডিংয়ে ঢুকতেই অবশিষ্ট রাউন্ড ছুঁড়ে দিল ওটার গায়ে। এরপর সিঁড়ি বেয়ে সোজা উপরের দিকে উঠতে শুরু করল।

তৃতীয় তলায় উঠতেই মনে হলো ওর, কোনো ভুল করেনি তো! ইতিমধ্যে বুক জ্বলা শুরু হয়ে গেছে, পা ব্যথা করছে। নিজেকে আশ্বস্ত করল, অতীতে এর থেকেও কঠিন সব পরিস্থিতি থেকে অক্ষত এবং জীবিত ফিরে এসেছে সে।

এক ধাপ এক ধাপ করে পা টেনে নিয়ে যাচ্ছে কুইন, মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল ধরে সিঁড়ি বেয়ে চলছে। মাঝে মাঝে তলাগুলো শেষ হলে বোঝা যায়, স্থির নেই অন্তত। গুনে গুনে এগুচ্ছে সামনে।

BanglaBook.org

দশ তলা...

এগারো তলা...

বারো তলা...

তেরো তলায় উঠে পা যেন আর চলতে চাইছে না ওর, মনে হচ্ছে বড় বড় দুটো থামের মতো ভারী হয়ে গেছে পা দুটো। মায়ানেকড়ের উপরে ওঠার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। ভেবেছিল আরো আগেই চলে আসবে ওগুলো, কিন্তু যতটুকু তাড়াতাড়ি ভেবেছিল ততটুকু দ্রুত আসতে পারেনি।

কাঠের সিঁড়ি এখানে কয়েক জায়গায় ভঙ্গুর প্রায়, মায়ানেকড়েগুলোর ওজন এবং আকার দুটোই ওর থেকে বেশি। সিঁড়ি প্রাণীগুলোর ভার রাখতে পারবে বলে মনে হয় না। অবশ্য যা-ই এখন দলটার বাঁধা হয়ে দাঁড়াক, তাতেই খুশি কুইন।

শেষ ধাপগুলো পার হতে বেগ পেতে হচ্ছে খুব, মনের জোরে এগিয়ে চলছে এখনও সে। হাত দিয়ে ধরে আছে সিঁড়ির রেলিং, টেনে তুলছে নিজেকে উপরে। ছাদের খোলা দরজা দিয়ে বাতাস এসে লাগছে গায়ে, অল্প দূরত্বেই খোলা আকাশ।

অবশেষে ছাদে উঠতে সমর্থ হলো ও, দরজাটা ভেঙে পড়ে আছে একপাশে। দরজা আটকে কিছু বাড়তি সময় বের করার সুযোগ নেই। দৌড়ে ছাদের কিনারায় গেল সে। কাঁধ থেকে খুলে নিল ব্যাগ, উপুড় করে ঢালল সব জিনিস। সবগুলো গ্রেনেড সাজিয়ে রাখল সামনে, ঘুরে দাঁড়াল দরজার দিকে।

দূরে চাঁদের আলোয় চেরনোবিল রিয়েক্টরের অবকাঠামো ঝলমল করছে, পরিস্থিতি আজ অন্যরকম হলে পুরো দৃশ্যটাকে অপার্থিব সুন্দর বলেই মেনে নিত ও।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা মায়ানেকড়ে, সাথে সাথে গ্রেনেডের পিন খুলে ছুঁড়ে দিতে লাগল সে ওদিকে। ষষ্ঠ গ্রেনেড বিস্ফোরণের পর ওকে দেখতে পেল একটা মায়ানেকড়ে, সাথে সাথে ছুটে এল ওকে লক্ষ করে। আরো গোটা তিনেক গ্রেনেড ছুঁড়ে মারল কুইন, তারপর ঘুরে ঝাঁপ দিল শূন্যে। এক মুহূর্ত আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানের বাতাসে নিষ্ফল থাবা চালাল ওটা। অন্যগুলো ছাদের কিনারায় এসে নিচের দিকে তাকাল, বুঝতে চেষ্টা করছে শিকার কোথায় হারিয়ে গেল।

কিন্তু বুঝে ওঠার আগেই বিস্ফোরিত হলে অবশিষ্ট গ্রেনেডগুলো।

BanglaBook.org

চোদ্দ

ডিপ ব্লুর কন্টাক্টের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করার সময় একটা উইং স্যুটও নিয়েছিল সে, যদিও পোশাকটাকে উড়ুক্কু *কাঠবিড়ালি স্যুট* বলেই ডাকা হয়। তখনও জানতো না এভাবে কাজে লেগে যাবে পোশাকটা, তবে ভেবেছিল যদি কোনো ঝামেলা হয় তবে ফুজিয়ামা থেকে নদীর জেটির দিকে পৌঁছাতে পারবে সহজে। তখন অবশ্য *ঝামেলা* বলতে ম্যানিফোল্ডের সৈনিকদের বুঝিয়েছিল। কিন্তু মায়ানেকড়ে পথরোধ করে দাঁড়াবে সেটাই বা কে জানতো!

পোশাকটা আনার জন্য নিজেকেই বাহবা দিতে মন চাইছে ওর। হাত দুটো মেলে বাতাসে ভেসে আছে ও, রাতের আধারে যেন বড় একটা বাদুড় উড়ে চলছে। জামাটার হাতের মাঝে এবং দুপায়ের মাঝে পাখা আছে, সেটাতেই বাতাস আটকে ভেসে আছে কুইন। ঠিক ভেসে থাকা না, ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে আসা আরকি। পেছনে ফুজিয়ামার ছাদে আগুন ধরে গেছে, কমলা আভা এখান থেকে দেখা যায়।

স্যুটটা ওকে বন্দর পর্যন্ত নিয়ে যাবে না ঠিকই, কিন্তু বাকিটা পথ হেঁটে যেতে অসুবিধা হবে না ওর। পিছনে মায়ানেকড়েগুলো ওকে অনুসরণের জন্য আর বেঁচে নেই, বিস্ফোরণের ধাক্কায় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে সবগুলো। মানুষগুলোর এমন পরিণতি কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারছে না। যদিও ওগুলো আর মানুষ নেই, পুরোপুরি পশুতেই রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো-না-কোনো সময় তো মানুষ ছিল। মনকে এই বুঝিয়ে প্রমোদ দিল, আর যাই হোক না কেন, আর কোনো নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করতে পারবে না মায়ানেকড়েগুলো।

টাউন স্কয়ার পার হওয়ার সময় শান্ত জলে চাঁদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল কুইন, নৌকাটাকে খুঁজল ও। যদিও জানে, নৌকাটা লুকিয়ে আছে আশপাশে কোথাও। মনে আশা, ফুজিয়ামার আগুন হয়তো নৌকাটাকে তীরের দিকে দ্রুত টেনে আনবে।

শীতল বাতাসে দেহ জুড়িয়ে যাচ্ছে ওর। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, ডিপ ব্লুকে সবকিছু জানিয়ে বেরিয়ে পড়বে রুকের খোঁজে। যদি আরো কোনো কাজ দিতে চান তিনি, তাহলে এবার রুককে খোঁজার ব্যাপারে সাহায্য চাইবে ও।

জমিনের কাছে পৌঁছে অবতরণের জন্য একটা ঝোপ খুঁজে নিল কুইন। প্যারাসুট খুলে গতি কমিয়ে নিল সে, নিরাপদেই ঝোপের উপর নামল। তবুও যে ঝাঁকি খেল, তাতে মনে হলো শরীরের হাড়-মাংস আলাদা হওয়ার যোগাড়। উঠে দাঁড়িয়ে দেখল চলে এসেছে *সিনেমা প্রমেথিউ* বা প্রমিথিউস সিনেমার সামনে। অনেক আগে এই সিনেমা হলের সামনে গ্রিক দেবতা, টাইটান প্রমিথিউসের

BanglaBook.org

ব্রোঞ্জ মূর্তি ছিল, কিন্তু আশির দশকে সরিয়ে নেওয়া হয় ওটা। উইং স্যুট খুলে ফেলল কুইন, শেষবারের মতো তাকাল শহরের দিকে। ফুজিয়ামার ছাদে এখনও আগুন জ্বলছে, প্রমিথিউসের কথা মনে পড়ল ওর, দেবতা জিউসের কাছ থেকে আগুন চুরি করেছিলেন তিনি।

দূর থেকে বোটের ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে কুইন, চাঁদের আলোয় মাছধরা বোটের অবয়ব নজরে পড়ছে। ওকে দেখে তীরে বোট ভেড়াল জেলে, হাঁটুজল পেরিয়ে বোটের দিকে এগোল। হাতের পিস্তল তাক করল চালকের দিকে, সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

'কে তুমি?' রাশিয়ান ভাষায় জিজ্ঞাসা করল।

'ভ্লাদিমির...মানে,' গলা পরিষ্কার করল সে, 'আমাকে বলা হয়েছে নিজের নাম *পন*[৬] বলতে।'

'কে বলেছে?' অস্ত্র এখনও তুলে রেখেছে কুইন। লোকটা বয়স্ক, গায়ের চামড়ায় বয়সের ছাপ। কড়া পড়া হাত দুটো মাথার উপর তুলে রেখেছে। লোকটার চোখে ভয়ের দ্বন্দ্ব দেখতে পাচ্ছে ও, কুইনকে ভয় পাচ্ছে সে। আবার প্রশ্নটার সত্যি উত্তরটাও তার পক্ষে বলা সম্ভব না।

'তুমি জানো, উত্তরটা আমি দিতে পারব না।'

'যাক, বাঁচলাম। আর কোনো বোকামি করো না, তাহলে দুজনেই ভালো থাকব।' লোকটার বাড়িয়ে ধরা হাত দুটো ধরে নৌকায় উঠল ও।

'এই যে সব, যা তুমি আনতে বলেছিলে।' একটা ব্যাগ ধরিয়ে দিল সে। ব্যাগের ভেতর এক সেট পরিষ্কার জামা, সাথে বুট জুতো, বেল্ট, আরেকটা মার্ক-২৩-এবং হোলস্টার, একটা ছুরি এবং খাপ, পানির বোতল এবং কিছু শুকনো মাংস।

'ঠিক আছে পন, বের হওয়া যাক এখান থেকে। আর জামা পাল্টানোর সময় ভুলেও তাকাবে না, তোমার থেকেও দামড়া এক লোককে নাকানি-চোবানি খাইয়ে এসেছি মাত্র।' খাপ থেকে কা-বার বের করে হাতের নাগালে বোটের কাঠে গেঁথে রাখল। লোকটা ছুরির দিকে তাকাল একবার, এরপর মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল ওর কথায়।

দেঁতো হাসি খেলে গেল কুইনের মুখে।

লোকটা ক্ষতির কারণ হবে না ঠিকই, কিন্তু তার মনে ভয়টা ঢুকিয়ে না দেওয়ার মতো কোনো কারণ ভেবে পেল না ও।

পরনের জামাকাপড় খুলে ফেলল সে, ছুঁড়ে দিল পানিতে। ব্যবহৃত কা-বার এবং মার্ক-২৩ও সেই পথ অনুসরণ করল। প্রিপইয়াটে ঘণ্টাখানেক থাকলেও রেডিয়েশনে কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু রেডিয়েশনে আক্রান্ত জামাকাপড়-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাবে না বেশিক্ষণ।

BanglaBook.org

---

[৬] বড়ে

নতুন জামাকাপড় পরে রাতের আকাশের দিকে তাকাল ও, প্রিপইয়াট নদীর মধ্যে দিয়ে নৌকা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভ্লাদিমির। ভোরের প্রথম আলো ফুটে উঠছে পূর্ব দিগন্তে।

পকেট থেকে একটা ছবি বের করে নিল কুইন. ছবির লোকটা আকারে বিশাল, নীল চোখ, সোনালি চুল, থুতনিতে লম্বা দাড়ি এবং মুখে রহস্যময় হাসি। ছবিটা সবসময় সাথেই ছিল ওর, খোঁজাখুঁজির সুবিধার্থে এনেছে সাথে। অন্তত নিজেকে সেকথাই বলে বুঝ দিয়েছে ও। ছবিটা ফেলে দিতে হবে, তাই শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছে।

'লোকটা তোমার বন্ধু?' ভ্লাদিমিরের কথা বাস্তবে ফিরিয়ে আনল ওকে, রাগত স্বরে লোকটার দিকে তাকাল ও। 'আমি পরিচয় পাওয়ার জন্য বলিনি, অবাক হয়েছি। কারণ, অল্প কয়েকদিন আগে দেখেছি একে।'

সাথে সাথেই কুইন লোকটার কলার চেপে ধরল, 'কী বললে?'

'লোকটাকে কিছুদিন আগেই দেখেছি।' ব্যাখ্যা করল সে। 'পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেখানেই এক জাহাজের ক্যাপ্টেনের সাথে কথা বলতে দেখেছি ওকে।'

'তুমি নিশ্চিত?' ছবিটা লোকটার মুখের কাছে ধরল কুইন। 'যদি সন্দেহ থাকে তো এখনই বলে দাও।'

কাঁপা কাঁপা হাতে ছবিটার দিকে তাকাল সে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়লো। লোকটা ভয়ে কাঁপছে, কিন্তু নিশ্চিত স্বরে বলল, 'একেই দেখেছি, আমি পুরোপুরি নিশ্চিত।' ভ্রুকুটি করল কুইন। 'আর এমন লোক তো সাধারণত চোখে পড়ে না, একে ভুল করবই বা কেন।'

ছবিটা আবার পকেটে পুরে রাখল ও, লোকটার কথা মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে চাইছে কুইন। কিন্তু যদি ভুল করে থাকে সে!

'ওদের কথা শুনলে কী করে তুমি? আমার বন্ধু বেশ সতর্ক থাকে সবসময়।'

নাবিকের চোখে অবিশ্বাস খেলে গেল এক মুহূর্তের জন্য, পরিস্থিতি অবলোকন করে সম্পূর্ণ ঘটনা ব্যাখ্যা করল সে, 'আমার বন্ধু ডকে কাজ করে। আমি হাঁটছিলাম আশপাশেই, অপেক্ষা করছিলাম আমার বন্ধুর কাজ শেষ হওয়ার জন্য তোমার বন্ধু কথা বলছিল ক্যাপ্টেনের সাথে, যে আবার আমার বন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী। তথ্য সবসময়ই উপকারী, আর বন্ধুর কাছ থেকে কিছু বাড়তি টাকাও নেওয়া যাবে। এই ভেবেই কান পেতে শুনি ওদের কথা।' থামল সে। 'খুব বেশি কিছু শুনতে পাইনি। তোমার বন্ধু আমাকে দেখে কেটে পড়েছিল।'

'বলো কী শুনেছ তুমি।' হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে কুইনের।

অবশেষে...!

দুঃস্বপ্নের মতো একটা রাত কাটানোর পর, ভাগ্যকে গাল দিচ্ছিল ও। কিন্তু ভাগ্যের কারণেই রুকের খোঁজ পেল আজ এত সহজে।

BanglaBook.org

খুব বেশি কিছু বলতে পারল না ভ্লাদিমির। শুধু জানা গেল, নাবিকের বোন রুককে উদ্ধার করেছিল আহত অবস্থায়। সেই নাবিকের হাত ধরেই রাশিয়া থেকে বের হতে চাইছে ও। কিন্তু ভ্লাদিমির জানে না ওরা কোথায় গেছে।

'ভ্লাদিমির, তুমি যদি সত্য বলে থাকো, তবে পুরস্কার পাবে। এখন সেই নাবিকের পরিচয় এবং ঠিকানা বলো।'

লোকটা যেন স্বস্তি ফিরে পেল, ভেবেছিল কুইন হয়তো তাকে বিশ্বাস করবে না।

'সেভেরাডভিস্কে, রাশিয়ায়। জাহাজের নাম সং বার্ড, ক্যাপ্টেনের নাম ম্যাকসাম দাস্কোভ।'

অবশেষে হাসি ফুটে উঠল কুইনের মুখে, জানে না এই হাসির স্থায়িত্ব কতক্ষণ। মুক্ত বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিল ও, অবসন্ন হয়ে আছে ধকলের পর। কিন্তু মাথাটা চলছে ঠিকই পূর্ণ গতিতে।

রুককে খুঁজতে যাবে ও।

অবশ্যই যাবে।

BanglaBook.org

শেষ কথা

উঠে দাঁড়ালো দারিয়ুস, গোঙাচ্ছে ব্যথায়। মাথার একপাশে কান যেখানে ছিল সেখানে একটা গর্ত শুধু, জমাট বেঁধে কালচে হয়ে আছে রক্ত। হাত সরিয়ে নিল সে।

'ডাইনীটা কী ভাবে নিজেকে? মাইক টাইসন?' গলার গভীর থেকে ভেসে এল কথাটা। গলায় হাত বুলাচ্ছে ও, আরেকটু হলেই মেরে ফেলেছিল ওকে। চাইলেই ওকে খুন করতে পারতে মেয়েটা, কিন্তু করেনি...

...বিরাট বড় ভুল করে ফেলেছে!

নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াল ও, শরীরের জোড়াগুলো তীব্র চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে যেন। তাসমেনিয়ান ডাইনীটা খুব একচোট দেখিয়েছে আজ। চোখে ঝাপসা দেখছে ও, হাত দিয়ে চোখ কচলে নিল। কিন্তু এতে দৃষ্টিশক্তি আরো ঝাপসা হলো।

বড় করে দম নিল কয়েকবার, ঝাঁঝাল ধোঁয়া ঢুকছে নাক দিয়ে। দেখে আসা উচিত কেন এত ধোঁয়া, তবে কারণটা অনুমান করতে পারছে।

পাঁচ মিনিট পর বেরিয়ে এল সে ট্র্যাপডোর দিয়ে, মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। সাথে কিছুই আনেনি, অবশ্য আনার মতো কিছু ছিলও না। সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে কুইন, এমনকি খাঁচাগুলো পর্যন্ত খালি!

অবাক হয়ে ভাবছে, মেয়েটা খাঁচাগুলো খুলে দিল কেন? তবে আশ্বস্ত হচ্ছে এই ভেবে, নিশ্চিত মায়ানেকড়েগুলো খুবলে খেয়েছে ডাইনীটাকে।

সকালের সোনালি আলোয় চারপাশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, আশপাশে কোথাও বিপদসংকেত বাজছে। নদীর দিকে এগোল সে, ঠিক তখনই চোখে পড়ল উজ্জ্বল আলো। তাকিয়ে দেখল, ফুজিয়ামাতে আগুন ধরেছে। কোনো ভাবেই ভেবে পেল না কেন এবং কীভাবে এই বিল্ডিংয়ে আগুন লাগিয়েছে ডাইনীটা।

শান্ত হয়ে দৌড়াচ্ছে ও, দেহের প্রতিটা অঙ্গে ব্যথা। যদিও মেয়েটার বা হেরেছে, কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে গেছে সে অজান্তেই। না জেনেই এ জাদুর রাজত্বের চাবি তুলে দিয়েছে ওর হাতে।

যদি রিচার্ড রিডলি মারা যায়, আর কোনো বংশধর নেই আসন দাবি ক তবে পুরো পৃথিবীতে একমাত্র ও-ই আছে।

দারিয়ুস রিডলি।

BanglaBook.org

কলসাইনঃ রুক

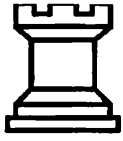

জেরেমি রবিনসন
এডওয়ার্ড জি. ট্যালবট

অনুবাদঃ মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ

এক

'এখানে আমি করছিটা কী?'

দুই পাশে মাথা নাড়ল স্ট্যান ট্রেম্বলে। মুখে হাসি লেগে আছে বটে, তবে তাতে কৌতুকের লেশমাত্র নেই। বহুদূর চলে এসেছে, তারপরও ছোট্ট গ্রামটার আলো দেখে মনে হচ্ছে না যে এক পা-ও এগিয়েছে! যদিও জানে, একসময় না একসময় পৌঁছে যাবে ঠিকই। কিন্তু রাতের ঘন-কালো অন্ধকারে নরওয়ের আর্কটিক এলাকায় হাঁটাটা কোনো সুস্থ-মস্তিষ্কের মানুষের কম্মো নয়!

তবে ট্রেম্বলের মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার অবকাশ নেই। ইউ.এস. স্পেশাল ফোর্সেসের এলিট একটা দলের সদস্য ও, যার নাম–চেস টিম। এই ঠান্ডা এবং একাকীত্ব ওকে স্পর্শও করতে পারে না। ওর কলসাইন, রুক, দলে ওর অবস্থানকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলে বলেই মনে করে। হাতাহাতি ও সরাসরি আক্রমণে দক্ষ স্ট্যান। কিন্তু শেষ মিশনটা দলের পাঁচ সদস্যকেই বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দিয়েছে। সঙ্গীদের কারো সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই ওর। রাশিয়ান হেলিকপ্টার ওর সহযোগীদের মেরে ফেলার পর, এক বৃদ্ধা মহিলার সহায়তায় কোনোক্রমে দেশটা ছেড়ে পালাতে পেরেছে। ওই এক বৃদ্ধা তার বুড়ো হারে যতটা সাহস ধরে, আর দশজন সিভিলিয়ান একসঙ্গেও ততটা ধরে কিনা সন্দেহ। *গালিয়া*, মানে বৃদ্ধা মহিলা, ওর জন্য নিজের প্রাণটাকে পর্যন্ত দিয়ে দিতে দ্বিধা করে করেনি!

এই মুহূর্তে অবশ্য তার কথা ভাবছে না স্ট্যান। বৃদ্ধার যে ভাই ওকে নৌকাযোগে পালাতে সাহায্য করেছে, তার কথাও না। আরেক যাত্রী ছিল অবশ্য ওই নৌকায়, মেয়েটা নেমেছেও ওর সঙ্গে...এই মুহূর্তে অবশ্য হাঁটছে ওর বিপরীত দিকে। সেই মেয়ে কিংবা ওর দলের অন্য তিন পুরুষ ও এক নারী, যাদেরকে পরিবার বলেই মনে করে, তাদের কথাও চেষ্টা করছে ভুলে থাকার। আপাতত উষ্ণ একটা জায়গা দরকার ওর, যাতে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারে।

অন্ধকারে নড়া-চড়ার আভাস পেয়ে থমকে দাঁড়াল রুক। চাঁদের আলো যথেষ্ট বলে ফ্ল্যাশলাইট ছাড়াই পথ দেখে এগোতে পারছে। আচমকা ছায়ার মাঝে পরিবর্তনের আভাস পেল ওর দৃষ্টি। যদি ওই নড়া-চড়া কোনো মানুষের হয়, তাহলে রুকের উপস্থিতি দেখতে পেয়েছে নিঃসন্দেহে। আস্তে করে .৫০ ক্যালিবারের ডেজার্ট ইগল পিস্তলের দিকে চলে গেল ওর হাত, রাশিয়া থেকে বেরোবার সময় যে অল্প কয়েকটা জিনিস সঙ্গে নিতে পেরেছিল তার মাঝে অস্ত্রটাও আছে। যদিও সঙ্গে আছে সাত রাউন্ডের মাত্র পাঁচটি অ্যাকশন

BanglaBook.org

এক্সপ্রেস ম্যাগাজিন। সচরাচর যেসব ম্যাগনাম ম্যাগাজিন ব্যবহৃত হয়, সেগুলো .৪৪ ব্যারেলে আঁটে; সেটা সঙ্গে নেই, তাই যা আছে তা বুঝে-শুনে খরচ করতে হবে।

রাতের নিস্তব্ধতা খান খান করে ভেসে এল পাশবিক গর্জন ফ্ল্যাশলাইট জ্বালাল স্ট্যান। সেই আলো গিয়ে পড়ল অতিকায় এক নেকড়ের ওপর, কালো পশম দিয়ে প্রায় ঢেকে থাকা দেহটা মাত্র কয়েক ফুট দূরত্বে দেখা যাচ্ছে। আগেও নেকড়ের মুখোমুখি হয়েছে সে, দুটো ব্যাপার মনে আছে ওদের ব্যাপারে–*প্রথমত, ওরা সাধারণত মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকে।*

দ্বিতীয়ত, *শিকার কখনো তারা একা করে না!*

ঘুরে দাঁড়াল রুক, আলোতে দেখা গেল আরো আধ-ডজন নেকড়েকে। প্রথমটার মতো ওদের দেহেও রয়েছে ঘন, কালো পশম। তবে তুলনায় অনেক ছোট; প্রথম নেকড়েটা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে দেখছে রুককে, কিন্তু ওর সঙ্গীরা দুলছে বলে মনে হলো; গর্জন করছে থেকে থেকে। আক্রমণ করার পথ খুঁজছে।

রুকের কর্কশ হাসি ওদের গর্জনকে ছাপিয়ে গেল। 'আমার কপাল! এসো তাহলে, বাছারা। দেখি তোমাদেরকে পশমের জ্যাকেটে পরিণত করতে পারি কিনা!'

অস্ত্র ব্যবহার করার কথা ভাবল একবার, কিন্তু পরক্ষণেই বাতিল করে দিল সেই চিন্তা। ফিয়র্ড জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে ওটার শব্দ, সম্ভবত আরো অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ হবে তাতে। তাছাড়া, বিশাল পাথুরে মূর্তির একটা বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেছে কিছুদিন আগেই; তাই কা-বার ছুরিটা দিয়ে নেকড়েদের এই পালটাকে শায়েস্তা করা কঠিন কিছু হবে বলে মনে হয় না।

প্রকাণ্ড নেকড়ের দিকে ফিরল ও, পরমুহূর্তেই ছুটতে শুরু করল। দ্বিতীয় ধাপ ফেলার আগেই হাতে উঠে এসেছে ছুরি। লাফিয়ে একপাশে সরে গেল নেকড়েটা, কিন্তু রুকের বাঁ হাতের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারল না পুরোপুরি। পশুটার পাঁজরের হাড়ের পাশে আঁচড় বসাল রুকের ছুরি। মাত্র এক মুহূর্ত স্থায়ী হলো কুকুরের মতো কুই কুই করে ওঠার শব্দ, পরক্ষণেই গা শিউরানো গর্জনে পরিণত হলো তা।

ঝট করে ঘুরল রুক, অতিকায় নেকড়েটা অন্যদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এক মুহূর্তের জন্য চোখাচোখি হলো মানুষে-প্রাণীতে। 'আমার মতো বিশালদেহী মানুষ এত দ্রুত নড়তে পারবে না, সেটাই তো ভেবেছিলে? ধরে নাও আমি জিতেছি, পাল নিয়ে ফিরে যাও!'

যেন ওর কথা শুনেই ঘুরে গেল নেকড়ে, রুকের বিপরীত দিকে চলতে শুরু করল। অন্য নেকড়েগুলোও অনুসরণ করল দলনেতাকে। তাকিয়ে তাকিয়ে দৃশ্যটা দেখল স্ট্যান; খানিক পরে আলো ফেলেও ওদের লেজ দেখা গেল না!

BanglaBook.org

ফ্ল্যাশলাইট বন্ধ করে আবার হাঁটা ধরল রুক। ক্লান্তি উধাও হয়ে গেছে, ক্ষণিকের উত্তেজনায় স্নায়ুগুলো এখন টানটান। পালাবার সময় ভারী পোশাক ফেলে এসেছে, তাই চাইলেও রাতটা চাঁদের নিচে কাটাতে পারবে না। আশ্রয় খুঁজে না পেলে এগোতেই হবে ওকে।

এক ঘণ্টা পর দেখা গেল, রাস্তাটা নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে। গ্রামের আলো কাছিয়ে এসেছে অনেক। দুটো নির্জন কুটির ফেলে এল পথে, তারপর খুঁজে পেল একটা বড়-সড় বাড়ি; ওটার একপাশে বার্নও আছে! বাড়িতে আলো নেই, অবশ্য রাত দুইটা তেত্রিশ মিনিটে আলো জ্বলার কথাও না। বার্নের দরজার খিল খুব একটা শক্ত না, এমনকী প্যাডলকটাও ঠিক ভাবে লাগানো হয়নি। এর চাইতে ভালো আশ্রয় আর মিলবে না–বুঝতে পারল ও।

আগেও শ'খানেক বার্নে পা রেখেছে রুক, তাদের সঙ্গে এই বিশেষ বার্নের অন্তত গন্ধে কোনো পার্থক্য নেই। কৈশোরটা সে পার করেছে গ্রীষ্মের ছুটিতে নিউ হ্যাম্পশায়ারের একটা ফার্মে কাজ করে। ঘোড়ার মল ও খড়ের বদবু তাই অভ্যস্ত নাকে খুব একটা অসহনীয় বলে মনে হলো না। মুচকি হাসিতে বেঁকে গেল ওর ঠোঁট, ভাবল: মেরু অঞ্চলে এসেও, কিছু কিছু জিনিস সেই আগের মতোই রয়ে যায়।

ঘোড়া আছে কিছু এখানে, অন্য স্টলে হয়তো অন্যান্য পশুও থাকতে পারে। তা থাকুক, শুধু শুধু আলো জ্বেলে ওদেরকে ভয় পাইয়ে দেবার কোনো মানে হয় না। অন্ধকারে চোখ সয়ে এলে, খালি একটা স্টল বেছে নিল সে। এর চাইতেও অনেক খারাপ পরিবেশে ঘুমিয়েছে ও, তাই খড়ের গাদায় শোয়া মাত্র চোখ বন্ধ হয়ে এল; ডেজার্ট ইগলটা ডান হাতে রেখে অবশ্যই।

স্বপ্নে দেখতে পেল আগুন আর বিস্ফোরণ, তার মাঝ থেকে ছুটে বেরোল একটা বিশাল দানব। রাগে জ্বলজ্বল করতে থাকা হলদে চোখ ছাড়া আর কোনো বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে না পরিষ্কার ভাবে। হাত বাড়িয়ে অস্ত্র ধরল ও, চাইল তুলে ধরতে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও হাত নাড়াতে পারছে না! নিচের দিকে তাকানো মাত্র শীতল আর শক্ত কিছু একটা আঘাত হানল ওর নাকে, ঝটকা খেয়ে ওপরে উঠে গেল মাথা।

পরক্ষণেই খুলে গেল রুকের চোখ, স্বপ্নের রেশটা কেটে গেল এক মুহূর্তে। চোখের সামনে এখন শুধু একটা জিনিসই দেখতে পাচ্ছে–নাকের সঙ্গে লেগে আছে ডাবল ব্যারেল শটগান!

BanglaBook.org

দুই

'শুভ সকাল, সোলজার।' নরওয়েজিয়ান ভাষায় বলল একটা কণ্ঠ, ভাষাটায় চোখ বন্ধ করে দক্ষ বলা চলে রুককে। চেস টিমের প্রত্যেক সদস্য কমপক্ষে আধ-ডজন ভাষা জানে; নীল চোখ, সোনালি চুল-দাড়ির কারণে উত্তর ইউরোপের দেশগুলো ভাষা শেখার ভারটা রুকের ওপরেই বর্তায়। একটু ভেবে সিদ্ধান্ত নিল–নাকের ওপর ধরে থাকা অস্ত্রটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করার চাইতে, আপাতত কথোপকথন চালিয়ে যাওয়াই ভালো।

'হুম, শুভ সকাল। জিনিসটা অন্য কোনো দিকে তাক করলে হয় না?'

'হয় তো! তবে তার আগে জানা দরকার–আমার বার্নে তুমি কী করছ?'

বক্তার দিকে তাকিয়ে মনে মনে আরো কিছু হিসেব কষল রুক লোকটাকে বয়স্ক দেখাচ্ছে, কম করে হলেও সত্তর হবে। ভাঁজ পড়া চেহারা আর তুষার-শুভ্র চুল সেটার দিকেই ইঙ্গিত করে, কিন্তু ধূসর চোখে না রাগের ছোঁয়া আছে...আর না ভয়ের। আছে শুধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। এই লোককে যৌবনে সবাই সমঝে চলত।

কাজে নেমে পড়ল রুক। ডান হাতটা শটগানের প্রান্ত থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে ছিল কেবল। ঝট করে হাতের পুরো ওজন লাগিয়ে ধাক্কা দিল অস্ত্রটাকে, যাতে নল একদিকে সরে যায়। এরপর বিপরীত দিকে গড়ান খেয়ে সরে গেল। শটগান সরে যেতেই ওটার ব্যারেল আঁকড়ে ধরেছিল রুক, এরপর হ্যাঁচকা এক টানে কেড়ে নিল লোকটার হাত থেকে। গড়ান শেষে যখন হাঁটুর ওপর ভর করে বসল, তখন ডেজার্ট ইগলটা হাতের তালুতে শোভা পাচ্ছে!

বৃদ্ধের দিকে তাক করল ওটা, কিন্তু দেখতে পেল যে বৃদ্ধের হাতেও উঠে এসেছে একটা ছোট্ট পিস্তল। মন্দ না, ভাবল রুক, বিশেষ করে খেলা দেখানেঅলার বয়স বিবেচনা করলে। জানাল, 'একেই বলে অচলাবস্থা।'

'আগেই ভেবেছিলাম, এমন কিছু তুমি করতে পারো!'

'তাহলে কাছে এলে কেন?'

মুচকি হাসল লোকটা। 'নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম,' অস্ত্র ধরা হাতটা নামাল সে। 'সোলজার, এখন তো আর অচলাবস্থা নেই। ভালোয় ভালোয় তবে প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও। আমার বার্নে কী করছ?'

'নিরীহ মানুষের মতো ঘুমাচ্ছিলাম। তুমিই তো শটগান নাকে ধরে জাগিয়ে দিলে!'

BanglaBook.org

'ভেবেছিলাম যে তোমার মনোযোগ পাবো। তা বার্নে কেন ঘুমাতে হলো? আর কোনো জায়গা পেলে না...সোলজার?'

'আমাকে "সোলজার" বলে ডাকছ কেন?'

'যৌবনে কিছু সৈনিককে দেখেছি, তোমার পেশা ভিন্ন কিছু হতেই পারে না। যাই হোক, আমার প্রশ্নের জবাব দেবে?'

মনে মনে কথা উল্টে-পাল্টে নিল রুক। *আসলেই তো, এখানে করছিটা কী আমি?* সহযোগী টিম খুইয়েছে বলে কিছু সময় দরকার ওর নতুন করে গুছিয়ে নেবার, কিন্তু এভাবে বসে থাকার পাত্র তো সে নয়! নিজের ভুঁড়ির দিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করার চাইতে, অন্যের ভুঁড়িতে গুলি ঢোকাতেই বেশি পছন্দ করে। অথচ এই মুহূর্তে বসে আছে কিনা গ্রামের একটা বার্নে!

ডেজার্ট ইগলটা নামিয়ে, বাঁ হাত এগিয়ে দিল সে। 'একাকী কিছু সময় কাটানো দরকার ছিল। হাঁটতে শুরু করলাম, কীভাবে কীভাবে রাত হয়ে গেল তা বুঝতেই পারিনি! ঘুমোবার মতো জায়গার দরকার ছিল, ভেবেছিলাম এখানে কোথাও মোটেল পাবো। তোমার বার্ন ছাড়া কিছু মিলল না। আমার নাম–স্ট্যানিস্লাভ।'

নজর হটাল না বৃদ্ধ, একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল রুকের হাতের দিকে। 'হাঁটা আর ঘুমানোর মাঝে কিছু ঘটেনি? মনে তো হচ্ছে সেগুলো চেপে যাচ্ছো!'

হাসল রুক। 'তা ঘটেছে, বিশেষ করে নেকড়ের পালের সঙ্গে মোলাকাতটা–'

পিস্তল আবার উঁচু করে করে ধরল বৃদ্ধ, নিষ্কম্প মনে হলো হাতটাকে। 'মানে কী, স্ট্যানিস্লাভ?'

সরাসরি তার চোখে চোখ রাখল রুক। 'আঁধার-কালো এক পাল নেকড়ের সঙ্গে মোলাকাত হয়েছিল কয়েক মাইল দূরে। দলনেতাটা আকার ছোট্ট ঘোড়ার সমান হবে!'

আবার বন্দুক নামাল লোকটা। বলে চলল রুক। 'গুলি করবে না ছেড়ে দেবে–ঠিক করে নাও! কিন্তু কেন করছ তা বলবে তো আগে!'

সরাসরি জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'ওই নেকড়েগুলো তোমাকে আক্রমণ করেনি?'

'যেভাবে আমাকে ঘিরে পাক খাচ্ছিল, তাতে করারই কথা ছিল। ওদের নেতাকে ছুরি ব্যবহার করে আহত করেছিলাম, সহজ শিকারের খোঁজে তাই সটকে পড়ে পুরো পাল।'

এই প্রথম লোকটার চোখে সন্দেহের ছোঁয়া দেখতে পেল রুক। এক মুহূর্ত পর ওয়েস্টব্যান্ডে অস্ত্র ঢুকিয়ে রাখল বৃদ্ধ, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তার দিকে তাকাল রুক।

'ওখানে রাখাটা ঠিক হলো? গুরুত্বপূর্ণ কিছুতে গুলি লেগে যায় যদি!'

BanglaBook.org

'দেখো বাছা, আমার বয়সী মানুষের কাছে *ওগুলোর* তেমন গুরুত্ব থাকে না!'

হাসল রুক। 'মেনে নিলাম। অচলাবস্থার ইতি টানছ তাহলে?'

হাত বাড়িয়ে দিল বৃদ্ধ। 'প্রকাণ্ড নেকড়েটাকে যেহেতু আঘাত হানতে পেরেছ, তারমানে অচলাবস্থা আসলে কখনো ছিলই না। চাইলেও তোমাকে মারতে পারতাম না।'

লোকটার সঙ্গে করমর্দন করল রুক, হাসছে এখনো; তবে ডেজার্ট ইগলটা এক পাশে ফেলে রেখেছে। 'তা সত্যি। নাম কী তোমার?'

'পিডার বিয়োর্ক। তা স্ট্যানিস্লাভ, জন্ম কোথায় তোমার?'

'রাশিয়া।'

'রাশিয়া? বুঝতে পারলাম। আবার রাস্তায় নামছ কখন?'

ঠিক সেই মুহূর্তে যেন রুককে আঘাত করল চেস টিমের বাকি সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলার উপলব্ধিটা। কতক্ষণ হলো নেই যোগাযোগ? যতক্ষণই হোক না কেন, সেটা বেশি! অন্তত ওদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে ক্ষণিকের জন্য অচল হয়ে গেছে ও। 'জানি না, কিছুক্ষণ থাকব হয়তো। ফোন আছে তোমার?'

'ফোন পাবো কই! আর প্রশ্ন করার আগেই বলে দেই–ইন্টারনেটও নেই। এমনকী মেইল বা টেলিগ্রামও পাবে না।'

'বুঝতে পেরেছি; আমাদেরও ওখানেও, মানে রাশিয়াতে আরকী, এমন অনেকে আছে। যোগাযোগের মাধ্যম মাঝে-মধ্যে একাকীত্বের কষ্টের চাইতে বেশি যন্ত্রণা দিতে পারে। শহরে কারও নেই?'

'আমার কথা মনে হয় বুঝতে পারোনি, স্ট্যানিস্লাভ। ফেনরিস কিস্টবি নামের এই শহরে, ওসব কিছুই নেই!'

চোখ পিটপিট করল রুক। 'সত্যি বলছ? যদি কোনো জরুরি অবস্থা হয়?'

'তখন কেউ-না-কেউ ঘণ্টা দুয়েক গাড়ি চালিয়ে সাহায্য আনতে যাবে। কিন্তু এখানে এমন কিছুই লাগে না যা আমরা নিজের জোগাড় করে নিতে পারি না, অথবা গাড়ি নিয়ে গিয়ে আনা যায় না।'

তর্ক করার জন্য মুখ খুলল রুক, তারপর বন্ধ করল আবার। হয়তো লোকটা ঠিকই বলেছে। কয়েক হপ্তা গা ঢাকা দিয়ে থাকলে মন্দ হয় না। দলের সঙ্গে খানিকটা দেরিতে যোগাযোগ হলেও অসুবিধে নেই।

'ভুল কিছু বলোনি, পিডার। আমি কয়েকদিন থাকব। শহরে হোটেল বা কিছু আছে? যেখানে ঘুমালে নাকে অস্ত্রের খোঁচা খেয়ে ঘুম ভাঙবে না?

রুক্ষ হাসি হাসল পিডার। 'অনেক কিছু শেখা এখনো বাকি তোমার, স্ট্যানিস্লাভ। এমন কিছু নেই শহরে, তার চাইতে পথে নামাই ভালো।'

রুকের মনে হলো, বুকের ভেতর রাগের একটা হলকা ফুলতে শুরু করেছে। ডেজার্ট ইগলটাকে মুঠো করে ধরল আবার। 'কিন্তু আমার যে

BanglaBook.org

জায়গাটা পছন্দ হয়েছে। থাকব ভাবছি। কোনো পরামর্শ আছে, নাকি আবার অচলাবস্থায় পড়ে গেলাম?'

ভ্রু কুঁচকে তাকাল পিডার, ঠোঁট কুঁচকে গেল ভাবনায়। 'আমার মাথায় আরেকটা বুদ্ধি এল। খামারে ক্ষতিকারক প্রাণীর দৌরাত্ম্য বেড়ে গেছে। তোমার মতো একজন মানুষের সাহায্য পেলে মন্দ হয় না। যেহেতু বার্নটাকে ভালোবেসে ফেলেছ, তাই বিনিময়ে কয়েকদিন নাহয় থাকলে।'

ভেতরে ভেতরে গুঙিয়ে উঠল রুক। ওর মাথায় ঘুরতে শুরু করল ইঁদুরের পেছনে পেছন অস্ত্র হাতে ছুটে বেড়াবার দৃশ্য। তবে হ্যাঁ, কাজটা নিলে হাতে অনেকটা সময় পাবে। তাছাড়া এই মুহূর্তে এর চাইতে ভালো কোনো প্রস্তাবও নেই। তাই মাথা নেড়ে সায় জানাল। 'অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি রাজি।'

'পিস্তলটা সরাবে?' জানতে চাইল পিডার। 'নাকি ভাবছ যে ফাঁকতালে গুলি মেরে বসব?'

অস্ত্রের দিকে তাকাল রুক, তারপর গুঁজে দিল প্যান্টের পেছনে। কেউ দেখতে পাবে না ওটা, ওর *গুরুত্বপূর্ণ* অঙ্গগুলোও থাকবে নিরাপদে। 'হাতে থাকলে স্বস্তি পাই।'

'কথা সত্য, স্ট্যানিস্লাভ, চরম সত্য। ফেনরিসের সবচাইতে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তুমি, অন্তত এই মুহূর্তে!'

'কেন? আমাকে গুলি করোনি বলে?'

'এক হিসেবে তাই। তবে তোমার কপাল ভালো আমার বার্নে এসে ঢুকেছ বলে।'

'চোখ যখন খুলেছিলাম, তখন কিন্তু নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়নি।'

হাসল পিডার। 'আমারটা বাদে অন্য কোনো বার্নে ঢুকলে...'

'কী?'

'...ট্রিগার চাপার আগে মালিক তোমার ঘুমটাও ভাঙাত না!'

BanglaBook.org

তিন

ওভাবে ঘুম ভাঙার পর, নতুন করে আর ঘুমোবার চেষ্টা করল না রুক। পিডার ওকে ঘুরে দেখাল পুরো ফার্ম। বাড়ি, বার্ন আর অল্প কিছু বেড়া দিয়ে ঘেরা চারণভূমি ছাড়া অবশ্য কিছু নেই তেমন। বার্নটা আবার আধ ডজন মুরগি, তিনটি গরু, আর দুটো করে শুয়োর, ঘোড়া ও ছাগলের দখলে। রুককে দেখিয়ে পিডার ওগুলোকে বাইরে ছেড়ে দিল।

নিউ হ্যাম্পশায়ারের কথা মনে পড়ে গেল স্ট্যানের, সেই সঙ্গে চেস টিমের সঙ্গীদের কথাও। কোনো-না-কোনো উপায়ে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে। তবে তার আগে পিডারের বলা সমস্যাটার ব্যাপারে জ্ঞানার্জন দরকার। তারপর নাস্তা করতে হবে। মূল বাড়িটা ওকে দেখাল পিডার, তখন প্রসঙ্গ উত্থাপন করল রুক।

'ঠিক কোন ব্যাপারে আমার সাহায্য দরকার?'

রঙ ঝলসে যাওয়া একটা নীল কাউচের দিকে ইঙ্গিত করল পিডার, ওটার অবস্থা যে আগে ভালো ছিল তা বোঝাই যাচ্ছে। 'বসো, স্ট্যানিস্লাভ। আমাদের এই শহরে এমন একটা সমস্যা আছে, যার ব্যাপারে কেউ আলোচনা করতে চায় না। কিন্তু আমার পশুগুলোকে আক্রমণ করার পর থেকে ভাবছি যে কিছু একটা এবার করব!'

অসাধারণ, ভাবল রুক। *ইঁদুরের পিছে না ছুটে এখন কয়োটিকে তাড়া করতে হবে!* 'তোমার পশুগুলোর ওপর আক্রমণ শুরু হয়েছে কবে থেকে?'

ঠোঁটে ঠোঁট চাপল পিডার, তাকাল কাঠের মেঝের দিকে। 'আমি নিশ্চিতভাবে জানি না। তবে আগে এক ডজন গরু আর তিরিশটা মুরগি ছিল আমার। কয়েকদিন পরপর একটা করে উধাও হয়ে যায়। বার তিনেক রাত জেগে পাহারা দিয়েছি, কিন্তু ওই রাতগুলোয় একটা পশুও চুরি হয়নি। একবার একটু চোখ লেগে এসেছিল, সম্বিত ফিরলে দেখি আরেকটা মুরগি উধাও হয়ে গেছে! অনেক দূরে বিশাল একটা অবয়ব দেখতে পেয়েছিলাম শুধু।'

বুড়ো লোকটা ঠাট্টা করছে না তো? ভাবল রুক। কিন্তু পিডারের আচরণে তা মনে হচ্ছে না। লম্বা শ্বাস নিল একটা। 'হয়তো ভালুক বা ও-রকম কিছু হবে। গুলি করোনি?'

দুই পাশে মাথা নাড়ল পিডার। 'একবার দেখেছি শুধু, তাও দিন দুয়েক আগে। তোমাকে সকাল বেলা বার্নে পেয়ে আশা করেছিলাম—হয়তো এবার চোর ধরতে পেরেছি!'

BanglaBook.org

হাসল রুক। 'এই প্রথম মুরগি-চোরের খেতাব পেলাম। তা আমার কাছ থেকে কী আশা করছ?'

জবাব দিল পিডার। 'খুব সহজ একটা কাজ। পশুটাকে খুঁজে বের করো।'

'তারপর?'

রুকের কব্জিবন্ধনীতে থাকা ডেজার্ট ইগলটার দিকে ইঙ্গিত করল পিডার। 'মেরে ফেলো ওটাকে, স্ট্যানিস্লাভ। স্রেফ উড়িয়ে দাও!'

'তা করা যাবে। আরেকটা কথা, খাবার দরকার। শহরে রেস্টুরেন্ট আছে তো? তোমার ওপর বোঝা হতে চাই না।'

'রেস্টুরেন্ট? নাহ, নেই। অন্তত বাইরের কাউকে সেবা প্রদান করবে, এমন কেউ নেই।'

'এমনও দোকান আছে, যেটা বাইরের লোকজনকে খেতে দেয় না?'

'স্ট্যানিস্লাভ, আগেই বলেছি তোমাকে, আমরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকি। সেজন্যই বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের কোনো উপায় নেই। তুমি যে রাস্তা ধরে এসেছ, সেটা শহরে গিয়ে শেষ হয়েছে। এখানে আসার আর মাত্র একটা পথ আছে, ওটা চল্লিশ মাইল লম্বা। বছরে দশ মাস বরফে ঢেকে থাকে, এমন এক রুক্ষ পাহাড় বেয়ে পায়ে হেঁটে আসতে হয়।'

'বাইরের লোক কেমন আসে?'

'অনেক কম।'

'এই বছরে কজন এসেছে?'

'তোমাকে ধরে?'

'হ্যাঁ।'

'একজন।'

কথা শুনে উঠে দাঁড়াল রুক, তাকাল জানালা দিয়ে বাইরে। প্রাঙ্গণে থাকা অল্প কিছু গাছ নড়ছে বাতাসের দমকে। পিডারের দিকে ফিরল সে। 'ব্যাপারটা যে অদ্ভুত, সেটা নিশ্চয়ই তুমিও জানো?'

'তোমার দেশে ভদকা গেলাকে জাতীয় খেলা হিসেবে দেখা হয়। তারচেয়েও অদ্ভুত?'

এক মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে গেল রুক, পরক্ষণেই মনে পড়ল যে নিজেকে রাশিয়ান বলে পরিচয় দিয়েছে। 'আচ্ছা, বাবা। মেনে নিলাম তোমার কথা। আমার যুক্তি হলো–খাবার দরকার, সেই সঙ্গে তোমার এই অদ্ভুত শহরটাও ঘুরে দেখতে চাই। খাবার বিক্রি করে, এমন দোকান তো আছে নাকি? যেটায় গুলি ছুঁড়ে ডাকাতি করতে হবে না!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলেল পিডার। 'তোমাকে দেখামাত্র বুঝতে পেরেছিলাম যে গোলমাল পাকাবে। হয়তো আমাদের এখন সেটাই দরকার। এমনিতেও খবর ছড়িয়ে যাবে চারপাশে। তাই দুয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ক্ষতি

BanglaBook.org

নেই। তবে আশা করো না যে তোমাকে দেখে তারা আনন্দের চোটে জড়িয়ে ধরবে।'

'খাবার পেলেই হলো, ওরা যা ইচ্ছা তাই করুক। গাড়ি-টাড়ি আছে? নাকি ওটাও ব্যবহার করো না?'

'গাড়ি তো আছেই। আমারটা বার্নের পেছনে।

'তাহলে চলো...রওনা দেয়া যাক।'

পিডার বিয়োর্ক পাগলের মতো গাড়ি চালায়।

প্রথম আধ-মিনিট বেশ ভালোই লেগেছিল রুকের। কিন্তু তারপরেই বুঝে ফেলে–পিডারের কাছে দ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছানোটাই আসল, গাড়িটাকে রাস্তার ওপর রাখা না! হয়তো কখনো স্বীকার করবে না, কিন্তু একটু ভয়ই পেয়ে গেল রুক। প্যারাসুট পিঠে বেঁধে বাতাসে ঝাঁপ দিতে আপত্তি নেই ওর, এমনকী জীবন নিয়ে ফিরতে পারার সম্ভাবনা কম জানা থাকা সত্ত্বেও বিনা দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়ে গোলাগুলিতে।

কিন্তু এই ক্ষেত্রে সমস্যা হলো, পরিস্থিতির ওপর ওর বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ নেই!

তিন মাইল লম্বা পথটা বেয়ে চলতে গিয়ে এক হাজার ফুটের বেশি নিচে নামতে হল ওদের, পুরোটা পথ একে-বেঁকে সর্পিলাকারে এগিয়েছে! পিডার এক মুহূর্তের জন্যও ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলের নিচে নামতে দেয়নি গতি। ফিয়র্ডের পরিষ্কার, নীল পানির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল রুক। জীবনে যে কয়টা সুন্দর দৃশ্য দেখেছে, এটা তাদের মাঝে ওপরের দিকে থাকবে।

পিডারের গাড়িটার বয়েস কমপক্ষে তিরিশ বছর হবে, একটা টু সিরিজ ভলভো। কিন্তু সুইডেনের নক্সাকাররা কখনো ভাবেনি যে এই দেহে আলাদা একটা বিশেষায়িত ইঞ্জিন লাগানো হবে। বাঁকগুলো ঘোড়ার সময় যে গর্জন শোনা যাচ্ছে, তাতে পরিষ্কার যে আসল চার-সিলিন্ডারের ইঞ্জিন আর নেই এই গাড়িতে। এমনকী সাম্প্রতিক সময়ের জনপ্রিয় টার্বো-চার্জড ফাইভগুলোও নেই। রুক জিজ্ঞেস করেছিল, ইঞ্জিনে সিলিন্ডার আটটা কিনা। কিন্তু জবাব না দিয়ে পিডার ওর ডান হাতের তর্জনী দুই বার বাতাসে উঁচু করে বুঝিয়ে দেয় সংখ্যাটা তার চাইতেও বেশি। রুক আর সাহস করে কিছু জিজ্ঞেস করেনি ওকে, পাছে হুইলের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নেয় পিডার।

বাইরে থেকে দেখে শহরটাকে নিউ ইংল্যান্ডের একটা ছোট্ট, সাগরধারের গ্রাম বলে মনে হয়। কোনো দালানের সামনে মেইলবাক্স নেই, তেমনি নেই কোনো সাইনবোর্ড। রুকের কাছে কেন যেন ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ঠেকল। এই ধরনের শহরই তো স্টিফেন কিং-এর হরর ক্লাসিকগুলোয় লেখা থাকে! অনুভূতিটাকে ঝেরে ফেলল ও। 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

BanglaBook.org

জবাব না দিয়ে ব্রেক কষে চাপল পিডার। সিটবেল্ট না থাকলে রুক হয়তো ধাক্কা খেত ড্যাশবোর্ডের সঙ্গে। 'এসে গেছি।'

'সে তো এখন বুঝতেই পারছি! যাই হোক, ধন্যবাদ।'

শুকিয়ে ভাঁজ পড়া চামড়ার মতো অবস্থা, এমন একটা দালানের দিকে এগোল ওরা। পিডার দরজায় নক করতেই ওটা খুলে গেল। ওপাশ থেকে উঁকি দিল চল্লিশের ঘরের এক মহিলা, সোনালি চুল সরিয়ে জানতে চাইল পিডারের কাছে, 'কী চাই?'

'অ্যানি, এ হচ্ছে স্ট্যানিস্লাভ। আমার সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে।'

মুখ খুলল অ্যানি, তারপর বন্ধ করে দিল আবার। একবার এপাশ-ওপাশ করল মাথা। ওকে দেখে পছন্দ হয়নি, নাকি আশপাশে কেউ আছে কিনা তা নিশ্চিত হলো–বুঝতে পারল না রুক। অবশেষে বলল সে, 'ভেতরে এসো।'

ভেতরে একটা বড় কামরা দেখা গেল। সন্দেহ নেই যে ওটাই দোকান। অল্প কিছু লেবেল সাঁটা আছে জিনিসপত্রের গায়ে, কিন্তু দাম নেই। প্যাকেজড আইটেমগুলোর অধিকাংশই চিনতে পারল না রুক, তবে বুঝতে পারল যে খাবারের অভাব হবে না। পিডার বলল ওকে, 'স্ট্যানিস্লাভ, যেটা যেটা ভালো লাগে তুলে নাও।'

'টাকা?' বলেই পকেটের দিকে হাত বাড়াল রুক। কিন্তু ওর বাহু স্পর্শ করে থামিয়ে দিল পিডাব।

'আমরা অর্থ ব্যবহার করি না। অন্তত তোমরা অর্থ বলতে যা বোঝাও, তার চল নেই।'

'অর্থ ব্যবহার করো না মানে! ঠাট্টা করছ? সমাজতন্ত্র চালু হবার পরেও তো রাশিয়া থেকে টাকার চল উঠে যায়নি!'

'আগেই বলেছি, আমরা অন্যরকম। যাই হোক, যা লাগবে তা তুলে নাও।'

আচমকা দরজা খোলার শব্দ শুনে পিছু ফিরে চাইল রুক। একজন পুরুষকে দেখা যাচ্ছে দোরগোড়ায়। লম্বায় ছয় ফুটের বেশি হবে, কালো চুল ছোট ছোট করে কাটা। দেখেই শঙ্কা জাগে মনে। বাদামি চোখটা তাকিয়ে রইল রুকের দিকে। বোঝা গেল যে এই লোক সবার ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে অভ্যস্ত।

মুখ খুলল সে। 'পিডার, এ কে?'

পিডারের কণ্ঠে তেমন কোনো ওঠা-নামা নেই। তবে রুক বুঝতে পারল যে লোকটা একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছে। 'ওর নাম স্ট্যানিস্লাভ। সকালে বার্নে গিয়ে দেখি যে ঘুমিয়ে আছে। আমাকে সাহায্য করতে সম্মত হয়েছে ও, তাই রেখে দিয়েছি।'

'কয়েকটা মুরগি খোয়া গেছে বলেই লোক ভাড়া করেছ? মশা মারতে কামান দাগা হয়ে গেল না, পিডার?'

BanglaBook.org

'আইরেক, তুমি জানো যে ব্যাপারটা এত সরল না। তোমার নেকড়েগুলো শহরকে রক্ষা করে বটে, কিন্তু আমার পশুগুলোর ওপর আক্রমণ থামায়নি।'

কথোপকথনে নাক গলাল রুক। 'আহ. থামো তো।' এক হাত এগিয়ে দিল আগন্তুকের দিকে। 'আমি স্ট্যানিস্লাভ। তোমার পরিচয়?'

করমর্দন করল বটে লোকটা, তবে হাসার ধার ধারল না। 'আমার নাম আইরেক ফোসেন। আমি ফেনরিসের দেখা-শোনা করি।'

'দেখা-শোনা বলতে? তুমি মেয়র?'

'এক হিসেবে তাই। পিডার নিশ্চয়ই বলেছে তোমাকে: এই শহরে সব সমস্যার সমাধান আমরা নিজেরাই করি? হয়তো তোমাকে তোমার পরবর্তী লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করতে পারব আমি।'

সঙ্গীদের চেহারা ভেসে উঠল রুকের মানসপটে। হাসল ছেলেটা। 'একটা সাহায্য দরকার অবশ্য। পিডার বলল, তোমাদের নাকি বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ করার মাধ্যম নেই। তবে আমার দুয়েকটা ফোন করা দরকার। সেটার ব্যবস্থা করা যাবে?'

দুই পাশে মাথা নাড়ল ফোসেন। 'আফসোস, তা বোধহয় সম্ভব হবে না। তবে নরওয়ের যেখানে যেতে চাও, সেখানে নিয়ে যাবার জন্য চালকের ব্যবস্থা করতে পারব।'

'সত্যি বলতে কী, আমার এই জায়গাটা পছন্দ হয়েছে। পরিষ্কার বাতাস, বিশ্রাম নেবার সুযোগ–সব মিলিয়ে তোফা। কিন্তু পিডারের পশুগুলোকে যে প্রাণীটা খেয়ে ফেলছে, তার কী হবে? ওটা নাকি প্রকাণ্ড?'

পেছন থেকে ভেসে এল অ্যানির শ্বাস নেবার শব্দ। ফোসেনের চোখ ছোট-ছোট হয়ে গেল। রুক টের পেল, চোখের দৃষ্টি দিয়েই বকা হচ্ছে মহিলাকে। ঘুরে দাঁড়াল ও, দেখল–মহিলা হাত দিয়ে ঢেকে আছে মুখ। চোখ বিস্ফারিত হয়ে রসগোল্লার আকার ধারণ করেছে, যার কারণ ভয় ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না!

বলল সে। 'আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে...*উলভেরিয়া* হতে পারে?'

ফোসেন হাসল বটে, কিন্তু তাতে কামরার আবহ একটুও হালকা হলো না। 'না, না। অন্য কিছু হবে। নেকড়ের পাল দূরে সরিয়ে রাখবে ওটাকে।'

লোকটার দিকে ফিরল রুক। 'কোন পাল? বিশাল কালো একটা যেটার দলনেতা? এসবের সঙ্গে ওগুলোর সম্পর্ক কী?'

জবাবটা এল পিডারের কাছ থেকে। 'আইরেক আমাদের সুরক্ষার জন্য ওই নেকড়েগুলোর ব্যবস্থা করেছে। প্রথমদিকে আমার ফার্মে আক্রমণ করা প্রাণীটা শুধু গর্জন করত। কিন্তু পরপর দুইজন গ্রামবাসীর গলা ছিঁড়ে নেবার পর বুঝতে পারছিলাম যে আমাদের কিছু একটা করতে হবে। তখন ওই নেকড়েগুলোর শরণাপন্ন হতে হয়। আইরেকের...এই ব্যাপারে দক্ষতা আছে!'

BanglaBook.org

'অনেক হয়েছে, পিডার!' ফোসেনের গমগমে কণ্ঠ যেন পুরো কামরা ভরে তুলল। 'স্ট্যানিস্লাভ, একথা সত্যি যে আমাদের কোনো এক জাতের পশু নিয়ে কিছু সমস্যায় পড়তে হয়েছে। কিন্তু নেকড়ের পাল ছেড়ে দেয়ার পর, ওটা শহরের ধারে-কাছে ঘেঁষেনি। আমার তো মনে হয়, পিডারের পশুগুলোকে মারার জন্যও ওটা দায়ী না!'

পিডারের দৃষ্টি মেঝের ওপর স্থির হয়ে আছে। তাই জবাব দিল রুক, 'নেকড়েরা কি ওই বিশাল প্রাণীটাকে মেরে ফেলেছে?'

ফোসেন উত্তর দেবার সময় ওর চোখের দিকে চেয়ে রইল রুক। বুঝতে পারল, এভাবে না তাকিয়ে থাকলে মিথ্যে বলবে লোকটা। 'মনে হয় না!'

'তাহলে তো ওটার হাতে পিডারের গবাদি পশু খুন হতে পারে, তাই না?'

'সেটা তোমার ভাবনার বিষয় না। তোমাকে অন্য শহরে পৌঁছে দেবার যে প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম, সেটা ভেবে দেখো। ফেনরিস কিন্তু বাইরের মানুষের জন্য...অতিথি-বৎসল না।'

'আমার অভ্যাস আছে।'

'তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। সে যাই হোক, আমার কথার অর্থ বুঝতে পেরেছ বলে মনে হয় না। এখান থেকে চলে যাওয়াই তোমার জন্য ভালো হবে।'

'হুমকি দিলে নাকি?'

'তোমার যা ইচ্ছে হয়, তাই ধরে নিতে পারো, স্ট্যানিস্লাভ। আমাদের সমস্যায় তুমি জড়িয়ে পড়ো না। আমরা যে আলাদা থাকি, তার একটা কারণ আছে। সামনেও ওভাবেই থাকব।'

'দেখো, বন্ধু। পিডারকে সাহায্য করব বলে কথা দিয়েছি। যেহেতু তুমি ওর প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে পারছ না, তাই আমি নিজের হাত গন্ধ করার মাঝে সমস্যা কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বেশি থেকে বেশি আর কী হবে? আমি এখানে হপ্তাখানেক থাকব আর লোকজন আমাকে দেখিয়ে ফিসফিস করবে, এই তো?'

এক পা এগিয়ে এল ফোসেন, লোকটার চেহারা এখন ওর চেহারা থেকে মাত্র এক ফুট দূরে। এমন মানুষ খুব কমই দেখেছে রুক, যে ওকে শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়ে ওকে থামিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এই শহর-নেতা কাজটায় সফল হচ্ছে একটু একটু করে। 'না, স্ট্যানিস্লাভ। এরথেকে বেশি অনেক কিছু হতে পারে...পরামর্শ মাথায় রাখলে ভালো করবে। বুঝতে পেরেছ?'

অ্যানির দিকে তাকাল ফোসেন। 'যা চায়, দিয়ে দাও।' বলেই ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, মাথা নিচু করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অন্য দুজনের দিকে তাকাল রুক। পিডারকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু অ্যানির চেহারা অসুস্থ রকমের ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। মাথা নাড়ল রুক। 'দারুণ হাসালো লোকটা। কিন্তু একে ভোট দিয়ে নেতা বানিয়েছ তোমরা? কজনের ভোট পেয়েছিল?'

BanglaBook.org

অ্যানির কণ্ঠে দ্বিধা নেই। 'সবার।'

গলা পরিষ্কার করল পিডার। 'দেখ, স্ট্যানিস্লাভ। পরে ফোসেনকে নিয়ে কথা বলা যাবে। আপাতত তোমার খাবার নিয়ে রওনা দেয়া যাক।'

পনেরো মিনিট পর দেখা গেল তিনটা বারল্যাপ ব্যাগ নিয়ে ভলভোর কাছে ফিরে এসেছে ওরা। বেরোবার সময় অ্যানির কাছে দুঃখ প্রার্থনা করল পিডার। গাড়ির ইঞ্জিন চালু হতে হতে, রুক ওর দিকে চেয়ে জানতে চাইল, 'এসবের কী মানে?'

'আইরেক শহরের নেতা, বহুদিন ধরেই আছে। তার আগে ছিল ওর বাবা। অনেক কাজ করে সে শহরের, তবে করে নিজের মতো করে।'

'পরিস্থিতি তো তাহলে ভালো না।'

'এখানে ওর কথাই আইন, স্ট্যানিস্লাভ।'

নাক দিয়ে শ্বাস টানল রুক। হায়রে কপাল, ইউরোপের সবচাইতে দূরবর্তী শহরে এসেই ঝামেলায় পড়তে হলো ওকে! 'ভালো। এখন বলো, তোমরা যে প্রাণীটা নিয়ে আলোচনা করছিলে, ওটার ব্যাপারে কী কী জানো?'

'ওহ হ্যাঁ, আক্রমণাত্মক প্রাণী। আইরেক যা-ই বলুক না কেন, আমার ধারণা–গ্রামের ওই দুটো মানুষকে যেটা মেরেছে, সেটাই আক্রমণ করছে আমার ফার্মে।'

'নেকড়েগুলোর ওটাকে দূরে রাখার কথা?'

'আমাদেরকে তো তেমনটাই বলা হয়েছে। কিন্তু আমার ফার্মের ক্ষেত্রে সফল হয়নি।'

'কী হতে পারে ওটা? মানে তোমার কী ধারণা?'

'থাক, সে কথা না বলি। নইলে আমাকে পাগল ভাববে।'

'গত একটা বছরে যা-যা দেখেছি, তা জানলে আর এই ভয়টা পেতে না।'

'বেশ তাহলে, বলছি। রাতটা অন্ধকার ছিল, প্রায় তিরিশ ফুট দূর থেকে দেখেছি। ওটা নয়ফুট লম্বা ছিল, দৌড়াচ্ছিল দুপায়ে।'

'কী! প্রাণীটা মানুষ ছিল?'

মাথা নাড়ল পিডার, চালাতে শুরু করল গাড়িটা। ড্যাশবোর্ডে একটা হাত রাখল রুক, নিজেকে শান্ত দেখাতে চাইল বাড়ি ফেরার পথে যে কী হতে সেটা ভাবতেই ভয় পাচ্ছে!

'না স্ট্যানিস্লাভ, ওটা মানুষ ছিল না। অত লম্বা আর অতটা বড় হাত কোনো মানুষের হতে পারে না। তবে কী ছিল, তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। অবশ্য ওই ধরনের প্রাণীকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তি আছে। এশিয়াতে ওদেরকে ডাকা হয় *ইয়েতি* বলে, তবে উত্তর আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

'আমেরিকায়, ওদের নাম দেয়া হয়েছে *বিগফুট*!'

BanglaBook.org

চার

বিগফুট!

পিডারের কথা শুনে হাসবে, নাকি মাথায় চাঁটি মারবে, তা বুঝতে পারছে না রুক। বিগফুট, কিংবা ইয়েতি, যে নামেই ডাকা হোক না কেন, বাস্তবে আছে বলে বিশ্বাস করতে চায় না। অবশ্য প্রকাণ্ড পাথরের মূর্তিও জ্যান্ত হতে পারে–কদিন আগে এ কথা শুনলে হেসে উড়িয়ে দিত! অথচ নিজের চোখেই যে দেখেছে ওগুলো, এখন অস্বীকার করে কীভাবে?

ভিয়েতনামের পাহাড়ে অবশ্য ইয়েতিদের মতো কিছু একটা দেখেছে রুক। রেড আর বৃদ্ধামাতারা সহজেই ইয়েতি বলে চালিয়ে দিতে পারে নিজেদেরকে। নিয়ানডারথাল এই বংশধররা অবশ্য কিংবদন্তি অনুসারে খাটোই বলা চলে, কিন্তু শক্তিতে যে তা নয় সেটার চিহ্ন তো নিজ দেহেই বহন করে চলছে। হয়তো পিডারের বিগফুটও তেমন কিছু। যদিও যুক্তি বলে–এই এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে কোনো বুনো জন্তু। মানুষ তাতে নিজের কল্পনার প্রলেপ চড়িয়েছে।

সমস্যা হলো–এখানকার অধিবাসীদের আচরণও সুবিধের নয়। পিডারের ব্যাপারটা নাহয় বুড়ো বয়সের ভীমরতি বলে ব্যাখ্যা করা যায়; কিন্তু অ্যানি আর আইরেকের আচরণের কোনো ব্যাখ্যা হয়? মহিলা কিছু একটার ভয়ে কাঁপছিল। আর শহরের নেতা রুককে তাড়াবার জন্য হয়ে ছিল উদগ্রীব।

নাহ, নরওয়ের এই ছোট্ট শহরে কোনো-না-কোনো কিন্তু অবশ্যই আছে।

খামারে ফিরে পিডার দেখিয়ে দিল রান্নাঘর। রুক নিজের খাবার নিজেই রান্না করে নিল। প্রোপেনের স্টোভে ভাত রান্না করার সময় হেসে ফেলল; ভাবল–চেস টিমের সঙ্গীরা যদি এই অবস্থা দেখে তাহলে কী ভাববে? হাজার টেনেও ওকে আগে রান্নাঘরে নেয়া যেত না, আজ ওকে রাঁধুনি রূপে দেখতে পেলে অন্তত কুইন ওর পুরুষত্ব নিয়ে খোঁচাতে ছাড়ত না!

কুইনের কথা মনে পড়তেই মিলিয়ে গেল রুকের মুখের হাসি। আজ হোক বা কাল, ওদের মাঝে যে লুকোচুরি চলছে, তা নিয়ে বসতেই হবে। তবে তার আগে যোগাযোগ করতে হবে দলের সঙ্গে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে: এখানে থাকা অবস্থায় তা সম্ভব হবে না।

মাথা নেড়ে ভাবনাগুলোকে সরিয়ে দিল রুক। শুধু শুধু এসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। হাতের কাজে মন দেয়া যাক–একটা বুনো প্রাণীকে মারতে হবে...

...অথবা এক কিংবদন্তির দানোকে।

BanglaBook.org

সুযোগ পেলে আইরেক ফোসেনকেও এক হাত দেখে নেবার ইচ্ছে আছে ওর। লোকটার নাক উঁচু স্বভাবটা নিশ্চয়ই *নাক* না থাকলে থাকবে না?

একটা প্রাচীন, ছেঁড়া-ফাটা টেবিলে বসল ওরা খাবার নিয়ে, টিক কাঠের তৈরি বলে মনে হচ্ছে। পিডারকে একটা প্রশ্ন করল রুক, জান হাতে নিয়ে ফেরার পথে মাথায় এসেছে ওটা।

'ওই মহিলা, অ্যানি নাম যার, একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিল–*উলভেরিয়া*। মানে কী?'

হাত যেন জমে গেল পিডারের চামচ। ওটাকে পাত্রে রেখে চোখ তুলে চাইল বৃদ্ধ। 'স্ট্যানিস্লাভ, এই শহরের এমন কিছু রহস্য আছে, যেগুলোর ব্যাপারে তোমার না জানাই ভালো। তবে আমাদের লোককথায় উলভেরিয়া বলতে কী বোঝায়, তা জানাচ্ছি। ডায়ার উলফের নাম শুনেছ?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল রুক। নরওয়েজিয়ান ভাষা শিখবে, আর ওই প্রাণীটার নাম শুনবে না...তা অসম্ভব। 'অবশ্যই শুনেছি। নর্স দেবতাদের পোষ্য ছিল ওই বিশাল নেকড়েগুলো। যতদূর মনে পড়ে, অধিকাংশের মতো তারা মানব জাতির জন্য কষ্টের বার্তাবহনকারী ছিল। অবশ্য আমার কাছে ওগুলো কেবলই ভয়ানক খুনি।'

'ঠিক বলেছ। উলভেরিয়া ছিল এক নির্বাসিত নেকড়ে, সে এতটাই নৃশংস ছিল যে পালের সদস্যরাও তাকে সহ্য করতে পারেনি। আর কিছু জানতে চেয়ো না।'

রুক বুঝতে পারল, চাপ দিয়ে লাভ হবে না। 'আপাতত এতটুকুতেই চলবে। কিন্তু তোমাদের এই নগরে অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে। হয়তো সব কিছু থেকে অনেক দূরে বলে, যদিও আমার মনে হয় না যে সেটাই একমাত্র কারণ। যাই হোক, বুঝতেই পারছ যে আমি খোঁজ নেয়া বন্ধ করব না।'

'করবে...যদি তোমাকে নাক গলানোর আগেই মেরে ফেলা হয়।'

'তা ঠিক। কিন্তু কে মারবে? কীভাবে? বার্নে যখন ঘুমিয়ে থাকব তখন লাঙল তুলে ছুটে আসবে শহরবাসী?'

'নাহ। ভোর তিনটের দিকে আলতো আঁচড়ে জবাই করতেই তারা বেশি পছন্দ করে।'

পিডারের দিকে চাইল রুক, ভাবল বৃদ্ধ বুঝি ঠাট্টা করছে। 'তারমানে লুকিয়ে আমার পেছনে এসে আমার গলা কেটে ফেলবে? আমি তো নিরীহ একজন আগন্তুক কেবল, ওদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিনি!'

রুকের চোখের দিকে মরা দৃষ্টিতে চাইল পিডার। 'আগে করেছে...সামনেও না করার কারণ দেখি না।'

সেরাতে প্রথম পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ শুরু করল রুক। একেক রাতে একেক স্থানে বসে নজর রেখেছিল পিডার। ভেবেছিল ওর পশুগুলোর খুঁটিনাটি

BanglaBook.org

দেখতে পাবে। কিন্তু রুক বসে বসে আঙুল চোষার পাত্র না। তাই পিডারকে বলে-কয়ে ভিন্ন পথে এগোতে রাজি করাল।

প্রথমেই ওরা গরু কিংবা ছাগল রেখে এল খামারের দূরবর্তী কোনায়। এতে খুনি আক্রমণ করার উৎসাহ পাবে। তারপর উভয়ে বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নিল, অন্ধকার নামার কয়েক ঘণ্টা পর পর্যন্ত। আরো একটা ঘণ্টা পর বেরিয়ে এল রুক। সেলারের দরজা দিয়ে বেরোল সে, ঘন অন্ধকারের কারণে চেহারার সামনে হাত এনেও দেখতে পাচ্ছে না!

চেস টিমের ব্যবহার্য জিনিসগুলোর কথা খুব করে মনে পড়ছে রুকের। এমন স্যুটও আছে, যা স্টেলথ টেকনোলজি ব্যবহার করে বানানো। ওটা পরলে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায়। আজ রাতে অবশ্য পুরাতন প্রযুক্তি ব্যবহার করছে–কালো জ্যাকেট আর প্যান্ট চড়িয়েছে দেহে। চেহারায় মেখেছে ঘন অ্যাক্সেল গ্রিজ, হাতের পেছন দিকটাও বাদ দেয়নি। পশুরা অবশ্য গন্ধ শুঁকে ওর অবস্থান বুঝতে পারবে, কিন্তু যতটুকু সুবিধা পাওয়া যায় আরকী!

সেদিন সকালে পিডার আর রুক পায়ে হেঁটে খামারের চারপাশের বেশ কিছু এলাকা খুঁজে দেখেছে। বৃদ্ধ লোকটার হারানো মুরগি, গরু কিংবা ছাগলের দেহাবশেষ পায়নি। ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকেছে রুকের কাছে, কেননা কোনো শিকারিই তাদের শিকারকে এত দূর টেনে নিয়ে যায় না...যদি না তাদের শাবক থাকে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা শিকার করেই পশুর মাংস খেয়ে ফেলে। তাছাড়া শিকারি যদি ভালুকও হয়, তবুও তার পক্ষে একটা আস্ত গরু টেনে নিয়ে যাওয়া খুব একটা সহজ কাজ না।

তারমানে শত্রুর বুদ্ধিমত্তা আছে কিছুটা হলেও। পিডারকে জিজ্ঞেস করেছিল–শহরবাসীদের কেউ এসবের পেছনে দায়ী হতে পারে কিনা। কিন্তু সেই সম্ভাবনার কথা কানেও তোলেনি পিডার। বলেছে, ফোসেন কখনো এমন কিছু হতে দেবে না যাতে শহরের শান্তি নষ্ট হয়। তাই বাকি রইল কেবল...

...বলতে গেলে কেউ না!

ইয়েতির ওপর আপাতত দায় চাপাতে চাচ্ছে না রুক।

অজানা শত্রুর মুখোমুখি হবার জন্য নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নিল যদিও চেস টিমের সঙ্গে কাটানো সময় ওকে এই কাজের জন্য প্রস্তুত করেছে বলা চলে। সত্যি বলতে কী, ব্যাপারটা ও উপভোগই করে। এই মুহূর্তে নরওয়ের ছোট্ট একটা শহরে আছে ও, সঙ্গে আছে শুধু একটা কা-বার আর .পঞ্চাশ ক্যালিবারের পিস্তল। হুমকিতে পড়েছে কিছু গবাদি-পশু। চেস টিমের সচরাচর অভিযানের তুলনায় কিছুই না। কিন্তু তাতে কী?

অন্তত আজ রাতে আবার শিকারে নামতে পারছে সে!

টহল দিতে শুরু করল সে। পিডারের খামারের ভেতর ঢুকছে-বেরোচ্ছে বারবার। তবে যেখানে ছাগল আর গরুগুলোকে রেখেছে, সেগুলোর

BanglaBook.org

কাছাকাছিই থাকার চেষ্টা চালাচ্ছে। পিডার নিশ্চয়ই এতক্ষণে বার্নে চলে গেছে, শটগানের কালো নল তাক করে আছে ছিটকিনি-খোলা দরজার দিকে। যদি আক্রমণকারী চালু হয় আর রুকের গতিপথের ওপর নজর রাখে, তাহলে অন্তত একটা পশুকে হারাতে হবে ওদের। তবে আশা করছে—নজর রাখার পদ্ধতির এই পরিবর্তন ফাঁদে পা ফেলতে বাধ্য করবে শিকারিকে।

রাত দুটো বেজে গেল, ঘটল না কিছুই। একটা ছাগলের পাশ দিয়ে পেরোচ্ছিল রুক, খানিকটা সামনেও এগিয়ে এসেছিল। আচমকা শুনতে পেল একটা শব্দ। সেই আওয়াজ এতটাই অস্ফুট যে খুব মন না দিলে শুনতে পেত না। থমকে দাঁড়াল যুবক, নাক টানল বাতাসে।

পচা ডিমের মতো ঘ্রাণে ভরে উঠল ওর নাসারন্ধ্র, তবে তীব্রতা অনেক বেশি। আস্তে আস্তে ভারী হচ্ছে সেই ঘ্রাণ, যেন ওটার উৎস কাছিয়ে আসছে। দেহটাকে ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে তাক করল ছাগলটার দিকে। যদিও অন্ধকারে হতভাগা প্রাণীটাকে দেখতে পাচ্ছে না।

ডেজার্ট ইগলের ওপর শক্ত হয়ে বসল ওর হাত, গন্ধটা এখন প্রচণ্ড তীব্র হয়ে উঠেছে। কীভাবে জানে বলতে পারবে না, তবে নিশ্চিতভাবেই বলতে পারে যে ওই গন্ধের উৎস ছাগলটা যেদিকে আছে সেদিকেই। কল্পনার চোখে অতিকায় একটা দানবকে দেখতে পেল যেন, রুকের অবস্থানের ব্যাপারে যার ধারণাও নেই; ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ছাগলটাকে হত্যা করার মানসে। রুক যদি শুধু তাক করার সঠিক জায়গাটা বের করতে পারে...

তা না করে চিৎকার করে উঠল যুবক, পরক্ষণেই দৌড়াতে শুরু করল ছাগলটার দিকে। ছুটতে ছুটতেই জ্বালিয়ে দিল ফ্ল্যাশলাইট। যে লক্ষ্যকে দেখা যাচ্ছে না, তার অপেক্ষায় বসে থেকে লাভ নেই কোনো। তাছাড়া, রুকের চুপচাপ বসে থাকার ইচ্ছেও নেই।

এক মুহূর্ত পর ওর গর্জনের প্রত্যুত্তরে শোনা গেল আরেকটা গর্জন। কান ফাটানো সেই আওয়াজে চাপা পড়ে গেল বাকি সবকিছু, এমনকী নিজের নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছে না! ফ্ল্যাশলাইটের আলোতে দেখা গেল অতিকায় এক প্রাণীকে, দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কমপক্ষে আট ফুট হবে লম্বায়, শত বছর পুরনো মেপল গাছও হার মানবে প্রশস্ততায়। বিশাল পশুটার বাদামি পশম এত ঘন যে আলোতে কমলা মনে হচ্ছে। *বেয়ার চাইতে বড় অবশ্যই,* ভাবল রুক। মনে পড়ে গেছে নিয়ানডারথাল রাক্ষস কথা। আরো তীব্র হলো গর্জন, ওটার খোলা মুখের ভেতর থেকে উঁকি দিল বড় বড় দাঁত। অধিকাংশই ভোঁতা, তবে শ্বদন্তও আছে।

আচমকা ওর দিকে ছুটতে শুরু করল দানবটা!

ডেজার্ট ইগলের ট্রিগার তিনবার চাপল রুক। লক্ষ্য মাত্র চল্লিশ ফুট দূরে কিন্তু চিৎকারের কারণে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা এবং আলো-আঁধারির খেলায় একটা জায়গামতো লাগাতে পারল বলে মনে হয় না।

BanglaBook.org

এত বিশালদেহী কোনো প্রাণী এভাবে নড়তে পারে, সেই কল্পনাও করেনি রুক। কিন্তু ওকে চমকে দিয়ে ঘুরে গেল ওটা, দৌড়াতে শুরু করল উল্টো দিকে। আরো দুটো গুলি ছুঁড়ল বটে রুক, কিন্তু এবারো লাগাতে পারল না। আর দুটো গুলি রয়েছে ম্যাগাজিনে, কিন্তু শুধু শুধু নষ্ট করতে চাইল না।

পিছু ধাওয়া করতে লাগল রুক, তবে বুঝতে পারল অচিরেই যে দুয়ের মাঝে দূরত্ব কেবলই বাড়ছে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় এখনো পলায়নরত দানবটাকে দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু ক্রমেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তার দেহটা। শরীরের সব শক্তি জুগিয়ে পাজোড়া চালাচ্ছে ও, তবে লাভ যে হবে না তা পরিষ্কার।

আচমকা যেন ডান দিকে ঘুরে গেল দানোটা। রুক এক মুহূর্ত ভেবে ওটার পথ আন্দাজের প্রয়াস পেল, তারপর নিজেও ছুটতে লাগল সেদিকে। মনের ভেতর কু গাইছে কিছু একটা, মনে হচ্ছে যেন মিস করে যাচ্ছে কিছু। পাশে থাকা একমাত্র ছোট্ট গাছ আঁকড়ে ধরল যুবক, কিন্তু গতি জড়তার কারণে দেহটা এগোতে লাগল। আচমকা পায়ের নিচ থেকে উধাও হয়ে গেল জমি, ভাসতে শুরু করল বাতাসে।

হাতে মাখা তৈলাক্ত গ্রিজ অন্ধকারে নিজেকে লুকোবার জন্য দারুণ কাজে এসেছিল বটে, কিন্তু এখন সেটা বেঈমানী করে বসল। গাছটাকে ধরে রাখতে পারল না ওর হাত। আপ্রাণ চেষ্টা করল সে, মুক্ত হাত দিয়ে ধরতে চাইল অন্য হাতের বাহু। কপাল ভালো যে তাতে সক্ষমও হলো, কেননা মুহূর্তের ভগ্নাংশের মাঝে ওর চিবুক ঘষা খেল মাটিতে। দেহের বাকি অংশটা ঝুলছে ক্লিফের ধার থেকে।

আগেও দেখেছে এই জায়গাটা। পিডারের খামারের এক কোনায় অবস্থিত এই খাদ। এখান থেকে দুইশো ফুট নিচে নেমে মিশেছে সাগরের সঙ্গে। আপাতত একটা মাত্র গাছের ভরসায় নিজেকে রাখতে বাধ্য হয়েছে রুক। হাত প্রচণ্ড ব্যথায় জ্বলতে শুরু করেছে, তাই নিজেকে টেনে তোলার প্রয়াস পেল সে।

প্রথম ফুটটা ওঠাই কষ্টকর। কাজটা করতে গিয়ে দুই-তিনটা গালও বকল সে; যদিও ওগুলো নবওয়েজিয়ান কিংবা রাশিয়ান ভাষার সম্পত্তি বলে মনে হলো না! আপাতত সেসব নিয়ে ভাবছেও না রুক, পায়ের নিচে জমি পেলে আর কিছু চায় না। অচিরেই সফল হলো কাজে, নিজেকে টেনে তুলল ওপরে।

নিজেকে সামলে নিয়ে হাঁপাতে শুরু করল ও, একেকবারে ফুসফুস ভরে বাতাস নিচ্ছে। দানবটা হয়তো আশপাশেই আছে এখনো। কয়েক ফুট দূরে ফ্ল্যাশলাইট দেখতে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটার ওপর। আলো ফেলে খুঁজে বের করল ডেজার্ট ইগল। খাদের ধার থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরেই ছিল উভয়টা, কপাল ভালো যে নিচে পড়েনি!

BanglaBook.org

বাতাসে শ্বাস টানল রুক। ডিম-পচা গন্ধটা তীব্রতা হারিয়েছে অনেকটাই। সম্ভবত ওই প্রাণীটার কাছ থেকে আসছিল গন্ধটা, যেহেতু ওটার তীব্রতা কম তো ধরে নেয়া যায়–আশপাশে নেই ওটা। আজ রাতে আর মুখোমুখি লড়াই হবে বলে মনে হয়নি। বিস্ময়ের যে সুবিধাটা আজ পেয়েছে, সেটা সামনে আর পাবে না। রক্ত দেখে মনে হচ্ছে, ওর একটা বুলেট আঁচড় কেটেছে হারামজাদার পায়ে; পশুটা তা ভুলবে বলে মনে হয় না!

তবে আজ রাতে করার আর কিছু নেই...বার্নে ফিরে যাওয়া ছাড়া।

মিনিট পাঁচেক পর, বার্নের দরজা খুলল সে। তবে ভেতরে পা রাখার আগে নিজের পরিচয় ঘোষণা দিল বটে।

'পিডার, আমি এসেছি; গুলি কোরো না!'

ভেতরে আলো ফেলল রুক, দেখতে পেল–বৃদ্ধ লোকটা দাঁড়িয়ে আছে মইয়ের মাথায়। তার কাছে গেল সে।

'বাজে একটা রাত কাটল।'

ওর দিকে তাকাল পিডার। 'পেয়েছ খুনিটাকে?'

'পাওয়া বলতে কী বোঝাচ্ছ, জানি না। একটা গুলি লাগাতে পেরেছি অবশ্য।'

'তারপর কী হলো?'

'পাত্তাই দিল না, এমনকী একটুও না। হারামজাদার গর্জনও শোনার মতো। গুলি খেয়েই ঘুরে দাঁড়াল ওটা, তারপর ভাগল। আমি পাল্লা দিতে পারিনি। চেষ্টা করেছি, তবে লাভ হয়নি।'

'কী ছিল ওটা?'

পিডারের দিকে তাকাল যুবক, বৃদ্ধের চোখের তারায় দেখা গেল উত্তেজনা। দুই পাশে মাথা নাড়ল রুক। 'আমার কোনো ধারণাই নেই। তবে তুমি যেমনটা বলেছিলে, দেখতেও তেমনই–আট ফুট লম্বা, পশমে ভর্তি, বিশাল হাত-পা। কিন্তু দাঁত দেখে মানুষ বলেই মনে হয়, চোখের তারায় দেখেছি বুদ্ধিমত্তার ছাপ।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল পিডার। 'যেমনটা আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ। গন্ধটা পেয়েছ?'

'পেয়েছি মানে! এত বাজে গন্ধ জীবনে শুঁকিনি। জানি, জানি...কিংবদন্তিতে বাজে গন্ধের কথা আছে। তবে আমি বিশ্বাস করছি ইয়েতির গল্প। এখানে কোনো কিন্তু আছে। হয়তো আমাকে যে গোপন কথাগুলো বলতে চাইছ না, সেগুলোর মাঝেই রয়েছে এই রহস্যের চাবি। প্রথম রাতে যখন বলেছিলাম যে নেকড়ে দেখেছি, তখন আরেকটু হলে আমাকে গুলিই করে বসতে!'

BanglaBook.org

দেয়াল ঘেঁষে রাখা খড়ের গাদায় বসল পিডার, নজর স্থির রাখল মেঝের ওপর। 'স্ট্যানিস্লাভ, এমন কিছু ব্যাপার আছে যা আমার পক্ষে তোমাকে বলা সম্ভব না।'

'তাহলে একটা প্রশ্নের জবাব দাও। নেকড়ের পাল কেন শহর থেকে ওই প্রাণীটাকে দূরে রাখে...অথচ তোমার খামার থেকে রাখতে পারে না?'

'জানি না। নেকড়েরা কীভাবে ওইরকম একটা দানবকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়, সেটাও জানি না।'

'ঠিক বলেছ, সেই কাজটাও ওদের করতে পারার কথা না! কিন্তু পারে যে, সেটা বেরিয়েছে কার মাথা থেকে?'

'আইরেক ছাড়া আর কে হবে? সে-ই আমাদেরকে জানিয়েছে যে নেকড়েদেরকে ব্যবহার করে প্রাণীটাকে থামাবার একটা ব্যবস্থা হয়েছে।'

'তোমরা তা মেনেও নিলে?'

'আইরেককে চিনলে আর এই প্রশ্ন করতে না। এই ধরনের কাজ ওর বাঁয়ে-হাত-কা-খেল। এমনকী আমি এখনো ওর কথাকে সন্দেহ করছি না।'

'করা তো উচিত। তোমাদের কাছ থেকে কিছু একটা গোপন করছে সে!'

'তাই নাকি, স্ট্যানিস্লাভ? কী হতে পারে সেটা?'

লম্বা শ্বাস নিল রুক। 'জানি না, তবে জানার চেষ্টা করব। এই মাত্র বিকল্প পরিকল্পনা সাজালাম।'

'বিকল্প পরিকল্পনা বলতে?'

হাসল রুক। 'প্রথম পরিকল্পনা যেহেতু কাজ করল না, তাই বিকল্প পরিকল্পনা তো করতেই হবে!'

'আর যদি তাতেও কাজ না হয়?'

'তাহলে তৃতীয় পরিকল্পনা করব, তাতে কাজ না হলে চতুর্থ। এভাবে চলতেই থাকবে।'

'ঠিক আছে, স্ট্যানিস্লাভ। পরিকল্পনাটা শোনাও।'

'কপাল ভালো না হলে ওই শিকারিকে খুন করা সম্ভব হবে না। আমার মনে হয় না .৫০ ক্যালিবারের বুলেটও ওটার মাথার পুরু হাড় ভেদ করতে পারবে। পুরো একটা ম্যাগাজিন খতম করতে হবে ওটার পায়ে। যদি কপাল ভালো থাকে তো পঙ্গু হয়ে যাবে ওটা, আরো ভালো হলে চোখের ভেতর বা চিবুকের নিচে সেঁধাতে পারব গুলি। যদিও আমার সন্দেহ আছে–কাজটা করতে পারব কিনা। তাই ভাবছি, ভিন্ন পথে এগোতে হবে। তাতে ওই নেকড়ের পালটাও আছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ যে বিকল্প পরিকল্পনাটা খুব সহজ-সরল।

'কাল রাতে, আমি নেকড়ের পালটাকে পাকড়াও করব।'

BanglaBook.org

পাঁচ

খড়ের বিছানায় যখন শুলো রুক, তখন রাত তিনটা বাজে। সেনাবাহিনীতে যোগদান করার পরপর এক বৃদ্ধ বলেছিল ওকে–যোদ্ধার জন্য ঘুম অস্ত্র-সম। সুযোগ পাওয়া মাত্র সেটাকে ব্যবহার করতে হবে। কখন যে কোন কাজে আসবে তা কেউ বলতে পারে না। কয়েক সেকেন্ডের মাঝে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

রাতে অবশ্য স্বপ্ন দেখতে হলো না ওকে, কিছুক্ষণ পরেই চোখ খুলে গেল। মনে হলো কোথাও যেন কোনো ঘাপলা হয়েছে! হয়তো কোনো একটা শব্দ জাগিয়ে দিয়েছে ওকে। নড়ল না এক বিন্দুও, তবে কান পেতে শুনতে চাইল শব্দ।

সেটাও পেল না!

এক মুহূর্ত পর, পুনরায় চোখ বন্ধ করতে চাই রুক। তবে এখন আর ঘুম আসছে না। কেন যেন মনে হচ্ছে–কিছু একটা ধরতে পারছে না। ধুর ছাই, ভাবল ও। তারপর হাতের এক ঝটকায় ডেজার্ট ইগল আঁকড়ে ধরার পাশাপাশি জ্বালাল ফ্ল্যাশলাইট।

এক লোক দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে, হাতে তীক্ষ্ণধার রেজার।

একটা গুলি ছুঁড়ল রুক, কিন্তু হঠাৎ আলো পড়ায় থমকে গেছে আক্রমণকারী। তাই গুলিটা লক্ষ্যভেদ করল না। গাল বকে লাফিয়ে উঠল রুক। শত্রুর হাত ততক্ষণে ছুটে এসেছে সামনে, রেজারটাকে রুকের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে সে। ফ্ল্যাশলাইট তুলে অস্ত্রটাকে রুখল রুক, তবে পুরোপুরি পারল না; চিবুক ছুঁয়ে গেল ওটা। ব্যথা পায়নি বটে, কিন্তু গর্জে উঠল রাগে; ফ্ল্যাশলাইটটার আলো ফেলল আক্রমণকারীর ওপর।

ততক্ষণে পালাতে শুরু করেছে ব্যাটা, প্রায় পৌঁছে গেছে বার্নের দরজার কাছে। ডেজার্ট ইগলটা তুলল রুক, কিন্তু লোহার ফ্রেম আর কাঠের দেহ দিয়ে তৈরি একটা বিশাল ঠেলাগাড়ির আড়ালে আশ্রয় নিয়ে ফেলেছে আগন্তুক। বুলেট ওটা ভেদ করতে পারবে, কিন্তু খুব একটা ক্ষতি করতে পারবে বলে মনে হয় না। আর লোকটা যদি চাকার পেছনে লুকোয় তাহলে তো একদম না...

গর্জে উঠল রুক। ভাবল–*কোনো অসুবিধে নেই, আমাকে যেহেতু জবাই করতে চেয়েছিল...তাই ঝামেলাটা ওই প্রাচীন পন্থাতেই সামলানো যাক।*

BanglaBook.org

ঠেলাগাড়ির দিকে ছুট লাগাল যুবক, কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই এড়াতে হলো ওপাশ থেকে ছুঁড়ে দেয়া স্যাডল। ওই এক মুহূর্তের সুযোগ পেয়ে অনুপ্রবেশকারী এগোতে লাগল চার ফুট দূরে থাকা দরজার দিকে।

ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে রুক, তারপরও ছুঁড়ল ডেজার্ট ইগলের গুলি। যে কোণে আছে, তাতে শত্রুর দেহ বা মাথা তাক করা সম্ভব না। হলোও না, গুলি গিয়ে মাথা কুটল লোকটার পায়ে। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল লোকটা, কিন্তু বার্নের দরজা গলে বেরিয়ে গেল ঠিক। যাবার পথে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

ছুট লাগাল রুকও, দরজা খুলে বেরোবার আগে থামল এক মুহূর্তের জন্য। ম্যাগাজিন এখন ফাঁকা, তাই নতুন একটা ভরল ওতে। দম নিয়ে সামলে নিল নিজেকে। যদি শত্রুর হাতে ওর দিকে ছোঁড়ার মতো আর কিছু থাকে, তাহলে একটু অপেক্ষা করলে লোকটা বেরিয়েও আসতে পারে।

কিন্তু এল না কিছুই। তাই লাফিয়ে দরজা গলে বেরোল রুক, এক মুহূর্ত পরেই সরে গেল ডান পাশে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোতে পরিষ্কার দেখা গেল শত্রুকে, লম্বায় ওর সমানই হবে। পরনে কালো পোশাক। এতক্ষণে মাত্র ফুট পনেরোর মতো এগোতে পেরেছে। এমন ভাবে খোঁড়াচ্ছে যেন উভয় পায়ে গুলি লেগেছে!

নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠল রুক, কিন্তু আক্রমণ থামাল না। কয়েক কদম এগিয়ে বুকের সামনে দুই বাহু বেঁধে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর যে তা দেখলে চোখ ছানাবড়া হয়ে যেত পেশাদার রাগবি খেলোয়াড়ের! শত্রুর চিৎকার শোনা গেল, তাতে মিশে আছে ব্যথা। পা হড়কে জমাট বাঁধা কাদায় আছড়ে পড়ল বেচারা। রুকও বসে পড়ল, তবে হাঁটু বসিয়ে দিল লোকটার পিঠে। হাত দিয়ে লোকটার মাথা ঠেসে ধরল মাটিতে।

রাগে কাঁপছে, তবে নরওয়েজিয়ান ভাষায় যে কথা বলতে হবে তা ভোলেনি। 'কে তুমি?'

অস্ফুট কণ্ঠের জবাবটা ঠিক বুঝতে পারল না বলে উল্টে দিল লোকটার দেহ। এবার তার বুকে চেপে বসল রুকের হাঁটু, ডেজার্ট ইগল ঠেকাল চিবুকের নিচে। 'জবাব দাও।'

'মর তুই!'

ফ্ল্যাশলাইট ছেড়ে দিয়ে লোকটার নাকে ঘুষি বসিয়ে দিল যুবক। আবার যখন ওটা তুলল তখন দেখতে পেল–লোকটার উভয় নাকের ফুটো দিয়ে অঝোরে রক্ত বেরোচ্ছে। 'আরেকবার চেষ্টা করে দেখা যাক। কে তুমি?'

'তোকে আমি খুন করব, বিদেশি কুত্তা। চোখ বন্ধ করার ভুল করিস না।'

'কেন? কেন খুন করবে?'

BanglaBook.org

জবাবে লোকটা থুথু ছিটিয়ে দিল রুকের চেহারায়। টের পেল ও–চোখের পাপড়ি বেয়ে ঝরছে ঘন থুথু। 'তোমার মতো মানুষের কোনো দরকার নেই আমাদের। তোমরা নিছক জঞ্জাল...যাদেরকে ঝেটিয়ে বিদায় করা দরকার।'

'কাজে-কর্মে তো তা মনে হচ্ছে না! বরঞ্চ উল্টোটাই সত্যি।'

শক্তিশালী একজন পুরুষকে মাটির সঙ্গে গেঁথে রাখা, তাও আবার এক হাতে ফ্ল্যাশলাইট আর অন্যহাতে পিস্তল ধরে–ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তাই শত্রুর হাত ওর দিকে ছুটে আসতে দেখেও অবাক হলো না রুক, সম্ভবত একটা ছুরি ধরা আছে ওই হাতে। ফ্ল্যাশলাইট ফেলে দিল রুক, লোকটার কব্জি আঁকড়ে ধরল যাতে ছুরি দূরে থাকে। আক্ষরিক অর্থেই লোকটার প্রভু বনে গেছে সে, অনুভব করতে পারছে শত্রুর শক্তি কমে আসা।

এক মুহূর্ত পর, নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা বন্ধ করে দিল শত্রু। ছুরিটা এমনভাবে টেনে নিল নিজের দিকে যে পরিষ্কার বোঝা গেল–আত্মহত্যা করতে চাচ্ছে!

লোকটার কব্জি সরাবার প্রয়াস পেল রুক, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। অনুপ্রবেশকারীর গলা কেটে বসল ছুরিটা। উষ্ণ রক্তে ভরে উঠল রুকের হাত, ওটা সরিয়ে নিতেই কয়েক ফোঁটা রক্ত ছিটকে এসে লাগল ওর গালে। গন্ধটা ধাক্কা দিল আরো কয়েক মুহূর্ত পর, শোণিতের ওই ভারী গন্ধটা তাকে মনে করিয়ে দিল অতীত যুদ্ধগুলোর স্মৃতি।

ফ্ল্যাশলাইট আঁকড়ে ধরল যুবক। বিস্ফারিত হয়ে আছে আক্রমণকারীর চোখ, কিন্তু গলার বিশাল ক্ষত আর চারপাশে ডোবার রূপ নেয়া রক্ত পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে–মরে গেছে আক্রমণকারী!

উঠে দাঁড়াল রুক, এখনো অস্ত্র আর ফ্ল্যাশলাইট ধরে আছে হাতে।

'ড্যাম ইট!' ইংরেজিতে গাল বকল সে। মরা লাশ গান গায় না। *এখন দরকার ছিল রিচার্ড রিডলিকে*, ভাবল রুক। রিডলি ছিল ম্যানিফোল্ড জেনেটিক্সের প্রধান, এখন যে প্রতিষ্ঠানটা বন্ধ হয়ে গেছে। লোকটা এমন এক সিরাম[1] আবিষ্কার করেছিল, যা মানবদেহের ক্ষতই শুধু সারায় না...সেই সঙ্গে আয়ুষ্কালও বাড়িয়ে দেয়। তারচাইতে বড় কথা, নিষ্প্রাণ বস্তুকে প্রাণ দান করে ওটা! হয়তো মৃত দেহের ওপরেও কাজ করবে।

এক মুহূর্ত পর, বাড়ির দিক থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল একটা বাতি। পিডার আসছে। 'ঠিক আছো, স্ট্যানিস্লাভ? গুলির শব্দ শুনলাম।'

'হ্যাঁ, পিডার, আমি ঠিক আছি। তবে এই লোকটা আছে বলে মনে হয় না।'

লাশের দিকে এগোল পিডার, ওটার চেহারা দেখে আঁতকে উঠল। 'হায় ঈশ্বর, এ কী করেছ?'

BanglaBook.org

[1] তরল ওষুধ

'আমি কিছুই করিনি। নিজেই আত্মহত্যা করেছে।'

'আহ, স্ট্যানিস্লাভ...আমাকে বোকা মনে করেছ?'

কণ্ঠ উঁচু করল রুক। 'আমি সত্যি কথাটাই বলছি। ঘুম ভেঙে দেখি, লোকটা আমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে; হাতে রেজার নিয়ে। চেহারায় আলো ফেলতেই পালাতে শুরু করল। পায়ে গুলি করলাম, ওকে আটকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম–কেন খুন করতে চায় আমাকে? তখন আরেকটা ছুরি বের করে আনে। কিন্তু তারপরও মারতে না পেরে নিজের গলাই কেটে ফেলে!'

লাশটার দিকে চেয়ে রইল পিডার। 'খারাপ...খুব খারাপ!'

'তা কেন হবে? আমি বেঁচে আছি। সেটাই অনেক না?'

'স্ট্যানিস্লাভ, এই লোকের পরিচয় জানো?'

'নাহ। কে এই ব্যাটা?'

'ওর নাম–জেনস ফোসেন।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। তার মানে...?'

'হ্যাঁ। সে আইরেক ফোসেনের সন্তান।'

'ওকে আমি খুন করব।'

'স্ট্যানিস্লাভ, একবার তো করেইছো!'

'জেনসের কথা বলছি না, আইরেককে হত্যা করব। তুমি নিজেই বলেছ যে লোকটা শহর পরিচালনা করে। সুতরাং ছেলে কী করছে তা নিশ্চয়ই জানা আছে ওর।'

'স্ট্যানিস্লাভ, ফোসেনকে হত্যা করার বুদ্ধিটা কারো স্বাস্থ্যের জন্যই ভালো না।'

'অবশ্যই ভালো। এই শহরে আমি নতুন হতে পারি। কিন্তু কেউ যদি প্রথম রাতেই আমাকে খুন করতে চায়, তাহলে নিশ্চয়ই হাত গুটিয়ে বসে থাকব না? ওই লোকের কথায় তোমরা নাচতে পারো, আমি না।'

'তুমি বুঝতে পারছ না। ফোসেনকে খুন করলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে।'

'আরো খারাপ হবে? এরচেয়েও খারাপ?' বলল বটে রুক, তবে জানে যে মন থেকে বলেনি কথাগুলো। এর চাইতে অনেক খারাপ অবস্থাও দেখেছে সে।

'আইরেক ফোসেনকে চেনো না তুমি। লোকটা বিজ্ঞানী। ভয়াবহ জিনিস আবিষ্কার করেছে যেমন, তেমনি করেছে অসাধারণ জিনিসও। এছাড়া আর কিছু বলব না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রুক। 'একবার মেরে নেই, তারপর আর আপত্তি করবে না।'

BanglaBook.org

মাথা নাড়ল পিডার। 'না, স্ট্যানিস্লাভ। অনুরোধ করেছিলাম তোমাকে চলে যেতে, শোনোনি। এখন আবার অনুরোধ করছি–কাজটা কোরো না।'

'দেখো, লোকটা মরতে যাচ্ছে...কথা শেষ। কিন্তু এই লাশ নিয়ে আমরা কী করব? এমন ভাবে গুম করতে হবে যেন কেউ খুঁজে না পায়।'

ভ্রু কুঁচকে ফেলল পিডার। 'মাটি খোঁড়া যাবে না, অনেক বেশি শক্ত। বুনো পশু খেয়ে ফেলবে, সেটাও সম্ভব না। তাহলে কি সমুদ্রে ফেলে দেব?'

'স্রোতের খবর জানি না। কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। নাহ, পুড়িয়ে ফেলাই ভালো।'

পিডার চোখ রাখল রুকের চোখে। 'স্টোভে যে আগুন ধরানো যাবে, তাতে হাড় পুড়বে না।'

'তবে আমাদের কাজ চলে যাবে। পরিচয়টা কোনো মতে লুকানো গেলেই চলবে। সবাই, বিশেষ করে আইরেক ভাবুক যে তার ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।'

কিচ্ছু বলল না পিডার। তবে মাথা নেড়ে সায় জানাল। তারপর ফিরে গেল বাড়ির দিকে, এই প্রথম বারের মতো মনে হলো রুকের–আসলেই বৃদ্ধ পিডার! নাজুক আর ক্লান্তও দেখাচ্ছে। খানিকটা আফসোস হলো বটে রুক, তবে খুব একটা না। রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে! 'আমার কপাল!' দম আটকে বলল সে।

লাশের দিকে চাইল যুবক। রক্তের ফোঁটা এখন আর বেরোচ্ছে না বললেই চলে। অচিরেই একদম বন্ধ হয়ে যাবে। তারপরও লাশটাকে জড়াবার মতো কম্বল কিংবা চাদর দরকার হবে ওর, যেন চারপাশে রক্ত ছড়িয়ে না পড়ে। পিডারের পিছু পিছু বাড়িতে প্রবেশ করল ও, খুঁজে বের করতে হবে কিছু একটা।

পরেরদিন সকাল নটার মাঝে লাশের একটা ব্যবস্থা করে ফেলল ওরা। আধ-পোড়া হাড় অবশিষ্ট রইল বটে, তবে ওগুলোকে পিডার বিশ মাইল বয়ে এদিক-সেদিক ছিটিয়ে দেবে বলে আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হয়েছে।

দুটো নির্ঘুম রাত কাটাবার ধকল অনুভব করতে পারছে রুক। তাই বার্নে ফিরে খড়ের বিছানায় শুয়ে পড়ল সে। ওখানে থাকা পশুগুলোর গোঙানোর আওয়াজ কানে আসছে, কেন যেন সেই শব্দ শান্ত করে দিল ওর স্নায়ু। ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে, কসম কেটে বলতে পারবে রুক, শুনতে পেল দূর থেকে ভেসে আসা মৃদু গর্জন।

কিন্তু ওটা সত্যি না স্বপ্ন...তা কে বলতে পারে?

BanglaBook.org

ছয়

মধ্য-বিকেলের দিকে শহরে ফিরল রুক। পিডার ওকে নিজের গাড়ি ব্যবহার করতে দিয়েছে বটে, কিন্তু সঙ্গে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

'না, স্ট্যানিস্লাভ। আমি বুড়ো মানুষ, তাই তোমাকে বাধা দেব না। কিন্তু সঙ্গীও হবো না।'

ঘণ্টা চারেক ঘুমিয়ে রুকের রাগের যজ্ঞে যেন নতুন করে হাওয়া লেগেছে। প্রথমে এক রহস্যময় প্রাণী উদয় হলো, যার কাছে পঞ্চাশ ক্যালিবারের বুলেটও কিচ্ছু না। তারপর আবার আরেক লোক ঘুমের মাঝে ওকে খুন করতে ছুটে এল। দুইয়ে মিলিয়ে শহরটাকে ঠিক শান্ত বলা যাচ্ছে না। এখন সময়...ষাঁড়ের শিঙ চেপে ধরার। আর এই শহরে ষাঁড় আর কেউ নয়: আইরেক ফোসেন।

ছেলেকে পাঠিয়েছে লোকটা, তাই বলা যায় যে ওকে হত্যাচেষ্টার পেছনে আইরেকের অবদান কম নয়। রুকের নীতি বলে–এহেন লোকের সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি বোঝা-পড়া করা যায়, ততই ভালো। কাউকে দ্বিতীয় সুযোগ দেবার দরকার কী?

অ্যানির দোকানের সামনে গাড়ি থামাল রুক, যেমনটা পিডার করেছিল গতকাল। ফোসেন কই থাকে তা জানে না বটে, তবে এতটুকু বুঝতে পারছে যে সে নিজে শহরে উপস্থিত হলে গন্ধ শুঁকে শুঁকে লোকটাও চলে আসবে। গাড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল যুবক, হাত বেঁধেছে বুকের ওপর। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাস্তার অন্যপাশের তীক্ষ্ণ পাথরের দিকে, তরঙ্গ-লহরী আছড়ে পড়ছে ওটার ওপর।

এক মিনিট পরেই দেখা দিল ফোসেন, রাস্তা ধরে হেঁটে আসছে। দূর থেকেও লোকটাকে অতিকায় মনে হচ্ছে। খুব কম মানুষই আছে, যাদের দিকে কথা বলার সময় নজর নামাতে হয় না রুককে; ফোসেন তাদের একজন। ওর মনে হলো, ফোসেনের পেছনে একটা বাড়ির কয়েকটা দরজা সম্ভবত বন্ধ হয়ে গেল আচমকা। তথ্যটাকে মনে টুকে নিল, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

দুই পাশে হাত ছড়িয়ে দিল রুক। জানে: অধিকাংশ মানুষের চোখের পলক ফেলতে যত সময় লাগে, ওর অস্ত্র বের করে গুলি ছুঁড়তে ততটা লাগে না। তবে রাস্তার মাঝখানে কাউকে গুলি করে মারতে চায় না, দরকার পড়লে অবশ্য তাতেও আপত্তি নেই। পিডার যতই সতর্ক করুক না কেন, ফোসেনকে

BanglaBook.org

মেরে ফেললে এই শহরের অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে। লোকটার মৃত্যুর শহরবাসীর প্রত্যেকেই অশ্রু ফেলবে বলে মনে হয় না।

লম্বা লোকটা কয়েক ফুট দূরে থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল, দুই পাশে হাত ছড়িয়ে দিল স্বাগতম জানাবার ভঙ্গিতে। 'স্ট্যানিস্লাভ, তোমাকে দেখতে পেয়ে প্রীত হলাম। গতকালের আচরণের জন্য ক্ষমা চাইছি। অতিথির সঙ্গে এমন আচরণ করা ঠিক হয়নি।'

হতবাক রুক চোখের পলক ফেলল। ফোসেন যে এই আচরণ করতে পারে, তা কস্মিনকালেও কল্পনা করেনি!

হারামজাদা অভিনয় করছে, ভাবল সে। *কুত্তার লেজ এত সহজে সোজা হয় না!*

মুখে বলল, 'গতকাল আমাকে এক রকম হুমকি দিয়েছ শহর ছাড়ার জন্য। তোমার শহরে নাকি অতিথির দরকার নেই! অথচ আজ এই কথা?'

ঠোঁটে ঠোঁট চাপল ফোসেন, নত করে ফেলল মাথা। 'যেমনটা বললাম, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দাও। আসলে এখানে মানুষ আসে না বললেই চলে, গতকাল মেজাজটাও ভালো ছিল না। আমার বোঝা উচিত ছিল যে বাইরের কেউ শহরের সমস্যাটা দেখলে, নতুন একটা আঙ্গিক পাওয়া যাবে।'

এক পা এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল ফোসেন। এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধায় পড়ে গেল রুক। লোকটাকে গুলি করে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলবে? কিন্তু কাজটা তো করতে পারবে না, বিশেষ করে এখন যেহেতু লোকটা ওর সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে; চাইছে করমর্দন করতে। তাছাড়া ঠান্ডা মাথায় কাউকে গুলি করে মারাটা রুকের ব্যক্তিগত আদর্শের পরিপন্থী।

ছেলের ব্যাপারে কিছু জানে না লোকটা, ভাবল রুক। *এত দক্ষ অভিনেতা কেউ হতে পারে না।*

ফোসেন যদি রুককে মারতে তার ছেলেটা পাঠিয়ে থাকে, তাহলে এখন শহরের মাঝখানে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কী ভাবছে? খাপে-খাপ মিলছে না কিছুই। মাঝে মাঝে অবশ্য গুলি আগে ছুঁড়ে প্রশ্ন পরে করতে হয়; তবে এখন তার দরকার আছে বলে মনে হচ্ছে না।

ফোসেনের সঙ্গে করমর্দন করল রুক। 'শুনে খুশি হলাম।' ফোসেনের চোখে চোখ রেখেও ছলের কোনো আভাস পেল না ওতে। তবে এমন একটা শক্তির আভাস পেল যা আগের দিন দেখেনি। লোকটাকে খুন করার ইচ্ছে উবে গেছে বটে, কিন্তু বিশ্বাস...? নাহ, এই শহরে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ সাবধানে থাকতে হবে। ফোসেনের আকস্মিক এই মনপরিবর্তনে কিছু যায় আসে না।

করমর্দন করার সময় রুকের চেহারার দিকে তাকিয়ে ছিল ফোসেন। 'কোত্থেকে এসেছ?'

ধরে ফেলেছে নাকি? ভাবল রুক। 'রাশিয়া।'

BanglaBook.org

'তা বুঝলাম,' বলল ফোসেন। 'তোমার পূর্বপুরুষরা কোত্থেকে এসেছে, তা জানতে চাচ্ছিলাম।'

মিথ্যে বলার প্রয়োজন দেখল না রুক, তাই বলল সত্যিটাই। 'বাবার জন্ম জার্মানিতে, মায়ের সুইডেনে। উভয় পরিবার...রাশিয়ায় চলে যায়। বাবা-মায়ের দেখা হয়েছিল স্কুলে।'

'আমার মনে হচ্ছিল যে তোমার রক্তে জোর আছে!' বলল ফোসেন, কেন যেন তৃপ্ত দেখাল ওকে। 'তবে ব্যাপারটা অদ্ভুত। রাশিয়ায় চলে গেল কেন? বুঝতে পারছি না।'

'আমিও পারি না,' জানাল রুক। 'এই পারিবারিক রহস্যের কোনো সমাধান নেই আসলে।'

যদিও আসল সত্যিটা হলো–উভয় পরিবার পাড়ি জমায় আমেরিকায়। ফোসেন মিথ্যেটা ধরতে পেরেছে কিনা, জানা নেই; তবে পারলেও আর চাপ দিল না।

'গত রাতে ওই প্রাণীটার সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে,' প্রসঙ্গ পাল্টাল রুক। 'তুমি দেখেছ নাকি কখনো?'

'হ্যাঁ, একবার। প্রথম শহরবাসী মারা যাবার পরের ঘটনা। গত দুই দশকে আমাদের শহরে কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটেনি। তাই সবাই খুব খেপে ছিল। সে রাতে জেনস, মানে আমার ছেলে, ওকে সঙ্গে নিয়ে পুরো এলাকাটা টহল দেই। পূর্ণিমা ছিল, দেখার আগে গন্ধ পেয়েছিলাম ওটার। প্রাণীটা আমাকে চিনতে পারার পরপরই পালিয়ে যায়। এত দ্রুত ছিল ওটার গতি যে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না!'

'বিশ্বাস করব, কারণ নিজের চোখেই দেখেছি; ছুটে এসেছিল আমার দিকে।' একটু থেমে যোগ করল। 'কিন্তু প্রাণীটা তোমাকে চিনতে পারল বলতে?'

'ওহ, আসলে বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে দেখতে পাবার পরপরই দৌড়ে পালিয়ে যায়। তা ওটা তোমার দিকে ছুটে আসার পর কী করলে?'

'পায়ে একটা বুলেট সেঁধিয়ে দিলাম। দিক পাল্টে ফেলে প্রাণীটা, তবে গতি একটুও কমেনি! মনে হলো যেন বুলেটটা কোনো ক্ষতিই করতে পারেনি ওটার!'

ফোসেনের চোখে খানিকটা বিস্ময় দেখা দিল। 'তুমি গুলি লাগাতে পেরেছ? সত্যি? আমরা তো সেটাও পারিনি!'

'হ্যাঁ। তবে ওটা চালিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও দৌড়ে আমাকে হারাতে পারবে। মনে হয় না কপাল এতটা ভালো হবে আরেকবার। কিন্তু প্রাণীটা আসলে কী, তা জানো?'

'নাহ, জানি না। আমাদের শহরটা অদ্ভুত বটে, কিন্তু ওরকম একটা দানব...' হাতের তালু উঁচু করে দেখাল ফোসেন। '...আমরা আগে দেখিনি।'

BanglaBook.org

রুকের মনে হলো, ফোসেনের কণ্ঠে কিছুটা হলেও মিথ্যা মিশে আছে। অবশ্য ব্যাপারটা অবাক করল না ওকে। আপাতত চাপ না দেবার সিদ্ধান্ত নিল। 'আমারও এসব ব্যাপারে হালকা-পাতলা অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু গাছের সমান দেহ নিয়ে চিতার গতি...সঙ্গে শয়তানের বগলের দুর্গন্ধঅলা কিছু দেখিনি। ভালো কথা, নেকড়েদের ব্যাপারে বলো। তো। এসবে ওদের ভূমিকা কী?'

'নেকড়ে,' এক মুহূর্তের জন্য মাটির দিকে চলে গেল ফোসেনের নজর। 'ওদের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে গেলে সময় লাগবে। এক কাজ করো, আমার বাড়িতে চলো। চা-ও পান করা যাবে, গল্পটাও শোনানো হবে।'

হাসি থামাল রুক। কোনো ব্যাপারেই যে পুরো গল্প এই লোকের কাছ থেকে জানা যাবে না, সেটা বুঝে ফেলেছে। ফোসেনের সঙ্গে চা পান করা, রাত-দিন ফিল্টার ছাড়া রাশিয়ান সিগারেট ফোঁকার চাইতে মারাত্মক হবার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু আর কোনো উপায়ও নেই হাতে।

'বেশ, প্রস্তাবটা লোভনীয় লাগছে।'

'তাহলে চলো,' ঘুরে দাঁড়াল ফোসেন, হাঁটতে শুরু করল ফেলে আসা পথ ধরে। রুক অনুসরণ করল ওকে। তবে যাবার পথে রাস্তার ধারের বাড়িগুলোর দিকে তাকাতে ভুলল না। অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করল সে। প্রতিটা বাড়িতেই অন্তত একটা চেহারা সেঁটে আছে জানালার কাচের সঙ্গে।

ওকে দেখছে সবাই!

'নেকড়ের পালের ব্যাপারে জানতে চাও?' ফোসেন সময় নষ্ট করল না। এক মহিলা–সম্ভবত তার স্ত্রী–চা পরিবেশন করল বসার ঘরে। সরাসরি কাজের কথায় চলে আসাটাকে লোকটার গুণ হিসেবেই দেখল রুক।

'সেটাই ভালো হয়।'

'বেশ তাহলে। এমন নির্জন শহরে ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হতে পারে, তবে আমি কিন্তু পেশায় বিজ্ঞানী। ছোট্ট একটা গবেষণাগার আছে আমার, পশুদের নিয়ে কাজ করি। গবেষণার মূল বিষয়বস্তু নেকড়ে।'

'কেন? নেকড়ে কেন?'

'কেন না? যাই হোক, ওই প্রাণীগুলোকে কেন মনে ধরেছে আমার, সেই গল্প শুনিয়ে তোমার কান পচাতে চাই না। তবে এতটুকু বলতে চাই–নেকড়েদের পর্যবেক্ষণ করে আমরা কিন্তু মানবজাতির ব্যাপারে অনেক কিছু আঁচ করতে পারি। সবসময় কিছু সংখ্যক নেকড়ে থাকে আমার কাছে। এই বছর একটা বিশেষ, প্রকাণ্ড মদ্দাকে পেয়েছি। সংকরায়নের ফসল ওটা, মূল লক্ষ্যই ছিল আকার বৃদ্ধি। জাতে রাশিয়ান নেকড়ের কাছাকাছি হলেও, আদপে ভিন্ন কিছু।'

'তারমানে আমি যে বিশাল কালো নেকড়ে দেখেছি, সেটার কথাই বলছ? জানতাম না যে কালো নেকড়ের অস্তিত্ব আছে!'

BanglaBook.org

'ওহ, সবসময়ই ছিল। তবে খুব একটা সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। আর ওই বিশেষ নেকড়ের কথা কী বলব...ডায়ার উলফরা বিলুপ্ত হয়ে যাবার পর ইতিহাসের সবচাইতে বড় নেকড়ের সমান হবে ওটা আকারে।'

ফোসেনের কণ্ঠে দুঃখে ছোঁয়া তা কান এড়াল না রুকের। এমন এক শক্ত-পোক্ত মানুষের কষ্ট পাওয়া দেখে অবাক হলো যুবক। 'বিশালদেহী ছিল বটে নেকড়েটা, আমিও তা স্বীকার করি। ভালো কথা, তোমার গবেষণার সঙ্গে আমাদের অতিকায় খুনির কী সম্পর্ক? ওটা যে আসলে নেকড়ে, তা বোঝাতে চাইছ?'

হেসে ফেলল ফোসেন। 'একদম না। নেকড়েদেরকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করেছি এটা দেখতে যে বিভিন্ন উত্তেজকের প্রভাব কেমন পড়ে তাদের ওপর। আবিষ্কার করেছি: বিভিন্ন গন্ধ ওই বড়টাকে একেবারে উন্মত্ত খুনিতে পরিণত করে। রক্তের তীব্র গন্ধ তাদের একটা, আরেকটা হলো তাজা মাংস। অবাক করার মতো ব্যাপারটা হলো–গন্ধটা পাবার পর, ধার-কাছে যে প্রাণী বা মানুষ থাকে তার ওপর গিয়ে রাগ পড়ে ওটার। আমার সহকারী আর আমি, উভয়ে ব্যাপারটা ধরতে পারার আগে কামড় পর্যন্ত খেয়েছি। পালের বাকিগুলো অবশ্য এই আচরণ করে না। কিন্তু বড়টার নেতৃত্বাধীন থাকলে ওগুলোও আক্রমণ করে বসে।'

ফোসেনকে বিশ্বাস করে না বটে, তবে গল্পে মজে গেল রুক। কাছ থেকে ওই নেকড়েটাকে দেখে সে, অন্যরকম মনে হচ্ছিল ওটাকে। পশু হলেও, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল ওটার। অথচ ফোসেনের বলা গল্পে যেন অন্য একটা নেকড়ের আভাস পাচ্ছে সে! গল্পের পরবর্তী অংশ কেমন হতে পারে, তা আঁচ করতে পারল সহজেই।

'অদ্ভুত আচরণ। দ্বিতীয় খুনের পর নিশ্চয়ই ভেবেছিলে যে দানোটার দেহে থেকে আসা গন্ধেও পাগল হয়ে যাবে নেকড়েরা?'

'ঠিক বলেছে। কিছু একটা তো আমাকেই করতেই হতো, তাছাড়া গবেষণাকে আরো একধাপ এগিয়ে নেবার উপায়ও ছিল এটা। একেবারে ক-খ মেনে করা গবেষণা বলা যাবে না, তবে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাবার জন্য যথেষ্ট।'

'বুঝলাম, ছেড়ে দিলে নেকড়েগুলোকে। তারপর?'

'সেরাতে–ধরো এই বারোটার দিকে হবে–শহরের খুব কাছ থেকে ভেসে আসা চিৎকার শুনতে পায় শহরবাসীরা। পরেরদিন সকালে আমি খুঁজতে বেরোই। প্রত্যেকটার দেহে ইমপ্ল্যান্ট ছিল, যেন ট্র্যাক করতে পারি। একটা মৃত অবস্থায় পেলাম, ঘাড় মটকে মারা হয়েছে; পেটে আর কাঁধে ছিল দাঁতের দাগ। ওগুলোকে মাংসাশী প্রাণীর বলে মনে হয়নি। বরঞ্চ বিশালাকার কোনো দোপেয়ের বলা চলে। অন্য নেকড়েগুলো লাশটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, যেন রক্ষা করতে চাইছিল মৃত সঙ্গীকে। এমন আচরণ বড়ই বিরল, শুনেছি আগে কিন্তু দেখলাম এই প্রথম।'

BanglaBook.org

'তারমানে, দানবটার হাতে খুন হয়েছে পালের একটা নেকড়ে। তা কেন তোমার মনে হলো যে ওগুলো দানবটাকে দূরে রাখবে?'

'পালের পায়ের চিহ্ন ধরে খুঁজলাম আমি, প্রায় আধ মাইল দূরে দেখতে পেলাম মাংসের কয়েকটা খণ্ড; প্রতিটার সঙ্গে লেগে ছিল বাদামি-কমলা পশম। ওটার গন্ধ থেকে বুঝতে পারলাম যে এগুলো আমাদের দানবের না হয়ে যায় না। কিন্তু ওটাকে ক্ষত উপহার দিল কে? নিশ্চয়ই নেকড়ের পাল? তারপর থেকে আর ওগুলোকে বাঁধা দেয়নি। নেকড়েগুলো ঘুরে বেড়ায়, দানবটাও দূরে থাকে।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'এতটুকু নিশ্চিত যে আর কাউকে খুন করেনি ওটা। কিন্তু পিডারের খামারের ওপর নজর পড়ল কেন, তা বলতে পারব না।'

'হুম, ব্যাপারটা আমার কাছেও অদ্ভুত ঠেকছে। আসলে পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন রহস্যে ঘেরা। তোমাদের শহরকে কিংবদন্তির পাতা থেকে উঠে আসা একটা দানব লক্ষ্য বানালো। এদিকে ঠিক তখনই তোমার হাতের কাছে ছিল এমন এক নেকড়ের পাল, যেটার নেতা কড়া গন্ধ পেলেই আক্রমণ করে বসে। কিছু একটা তুমি বলছ না আমাকে, আর নয়তো নিজেও মিস করছ।'

ফোসেনের চেহারা রাগে লাল হয়ে গেল একটু। 'আমার গবেষণার ব্যাপারে যা-যা বলা সম্ভব, তা বলেছি তোমাকে। তোমার অন্তত আর কিছু জানার নেই। আর দানবটার ব্যাপারে কী বলব...তুমি যে তিমিরে, আমিও সেই আঁধারেই।'

ফোসেনের দিকে চেয়ে রইল রুক, কিচ্ছু বলল না। নরওয়েজিয়ান লোকটা চোখের পাতাও ফেলল না, এমনকী অস্বস্তির ভাবও দেখাল না। অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রুক।

'হুম, আমার ধারণাও খুব বেশি পরিষ্কার না। প্রথমে ভেবেছিলাম ওই প্রকাণ্ড নেকড়েটাকে পাকড়াও করব। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না। ট্র্যাক করে দেখা যায় না? তাহলে অন্তত কোথায় ওটার সঙ্গে দানোটার মোলাকাত হয়েছিল, সেটা আন্দাজ করা যাবে।'

'ওটার টহল-পথ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। প্রায় প্রতি রাতেই অল্প কিছুক্ষণের জন্য পালটা প্রচণ্ড বেগে ছুটতে থাকে। হয়তো তাড়া করে দানোটাকেই। যদি তাদেরকে দূর থেকে অনুসরণ করা যায়, আর ঠিক সময়ে পদক্ষেপ নেয়া যায় তো হয়তো দানবটাকে খুঁজে পাবো!'

ঘোঁত করল রুক। 'তারপর? কী করবে? যেন-তেন অস্ত্র দিয়ে ওটাকে মারা যাবে না। এমন কিছু একটা লাগবে, যেটা ব্যবহার করে দূর থেকে গুলি ছোঁড়া যায়। নিদেনপক্ষে সেমি-অটোমেটিক হতে হবে ওটাকে।'

'অমন দুয়েকটা অস্ত্র থাকতে পারে। এআর-১৫ হলে চলবে?'

'চলা উচিত। ওটা তো সেমি-অটোমেটিক।'

'আসলে ওটার জন্য অটো-সিয়ারের ব্যবস্থা করেছি।'

BanglaBook.org

ভ্রু কুঁচকে ফেলল রুক। 'তারমানে তুমি একটা এআর-১৫-কে অটোমেটিকে পাল্টে ফেলেছ? কেন? এমন কী প্রয়োজন পড়ল?'

'একটা না, একাধিক আছে। আমরা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকি। কখন কোন ধরনের হুমকির সামনে পড়তে হয়, কে জানে?'

'গতরাতে যা দেখলাম, তারপর আর তর্ক করতে চাচ্ছি না।'

'খুব ভালো। তো কখন আমরা কাজ শুরু করছি?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমরা তোমার ওই ট্র্যাকিং ডিভাইস ব্যবহার করব বটে, তবে মাঠে একা নামব।'

ফোসেনের কণ্ঠ উঁচু হয়ে গেল। 'এমন দাবী করার মতো অবস্থানে তুমি নেই।'

'তাই নাকি? আমাকে সাহায্য করবে কিনা, শুধু সেটা বলো।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল লোকটা।

রুক আবার মুখ খুলল। 'আমিও সেটাই ভেবেছিলাম, ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত ভাবে নিয়ো না। তোমার যন্ত্র কীভাবে কাজ করে তা শিখিয়ে দাও, বাকিটা আমিই সামলাচ্ছি।'

'নাহ্, সামলাতে পারবে না। যন্ত্রটা বিশাল, সঙ্গে নিয়ে ঘোরা-ফেরা করা যাবে না। তবে আমরা চাইলে ওয়াকিটকি ব্যবহার করে যোগাযোগ রাখতে পারব।'

'ওয়াকিটকিও আছে? ভেবেছিলাম তোমরা নির্জনবাস পছন্দ করো!'

'যন্ত্রগুলোর রেঞ্জ বড়জোর দশ মাইল হবে, তাই নির্জনতা ভঙ্গের আশঙ্কা নেই। নেকড়েগুলো কোথায় আছে তা জানাব তোমাকে, তুমি তখন বেশ দূর থেকেই ওদেরকে অনুসরণ করতে পারবে। এমনকী পালটা টেরও পাবে না তোমার উপস্থিতি।'

'অস্ত্রটাও দিচ্ছ তো?'

ফোসেনের চোখ সরু-সরু হয়ে গেল। 'হ্যাঁ, তবে একটা কথা মাথায় রেখো—তোমাকে আমি ভরসা করে অস্ত্রটা দিচ্ছি।'

'তা তো বটেই। আমিও তো তোমাকে বিশ্বাস করছি। কেননা আমার চায়ে বিষ মেশালেও তো মেশাতে পারো!'

গমগমে হাসিতে ভেঙে পড়ল ফোসেন। 'তুমি মজার মানুষ, রুক। তবে এই কথাটা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি।'

আমুদে ভঙ্গিতে কথাটা বলা হলেও, তাতে মিশ্রিত হুমকি ঠিক টের পেল রুক। 'তাই নাকি, কীভাবে?'

'তোমার মতো একজন মানুষের কপালে, বিষাক্ত চা পানে মরা লেখা নেই!'

BanglaBook.org

সাত

পাহাড়ে গাড়ি নিয়ে উঠতে উঠতে রুকের মাথায় ওর সঙ্গীদের চিন্তা এল। এই অবস্থায় কুইন থাকলে কী করত–সেটাই ভাবল বেশি। *সম্ভবত সব কথা না জানালে লোকটার বিচি কেটে ফেলার হুমকি দিত মেয়েটা!*

কুইনকে মিস করছে রুক। আসলে শুধু কুইনকে না, মিস করছে পুরো দলোটাকেই। অথচ ঝামেলায় ক্লিষ্ট ওই পৃথিবীতে ফেরত যাবার টানও অনুভব করছে না। একটা ফোন পেলে নিজের অবস্থান জানিয়ে দিত বটে। কিন্তু রাশিয়ায় পুরো দলটাকে হারাবার শোক ওকে এখনো পীড়া দিচ্ছে। হাতের কাজে মন দিতে হবে, ঠিক করল ও।

এই মুহূর্তে ফোসেনের কাছ থেকে সহযোগীতা পাচ্ছে বটে, কিন্তু শহর-নেতার মনে কী চলছে তা জানার কৌতূহল হচ্ছে খুব। চেস টিম নির্দেশনা পায় ডিপ ব্লুয়ের কাছ থেকে, ফোসেনের ওয়াকিটকিতে তথ্য জানাবার ব্যাপারটা কাছাকাছি হলেও এক না। ডিপ ব্লু তার স্যাটেলাইটের ক্ষমতা আর বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবহার করে ওদের অধিকাংশ মিশন পরিচালনা করেন। বলা চলে, পুরো যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর নজর রাখা মানুষ তিনি। যখন জানতে পেরেছিল যে ডিপ ব্লু আসলে সদ্য পদত্যাগ করা, ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট, তখন সব খাপে খাপ মিলে গেল। নাহ, ফোসেনের সঙ্গে ডিপ ব্লুয়ের তুলনা হয় না। তবে সহযোগিতা যখন পাচ্ছে, তখন সেটাকে ফিরিয়ে দেবার কোনো ইচ্ছে নেই ওর।

বাড়ি ফিরে পিডারকে খুঁজে পেল না রুক। অন্ধকার নেমে এসেছে পুরোপুরি, তাই বিশ্রাম নেবার জন্য বার্নে চলে গেল সে। ফোসেনের সঙ্গে রাত দশটায় দেখা হবার কথা, ওয়াকিটকি আর এআর-১৫ দেবে তখনই। চোখ বন্ধ করে নিদ্রাদেবীর হাতে তাই ছেড়ে দিল নিজেকে।

ঘুম ভাঙল গাড়ির চাকার নিচে নুড়ি হড়কানোর আওয়াজ শুনে। ঘড়ি জানাচ্ছে, রাত আটটা বাজে। কিন্তু নিজেকে জাগিয়ে তুলে একটা ফ্ল্যাশলাইট হাতে নিল রুক, উঁকি দিল দরজা দিয়ে বাইরে। আধেকটা ভলভোর দরজা দড়াম করে বন্ধ করে দিল পিডার, গাড়িটা চলে গেল পরক্ষণেই। ফ্ল্যাশলাইটের আলো, বৃদ্ধ লোকটার দিকে ফেলল রুক।

হাত দিয়ে চোখ ঢাকল পিডার। 'স্ট্যানিস্লাভ? তুমি নাকি?'

'হ্যাঁ, গৃহ-প্রত্যাবর্তনের জন্য স্বাগতম।'

BanglaBook.org

বার্নের দিকে এগোল পিডার। 'ধন্যবাদ, বাছা। আইরেকের সঙ্গে মোলাকাতটা শুনলাম পরিকল্পনা মোতাবেক হয়নি?'

'তা বলতে পারো। লোকটা এত বেশি যৌক্তিক কথা বলল যে গতকালের আইরেকের সঙ্গে মেলাতেই পারছিলাম না।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল পিডার। 'চাইলে অমন হতে পারে সে। তবে ওর মাথায় যে কী চলছে, তা নিয়ে খুব একটা ভাবি না। এই শহরের জন্য ওর অনেক পদক্ষেপই প্রশংসনীয়।'

'যেমন?'

'বেশ কিছুদিন আগের কথা। নরওয়েজিয়ান সরকারের সঙ্গে কথা বলে আমাদের জন্য একটা জিয়োথার্মাল প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করেছিল সে। তার আগে মাটির ওপরের পাইপ-লাইনগুলো শুধু ভেঙে যেত। আর একবার ভাঙলেই কয়েকদিনের জন্য অন্ধকারে ডুবতে হতো আমাদের। এখন আমাদের শক্তির কোনো সমস্যা নেই। যদিও জানি না, সরকারকে রাজি করিয়েছিল কীভাবে!'

'আর ওর গবেষণা? সে ব্যাপারে কিছু জানো?'

পিডারের কণ্ঠে সাবধানতার ছোঁয়া পাওয়া গেল। 'ও তোমাকে কী বলেছে?'

'বলেছে যে মূলত নেকড়ে নিয়ে গবেষণা করে। পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে ওদের খাপ খাইয়ে নেয়া, মানুষের শিক্ষণীয় ব্যাপার...ইত্যাদি।'

'আমিও ততটুকুই জানি। হাজার হলেও, নিছক এক কৃষক আমি, বিজ্ঞানী নই!'

'নিছক কৃষক! পেনসন বাজিতে রেখে বলতে পারি–তুমি আগে নিছক এক কৃষক ছিলে না।'

'হয়তো তাই। সে যাই হোক, ফোসেনের গবেষণা ওর নিজস্ব ব্যাপার।'

মাথা নাড়ল রুক, ঢুকে পড়ল বার্নে। তবে শেষ মুহূর্তে বলল, 'তোমরা শহরবাসীরা অনেক কিছু জেনেও মুখে আনো না। মাঝে মাঝে তো সন্দেহ হয়–ওই ইয়েতিকে থামাবার কোনো ইচ্ছা কি আদৌ তোমাদের আছে?'

ওর হাত আঁকড়ে ধরল পিডার; সাধারণত এহেন আচরণের জবাব হাত চালিয়ে দেয় রুক, কিন্তু বৃদ্ধ নরওয়েজিয়ানকে পছন্দ করে ফেলেছে ও। জানে যে ওই আচরণের পেছনে ওর ক্ষতি করার স্পৃহা নেই। বৃদ্ধ বলল, 'এই একটা কথা জান-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে পারো, স্ট্যানিস্লাভ, আমি চাই ওটাকে থামাতে!'

বৃদ্ধের চোখের তারায় খেলে যাওয়া দৃঢ়তা দেখতে বোধহয় আলোর দরকার হতো না। আকাশে হাত ছুঁড়ে দিল রুক। 'আমি হার মানলাম, আমার রাশিয়াতেই থাকা উচিত ছিল।'

'হ্যাঁ, স্ট্যানিস্লাভ, কথাটা কিন্তু তোমাকে একাধিকবার বলেছি। যাই হোক, ফোসেনকে সঙ্গে নিয়ে কী ঘোঁট পাকালে?'

BanglaBook.org

'তোমার খবরীরা কিছু জানায়নি?'

'তুমি আর আইরেক যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিনিট দশেক খোশগল্প করেছ তা সবাই জানে। কিন্তু বন্ধ দরজার আড়ালে কী আলোচনা হলো, তা জানে না কেউ।'

'নেকড়েদেরকে ব্যবহার করে আমরা ওই দানবটাকে ধরব। ফোসেনের কাছে ট্র্যাকিং ডিভাইস আছে। সে নিশ্চিত যে নেকড়েরা প্রায় প্রতি রাতেই দানবটাকে ধাওয়া করে।'

'নেকড়ে ধরার পরিকল্পনা করেছিলে না? সেটা শুনে কিছু বলেনি?'

'আপাতত দানবটাকে গুলি করে মারতে পারলেই আমি খুশি।'

দূর থেকে ভেসে এল গাড়ির ইঞ্জিনের গর্জন। পিডারের দিকে তাকাতেই রুক টের পেল, বৃদ্ধও তা শুনতে পেয়েছে। বলল পিডার, 'থরসেনের গাড়ি। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে–জান হাতে নিয়ে চালাচ্ছে। কেন, কে জানে?'

বাইরে বেরোল ওরা, দেখতে পেল–ছোট্ট গাড়ি-বারান্দায় প্রবেশ করছে হেডলাইটের আলো। এক লোক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে; লম্বা, সাদা চুল এমনভাবে বাতাসে উড়ছে যে মনে হয়–বাইবেলের পাতা থেকে তুলে আনা হয়েছে তাকে।

এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়াল পিডার। 'থরসেন, কী ব্যাপার?'

'গ্রেটা, ও–' চোখ বন্ধ করে ফেলল লোকটা, কথা বলার শক্তি হারিয়েছে।

রুক টের পেল, শীতল একটা স্রোত ওর শিরদাঁড়ার নিচ থেকে উঠতে শুরু করেছে ওপরে। এরপর কী বলবে থরসেন, তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছে।

বন্ধুর কাঁধে হাত রাখল পিডার। 'কী হয়েছে গ্রেটার?'

বৃদ্ধের চোখ খুলে গেল, ছোট্ট ছোট্ট অক্ষিগোলক দুটো লাল হয়ে আছে। 'মারা গেছে।'

'তাই নাকি! কীভাবে?'

ওপরের দিকে চাইল থরসেন, তবে এবার ওর চোখ পড়ল রুকের চোখে...পিডারের চোখে নয়! 'গত রাতের ঘটনা, দানবটা মেরে ফেলেছে ওকে।'

আরেকজন শহরবাসী মারা গেছে! পিডার তার বন্ধু থরসেন এলেফসেনকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল। বুঝতে পারল রুক–দুজনের মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্কটা অনেক ঘন ও পুরনো। ওদেরকে সামলে ওঠার মতো সময় দিয়ে, তারপর ভেতরে পা রাখল। পিডার জানাল, থরসেনের স্ত্রী, গ্রেটার লাশ আবিষ্কৃত হয়েছে তার বাড়ির পেছনের ঝোপে। গলা ছিঁড়ে হত্যা করা হয়েছে বেচারিকে, আগের দুই শহরবাসীর মতোই।

এই মুহূর্তে অন্ধকার বার্নে বসে আছে রুক, অপেক্ষা করছে ফোসেনের আগমনের। চেহারায় ইচ্ছেমতো গ্রিজ মেখেছে যুবক, রাতের কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা সাজাচ্ছে এখন।

BanglaBook.org

নেকড়ের পাল যে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ, তা এখন পরিষ্কার। অবশ্য ব্যাপারটা আগেও ওর কাছে ঘোলাটে লেগেছে। কিন্তু ধরে নিয়েছিল—নাই মামার চাইতে অন্তত কানা মামা তো ভালো হবে। হয়তো রাতে বোঝা যাবে, নেকড়েদের কোনো ভূমিকা আছে নাকি এসবে। আপাতত ফোসেনের করা পরিকল্পনাটাই মোটা দাগে অনুসরণ করবে বলে ঠিক করল, নিজস্ব একটু পরিবর্তন এনে অবশ্য।

ঠিক দশটার সময় ফোসেনের এস ক্লাস মার্সিডিজের হেডলাইট জ্বলতে দেখে গেল বার্নের দরজার সামনে। উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে বেরোল রুক। পিডারও তাই করেছে, তিনে মিলে বসল রান্নাঘরের টেবিল ঘিরে। ফোসেনের আনা এআর-১৫ রাইফেলটা হাতে নিল রুক।

'হুম, এটা দিয়েই কাজ চলে যাবার কথা। আর যদি না হয়, তাহলে কীসে যে হবে তা বলতে পারছি না।'

হাসল ফোসেন। 'আমারো একই কথা। আর স্ট্যানিস্লাভ, এই যে তোমার ওয়াকিটকি। আমি বাড়িতে ফিরে ট্র্যাকিং ডিভাইসে নজর রাখা শুরু করেই তোমাকে বলে দেব—কোথায় যেতে হবে।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা যন্ত্র বের করে আনল লোকটা। আকারে ওটা ইউ.এস. কোয়ার্টারের সমান হবে।

'ট্র্যাকিং ইমপ্ল্যান্ট এটা, তোমাকেও বহন করতে হবে। নইলে তুমি কোথায় আছ, আর কোনদিকে যেতে হবে তা বুঝতে পারব না।'

দূর থেকে পাওয়া নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে অভ্যস্ত রুক। কিন্তু তখন ওকে নির্দেশনা দিত ডিপ ব্লু, যাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে। চোখ বন্ধ করে ফোসেনের আদেশ অনুসরণ করতে কষ্ট হবে ওর।

'তোমার কাছে বহনযোগ্য মনিটর নেই? তাহলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত।'

'আমার সব যন্ত্রই বিশাল, কারণ ওগুলো পুরনো। আবার একাধিক কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে কর্মক্ষম, এতটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি। এমনকী একটা ইয়ারপিসও আছে, ওটার সাহায্যে ওয়াকিটকিতে কথা বলতে-শুনতে পারবে। হাতও খালি থাকবে তাতে।'

ফোসেনের কাছ থেকে ট্র্যাকিং ইমপ্ল্যান্ট নিল রুক। 'বেশ তাহলে, করার যখন কিছু নেই...তুমি যখন নির্দেশনা দেবে, তখন শুধু কোথায় যেতে হবে তা বোলো না। নেকড়েদের কতটা কাছে আছি, ওদের আচরণ কেমন, চারপাশের প্রকৃতির বর্ণনা, ইত্যাদিও জানাবে। যতটা ভালোভাবে পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে পারব মনে, তত ভালো।'

'ঠিক আছে,' পিডারের দিকে ফিরল ফোসেন। 'তুমি নিশ্চয়ই গ্রেটার ব্যাপারে জানো?'

BanglaBook.org

মাথা নেড়ে সায় জানাল পিডার, চোখে ক্লান্তি। 'থরসেন এসেছিল একটু আগে, জানিয়েছে। এখনো মনে হচ্ছে, যে নেকড়ের পাল আমাদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম?'

এক মুহূর্তের জন্য ফোসেনের কপাল আর ঘাড়ের রগ ফুলে উঠল বটে, তবে শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল প্রশ্নটার। 'না, পিডার। আমার ধারণা, কিছু একটা পাল্টে গেছে। হয়তো আমাদের এই বন্ধু, মানে স্ট্যানিস্লাভের আগমনের কারণে শুরু হয়েছে গোলমাল।'

মুঠো পাকাল রুক, বিরক্তি ঢাকার চেষ্টাও করল না। 'তারমানে, সব দোষ আমার?'

বলল ফোসেন, 'সে কথা বলিনি। বোঝাতে চেয়েছি যে তোমার আগমনে হয়তো ভারসাম্যটা নষ্ট হয়ে গেছে। সাহায্য করছ, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।'

'কেন, তোমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ শহরে আমার মতো কেউ নেই?'

'আমি হয়তো পারতাম। তবে সত্যি কথাটা হলো–তুমি একজন সৈনিক, এসব কাজের প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত লোক। আমাদের যথেষ্ট সামরিক অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু গত দশকে কোনো শহরবাসী সেনাবাহিনীতে যায়নি। শিকার আমাদের সংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কিন্তু বিশালদেহী পশু শিকারের সুযোগ আমাদের কালে-বর্তে মেলে।'

যুক্তিটা গ্রহণযোগ্য, তাই আর কিছু বলল না রুক। 'আমার কিছু বলার নেই। ফিরবে কখন?'

রুককে আরেকটা জিনিস দিল ফোসেন। একটা হেডপিস, মাঝখানে শক্তিশালী ল্যাম্পসহ। 'এই জিনিসটাও তোমার হাত ফাঁকা রাখবে।'

'ধন্যবাদ।'

উঠে দাঁড়াল ফোসেন। 'স্বাগতম। আমার বিদায় নেবার সময় হয়েছে। পিডার, তুমি আর আমি মিলে দানবটার একটা ব্যবস্থা করে ফেলব। কথা দিলাম।'

ফোসেনের দিকে তাকাল বটে পিডার, তবে ওকে খুব একটা আশাবাদী মনে হলো না। 'প্রার্থনা করি, তোমার কথা যেন সত্যি হয়, আইরেক।'

ফোসেন চলে গেলে, পিডারকে জিজ্ঞেস করল রুক। 'থরসেনের কী অবস্থা?'

ঘোঁত করল জবাবে পিডার। 'বায়ান্ন বছরের স্ত্রীকে হারালে তোমার অবস্থা কেমন হতো? অগ্নিশর্মা হয়ে আছে, সেই সঙ্গে দুঃখ-ভারাক্রান্তও। ভাবছে যে...' থেমে গেল আচমকা।

'কী ভাবছে?'

শ্রাগ করল পিডার। 'গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।'

উঠে দাঁড়াল রুক, হাতে ধরে আছে এআর-১৫। 'হুম, অস্ত্রটাও পরীক্ষা করে দেখা দরকার। আশপাশে কোনো গাছ আছে? যেটাকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখলে অসুবিধে হবে না?'

BanglaBook.org

'অনেকগুলোই আছে, যেটা ইচ্ছে ব্যবহার করো।'

'পিডার, ভয় পেয়ো না। ওই দানবের চাইতে ভয়ানক অনেক কিছুর মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে। ফোসেন হয়তো কাজটায় গণ্ডগোল পাকিয়েছে, কিন্তু আমি পাকাব না।'

পিডারের মাথা নাড়ানোকে আনমনা মনে হলো। 'স্ট্যানিস্লাভ, ফোসেনকে যতটা অযোগ্য মনে করছ, ততটা সে নয়। সম্ভবত দানবটা অন্য কোনো হুমকি খাড়া করেছে, যা আমরা জানি না।'

'আমিও সেটাই ভাবছিলাম। কিন্তু কী সেই হুমকি? আট ফুট লম্বা একটা দানো ডানে-বাঁয়ে মানুষ আর পশুর লাশ ফেলছে। এর চাইতে ভয়ানক আর কী হতে পারে?'

'প্রশ্নটার উত্তর যখন জানবে, স্ট্যানিস্লাভ, তখন হয়তো খুন করতে পারবে ওটাকে...যদি না ওই দানোই তোমাকে আগে মেরে ফেলে!'

BanglaBook.org

আট

ভোর দুটোর দিকে যেন নরক ভেঙে পড়ল। ভূতের মুভিগুলোয় মাঝরাতকে বিপজ্জনক সময় হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু রুকের অভিজ্ঞতা বলে–পরিস্থিতি খারাপের দিকে যায় আরো ঘণ্টা দুয়েক পরে; ঠিক যখন মানুষ-জনের দৈহিক ও মানসিক শক্তি থাকে সবচাইতে কম!

মোটামুটি একটা ছন্দ খুঁজে পেতে ফোসেন আর রুকের মাঝরাত পর্যন্ত লেগে যায়। ওয়াকিটকির সাহায্যে রুককে নানা বাঁক ঘুরতে সাহায্য করে ফোসেন, এদিকে রুককে মনে রাখতে হয়েছিল পিডারের খামার আর শহরটার প্রেক্ষিতে ওর বর্তমান অবস্থান। নেকড়ের পাল খুব একটা দ্রুত দৌড়ায়নি, কয়েক মিনিট পরপরই থেমেছে। ফোসেন প্রত্যেকবার কমপক্ষে পৌনে এক মাইল দূরে রেখেছে তাকে, আরো রেখেছে বাতাসের বিপরীতে।

ঠিক দুটোর সময় রুক টের পেল–কিছু একটা আগের মতো নেই, ফোসেনের কাছ থেকে নতুন নির্দেশনার অপেক্ষা করছিল তখন। হাত-পা গুঁটিয়ে থাকা ওর ধাতে নেই, তাই জানে যে যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের ওপর ভরসা রাখতে হয়। হাঁটু একটু ভাঁজ করল ও, প্রস্তুত হয়ে নিল হুমকির আশঙ্কায়।

কানে ভেসে এল ফোসেনের কণ্ঠ, উত্তেজনায় কাঁপছে। 'স্ট্যানিস্লাভ, নেকড়ের পাল দৌড়াতে শুরু করছে; ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে!'

'অবশেষে। কোনদিকে যাচ্ছে?'

'সরাসরি তোমার দিকে!'

পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করে নিল রুক। নেকড়ের পালটাকে ধাওয়া করছে দানব? কত দূরে আছে এখন?

এআর-১৫ রাইফেলটাকে শক্ত করে ধরল যুবক, কান পেতে শুনতে চাইল আগুয়ান পালের শব্দ। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, বাতাসের গুঞ্জন ছাপিয়ে কানে ভেসে এল হালকা একটা আওয়াজ। আস্তে আস্তে প্রখর হতে লাগল সেটা, তবে কখনোই তীব্র হলো না। শব্দটার উৎস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে–ছুটন্ত পালের আওয়াজ। এক মুহূর্ত পর, হেডল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল বিশালদেহী কালো নেকড়েটাকে; তার পেছনেই রয়েছে অন্যরা।

সরাসরি ওর দিকে ছুটে আসছে পালটা, গতি কমায়নি এক বিন্দুও। ওদেরকে ছাড়িয়ে আরো সামনে তাকাল রুক, দেখতে চাইছে যে দানবটা পিছু ধাওয়া করছে কিনা। কিন্তু দেখতে পেল না কিছুই, কিন্তু ওর চোখের কোণে

BanglaBook.org

ধরা পড়ল যে পঞ্চাশ ফুট দূরে থাকতে থমকে গেছে পালটা। এবার তাই পালের নেতা, প্রকাণ্ড কালো নেকড়ের দিকে মন দিল যুবক।

বাতাসে নাক টানল ওটা, তারপর গর্জে উঠল রুকের দিকে তাকিয়ে। হাসি খেলে গেল যুবকের ঠোঁটে। *আমার কথা তাহলে মনে আছে তোমার, বুদ্ধিমান নেকড়ে। এবার ভাগো, বড়রা মাঠে নামতে যাচ্ছে!*

পালের নেতা গর্জে উঠল, তবে প্রথম রাতের মতো তীব্র আওয়াজে না। তারপরও গর্জনের শব্দে চাপা পড়ল অন্য সব আওয়াজ। পরক্ষণেই রুককে আক্রমণ করে বসল ওটা, পেছনে ছুটে এল অন্য নেকড়েগুলো।

নাহ, ভুল করেছি; বুদ্ধি তোমার নেই! এবার অবশ্য এত সহজে ছাড়া পাবে না।

অস্ত্র তুলে ধরল রুক, হাত নিশপিশ করছে...ভাবছে গুলির বন্যা বইয়ে দেবে কিনা। কিন্তু তা করার আগেই থমকে দাঁড়াল পালের নেতা। রুকও থমকে গেল, দুটো ব্যাপার ধরতে পেরেছে হঠাত।

এক: নেকড়েগুলো ভয় পেয়েছে! কয়েকটা তো কুঁই কুঁই করছে!

দুই: তীব্র একটা পচা গন্ধ ওর নাসারন্ধ্রে শুরু করেছে অত্যাচার।

ওহ শিট, ব্যাপারটা ভালো হলো না। মনে মনে ঘটনার গতি-প্রকৃতি সাজিয়ে নিল রুক। নেকড়ের পাল শুরু করেছে পালাতে, হাতে এআর-১৫ নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রুক।

অস্ত্রের ব্যারেল ধাক্কা খেল কিছু একটার সঙ্গে, রুকের পা হড়কে গেল। বাজে গন্ধটা একদম কাছ থেকে পেল ও, কানে ভেসে এল পর্দা-ফাটানো গর্জন; এআর-১৫ রাইফেলটা আর ধরে রাখতে পারল না, কেড়ে নিল কেউ। দানবীয় কিছু আঙুল শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ওর পাঁজরের হার, পরক্ষণেই বাতাসে ভাসতে শুরু করল। খানিক পরেই আছড়ে পড়ল জমাট বাঁধা কাঁটা ঝোপের ওপর।

উঠে দাঁড়াল রুক, দেখতে পেল—দানবটা ছুটে আসছে! অস্ত্রটাকে ধরে আছে ডান হাতে, মনে হচ্ছে যেন খেলনা! নেকড়েরা ততক্ষণে ওর হেডল্যাম্পের আলোর সীমার বাইরে চলে গেছে প্রায়। কিন্তু দানবটা পৌঁছে গেছে ওদের কাছে।

পালটার প্রতি করুণা বোধ করল রুক!

ভাবল—চুপিচুপি আমার পেছনে এল কীভাবে? ওহ, নেকড়ের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে বায়ুপ্রবাহের বিপরীতে ছিলাম। কিন্তু দানবটার জন্য তো প্রবাহের দিকেই!

হেডসেটের বোতাম চাপল ও। 'ওই, ফোসেট? ওদের হারিয়ে ফেলেছি।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি, স্ট্যানিস্লাভ। ঘটনা কী?'

'বোকা বনেছি, দানবটার কাছে। রাইফেলটাও কেড়ে নিয়েছে।'

BanglaBook.org

ওপাশ থেকে ভেসে এল নীরবতা। বেশ খানিকক্ষণ পর ফোসেন বলল, 'কপাল মন্দ। নতুন করে পরিকল্পনা সাজানো দরকার।'

দৌড়াতে দৌড়াতে জবাব দিল রুক। 'জাহান্নামে যাক নতুন পরিকল্পনা। আমি ওদের পেছনে যাচ্ছি। পালটা কোনদিকে যাচ্ছে তা বলো।'

'রাইফেলের কী হবে?'

'ফেরত নিতে হবে, তাই না?'

'স্ট্যানিস্লাভ, সেটা করবে কীভাবে?'

'জানি না, আগে ধরতে হবে। তারপর দেখা যাবে কী হয়। আমি ঠিক দিকে যাচ্ছি তো?'

'হ্যাঁ।'

'খুব ভালো। গতি কমাতে হলে বা দিক পাল্টাতে হলে বোলো। ঠিক আছে?'

'নাহ, তোমাকে এই কাজটা আমি করতে দিতে পারি না।'

'তোমার সাহায্য পাই বা না পাই, আমি এগিয়ে যাবোই। যদি সাহায্য না করো তো ট্র্যাকিং ইমপ্ল্যান্টটা রেখে যাচ্ছি, পরে খুঁজে বের করা যাবে। আর করলে বলো–কোনদিকে যেতে হবে। গন্ধ পাচ্ছি এখনো, তাই খুঁজতে অসুবিধে হবে না।'

'ঠিক আছে তাহলে, স্ট্যানিস্লাভ। তবে মরলে আমাকে দোষ দিয়ো না!'

'যদি মরিই, তাহলে কথা দিচ্ছি–আমার তরফ থেকে কোনো তর্কাতর্কি শুনবে না!'

'নেকড়েগুলো গতি কমিয়েছে, কেন তা জানি না।'

'কত দূরে আছে?'

'আধ মাইলের মতো হবে।'

'আমি যাচ্ছি ওদিকে।'

গতি বাড়াল রুক। দৌড়ানো খুব একটা পছন্দ করে না, তবে প্রশিক্ষণের কারণে অনেকটা পথ অতিক্রম করতে পারে। এই মুহূর্তে দূরত্বটা কমানো দরকার, তাই দৌড়ানো ছাড়া উপায় নেই।

কয়েক মিনিট পর, ফোসেন জানাল যে এখন আর মাত্র চারশো মিটার দূরে আছে পালটা। গতি কমিয়ে দিয়েছে ওরা, দানবটার গন্ধ যদিও পাওয়া যাচ্ছে এখনো। ওটা কোথায় গেল, তাই ভেবে হয়রান রুক।

বাতি নিভিয়ে দিল সে। দানবটার কোন-কোন ইন্দ্রিয় প্রখর তা জানে না। তবে শুধু শুধু তাকে বাড়তি সুবিধা দিয়ে লাভ নেই। চাঁদের আলোয় রুক্ষ মাটি দেখে পথ চলতে অসুবিধে হচ্ছে না। মিনিট তিনেক পর অবাক হয়ে থমকে দাঁড়াল।

পালটা ঠিক ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে!

BanglaBook.org

হেডসেটে টোকা দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'ফোসেন, আমাকে থামতে বলোনি কেন? নেকড়েগুলোকে হাতের কাছে দেখতে পাচ্ছি।'

জবাব এল না ওপাশ থেকে। এক মিনিট অপেক্ষা করার পর গাল বকে উঠল রুক:

হতচ্ছাড়া ফোসেন, কই গেল ব্যাটা?

নিজের অবস্থান নিয়ে ভাবল রুক। প্রথমে সাগর আর শহর থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল ও। এখন আবার নিচে নেমে শহরের কাছে এসে পড়েছে। তবে এবার এসেছে ভিন্ন দিক থেকে, এদিকটা ওর পরিচিত না।

একদম নড়ল না নেকড়েরা। গোলাকৃতিতে বসে রইল ওরা, সবার নাক আকাশের দিকে। এমন কোনো শব্দ করছে না যা রুকের কানে আসে। তবে দানবটার গন্ধ এখনো তীব্র, যদিও ঠিক কতক্ষণ আগে ওটা ছিল এখানে তা বুঝতে পারছে না। ভয়াবহ ওই ঘ্রাণের বিপরীতে অনেকটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে ওর ঘ্রাণেন্দ্রিয়, ফলে উৎসের অবস্থান আঁচ করাটা কঠিন হয়ে গেছে।

নিজেকে নগ্ন লাগছে রুকের, ফোসেনের তরফ থেকেও কোনো নির্দেশনা আসছে না। কে বলতে পারে, কখন অন্ধকার ভেদ করে ছুটে আসবে বর্তমানে অস্ত্রধারী দুপেয়ে জন্তুটা! নাহ, কিছু একটা করতে হবে ওকে।

এখন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে তা ভাবল একবার। বিশালদেহী একজোড়া হাত ওকে একপাশে ছুঁড়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু কোনো ক্ষতি করেনি। যদি দানবটা ওকে মারতে চাইত, তাহলে এতক্ষণে পড়ে থাকত ওর লাশ। এদিকে রাইফেলটাও কেড়ে নিয়েছে, যা বুদ্ধিমত্তার উপস্থিতি প্রমাণ করে।

কিন্তু কী করতে চায় দানবটা? নেকড়েদের নিয়ে কিছু নয় তো?

আপনমনে মাথা নাড়ল রুক, একটা ধারণা জন্মাচ্ছে মনে। কী করতে হবে, সেটাও বুঝতে পারছে। যদি ওর ভাবনা ঠিক হয়, তাহলে পববর্তী পদক্ষেপে ফল পাওয়া যাবে দ্রুত; তবে সেটা প্রাণঘাতীও হতে পারে। সে হোক, চুপচাপ বসে আঙুল চোষার চাইতে তো ভালো!

আলো আবার জ্বেলে দিল রুক। তারপর এক ঝটকায় ডেজার্ট ইগল বের করে তাক করল পঞ্চাশ গজ দূরে থাকা বিশাল নেকড়েটার দিকে।

যেমনটা ভেবেছিল, ঝোপের আড়াল থেকে ভেসে এল গর্জন। গুলি করেই ডান দিকে সরে গেল রুক, গর্জনের উৎস থেকে দূরে। নেকড়েটার মাথার কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে ছুটে গেল গুলি, ঠিক যেমনটা চেয়েছিল। হোলস্টারে ভরে রাখল পিস্তল, জানে যে ওটা দিয়ে আর কোনো লাভ হবে না। পরমুহূর্তেই ঘুরে দাঁড়াল রুক, যেন হেডল্যাম্পের আলোয় দানবটাকে দেখা যায়।

এক মুহূর্ত আগে রুক যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছে দানোটা। তবে নজর স্থির করে রেখেছে ওর ওপর। হলদে, গোলাকার চোখের তারায় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে খুনের ইচ্ছা। রুক জানে যে ওটার

BanglaBook.org

হাতের নাগাল থেকে দূরে থাকতে হবে, নইলে দেহের সঙ্গে হাত-পায়ের যোগাযোগ না-ও থাকতে পারে।

খানিক আগে দেখা একটা গাছের দিকে দৌড় দিল যুবক। এখানে গাছ নেই বললেই চলে, যেগুলো আছে সেগুলোও ফুট দশেকের বেশ হবে না লম্বায়। তবে রুকের লক্ষ্যটা আরেকটু লম্বা, কয়েকটা ডাল মোটা; আশা করা যায় যে ওর ওজন সামলাতে পারবে।

আবার গর্জন শুনতে পেল ও, কয়েক কদম পেছনে রয়েছে দানবটা; দুনিয়া কাঁপিয়ে আসছে ছুটে। মাটি থেকে প্রায় চার ফুট উঁচুতে থাকা একটা ডাল লক্ষ্য করে লাফ দিল ও, তবে টের পেল–কিছু একটা ধাক্কা খেয়েছে কাঁধের সঙ্গে, টলে গেল ভারসাম্য হারিয়ে। মাথার ওপরে আরেকটা ডাল আঁকড়ে ধরল দুই হাত দিয়ে, জিমন্যাস্টের ভঙ্গিতে পাক খেয়ে পা দুটোকে তুলে দিল মাথার ওপর। এক মুহূর্তে পর দেহটাকেও নিয়ে এল ওপরে।

দশ ফুট নিচে তখনো গর্জন করে যাচ্ছে দানবটা। আরো ফুট তিনেক ওপরের একটা ডালে উঠে গেল ও। এখন লম্বা দুই হাত থাকা সত্ত্বেও ওকে নাগালে পাবে না জানোয়ারটা। শ্বাস সামলে বের করে আনল ডেজার্ট ইগল। অস্ত্রটা গত সন্ধ্যায় অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। তবে রুক জানে–কঠিন ঢালেও ছিদ্র থাকে!

গাছটা কেঁপে উঠল আচমকা, নিজেকে সামলাতে ফাঁকা হাতে ওটার কাণ্ড জড়িয়ে ধরল সে। দানবটা বিশাল দুই হাতে ছড়িয়ে ধরেছে গাছের দেহ, প্রচণ্ড রাগে ঝাঁকাচ্ছে। আর অপেক্ষা করল না রুক। চেঁচিয়ে বলল, 'ওই, গরিলা-মানব, আমার দিকে তাকাও!'

চোখ তুলে চাইল দানবটা, হেডল্যাম্পের আলোয় ওটার দেহ থেকে ঝরতে থাকা রাগ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ওটার চোখ বরাবর তিনটা গুলি ছুঁড়ে দিল রুক।

তিনটিই করল লক্ষ্যভেদ। রুকের মনে হলো যেন ইয়েতির চিৎকার রাতের অন্ধকারেই ভেঙে ফেলবে! গাছ ছেড়ে দিয়ে দুই হাতে মাথা আঁকড়ে ধরল দানবটা। রুক জানে না, গুলিগুলো মগজ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে কিনা তবে জেনে যাবে অচিরেই।

টলতে টলতে সরে গেল দানব, হাঁট গেড়ে বসে পড়ল। গাছ থেকে নেমে গেল রুক, হাতে এখনো ডেজার্ট ইগল ধরে আছে। অবয়বটা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে আর বুলেট নষ্ট করল না রুক, তবে দেহের ওজন চাপাল গোড়ালির ওপর। থেকে থেকে পাল্টাচ্ছে গোড়ালি, ইঙ্গিত পেলেই ছুটতে প্রস্তুত। এক মুহূর্ত পর উঠে দাঁড়াল গরিলা-মানব।

রুক ভাবল: মগজ ছুঁতে পারেনি তাহলে!

BanglaBook.org

ওর দিকে ছুটে এল দানবটা। ডেজার্ট ইগলের সবগুলো গুলি ওটার পা লক্ষ্য করে ছুঁড়ল রুক। ধাক্কার জন্য প্রস্তুত করে নিল নিজেকে, সম্ভব হলে এক পাশে সরে যাবে শেষ মুহূর্তে।

আচমকা একটা বিস্ফোরক গুলি ছুঁড়ল কেউ। ইয়েতিটার হাত নেমে গেল বাঁ পায়ের কাছে, ডান দিকে ঘুরে গেল ওটা। রুকের হেডল্যাম্পের আলো পড়ে এমন একটা দৃশ্য দেখা গেল, যা দেখে খুব একটা অবাক হলো না যুবক: আইরেক ফোসেন দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা এআর-১৫ রাইফেল।

এবার ফোসেনের দিকে ছুট লাগাল প্রাণীটা। গুলি লেগেছে পায়ে, দৌড়াচ্ছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, তারপরও রুকের চাইতে অনেক বেশি ওটার গতি।

ফোসেন সম্ভবত ব্যাপারটার জন্য প্রস্তুতই ছিল, ডাইভ দিয়ে এক পাশে সরে গেল। দানবটার থাবার আঘাত মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্য স্পর্শ করতে পারল না নরওয়েজিয়ানের মাথা। তবে অস্ত্রটা খসে গেল ফোসেনের হাত থেকে। ওটার দিকে ঝাঁপ দিল রুক, মনে আশা যে খুব বেশি দেরি করে ফেলেনি।

গড়ান খাওয়া অবস্থাতেই অস্ত্রটা হাতে তুলে নিল রুক। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে এক ডজন বুলেট পাঠিয়ে দিল দানবটার ঠিকানায়। ততক্ষণে ফোসেনের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে ওটা, চিৎকার করে উঠল সে। কিন্তু গুলির ধাক্কায় পড়ে গেছে মাটিতে, ফোসেনের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে।

মাটিতে পড়ার পরেও গড়াতে লাগল ওটার দেহ, আচমকা রুকের হেডল্যাম্পের আলোর বাইরে চলে গেল। এক ছুটে ওটার কাছে পৌঁছতে চাহিল রুক, কিন্তু থমকে গেল শেষ মুহূর্তে। সামনেই একটা খাড়া ঢাল, নিচের দিকে তাকাল একবার। দানবটা তখনো গড়ান খাচ্ছে, মাঝখানে দূরত্ব ফুট তিরিশেক হবে। আরো কয়েকটা গুলি করল রুক, তবে লাগাতে পারল কিনা তা নিয়ে নিজেও সন্দিহান।

ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল সে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কাজটা করা কঠিন হয়ে গেল, কেননা খাদ না বলে ওটাকে ক্লিফও বলা চলে। একটা ছন্দে এল বটে, তবে নিশ্চিত ভাবেই জানে–নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রবল বেগে গড়াতে থাকা দানবটাকে ধরতে পারবে না।

একেবারে নিচে পৌঁছে থেমে গেল রুক, তাকাল চারপাশে। ইয়েতির কোনো লক্ষণ নেই। রক্তের দাগ, থেঁতলে যাওয়া গাছ-পালা...কিচ্ছু নেই! গাল বলল সে। অসম্ভব ব্যাপার, হারামজাদা আশপাশেই কোথাও আছে! কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ খুঁজেও ওটার টিকি পর্যন্ত দেখতে পেল না।

যেন ভোজবাজীর মতো হারিয়ে গেছে বাতাসে।

ফিরতি পথ ধরে উঠে আসার সময় মেজাজ আরো খাট্টা হয়ে গেল রুকের। এই নিয়ে দুবার ওটাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলো সে। এবার তো হাতে অটোমেটিক রাইফেলও ছিল! কিন্তু এক ডজন বুলেট খরচ করেও

BanglaBook.org

কোনো লাভ হয়নি। আচমকা ফোসেনকে উঁকি দিতে দেখা দিল ওপর থেকে। হাতের তালু দিয়ে নরওয়েজিয়ানের বুকে ধাক্কা দিল রুক।

'রেডিয়ো ফেলে এখানে এসেছ কেন?'

হতবাক দেখাল ফোসেন, পিছিয়ে এল কয়েক পা। 'অস্ত্র হারিয়েছ শোনার পর মনে হলো, তোমার সাহায্যের দরকার হবে; কিন্তু সেটা স্বীকার করতে চাচ্ছো না!'

ঘোঁত করে উঠল রুক। 'একেবারে সঠিক সময়েই উপস্থিত হয়েছ অবশ্য।'

মাথা নাড়ল ফোসেন। 'তুমিও আমার জীবন বাঁচিয়েছ। কিন্তু দেখলাম, বড় নেকড়েটাকে গুলি করলে...কেন?'

হাসল রুক, ঠোঁটের ফাঁক গলে মুখে ঢুকে পড়ল ঘাম। 'দানবটার আচরণের কোনো আগা-মাথা ধরতে পারছিলাম না। তাই একটা তত্ত্ব প্রমাণের জন্য ঝুঁকি নিলাম। ঠিক ধরেছিলাম আমি!'

'কী ঠিক ধরেছিলে?'

'তোমার ধারণা ছিল, নেকড়ের পাল ওকে ধাওয়া করছে। ওটার অবস্থানই পালটাকে করে তুলছে উন্মত্ত। কিন্তু আমি যা দেখেছি ও ভেবেছি, তা পুরো উল্টো।

'ইয়েতিটা আমার হাত থেকে নেকড়েদেরকে রক্ষা করছিল!'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নয়

ভোরের ঠিক আগে আগে ঘুমুতে গেল রুক। ফোসেনের সঙ্গে পিডারের বার্নে ফেরার সময় খুব একটা কথা-বার্তা বলেনি। বুঝতে পারছে যে ওরা উভয়েই রাতের অভিজ্ঞতাটা মনে-মনে নেড়ে-চেড়ে দেখতে। ইয়েতিটাকে গুলি করে এক হিসেবে রুকের জীবন বাঁচিয়েছে লোকটা, তারপর ওপর ওটাকে হত্যার করার ব্যাপারে ফোসেনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়েও এখন আর সন্দেহ নেই। তাই লোকটার সঙ্গে হাত মেলাতে বাধা নেই কোনো।

দুপুরের দিকে ঘুম থেকে উঠল রুক। পিডারের রান্নাঘরে বসে চা পানের ফাঁকে ফাঁকে ভাবনাগুলোকে নিল সাজিয়ে।

'প্রাণীটা যে নেকড়ের পালকে রক্ষা করে,' জানতে চাইল পিডার। 'সে কথা ভাবছ কেন?'

'চাইলেই আমাকে মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু শুধু এক পাশে সরিয়ে ছুটে গিয়েছে পালের দিকে। রাইফেল যখন আমি তাক করি, তখন সরাসরি আবার আমাকেই আক্রমণ করে বসেছিল। এসব থেকে আর কী ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যেতে পারে?'

'হয়তো ওটা বন্দুক পছন্দ করে না।'

বৃদ্ধের দিকে চেয়ে তার মুখে হালকা একটা হাসির আভা দেখতে পেল রুক। নিজেও মুচকি হেসে বলল, 'হয়তো। যাই হোক, ওটাকে আহত করতে সক্ষম হয়েছি আমরা। কিন্তু যেভাবে উধাও হয়ে গেল...কিছুই বুঝতে পারছি না!'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল পিডার, রুকের বাঁ দিকে নজর ওর। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা, হাসির লেশমাত্র নেই চেহারায়। 'আইরেককে জিজ্ঞেস করেছ?'

'হ্যাঁ। আইরেকেরও কোনো ধারণা নেই। ঢালটা গিয়ে মিশেছে সাগরের সঙ্গে, তাই না?'

'আমার জানামতে–হ্যাঁ। কিন্তু ওখানে খুব একটা সময় কাটাইনি।'

'হুম, আমার একটা বিকেল যাবে মনে হচ্ছে। দিনের আলোয় দেখতে হবে জায়গাটা, অন্ধকারে অনেক কিছুই মিস হয়ে যায়। যদি ছোট্ট একটা সূত্রও মেলে, তাহলে হয়তো বুঝতে পারব যে ইয়েতিটা কোথায় গিয়ে সেঁধিয়েছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, ডেরায় ঢুকে আচমকা হত্যা করা ছাড়া প্রাণীটাকে মারার আর কোনো উপায় নেই!'

BanglaBook.org

'আমারো তাই মনে হয়।'

উঠে দাঁড়াল রুক। 'গাড়িটা আরেকবারের জন্য ধার দেয়া যাবে? নাকি তোমারই লাগবে?'

'না, স্ট্যানিস্লাভ, লাগবে না। নিতে পারো, তবে সাবধান!'

বৃদ্ধকে একেবারে হাড়-ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে। সেই প্রথম রাতে রুকের নাকের গোড়ায় অস্ত্র ঠেসে ধরা মানুষটার সঙ্গে মেলানো যাচ্ছে না। আরো একবার মনে হলো যুবকের–গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলো শহরবাসীর পুঞ্জীভূত আতঙ্ককে টেনে বাইরে বের করে এনেছে!

ছোট্ট শহরের ভাব-সাবই আলাদা। দূর থেকে দেখে খুব সহজ-সরল লাগে। কিন্তু একটা খোঁচা দিলেই ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে কঙ্কাল! কে জানে, এখানে কোন ধরনের কঙ্কাল চাপা দেয়া!

পিডারের কাঁধ চাপড়ে দিল রুক, বৃদ্ধ নরওয়েজিয়ানকে মনে ধরেছে ওর। রহস্য যেমনই হোক না কেন, যুবকের অন্তরাত্মা জানাচ্ছে: পিডার এমন মানুষ, যে সবসময় সঠিক কাজটাই করে। 'আমার দেখা পেয়ে তোমার জীবন গড্ডালিকায় পড়েছে মনে হচ্ছে!'

ভ্রু কুঁচকে তাকাল পিডার। ক্লান্ত, দুঃখে ভরা হাসিটায় মিশে আসে হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গি। 'অন্তত একটা ভালো ব্যাপার তো হয়েছে।'

'কী?'

'তোমাকে নিয়ে দানবটা এত ব্যস্ত ছিল যে পরপর তিন রাত আমার একটা পশুকেও মারতে আসেনি!'

শহরে এসে গাড়ি থামাল রুক। সামনে আর রাস্তা নেই বলে পায়ে হেঁটে যেতে হবে ঢালের কাছে। তবে তার আগে ফোসেনের সঙ্গে একটু কথা বলে রাতের পরিকল্পনাটা চূড়ান্ত করে নিতে চায়।

গাড়ি পার্ক করতে করতে চারপাশের বাড়িগুলোর দিকে তাকাল ও। দুটো দালানের মাঝে দূরত্ব নেই বললেই চলে। বিশ্বব্যাপী অনেক গ্রাম আর শহর দেখেছে ও। মনে হচ্ছে যেন জায়গাটা ছোট্ট শহরের প্রাণকেন্দ্রে থাকা ব্যবসায়ীক-চত্বরের মতো। পার্থক্য শুধু একটাই–এই শহরে কেনা-বেচা হচ্ছে না!

গাড়ি থেকে কয়েক ফুট সামনে এগোতেই দেখতে পেল অ্যানিকে। সেই প্রথম দিন যে 'স্টোর' থেকে খাবার কিনেছিল, সেটা চালায় মহিলা। ফুটপাত ধরে হাঁটছে, ওর স্কার্ট আঁকড়ে ধরে আছে দুটো বাচ্চা। প্রথম দিনের মতোই দুশ্চিন্তা খেলে যাচ্ছে তার চোখে, কিন্তু রুককে দেখে হাত বাড়াল করমর্দনের জন্য।

'হ্যালো, স্ট্যানিস্লাভ। দানবটার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ধন্যবাদ।'

BanglaBook.org

প্রথমবারের শীতল আচরণের পর, আচমকা প্রশংসা শুনতে পেয়ে একটু অবাক হলো রুক। তবে জানে, অনেকেই একটু সময় নেয় আন্তরিক হতে; সেজন্য তাদেরকে দোষও দেয়া যায় না।

আর যদি চারপাশে ঘোরা-ফেরা করতে থাকে খুনি কোনো প্রাণী, তাহলে তো আরো না!

করমর্দন করল সে। 'সাহায্য করতে পেরেই বরঞ্চ বেশি খুশি হয়েছি। ব্যাপারটাকে আমরা সামলে নেব, তুমি ভয় পেয়ো না।' বাচ্চাদের দিকে ঝুঁকল ও। 'এরা কারা?'

মায়ের দেহের পেছনে লুকালো বাচ্চা দুটো, ওদেরকে দোষ দিতে পারল না রুক। মায়ের চাইতে লম্বা আর চেহারায় কাটাকুটির দাগঅলা মানুষকে কীভাবে কোনো বাচ্চা ভয় না পেয়ে থাকতে পারে? অ্যানি বলল, 'বাচ্চারা, স্ট্যানিস্লাভকে হাই বলো।'

সোজা হলো রুক, হেসে বলল, 'ব্যাপার না।'

আচমকা মনে হলো, কেউ বুঝি পেছন দিক থেকে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ইন্দ্রিয় চাচ্ছে, ঘুরে দাঁড়ায়...হাতে তুলে নেয় ডেজার্ট ইগল। তবে সেই চাওয়াকে দাবিয়ে রাখল রুক। যুদ্ধের ময়দানে সতর্কতাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু রাস্তা-ঘাটে কেউ হুমকি হতে পারে বলে ওর মনে হয় না।

অবশ্য ঘুরল বটে। এগিয়ে আসতে থাকা দুজন মানুষ তাতেই থমকে দাঁড়াল। বয়েস ওদের পঞ্চাশের ঘরে; উভয়ের মাথা হালকা রঙের চুল, উত্তর ইউরোপের অধিবাসীদের মতো দৈহিক বৈশিষ্ট্য।

ওদের একজন গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'আহ, হ্যালো। তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল।'

অন্যজন মাথা দোলাল সামনে-পিছে। এক পা এগিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল রুক। 'অবশ্যই, আমি স্ট্যানিস্লাভ। তোমাদের পরিচয়?'

প্রথমজন করমর্দন করল, তবে অস্বস্তি দেখে বোঝা গেল যে কাজটায় অভ্যস্ত নয়। 'আমি বালদুর, ও রোয়াল্ড।'

'তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আমি অবশ্য আইরেকের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম।'

একবার ঘুরে তাকাল রুক। বাচ্চাদেরকে নিয়ে অ্যানি তার বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে ওকে প্রথম দিন নিয়ে গিয়েছিল পিডার। তবে ভেতরে যায়নি, তাকিয়ে দেখছে এখনো। রাস্তার উভয় পাশের আরো কিছু বাড়ির দরজাও খুলে গেল, মানুষজন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ওকে দেখছে। গতকাল অবশ্য এরা জানালার সঙ্গে চেহারা ঠেসে ধরে দেখছিল, সেই হিসেবে অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলেই ধরা যায়।

ফোসেনের বাড়িতে পৌঁছুবার খানিক আগে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল এক লোক। অন্যদের মতো দূরে থামল না সে যদিও। রুক চিনতে পারল

BanglaBook.org

তাকে–থরসেন, পিডারের পুরনো বন্ধু। সদ্য স্ত্রীকে হারানো লোকটার সাদা চুল বাতাসে উড়ছে, দ্রুত পায়ে সে এগিয়ে আসছে রুকের দিকে। গালের ওপর অশ্রুর ধারা। নিজের দুই হাত দিয়ে রুকের ডান হাত চেপে ধরল সে।

স্ট্যানিস্লাভ, এটাকে যে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিছে...তাকে তোমার হত্যা করতেই হবে।'

থরসেনের বাতগ্রস্ত আঙুলের গাঁটে হাত রাখল রুক। 'ভেবো না, সেটার ব্যবস্থাই করছি।'

চোখ তুলে ওর দিকে চাইল বৃদ্ধ, তারপর জড়িয়ে ধরল। 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক, বাছা। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক!'

জীবনে এমন মুহূর্ত খুব কমই এসেছে, যখন হতবুদ্ধি ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে রুককে। অন্যান্য শহরবাসীর কাছ থেকে অচ্ছুতের মতো আচরণ পেয়ে, এখন এই অনুভূতির প্রদর্শন ওকে টলিয়ে দিল।

লোকটা সদ্যই স্ত্রীকে হারিয়েছে, তাই মাথা ঠিক নেই...

থরসেনের ফিসফিসানি কণ্ঠ কানে এল ওর পরমুহূর্তে। শব্দগুলো শোনার কয়েক মুহূর্ত পরে গিয়ে ওগুলোর অর্থ বুঝতে পারল সে। 'ভিক্টিমদের ওপর মনোযোগ দাও।'

এক মুহূর্ত পর নিজেকে ছাড়িয়ে নিল থরসেন। রুকের চোখে চোখ রাখল আরো এক মুহূর্ত, বুঝিয়ে দিল যে কথাটা ও ঠিক শুনেছে। অনুভূতির প্রকাশটাকে তাই অভিনয়ও বলা চলে। তারপর ফিরে গেল বৃদ্ধ।

লম্বা শ্বাস নিল রুক। নিজেকে স্থির করতে চাইছে। থরসেন ফিসফিস করে বলেছে কথাটা, কারণ জনসম্মুখে উচ্চারণ করতে চায়নি। তাই সেটা ফোসেনকে বলা যাবে না। তবে মাথা থেকে অনেক চেষ্টা করেও বাক্যটাকে হটাতে পারল না। আচমকা নিজেকে আবিষ্কার করল ফোসেনের দরজার সামনে।

নিশ্চয়ই ভিক্টিম বলতে মৃত মানুষগুলোকে বুঝিয়েছে, তাই না?

দরজা খুলল ফোসেন, একটা হাত স্লিঙে ঝুলছে। 'স্ট্যানিস্লাভ, গতকালের ধাক্কা এত সহজে সামলে উঠলে কীভাবে?'

ভেতরে প্রবেশ করে জবাব দিল রুক। 'সামলে উঠতে কষ্ট হবে, এমন আঘাত তো পাইনি। কেটে-ছড়ে গেছে শুধু। তবে তোমার ভাগ্য যে ভালো ছিল না...তা দেখাই যাচ্ছে।'

হেসে ফেলল ফোসেন। 'বয়েস হয়েছে আরকী। সকালে উঠে আবিষ্কার করলাম, ব্যথায় কাঁধ নাড়াতে পারছি না! প্রাণীটা আঘাত করেনি, কিন্তু ঠিকমতো ডাইভ দিতে পারিনি। বসো, স্ট্যানিস্লাভ। কীভাবে এগোবে, ভেবেছ কিছু?'

BanglaBook.org

'হারামজাদা যেখান থেকে কাল রাতে উধাও হয়ে গেছে, সেই এলাকাটা ঘুরে-ফিরে দেখব। জানি না, কিছু পাব নাকি। হয়তো পাবো না। কিন্তু গুলি যেহেতু লেগেছে, রক্তক্ষরণ হবেই। সেই দাগের আশায় আছি।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না ফোসেন, তবে রুক টের পেল–ওই বুদ্ধিমান মাথায় কল-কব্জা নড়তে শুরু করেছে। অবশেষে মুখ খুলল লোকটা, 'আমারো মনে হয় না যে কিছু পাবে। তবে খুঁজে দেখতে তো আর দোষ নেই। আরেকটা প্রশ্ন, আজ রাতে বেরোলে কেমন হয়? আরেকবার চেষ্টা করে দেখা যাক।'

'তা আর বলতে। আশা করি তার আগেই এমন কিছু খুঁজে পাবো, যা আমাদের কাজে আসবে। যদি না-ও পাই তো ক্ষতি নেই, রাতে নামব শিকারে। একটা কথা মাথায় এল অবশ্য। তোমার ট্র্যাকিং ডাটায় কি এমন কিছু আছে যা নির্দেশ করে–নেকড়ের পাল কয়েক রাত একই সময় একই জায়গায় ছিল?'

'উম, পালটা আসলে বড় একটা বৃত্ত ধরে টহল দেয়। কিন্তু মন দিয়ে দেখিনি আসলে। রাতে জানাই?'

উঠে দাঁড়াল রুক। 'আচ্ছা, দশটার দিকে বার্নে দেখা হবে তাহলে?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল ফোসেন। 'হ্যাঁ, দশটায়। আর স্ট্যানিস্লাভ?'

'কী?'

'সাবধানে থেকো।'

'ফোসেন, এখন দিনের মধ্যভাগ। থাকবোও শহরের কাছে, তাই সাবধান হব কীসের থেকে?' রুকের বিদ্রুপ একেবারে পরিষ্কার: ওর বেবিসিটারের দরকার নেই।

'আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই, অজানা অনেক প্রশ্নের উত্তর এখনো বাকি আছে। গত রাতের কার্যক্রম ঝুঁকি আরো বাড়িয়ে দিয়েছে, আহত পশু অনেক বেশি ভয়ানক।'

হোলস্টার থেকে ডেজার্ট ইগল বের করে হাতে নিল রুক, ম্যাগাজিনটা একবার খুলে আবার ভরে রাখল। তারপর তাকাল ফোসেনের দিকে।

'হয়তো খেয়াল করোনি, কিন্তু আমিও একেবারে দুধের খোকা নই।'

দিনের আলোয় ঢালের তলটা অনেক বেশি অন্যরকম ঠেকছে। একদম সমতল জায়গাটা, শহরের চারপাশে কয়েক মাইলের মধ্যে এমন জমি আর নেই। অদ্ভুত ঠেকল রুকের কাছে। তবে সব ভুলে খুঁজতে শুরু করল ও, অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করে।

প্রথমবার জায়গাটা খুঁজে বলতে গেলে কিছুই খুঁজে পেল না। তবে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে ওভাবে খোঁড়াতে থাকা কোনো প্রাণী রক্তের কোনো ছাপ

BanglaBook.org

ফেলে যায়নি। হালকা বদবু এখনো ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে, তবে কোনো একটা জায়গায় ঘন ঠেকছে না। তাই গন্ধটা পেয়েও লাভ হলো না।

খুঁজতে খুঁজতে আরেকটা খাড়া ঢালের ওপর থেকে থামল রুক। এটাও সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে, নিচের দিকে মিলন হয়েছে পাথরে-পানিতে। নামতে লাগল সে, সমুদ্রের মাত্র কয়েক ফুট ওপরে এসে থামল। চারপাশে তাকাল একবার, কিন্তু কিচ্ছু দেখতে পেল না। তারপর আবার উঠতে শুরু করল ঢাল বেয়ে, গরমে ঘামছে প্রচণ্ড।

আবার খুঁজতে লাগল সে, তবে এবার উল্টো ছকে। যতই খুঁজছে, ততই বেড়ে চলছে ওর হতাশা। ধৈর্য ধরে যে কাজ করতে হয়, সেটা ঠিক ওর জন্য না। হাল ছেড়ে দেবে কিনা যখন ভাবছে, তখন পেল একটা সূত্র।

একটা পাথরে ঠোক্কর খেল রুকের বুট। সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে নিজেকে সামলে নিল সে। নিচে তাকিয়ে দেখে, কিছু একটা ঝলক দিচ্ছে মরতে বসা সূর্যালোকে। সামনে ঝুঁকে বস্তুটা তুলে নিতে চাইল হাতে, কিন্তু ব্যর্থ হলো। ওটা ওঠানো যাবে না বুঝে হাঁটু গেড়ে বসল এবার, চারপাশ থেকে সরাতে শুরু করল মাটি।

খানিকক্ষণের মাঝেই পেয়ে গেল আঠারো ইঞ্চি লম্বা, স্টেইনলেস স্টিলের একটা পাত। পাশে ওটা না হলেও ইঞ্চি দশেক হবে। প্রান্তের দিকে খানিকটা উঁচু ধার আছে, মনে হচ্ছে কিছু একটা ঢাকার কাজে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু কী সেটা, তা জানে না।

পাতটা তুলতে গিয়ে দেখল, কিছু একটা পড়ে যাচ্ছে মাটিতে। হাত দিয়ে মাটিতে থাবড়া বসাতে লাগল ও, যদি পাওয়া যায়। একটা গোলাকার বস্তু ঠেকল হাতে, ব্যাসার্ধ হবে তিন ইঞ্চির মতো।

জিনিসটাকে নেকলেস কিংবা মেডেল বলে মনে হচ্ছে। ওটার দেহ থেকে মাটি মুছল রুক, একটা নক্সা ফুটে উঠল তাতে–দুই ছিলার একটা ধনুক পেঁচিয়ে রেখেছে একটা তলোয়ারকে। নর্ডিক রুনের মতো দেখতে কিছু অক্ষর খোদাই করা আছে ওটার চারপাশে। কিন্তু আরো ভালো মতো খেয়াল করতেই আবিষ্কার করল–ওগুলো আসলে পাশ্চাত্যে ব্যবহৃত বর্ণই, তবে নক্সা করা হয়েছে রুনের আদলে।

দুটো শব্দের জন্ম দিয়েছে ওগুলো। প্রথমটা পড়তে কষ্ট হলো না: ডোইসচে। জার্মান শব্দ, অর্থও জার্মানি। অদ্ভুত ব্যাপার...নরওয়েতে জার্মান ভাষা! তবে হ্যাঁ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পুরো ইউরোপে দাগ ফেলেছিল, সেই হিসেবে ব্যাপারটা অত অদ্ভুতও না।

তবে অন্য শব্দটা চিনতে সময় লাগল খানিকটা বেশি। বর্ণগুলো মিলে যে শব্দটার জন্ম দিয়েছে তা আগে কখনো দেখেনি। ধরে নেয়া যাক যে ভাষাটা জার্মান। ওই ভাষায় যথেষ্ট দক্ষ রুক, তারপরও কেন যেন চিনতে পারছে না! খানিকক্ষণ মাথা ঘামিয়ে ঠিক করল–শব্দটা বুঝতে পেরেছে, কিন্তু অর্থ না।

BanglaBook.org

ইয়েতির সঙ্গে এই শব্দের কী সম্পর্ক তা-ও ধরতে পারছে না। হয়তো ওটা নিছকই শতাব্দী প্রাচীন কোনো জঞ্জাল!

কিন্তু মন কেন যেন মানতে চাইছে না। তলোয়ার আর 'জার্মান' শব্দদুটো বুঝিয়ে দিচ্ছে যে জিনিসটা সামরিক কিছু একটার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু রুনিক নক্সায় খোদাই করা শব্দটা আনুষ্ঠানিকতা নষ্ট করে দিয়েছে। ফোসেনকে জিজ্ঞেস করা যায়, কিন্তু তা না করে পিডারকে জিজ্ঞেস করাই বেশি ভালো হবে। ফোসেন নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে বটে, কিন্তু প্রথমদিনের ওর আচরণ ভুলতে পারছে না রুক।

মেডেলটাকে পকেটে ভরল যুবক, উঠে দাঁড়িয়ে খোঁজাখুঁজির নক্সা অনুসরণ করতে লাগল। কিন্তু বলার মতো কিছুই পেল না! প্রাণীটা পালাবার যে পদ্ধতিই ব্যবহার করুক না কেন, সেটা গোপনেই রয়ে গেল। রক্ত নেই, দাগ নেই...এমনকী খোয়া যাওয়া এআর-১৫ রাইফেলটারও হদীস নেই!

স্টেইনলেস স্টিলের পাতটাকে নিয়ে শহরে ফিরে এল রুক। ফোসেনকে ওটা দেখাবে, তবে মেডেলটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে পিডারকে। মেডেলে লেখা অদ্ভুত শব্দটা ওর মন দখল করে আছে, কোথায় দেখেছে তা মনে করতে চাইছে। নিশ্চিত না, তবে যতই ভাবছে ততই মনে হচ্ছে: শব্দটা অশুভ কিছু একটার প্রতিনিধিত্ব করে। আর শব্দটাকে অতীতে কোথাও দেখেছে বটে।

আহনেনেরবে।

BanglaBook.org

দশ

পিডারের বাড়িতে যাবার পথে গুলির আওয়াজ শুনতে পেল রুক। গাড়িটার সামনের চাকাও ঠিক একই সময়ে গেল ফেটে। স্টিয়ারিং হুইল ইচ্ছেমতো ঘুরিয়ে বাহনটাকে সরিয়ে আনল খাদে পড়ার হাত থেকে। গাড়ি থামার পর ডেজার্ট ইগলটা বের করে আনল ও, ড্রাইভারের দিকের দরজা খুলে নিচু হয়ে বেরোল।

কয়েক মিনিট পার হয়ে গেল, কিন্তু আর কোনো আওয়াজ শুনতে পেল না রুক। তারপরও নষ্ট চাকার দিকে এগোবার সাহস পেল না ও, আশপাশে কেউ না থাকলে ঠিক গুলি করবে। তাই অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, অথবা ফাটা চাকা নিয়েই এগোতে হবে।

অপেক্ষা করতে পছন্দ করে না রুক। তাই মিনিট পাঁচেক পর বাড়িতে দেখা গেল ওকে। নক করতেই পিডার খুলে দিল দরজা।

'গাড়িতে সমস্যা?'

'গুলি করে টায়ার ফাটানো যদি গাড়িতে সমস্যা হয়, তাহলে তাই।'

দম ছাড়ল পিডার। 'ঝামেলা তোমার পিছু ছাড়েই না, তাই না? তোমার জীবনে মেয়ে আসে না? তাদের অবস্থা কী?'

'সমস্যা আমার পিছু নেয়–কথাটা ঠিক। তবে নাহ, জীবনে মেয়ে নেই। অন্তত এখন পর্যন্ত না।'

পিডার শুধু চেয়ে রইল ওর দিকে। 'হয়তো সেটাই সমস্যা।'

আপত্তি করার জন্য মুখ খুলল রুক, কিন্তু পিডারের কথা শুনে ওর জীবনে আসা দুই নারীর কথা ভাবল। সারা ফগ, সিডিসি বিজ্ঞানীর কথা হিসাব করলে তিনজন হয়। চেস টিমের অস্থায়ী 'বড়ে' হিসেবে প্রায়শই যোগ দেয় মেয়েটা: সেই সঙ্গে দল নেতা কিং-এর প্রেমিকাও বটে। তবে দুই নারীর মাঝে একজন ফিয়োনা লেন, আরেকজন কুইন।

ফিয়োনা চোদ্দো বছর বয়সী এক বাচ্চা মেয়ে, চেস টিম রক্ষা করেছিল ওদের। প্রাচীন এক ভাষা জানা একমাত্র মেয়ে সে এখন, যে ভাষায় রয়েছে অভাবনীয় ক্ষমতা। কিং বর্তমানে মেয়েটার অভিভাবক হিসেবে আছে বটে, তবে কিন্তু পুরো দলটা ওকে পরিবার হিসেবে মানে। রুক হয়তো কারো সামনে স্বীকার করবে না, তবে স্ট্যান চাচা শুনতে ওর ভালোই লাগে।

BanglaBook.org

আর কুইনের কথা কী বলবে! রুকের জীবনে আসা সমস্যা নিয়ে ওই বিশেষ মহিলার কোনো সমস্যা নেই। সেই সমস্যাগুলো অবশ্য কুইনের নিজেকেও সামাল দিতে হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওর চাইতেও দক্ষ ভাবে। সে যাই হোক, সমস্যাকে সঙ্গে নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে আপত্তি নেই রুকের।

রুক বুঝতে পারছে যে কথোপকথন বন্ধ হয়ে গেছে। 'আমার সন্দেহ আছে। যাই হোক, চাকায় কে গুলি করেছে সেই সম্পর্কে ধারণা আছে? ফোসেন হতে পারে না। খানিক আগেই ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি, এত দ্রুত চলে আসতে পারবে না। তাছাড়া লোকটার এজেন্ডা যাই হোক না কেন, ইয়েতিটাকে মারার আগে অন্তত আমাকে হত্যা করতে চাইবে না। শহরবাসীদের কয়েকজন খুব ভালো ব্যবহারও করেছে আমার সঙ্গে!'

'ভালো ব্যবহার? বাহ, অনেক উন্নতি হয়েছে তোমার। আমার জবাব হলো–জানি না কে গুলি করেছে তোমার গাড়ির চাকা লক্ষ্য করে। তবে যে-ই করুক না কেন, আমি ব্যাপারটায় অবাক হইনি। এখানকার অধিকাংশ মানুষ বহিরাগতদেরকে দেখতে পারে না, তা সে যত ভালো মানুষই হোক না কেন। আজকে এমন কিছু হয়েছে, যা এই ঘটনাটাকে ব্যাখ্যা করতে পারে?'

'দুটো জিনিস খুঁজে পেয়েছি অবশ্য, আমাদের পশমি বন্ধু যেখানে হারিয়ে গিয়েছিল সেখানে। একটা হলো এই ধাতব পাত। ফোসেনের মতে ওটা নাকি বায়োলজিক্যাল বর্জ্যের পুরাতন একটা স্টোরেজ ইউনিটের ঢাকনা। বছর কয়েক আগে নতুন করে সাজাবার সময় ফেলে আসতে পারে ওখানে।'

ইস্পাতের পাতের দিকে তাকাল পিডার। রুক বুঝতে পারল যে ওটাকে চিনতে পেরেছে বৃদ্ধ। কিন্তু কীভাবে বলবে কথাটা তাই ভাবছে। রুক সময় দিল না ওকে। 'মিথ্যে বলবে না গোপন করবে সেটা ঠিক করার আগে, আরেকটা জিনিস দেখাই তোমাকে। এটা বের করিনি ফোসেনের সামনে!'

পকেট থেকে মেডেল বের করে পিডারকে দিল রুক। কাঁপা কাঁপা হাতে ওটা নিল বৃদ্ধ, তবে সেটার কারণ বয়েস বলে মনে হলো না। 'আমি জানি না আহনেনেরবে মানে কী। তবে কেন যেন মনে হচ্ছে, তোমাদের গোপন করা তথ্যের পাশাপাশি এই দুই বস্তুও ওই প্রাণীটাকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করতে পারে। কী হলো, কিছু একটা বলো!'

ওর চোখে চোখ রাখল পিডার। 'সবগুলো আন্দাজই যথার্থ। আর না, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না!'

'আহনেনেরবে মানে কী? জানো?'

'জানি। প্রাক্তন একটা জার্মান সংগঠনের নাম ওটা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার। ওদের মূল লক্ষ্য ছিল ইতিহাস ঘেঁটে জার্মানদের আর্য হবার প্রমাণ খুঁজে বের করা।'

BanglaBook.org

দ্রুত কয়েকবার মাথা নাড়ল রুক। 'আহ, আমি জানতাম যে শব্দটা কোথাও শুনেছি। এরাই মানুষের ওপর পরীক্ষা চালাত না?'

'তাই তো মনে হয়, যদিও ওদের মূল উদ্দেশ্য সেটা ছিল না।'

'নরওয়েতে ওই মেডেলটা কী করছে?'

'দেখো স্ট্যানিস্লাভ, অনেক নরওয়েজিয়ানই যুদ্ধে শরীক হয়েছিল। আমার তখন অল্পের জন্য বয়েস হয়নি, কিন্তু ফেনরিস কিস্টবির প্রাপ্তবয়স্ক সবাই নাম লিখিয়েছিল জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। এই রকম একটা মেডেল যুদ্ধের খুব মূল্যবান ট্রফি হতে পারে।'

'তোমার কথা সত্যি ধরে নিলাম। কিন্তু শহরের এত বাইরে একটা ইস্পাতের ঢাকনির নিচে গেল কীভাবে?'

'তা আমি জানি না।'

পিডারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রুক। বুঝতে পারছে যে লোকটার বর্ম নরম হয়ে এসেছে। শেষ তাসটা চালার সময় হয়েছে, আপাতত ওটা বাদে আর কিছু হাতে নেই। তাতেও যদি মুখ না খোলানো যায় তো...

'আজকে তোমার বন্ধু, থরসেনের সঙ্গে দেখা হলো।' বলল রুক।

'কেমন আছে?'

'কষ্টে আছে। রাস্তার মাঝে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। ইয়েতিটাকে মারতে চাইছি বলে ধন্যবাদ জানাল বারবার। তারপর জড়িয়ে ধরল। অদ্ভুত ঠেকছিল আমার, পুরো শহর দেখছিল দৃশ্যটা!'

গল্পটা ঠিক হজম হলো না পিডারের। তবে নিজের বিস্ময় লুকোবার চেষ্টা করল বটে সে। 'বুঝতে পারছি, অদ্ভুত ঠেকার মতোই বিষয়। দুঃখে লোকটা বোধ-বুদ্ধি হারিয়েছে!'

'আরেকটা কথা তো বলাই হয়নি! একেবারে শেষ মুহূর্তে পরিষ্কার কণ্ঠে আমাকে বলল, "ভিক্টিমদের ওপর মনোযোগ দাও।" কী বোঝাতে চাচ্ছিল কথাটা বলে, বলতে পারো? আমার মনে হলো, সম্ভবত কাউকে কথাটা শুনতে দিতে চায়নি। সেজন্যই কান্নার ভান ধরেছে।'

মাথায় হাত দিল পিডার, বলল না কিছুই। রুক বুঝতে পারছিল যে লোকটা কষ্ট পাচ্ছে, তাই কণ্ঠে সহমর্মিতা আনতে কষ্ট করতে হলো না। 'পিডার, শহরের গোপনীয়তা আমি মানুষের জানের বিনিময়ে অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই না!'

এক মুহূর্ত পর চোখ তুলে চাইল পিডার। 'এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে...তবে থরসেনের কথার অর্থ তোমাকে ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছি।'

সোজা হয়ে বসল পিডার, ভাবখানা এমন যে গল্পটা বলে কাঁধের ওপর চেপে বসা ভারী একটা ওজন নামাতে যাচ্ছে। অপেক্ষা করতে লাগল রুক।

BanglaBook.org

'স্ট্যানিস্লাভ, এখন পর্যন্ত ওই দানবটার হাতে মোট তিনজন মানুষ মারা গেছে। প্রথমজনের নাম ছিল ট্রন্ড হ্যাজেন, মাত্র এক দশক আগে এই শহরে এসেছিল যুবক। দ্বিতীয় জন স্টেইনার ডালবার্গ। সবশেষে মারা গেল গ্রেটা।'

'বুঝলাম তিনজন মারা গেছে। কিন্তু তাতে কী, পিডার?'

'ওদের সবার মাঝে মিল আছে। প্রথমত প্রত্যেকেই বিজ্ঞানী। আর দ্বিতীয়ত, তিনজনই হয় আইরেক ফোসেনের হয়ে কর্মরত, নয়তো আগে কাজ করত।'

পিডারের কথা শুনে খুব একটা অবাক হয়নি রুক। দানবটার কাজ-কর্ম যে ফোসেনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে তা বোঝাই যাচ্ছিল। হাজার হলেও, পুরো শহরটাকেই নিয়ন্ত্রণ করে লোকটা। তবে চুপচাপ বসে কথাটা হজম করে নিল সে।

কপাল ভালো যে মুখ খোলেনি, কেননা পিডার বলতে শুরু করল। 'আরেকটা কথা–ওই তিন ভিক্টিম ছাড়াও আইরেকের কর্মচারী ছিল অনেকে। আমার ইলসাও তাদের একজন!'

জানতে চাইল রুক, 'এই ইলসা কে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পিডার, চোখ ভিজে এসেছে। 'ইলসা আমার দেখা এই দুনিয়ার সবচাইতে সুন্দরি নারী। পঞ্চাশটা বছর একত্রে জীবন কাটিয়েছি আমি, ও ছিল আমার স্ত্রী!'

পরের প্রশ্নটা যতটা সম্ভব নম্র স্বরে জিজ্ঞেস করল রুক, যদিও উত্তর আগেই আঁচ করতে পারছে। 'এখন কোথায় আছে?'

জবাব দিতে গিয়ে ভেঙে গেল পিডারের কণ্ঠ। 'বছর দুয়েক আগে মারা গেছে, ব্রেইন ক্যানসার হয়েছিল। আমরা ওকে যখন শহরের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

বৃদ্ধের কাঁধে একটা হাত রাখল রুক। 'আমি দুঃখিত।'

মাথা নাড়ল পিডার, তবে বলে চলল, 'যদি ওই প্রাণীটা শুধু তাদেরকেই মারে যারা আইরেকের হয়ে কাজ করত, তাহলে আমার খামারে আক্রমণের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। যেহেতু আমি নিজে সরাসরি কাজ করিনি ওর হয়ে, তাই আমাকে মারছে না।'

পিডারের আন্দাজ সত্যি হতে পারে, ভাবল রুক। তবে হয়তো নিজেকে অযথাই দোষারোপ করছে বৃদ্ধ। 'এমনো তো হতে পারে যে ব্যাটা ক্ষুধার জ্বালায় কাজটা করেছে। কারণ নিয়ে ভেবে লাভ নেই, কীভাবে ওটাকে থামানো যাবে তাই বের করা দরকার।'

BanglaBook.org

পিডার চাইল ওর দিকে, সম্ভবত চিবুক একটু নামিয়েও নিল...তবে নিশ্চিত করে তা বলতে পারবে না রুক। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে শোবার ঘরে চলে গেল বৃদ্ধ। লম্বা একটা শ্বাস ছাড়ল রুক, তারপর নিজেও উঠে চলে এল বার্নে।

বেচারা বুড়ো লোকটা অনেক কষ্ট পাচ্ছে।

ইয়েতিকে হত্যার দিকে ফিরে গেল ওর মন। রুক আর ফোসেন ঠিক করেছে যে মাঝরাতের আগে টহলে নামবে না। ঠিক রাত বারোটার দিকে ওয়াকিটকিতে ওকে পালের অবস্থান জানাবে ফোসেন। আগের রাতগুলোতে বারোটার আগে কিছু ঘটেনি, তাই অহেতুক নজর রেখে সময় আর শক্তি খরচ করে কী লাভ?

তবে কিনা ওয়াকিটকিতে নির্দেশ পাবার আগ পর্যন্ত পিডারের বার্নে বসে থাকা বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই রুকের। ট্র্যাকিং চিপটাকে বার্নে রেখে রাত আটটার দিকে চলে এল ও ঢালের কাছে, যেখান থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল দানবটা। গত রাতে যে গাছটায় আশ্রয় নিয়েছিল, সেটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। আরেকবার ওটায় উঠল রুক, একদম মাথার কাছের একটা ডালে আরাম করে বসল। এখান থেকে ঢালের মাথা পরিষ্কার দেখা যায়।

নাইট ভিশন গগলস পেলে মন্দ হতো না, ভাবল একবার। যদি সম্ভব হতো তাহলে ডিপ ব্লুকেও কাজে লাগাত। স্যাটেলাইটের সাহায্য পেলে দেহের উত্তাপ ব্যবহার করেই দানবটার পালাবার পথ আর আস্তানা খুঁজে বের করা যেত খুব সহজে। কিন্তু ওসব উপকরণের একটাও নেই হাতে; তাই ভরসা করতে হচ্ছে এআর-১৫ রাইফেল, ডেজার্ট ইগল আর পাঁচ ইন্দ্রিয়ের ওপর।

রাতটা পরিষ্কার, চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চারপাশ; দানবটা ঢালের মাথায় উঠে এলে ওর নজর এড়োবে না। রুক অপেক্ষা করতে পছন্দ করে না, জানে যে এখানে ঘণ্টা তিনেক বসে থাকলেও ফল আসার সম্ভাবনা শূন্য। কিন্তু এছাড়া আর কোনো উপায় মাথাতেও আসছে না।

নজর রাখতে রাখতে মনের লাগাম খুলে দিল রুক। ভাবছে, এটাই কি ওর মনের চাহিদা? বিশ্ব থেকে, নিজের দলের থেকে দূরে থাকা? সরে থাকার এ ধরনের স্বভাব ওর সঙ্গে যায় না। অবশ্য রাশিয়াতে যেভাবে সব কেচে গণ্ডূষ বানিয়েছে, সেটাও যায় না। কেন যেন ঘরে ফেরার ইচ্ছেটা চাপা পড়ে গেছে।

হাতের কাজের দিকে মন ফিরিয়ে আনল রুক, ভিক্টিমদের কথা ভাবতে লাগল এক এক করে...ঠিক যেমনটা করতে বলেছিল খরসেন। যদি ও কোনো গোয়েন্দা বা রহস্যলেখক হতো, তাহলে ফোসেনের হয়ে সব ভিক্টিমের কাজ করার ব্যাপারটাকে দারুণ গুরুত্ব দিত। কিন্তু বাস্তবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

BanglaBook.org

হলো–দানবটা কতটুকু বুদ্ধিমান? যতটুকু বলে মোটিভ খুনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ততটুকু কি?

জানে না রুক। তবে ওর ধারণা–গ্রেটার মৃত্যুর কারণেই ফোসেনের আচরণে এতটা পরিবর্তন আসার কারণ ওই খুনটার পরেই লোকটা বুঝতে পেরেছে, বেছে বেছে ওর অধীনস্থ বিজ্ঞানীদের টার্গেট করা হচ্ছে; এমনকী পরের লক্ষ্য ও নিজেও হতে পারে। বাজি ধরে বলতে পারে রুক–ফোসেন ওই দানবটার ডেরা বা লুকোবার পথ চেনে না। চিনলে কারো সাহায্য চাইত না!

তাই ধরে নেয়া যায় যে ফোসেনের ওপর খেপে আছে প্রাণীটা। এথেকে এগোবার মতো একটা তথ্য পাওয়া যেতে পারে–ফোসেনকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। এছাড়া আর কোনো লাভ হচ্ছে ওর মোটিভ জেনে। আজকে কোনো অগ্রগতি না হলে, কাল অবশ্যই টোপ হিসেবে ফোসেনকে ব্যবহারের বুদ্ধিটা দিতে হবে।

এদিকে নেকড়ের পালটাকে রক্ষা করার যে প্রবণতা দানবটা দেখিয়েছে, তা আরো বাড়িয়ে তুলেছে বিভ্রান্তি। রুকের সন্দেহ হচ্ছে এখন: ফোসেনের গবেষণা পালের ওপর কোনো বাজে প্রভাব ফেলেনি তো? যতই ভাবছে, ততই মনে হচ্ছে যে ফেলেছে। কিন্তু তাতেও বা কী? প্রাণীটা কোথায় আছে বা ওটাকে কীভাবে খুন করা যাবে–সেসব তো জানা যাচ্ছে না!

আরো একটা প্রশ্ন মাথাচাড়া দিচ্ছে ওর মনে। ফোসেন আচমকা বন্ধু বনে যাবার ঠিক আগের রাতে ওকে মারার জন্য ছেলেকে কেন পাঠাল? আজকে ওর গাড়ির টায়ার লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লটা কে? শহরে এমন কিছু কি আছে, যা রহস্যের চাদরে ঘেরা নয়?

অন্তত শেষ প্রশ্নটার উত্তর জানা আছে রুকের। আর সেটা হলো–না; বাকিগুলোর ব্যাপারে আন্দাজ করার মতো জ্ঞানও নেই ওর। পরিস্থিতি দ্রুতই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। শহরবাসীদের কেউ, ফোসেন ছাড়া, ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। তবে হ্যাঁ, একজন স্পেশাল ফোর্সেস সৈন্যের ছুটি কাটাবার জন্য এর চাইতে ভালো জায়গা আর হয় না।

দশটার দিকে ঢালের মাথায় একটা ছায়া দেখতে পেল রুক। এক মুহূর্ত পর চাঁদের আলোয় আলাদা করতে পারল একটা ইয়েতির আয়ব। এখানে এসে তাহলে ভুল করেনি!

কিন্তু এখন কী করব?

রুক ভেবেছিল, দানবটা কোত্থেকে আসছে তা খুঁজে বের করার প্রয়াস চালাবে। ওটা উধাও হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে, তারপর আবার ঢালের নিচে নেমে কিছু একটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত অনুসন্ধান চালিয়ে

BanglaBook.org

যাবে। যদি মাঝরাতের পরেও থাকতে হয় এখানে, তাহলে ফোসেন সন্দেহ করে বসতে পারে; বিশেষ করে যখন রুকের কাছে সেন্সরটা নেই। কিন্তু আশা করা যায় চাপার জোর খাঁটিয়ে ব্যাপারটা সামাল দেয়া যাবে। অন্তত ওয়াকিটাকিটা তো আছেই।

ইয়েতিটাকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখে মনে মনে প্রশান্তি অনুভব করল ও। *ওটাকে যে মারা যাবে, তার অন্তত একটা লক্ষণ তো প্রকাশ পেল। আইরেক ফোসেন, তোমাকে ধন্যবাদ। কেন? ওটাকে তাক করে গুলি ছোঁড়ার মতো সাহসী আর বোকামিতে পূর্ণ কাজ করেছ বলে।*

ধারের কাছে পৌঁছে গেল দানবটা, গতকাল এখানেই বৃত্তাকারে বসে ছিল নেকড়ের পাল। চুপচাপ গাছ থেকে নেমে এল রুক। দুর্গন্ধটা ভারী হয়ে নাকে ধাক্কা মারছে, এখনো ওর নাসারন্ধ্র এই অত্যাচারে অভ্যস্ত হতে পারেনি। আশা করা যায়, ভাগ্য আর ওর পক্ষেই থাকবে।

হেডল্যাম্প চালু করে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল রুক, একদম নিচে পৌঁছে নাক টানল; যদি গন্ধ থেকে কিছু আন্দাজ করা যায়। সকালেও ছিল ঘ্রাণ, তবে এখন অনেক কড়া। এবার আর নক্সা-টক্সার ধার ধারল না, নাকের ওপর ভরসা রেখে এগিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট পর, গন্ধের উৎস মোটামুটি আন্দাজ করে ফেলল রুক। ঢালের ঠিক নিচে যতটা কড়া ছিল, এখানে ততটা নেই। কিন্তু এখান থেকে অন্য কোনো দিকে এগোতে গেলেই গন্ধটা হালকা হয়ে যাচ্ছে।

এখানেই আস্তানা গেড়েছিল দানবটা।

চারপাশে তাকাল একবার। কিন্তু নজরকাড়া কিছু দেখতে পেল না। গত সন্ধ্যায় এই জায়গায় এসেছিল ও, সকালেও কয়েকবার ঘুরে গেছে। দুই ফুট উঁচু আর পাঁচ ফুট প্রশস্ত একটা ঝোপ ছাড়া বলার মতো তেমন কিছু নেই এই জমাটবাঁধা মাটিতে। ঝোপটাকে পরখ করল যুবক, একটা একটা করে ডাল টেনে দেখল।

ভাঙা কিছু ডাল পড়ল নজরে, কিন্তু ওগুলো অন্য কোনো প্রাণীর কাজও হতে পারে। তবে ঝোপের শিকর খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করল: ঝোপের ঠিক মাঝখানে, শেকড়ের চারপাশের মাটি নিরেট!

শুধু তাই না, হাত দিয়ে ওটায় টোকা দিতেই টের পেল কম্পন। খামচি দিয়ে মাটি সরাতে শুরু করল ও, হেডল্যাম্পের আলোয় দেখা গেল ধাতু। রুক এখন নিশ্চিতভাবে জানে যে ঝোপটা দিয়ে কোনো একটা দরজা আড়াল করে রাখা হয়েছে।

কীভাবে ওটা খুলবে, তাই ভাবছে এখন। হয়তো দূর থেকে কোনো ধরনের রিমোট ব্যবহার করেই কেবলমাত্র খোলা যায় ওটা, তবে সন্দেহ আছে

BanglaBook.org

তাতে। এদিকে হাত মাটি সরিয়েই চলছে। ধার বেরিয়ে এলে রুক খেয়াল করল–কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকের মাটি একটু উঁচু মনে হচ্ছে। পিছিয়ে গেল ও, যেখানে পার্থক্যটা খালি চোখে ধরা পড়ে সেখানকার কাছের শিকড় ধরল আঁকড়ে...

...তারপর টানল সর্বশক্তিতে!

একটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ শুনতে পেল সে, ঝোপটা মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি ওপরে উঠে গেল। যুতসই মতো ধরতে পারেনি, তাই হাত থেকে ফসকে গেল শিকড়; ঝোপটাও ফিরে গেল আগের জায়গায়। তবে যুবক খেয়াল করল–মাটি জায়গামতো সরে গিয়ে একদম নিখুঁত একটা ক্যামোফ্লাজ তৈরি করেছে। কীভাবে কাজটা সম্ভব হলো, তা বুঝে পেল না ও।

এবার চেষ্টা করার আগে ভালো একটা জায়গা খুঁজে বের করল রুক। সফলও হলো, পুরো ঝোপটা সরে গেল একপাশে; নিচ থেকে বেরিয়ে এল একটা ট্র্যাপডোর, চার বর্গফুটের মতো হবে আকারে। ওটা দিয়ে নিচের দিকে তাকাল একবার, সঙ্গে সঙ্গে ইয়েতির গায়ের তীব্র দুর্গন্ধ ছুটে এল ওর দিকে। ঢোক গিলল বেচারা, চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এসেছে। বদবুর আক্রমণ সত্ত্বেও হাসি ফুটে উঠল ওর চেহারায়, অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া মইটার ওপর নজর পড়েছে বলে।

পেরেছে অবশেষে...খুঁজে বের করেছে সে ইয়েতির আস্তানা।

BanglaBook.org

এগারো

যতই নিচে নামছে মই বেয়ে, ততই তীব্র হচ্ছে গন্ধ। তবে নামার আগে ট্র্যাপডোরের দরজা বন্ধ করে এসেছে। ফুট বিশেক নামার পর, পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পেল ও। সামনে ছয় ফুট উঁচু একটা সুড়ঙ্গ। পাথর কেটে বানানো হয়েছে ওটাকে, পাথরের নুড়ি পড়ে আছে মেঝেতে। মনে হচ্ছে, সুড়ঙ্গটা ঠিক পোক্ত না! সেসব মাথায় আনল না রুক, এগিয়ে গেল সামনে।

চলতে চলতে মনে হলো যুবকের, খুব ধীরে ধীরে শহরের দিকে নিচু হয়ে গেছে সুড়ঙ্গটা। নিজেও আস্তে আস্তে এগোচ্ছে, পুরোটা পথ মাথা নিচু করে চলতে হচ্ছে ওকে। তবে পাঁচ কি ছয় মিনিটের মাঝে পৌনে এক মাইল পথ পেরিয়ে এল সে। নিজেকে আবিষ্কার করল একটা ধাতব দরজার সামনে, পাথর কেটে বসানো হয়েছে ওটা। দরজার ওপর লেখা হয়েছে 'র‍্যাগনোরক', শব্দটা যে নর্স পুরাণ অনুযায়ী মহাবিশ্বের ধ্বংসকে ইঙ্গিত করে তা জানে ও। তা ঘটবে এমন এক যুদ্ধের পর যাতে মারা যাবে থর, ওডিন, লোকিসহ আরো অনেকে নর্স দেবতা। আসলে র‍্যাগনোরকের আক্ষরিক অর্থ হলো–দেবতাদের বিনাশ! সে সময় অবশ্য মানব জাতিও ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু হাতেগোনা যে কজন টিকে থাকবে, তাদের হাত ধরে শুরু হবে নতুন এক দুনিয়ার পথ চলা; যে দুনিয়া তখন পরিণত হবে স্বর্গে।

কিন্তু সেসবের সঙ্গে মাটির নিচের এই জায়গার কী সম্পর্ক, তা বুঝতে পারছে না রুক। সম্ভবত নামটাকে খোদাই করা হয়েছে অতিনাটকীয়তার জন্য।

দরজায় নেই কোনো হ্যান্ডেল, তবে রুক জানে যে ইয়েতিটা দরজার সামনে এসেই থেমে যেত না। ডান দিকে একটু ফাঁকা জায়গা দেখতে পেল, দরজা আর পাথরের মাঝে আঙুলের ডগা ব্যবহার করে ওটা খুলতে পারল বটে রুক। কিন্তু বুঝে পেল না–ওই রকম বিশালদেহী একটা প্রাণী কীভাবে কাজটা করতে সক্ষম!

ওপাশে পা রাখল রুক, পেছনে বন্ধ করে দিল দরজাটাকে। চারপাশে দৃশ্য দেখে নিল এক নজরে। মনে হচ্ছে একটা ল্যাবরেটরির ভেতরে এসে পড়েছে। যন্ত্রপাতিগুলো প্রাচীন দেখালেও, গোছানো বটে। দুর্গন্ধে এখানে শ্বাস নেয়া দায়, বাধ্য হয়ে রুমাল দিয়ে নাক ঢাকল ও।

কামরার ভেতর হাঁটতে শুরু করল যুবক, আরো দুটো দরজা আছে এখানে। একটা দিয়ে উঁকি দিল ওপাশে, ছোট্ট একটা স্টোরেজ ক্লজিট পড়ল

BanglaBook.org

নজরে। ভেতরে কয়েকটা চিপসে যাওয়া বাক্স আছে শুধু। ফিরে এসে এবার অন্য দরজাটার দিকে মন দিল। ওটা দিয়ে আরেকটা বড় কামরায় যাওয়া যায়। অনেকগুলো ছোট্ট অফিস আছে এই কামরায়, একজোড়া দরজাও আছে যাতে বায়োহ্যাজার্ডের স্টিকার লাগানো। ওগুলোর দিকে এগিয়ে গেল রুক।

আচমকা একটা গর্জন ভেসে এল ওর কানে। নেকড়ের পালের ডাক ওটা, কিন্তু শুনে বড় বেশি ম্রিয়মাণ মনে হচ্ছে। এআর-১৫ রাইফেলটার স্ট্র্যাপ কাঁধে রাখল ও, ডান হাতে তুলে নিল ডেজার্ট ইগল, খুলে ফেলল দরজা।

একেবারে ছাদ পর্যন্ত লম্বা অনেকগুলো খাঁচা দেখতে পেল চোখের সামনে, একটায় রয়েছে তিনটি নেকড়ে!

কিন্তু এদের সঙ্গে অন্যদের কোনো মিল নেই। আকারে একদম ছোট, হাড় বেরিয়ে এসেছে; দেহের পশমও নেই জায়গায় জায়গায়, পাঁজরের হাড় গোণা যাবে চাইলে। প্রত্যেকটাই বিকলাঙ্গ, একটা কপালের মাঝে মাত্র একটা চোখ। আরেকটা একটা কান আর সামনের বাঁ পায়ের থাবা নেই; তৃতীয়টির পেট থেকে বেরিয়ে আছে পঞ্চম পা! ওকে এগোতে দেখে কুই কুই করে উঠল বেচারারা।

হায় ঈশ্বর, ভাবল রুক। *এদের ওপর ফোসেন পরীক্ষা চালাচ্ছে?*

এক মিনিট ওগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল রুক, প্রাণীগুলোর চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে যন্ত্রণা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছেড়ে এল কামরাটা, পিছু ফিরে তাকাল না দ্বিতীয়বার। এত শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে ডেজার্ট ইগলটাকে যে হাতের গাঁট সাদা হয়ে গেছে। জোর করে হাতের মুঠো আলগা করতে হলো ওর।

বায়োহ্যাজার্ড স্টিকার লাগানো পরবর্তী দরজাটার ওপাশে কিছুই নেই। তাই রুক মূল কামরায় ফিরে এসে থাকা অবশিষ্ট দরজাটা খুলে ফেলল। যে নতুন কামরাটায় প্রবেশ করল, সেটায় প্রাকৃতিক আলোর উৎস আছে—একটা ছোট্ট জানালা, দেয়ালের ওপরের দিকে অবস্থিত। আলোর একটা রেখা প্রবেশ করছে কামরায়, কিন্তু কাচ দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কিচ্ছু দেখতে পেল না; কেননা কাদা মাখিয়ে রাখা হয়েছে কাচে। তবে জানালার নিচে একসেট ডাবল দরজা আছে; কেন যেন মনে হলো ওর—একদা এই দরজাটা ল্যাবের মূল প্রবেশ পথ ছিল।

তত্ত্বটা ঠিক কিনা দেখার জন্য দরজা খোলার সিদ্ধান্ত নিল রুক। ধীরে ধীরে ফাঁক করল একটা, এক মুহূর্ত পর কাদামাটির স্রোত সেই ফাঁক গলে ভেতরে প্রবেশ করতে শুরু করলে নিজের পিঠ নিজেই চাপড়ে দিল মনে মনে। হেডল্যাম্পের আলো সামনে পড়ছে বটে, কিন্তু মাটির দেয়াল ভেদ করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ: কেউ এই ল্যাবে প্রবেশ করার মূল দরজাটা মাটি-চাপা দিয়েছে!

BanglaBook.org

দরজা বন্ধ করে ভেতরের দিকে মন দিল এবার। এক কোনায় দেখা যাচ্ছে একটা বড়সড় কাউচ, ছেঁড়া-ফাটা এবং নোংরা। অবশ্য বেশ কিছু কম্বল রয়েছে ওটার ওপর। এক পাশে পড়ে আছে হাড়ের স্তূপ আর পচতে বসা মাংস।

পিডারের খামার থেকে খোয়া যাওয়া পশুগুলোর ভাগ্যে কী ঘটছে তা এখন পরিষ্কার।

কাউচের দিকে এগোল রুক। *ওরে বাবা, ইয়েতির শোবার ঘর আর রান্নাঘর দেখি একই। বাথরুমও এটা না হলে বাঁচি। কিন্তু যে দুর্গন্ধ, তাতে হলেও অবাক হবো না!*

কম্বলের ওপরে একটা রঙ-জ্বলা বাদামি খাম পড়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন ইচ্ছে করে কেউ ওখানে রেখেছে ওটাকে। রুক হাতে তুলে নিল সেই খাম, তুলতে তুলতেই লাফিয়ে সরে গেল একপাশে। জানে যে এই অবস্থায় ওকে কেউ দেখলে বোকা ঠাওরাবে। খাম তুলে বুবি-ট্র্যাপে পড়ার কথা ভাবাটাও হাস্যকর। কিন্তু ফেনরিস কিস্টবিতে এত বেশি পাগলামি দেখেছে যে সাবধানতাকে দাম দিচ্ছে অন্য সব কিছুর ওপরে।

দৌড়াতে শুরু করেছে ওর হৃৎপিণ্ড, কেননা খামের বাইরে থাকা লোগোটা চিনতে পেরেছে পরিষ্কার ভাবে। মেডেলেও এই নক্সাটাই ছিল–আহনেনেরবের চিহ্ন!

খামটা খুলতেই ভেতর থেকে কিছু কাগজ বেরিয়ে এল। পড়তে শুরু করল ও। তারিখ দেয়া ১৯৬০ সনের, ভাষাটা শুরুর দিকে জার্মান হলেও নরওয়েজিয়ানে পাল্টে গেল অচিরেই। ওগুলোকে এক্সিকিউটিভ সামারি বলা যেতে পারে। অ-বিজ্ঞানীরাও যেন এসব পড়ে গবেষণার ফলাফল বুঝতে পারে–সে কথা মাথায় রাখা হয়েছে লেখার সময়। নানা ধরনের বায়োলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা লেখা আছে ওতে, মূল ফোকাস দেয়া হয়েছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের ওপর। প্রতিবেদনগুলো পরে অবশ্য সংস্থার উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে না। তবে সেই উদ্দেশ্য অর্জনে যে সফল হতে পারেনি তা পরিষ্কার। জঘন্য বিকলাঙ্গতা, মৃত দানব প্রসব ইত্যাদি বারবার নতুন ভাবে শুরু করতে বাধ্য করেছে সংস্থাকে।

তবে সবগুলো কাগজে একটাই সই। নাম পড়া যাচ্ছে–এডমন্ড কিস, নামের নিচে প্যাঁচালো অক্ষরে লেখা আছে আহনেনেরবে। মনে মনে নতুন পাওয়া তথ্যগুলো নাড়াচাড়া করল রুক। জেনেটিক এক্সপেরিমেন্ট আর এক নাৎসি গ্রুপের বিজ্ঞানী কীভাবে যেন নরওয়েতে এসে এক সুতোয় গাঁথা পড়েছে! বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করে কীভাবে?

আস্তে আস্তে সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলো আসতে শুরু করেছে সামনে। এখন ১৯৮০ সনের প্রতিবেদন পড়ছে রুক। সই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

দেখতে কষ্ট হচ্ছে বটে, তবে মনোযোগ একত্রিত করে পড়া চালিয়ে গেল সে। এই ল্যাব আর এডমন্ড কিসের কী হলো, সে সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

পেয়েও গেল। একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী, তবে এটায় সফলতার কথা লেখা। প্রাণীদের একটাকে আকারে অস্বাভাবিক রকম বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে বটে, তবে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে পাওয়া গেছে বাড়তি পশম ও তীব্র দুর্গন্ধ।

এখান থেকেই থাকলে ইয়েতির জন্ম–ভাবল রুক। বিফল পরীক্ষার ফল না দানব, বরঞ্চ সফল পরীক্ষার পুরস্কার। প্রথমে নিশ্চয়ই বানর-প্রজাতি ব্যবহার করেছিল আহনেনেরবে, নেকড়ে না। যদিও কাগজে শুধু 'সাবজেক্ট' শব্দটা আছে, তাই কিছুই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

তবে এই কাজটায় কিছুটা ইঙ্গিত আছে। হাতের লেখা পড়া যায় না বললেই চলে। হয়তো এডমন্ড কিসের বয়েস হয়ে যাওয়ায় হাতের ওপর নিয়ন্ত্রণ কমে গিয়েছিল, অন্য কোনো রোগেও আক্রান্ত হতে পারে। পরের কাগজটার দিকে মন দিল রুক, এটাই শেষ।

কাগজটা আগেরগুলোর চাইতে আলাদা। মনে হচ্ছে যেন কোনো ডায়েরি পড়ছে, আনুষ্ঠানিক রিপোর্ট না। লেখাও আছে জার্মানে, প্রথমদিককার রিপোর্টগুলোর মতো।

ওটা পড়তে গিয়ে, দম ফেলতেও যেন ভুলে গেল রুক!

অন্যরা, যাদের মাঝে আমার নিজের ছেলেও আছে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপটা নেবার সাহস জোগাতে পারেনি। বয়স্করা এমন এক ফুয়েরারের অপেক্ষায় আছে যে আর কখনো ফিরবে না। এদিকে কমবয়সীরা জানে না, বড় কোনো স্বার্থের জন্য কীভাবে ক্ষুদ্র স্বার্থকে বলী দিতে হয়। অথচ এমন এক সফলতা আমাদের হাতের মুঠোয় এসেছে, যার কল্পনাও কেউ কোনোদিন করেনি!

শারীরিকভাবে নেকড়েগুলো যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তাতে আমি খুশি। কিন্তু মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলে ওরা, তাই নিজেদের দেহ নিজেরাই খেয়ে ফেলার আগে ওদেরকে মেরে ফেলতে বাধ্য হয়েছি। অন্য বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল–আচরণটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আরো সাবজেক্টের ওপর পরীক্ষা দরকার। কিন্তু আমি তো জানি যে নেকড়ের পাল প্রকৃতিগত ভাবেই পাগল। আমাদের পরীক্ষার ফলে শারীরিক আকৃতির পাশাপাশি সেই পাগলামিটাই বেড়েছে। তাই অন্য প্রজাতি বেছে নিতে হবে আমাদের।

কিন্তু আমার প্রভাব আর আগের মতো নেই, বাকিরাও প্রস্তাবটার কথা কানে তুলল না। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা খোঁড়া কুকুরকে যেমন করে সহ্য করা হয়, আমার প্রতি ওদের আচরণও তেমনটাই। আসলে আমার তো এতদিনে মরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে

BanglaBook.org

পারি–আর্য গোষ্ঠীর মানুষদের সেবা করার জন্যই বেঁচে আছি আজো। দুনিয়াতে স্বর্গ নেমে আসবে আমার হাত ধরেই।

তাই অবশিষ্ট একমাত্র সাবজেক্টের ওপর পরীক্ষা চালালাম। সেই সাবজেক্ট আর কেউ নয়

...আমি নিজেই!

ফলাফল? মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। তিন মাস হয়ে গেলে পরিবর্তনের। এখন যে শক্তি আর স্ফূর্তি অনুভব করছি তা যৌবনেও ছিল না! দেহে দশজন যুবকের সমান শক্তি ধরি, তবে পাগলামি ও উন্মত্ততা ক্রমশই এগিয়ে আসছে আমার দিকে। তীব্র ইচ্ছাশক্তির বদৌলতে আটকে রেখেছি।

আমাকে এখন ভয় পায় সবাই, ব্যাপারটা ভালোই লাগে। তবে বুঝতে পারছি যে ইঁদুরের দলটা এক হয়ে কিছু একটা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আগেও হয়েছে এমন; আমিই এমন প্রথম বিজ্ঞানী নই যার মৃত্যু হয়েছে দুর্ঘটনায়!

চাইলে বাধা দিতে পারি ওদের, কিন্তু স্বগোত্রের আর্য-রক্ত ঝরাবার ইচ্ছে নেই একদম। ওরাই ভবিষ্যৎ। আমি জানি না আর কতদিন বাঁচব, তবে হ্যাঁ! এমন একটা দুর্ঘটনা সাজাবো যেন ওরা বিশ্বাস করে যে আমি মরে গেছি। তারপর হারিয়ে যাবো বনে।

স্বীকার করে নিচ্ছি–এত কথা লেখার পেছনে নিজস্ব গর্বের ভূমিকা আছে বৈকি। এই পাতাটা রেখে দেব পুরাতন ল্যাবে। ওটাকেও সাম্প্রতিকতার নামে পরিত্যাগ করা হয়েছে, অথচ যাই কিছু সাম্প্রতিক...তাই কিছু উত্তম নয়! হয়তো ভবিষ্যতে কেউ পড়বে আমার লেখা, বুঝতে পারবে আত্মোৎসর্গের মূল শক্তি কোথায় নিয়ে যেতে পারে মানুষকে।

বিদায়।

অবশেষে প্রথম থেকেই খুঁজে আসা বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর ধরা দিল রুকের হাতে। মনে হচ্ছিল যে এক জীবন খুঁজতে হয়েছে ওগুলো পেতে, অথচ এখানে এসেছে মাত্র তিন দিন হলো। কয়েক বছর আগে হলে বিশ্বাস করতে পারত না সদ্য পড়া কাগজের বক্তব্যকে। কিন্তু আজকাল কোনো কিছুই ওকে আর অবাক করে না। বরঞ্চ অনেক কিছুর লৌকিক ব্যাখ্যা তৃপ্ত বোধ করছে।

ইয়েতিটা আসলে এক পাগল নাৎসির পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল...

...যে পরীক্ষার সাবজেক্ট ছিল সে নিজেই!

BanglaBook.org

বারো

কিস কেন আজো রাগ পুষে রেখেছে–এই একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না রুক। এই কথাগুলো লেখার পর কিছু ঘটেছিল নাকি? জানে না সে, তবে তার সঙ্গে ওর বর্তমান লক্ষ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। কিসের আস্তানা খুঁজে পেয়েছে বলে তাকে হত্যা করা এখন শুধু সময়ের ব্যাপারে।

ঝোপের সঙ্গে লেগে থাকা ট্র্যাপডোরটা তুলল রুক, ঘড়িতে সময় দেখে নিল–এগারোটা পঁয়তাল্লিশ। তবে মাঝরাতের আগে শহরে ফিরতে পারল ও, সরাসরি আইরেক ফোসেনের বাড়িতে এল। কড়া নাড়ার শব্দ শুনে ফোসেন যখন দরজা খোলে, তখন শহর-নেতার হাতে ওয়াকিটকি।

'স্ট্যানিস্লাভ! তোমাকে পাচ্ছি না দেখে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

'আমি তোমার সামনে আছি, ফোসেন। দানবটাকে কীভাবে হত্যা করতে হবে, তাও বের করতে পেরেছি।'

চোখ পিটপিট করল ফোসেন, মনে হলো যেন বুঝতে পারছে না ওর কথা। এক পা পিছিয়ে এসে রুককে প্রবেশ করতে বলল বাড়িতে। 'খুলে বলো।'

ফোসেনের টেবিলে বসে, ট্র্যাপডোর আর ল্যাবটা আবিষ্কারের কথা জানাল রুক। কথা শেষে জিজ্ঞেস করল, 'ওটার কথা জানতে?'

মূর্তির মতো চেয়ারে বসে আছে ফোসেন। এমনকী ওর চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছে না। অবশেষে জবাব দিল প্রশ্নটার, 'পুরাতন ল্যাব তো? অনেক আগ থেকেই পরিত্যক্ত। আমি তো ট্র্যাপডোরের কথা একেবারেই ভুলে গেছিলাম। আমার বাবা, যিনি ওখানে কাজ করতেন, ছোটবেলায় গল্প শুনিয়েছিলেন। কিন্তু ওই সুড়ঙ্গে কখনো নিজে পা রাখিনি।'

'ওই এলাকাতেই যখন গত রাতে ইয়েতিটা উধাও হয়ে গেল, তখনো মনে পড়েনি?'

'না। ল্যাবটা আসলে শহরের আরো অনেক কাছে অবশিষ্ট। সুড়ঙ্গটা যে যথেষ্ট বড়, সেটা তো নিজেই আবিষ্কার করেছ।'

'হুম। তোমার বাবা চাকরি করতেন ওখানে? বেঁচে আছেন?'

'না, মারা গেছেন। আমার জন্মের সময়ই তার বয়েস হয়েছিল অনেক। পরে দুর্ঘটনায় মারা যান।'

'ওই ল্যাবটাকে বিপজ্জনক জায়গা বলে মনে হচ্ছে! সবকিছু মাটি চাপা দেয়া, কেন?'

BanglaBook.org

'স্মৃতি, স্ট্যানিস্লাভ। এমন এক অতীতের স্মৃতি যা আমরা মনে করতে চাই না। বলতে পারো যে সেই অতীতকে নিয়ে আমরা লজ্জিত! যখন দুর্ঘটনাটা ঘটে, তখন আমি স্কুলের গণ্ডিও পেরোইনি!'

'কিন্তু তারপরও বিজ্ঞানী হলে নিজে, তৈরি করলে নিজের ল্যাব। বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করার ইচ্ছে ছিল?'

ঘোঁত করে উঠল ফোসেন। 'একদম না। ল্যাবে অনেক সময় কাটাতাম ছোটবেলায়, হয়তো বিজ্ঞানী হবার আগ্রহটা সেখান থেকে এসেছে। কিন্তু গবেষণার বিষয়বস্তু একেবারে আলাদা।'

কিছু বলল না রুক, কথাটা যে অবিশ্বাস্য তা বোঝাতে গেল না। 'হুম। আরেকটা ব্যাপার আবিষ্কার করেছি–ল্যাব রিপোর্ট। যে খামে ছিল ওটা, সেটার ওপর নাৎসি চিহ্ন ছিল। এই স্মৃতিটাকেই ভুলতে চাচ্ছিলে?'

'আমাদের অনেক রহস্যের একটা খুঁজে পেয়েছ। বুঝতেই পারছ, কেন ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কথা বলি না।'

'তা ঠিক বলেছ। প্রতিবেদন পড়ে মনে হচ্ছিল, ল্যাবের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লাভ হচ্ছিল না। তবে শেষ রিপোর্টের কথা আলাদা। ওটা আসলে রিপোর্ট ছিল কম, ডায়েরির পাতা বেশি। ওটার লেখকের নাম এডমন্ড কিস।'

নামটা শোনা মাত্র জমে গেল ফোসেন, তবে জবাব দিল এক মুহূর্ত পরেই। 'এডমন্ড কিস, অনেক দিন পর নামটা শুনলাম।'

'অনেক রহস্যের আরেকটা?'

'সেরকমই কিছু ধরে নাও।'

'হুম, বুড়ো এডমন্ড অনেক কিছুই লিখেছে। সে নাকি নিজের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে বনে গেছে বিশালদেহী এক দানবে; সেই দানবের গায়ে আবার অসম্ভব শক্তি ও প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। বর্ণনা শুনে কারো কথা মনে পড়ল?'

'তা পড়ল, কিন্তু–'

রুট থামিয়ে দিল ওকে। 'কিন্তু এডমন্ড কিস মারা গেছে? উঁহু, ভান ধরেছে দুর্ঘটনায় মারা যাবার। পরবর্তী প্রজন্মকে তাদের মতো করে এগোবার সুযোগ করে দিতে।'

কথাটার অর্থ বুঝে আঁতকে উঠল ফোসেন। 'তারমানে, আমরা যে দানবটার সঙ্গে লড়ছি সেটাই আসলে এডমন্ড কিস?'

'সব প্রমাণ তো সেদিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ভালো কথা, তোমার ওপর অসন্তুষ্ট সে!'

'তা হবে হয়তো। আর কিছু পাওনি?'

'আমাদের সমস্যার সমাধান পেলাম, তাতে চলবে না? তিনটা বিকলাঙ্গ, করুণার যোগ্য নেকড়ে পেয়েছি যাদের ওপর জেনেটিক এক্সপেরিমেন্ট চালানো হচ্ছিল!'

BanglaBook.org

ফোসেনের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল সে। বলল, 'আমার ল্যাব থেকে কয়েক মাস আগে পালানো নেকড়েগুলো হবে। কিস ওগুলোকে অপহরণ করেছে বোধহয়!'

রুক জানে গল্পটা এত সহজ নয়। তবে শুধু শুধু চাপ দিল না আপাতত। ওই দানবটাকে হত্যা করে নাহয় পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভাবা যাবে। যদি এই শহররূপী পাগলাগারদে থাকে তো! সারাদিনের দৌড়ঝাঁপ আর আবিষ্কার ওর মাঝে আবার সৈনিকের সত্তাটাকে জাগিয়ে তুলেছে। কিসকে হত্যার পর আরো ভালো লাগবে, তা জানে। কিন্তু চেস টিমে ফিরে যাবার মতো ভালো লাগবে কি?

প্রশ্নটার উত্তর নাহয় আগামীকাল খোঁজা যাবে।

'তারমানে তুমিও প্রাণীদের আকৃতি বাড়ানো নিয়ে গবেষণা করছিলে? ব্যাপারটা বিপজ্জনক না?'

'দেখো, স্ট্যানিস্লাভ, তোমাকে আমার এমন মানুষ মনে হয়নি যে অগ্রগতিকে ভয় পায়। কখনো কখনো বড় স্বার্থ অর্জনের নিমিত্তে ছোট ছোট বলিদান করতেই হয়!

জবাবে যা মনে এসেছিল, তা মুখে আসতে দিল না রুক। *বলিদানের ব্যাপারে তুমি কী জানো? এডমন্ড কিস নিজেকে দানবে পরিণত করেছে গবেষণার খাতিরে, সেটাকে বলিদান বলা যায়। আর তুমি? তুমি খোদার ভড়ং ধরেছ, খেলছ এমন এক খেলা যাতে তোমার হারাবার কিছু নেই!*

ওর চুপ করে থাকাটা খেয়াল করেনি ফোসেন। 'আমরা তাহলে আজ ওকে হত্যা করছি, তাই তো?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল রুক। 'অবশ্যই। নিশ্চয়তা নেই, তবে সম্ভবত সে ফিরে যাবে ওই খাদের কাছে। ওখানে লুকোবার মতো আছে শুধু ওই গাছটা। তাই আমিও ওখান থেকেই শুরু করব। অটোমেটিক রাইফেলের একদম নাগালে থাকবে সে, আশা করি আহত করতে পারব। তারপর কাছে গিয়ে শেষ করব কাজটা।'

'আমিও তোমার সঙ্গে আসছি!'

'অসম্ভব, ফোসেন। ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের আগেও আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া অন্য রাইফেলটা আমরা হারিয়ে ফেলেছি, ভুলে গেছ?'

'আমরা না, তুমি হারিয়েছ। যাই হোক, আমার আরেকটা আছে। কথা কিন্তু সেটা না। তোমাকে আমার দরকার ছিল গতকাল। কিন্তু আজ আমি চাইলেই ওই গাছে উঠে অপেক্ষা করতে পারি, নিজ হাতে সমস্যার মূলোৎপাটন করতে বাধা নেই কোনো! তাই কথা হলো—তুমি কি আমার সঙ্গে আসছ?'

গুঙিয়ে উঠল রুক, তবে জানে যে ফোসেন ভুল বলেনি। একসঙ্গে ওরা দুইজন গাছে উঠলে, প্রয়োজনের সময় সুবিধাই হবে। কিন্তু ফোসেন একা

BanglaBook.org

কাজটা সারতে পারবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া এই ব্যাপারটায় এরই মাঝে অনেক ঘাম ঢেলেছে রুক, তাই এখন ফেলেও দিতে পারছে না। 'ঠিক আছে, চলো। তবে সামনে পোড়ো না।'

'সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। আমাদের জুটি বনে ভালো।'

'যা ইচ্ছে বলো। কিন্তু পালাবার দরকার পড়লে আমি তোমাকে বাঁচাবার জন্য থামব না কিন্তু।'

প্রথম দিনের মতোই শীতল আর একরোখা দৃষ্টি দেখা দিল ফোসেনের চোখে। 'তোমার জায়গায় আমি হলেও...সেটাই করব!'

নেকড়ের পালটা রাত দুটোর দিকে এসে পৌঁছল রুকদের উদ্দিষ্ট স্থানে। এডমন্ড কিস এল খানিক পরেই। এবার অবশ্য থামল না পালটা, দৌড়ুতে লাগল। কিন্তু কিসের পায়ে আগের মতো গতি নেই, জগিং করার গতিতে এগোচ্ছে সে। গাছের ওপর থেকে দেখতে পেল রুক–থেমে থেমে যাচ্ছে বিশালাকার অঙ্গগুলো। ইয়েতি নামে এই কয়দিন যাকে ডেকেছে, তার আসল পরিচয় জানার পর পাল্টে গেছে অনেক কিছুই। বেচারার জন্য দুঃখ বোধ করছে রুক।

অটোমেটিক রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল সে। দুঃখ বোধ করুক বা না করুক, এডমন্ড কিসকে রুখতে হবেই। থরসেনের স্ত্রী, গ্রেটার মতো এক বৃদ্ধা খুন করার পেছনে কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। তা সেই মহিলা আগে যত অপরাধই করুক না কেন।

গাছের দিকে একবার তাকাল কিস। এক মুহূর্তের জন্য রুকের মনে হলো, একদম খোলা জায়গায় বসে আছে সে। পাশে থাকা ফোসেন নড়ে উঠতেই ইচ্ছে হলো, থাপ্পড় মেরে লোকটাকে স্থির হতে বলে। যে পরিমাণ গোলা-বারুদ আছে তাতে কিসকে দূরে রাখা যাবে বটে। কিন্তু পরিস্থিতি যেকোনো মুহূর্তে বিপক্ষে যেতে পারে।

লম্বা একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে কিসকে ঢালের দিকে যেতে দেখল রুক। প্রকাণ্ড দেহটা চোখের আড়াল হতেই লাফিয়ে নামল গাছ থেকে। ছুটতে ছুটতে টের পেল, ফোসেন ওর পিছু পিছু আসছে। তবে এই মুহূর্তে লক্ষ্য বাদে অন্য কোনো দিকে মন দেয়ার বিলাসিতার সময়-সুযোগ নেই ওর হাতে।

ঢালের একদম ওপরে এসে থামল ও, এআর-১৫টা তুলে উঁকি দিল নিচে। হেডল্যাম্পের আলোয় ট্র্যাপডোরের দিকে হাত বাড়াতে দেখা গেল কিসকে। এক ডজন গুলি ছুঁড়ল রুক, কয়েকটা যে বিশালদেহটায় আশ্রয় পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এরইমাঝে দড়ি ধরে নিচে নামতে শুরু করেছে কিস, বন্ধ করে দিয়েছে ট্র্যাপডোর।

ফোসেন এসে দাঁড়াল ওর পেছনে। 'স্ট্যানিস্লাভ, কাজ শেষ?'

BanglaBook.org

মাথা নাড়ল রুক। 'নাহ, বেঁচে যে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওর পিছু নিতে হবে আমাদেরকে।'

দ্রুত পায়ে ঝোপের দিকে এগোল উভয়ে। গোপন দরজা খুলে ফেলল রুক, ফোসেনো অস্ত্রের নল তাক করল গর্তের দিকে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল বটে, কিন্তু কোনো আওয়াজ শুনতে পেল না।

রাইফেলটাকে কাঁধে ঝোলাল রুক, বের করে আনল ডেজার্ট ইগল। পরক্ষণেই মই দিয়ে নামতে শুরু করল। নিচে পৌঁছে শিশ দিয়ে ফোসেনকে নামার ইঙ্গিত দিল।

'আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে এখানে এই সুড়ঙ্গটা আছে।'

'হুম, তবে এডমন্ড কিস জানত। আমার পেছনে থাকো।'

এগোতে শুরু করল ওরা। আগেও এসেছে বলে চলার গতি বেড়ে গেছে রুকের। অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে শুনতে পেল–ল্যাবের দরজাটা শব্দ করে খুলল আর বন্ধ করল কিস। গতি বাড়িয়ে দিল যুবক, অচিরেই পৌঁছে গেল দরজার সামনে। ফোসেনের দিকে ফিরে বলল, 'এই জায়গার নাম র‍্যাগনোরক কেন?'

দরজার ওপরে লেখা নামটার দিকে তাকাল ফোসেন, চেহারা অনুভূতিহীন। 'কোনো ধারণা নেই!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রুক। *এই মানুষগুলোর কাছ থেকে সত্য জবাব পাওয়া একেবারেই অসম্ভব! এর চাইতে নিয়ানডারথালের দাঁত তোলা সহজ!* হাতের কাজে মন দিল তাই, 'পরিকল্পনা বলছি। তুমি দরজা খুলবে, আমি গুলি ছুঁড়ব। তুমি আমার ঠিক পেছনে থাকবে।'

'দরজার পেছনে কী আছে?'

'দুটো মূল ল্যাবের একটা। মনে নেই?'

'হুম, মনে আছে। কিন্তু সে অনেক আগের কথা। কিন্তু তুমি দেখেছ আজকেই, তাই আমার চাইতে ভালোমতো চেনো।'

'ঠিক আছে, তুমি প্রস্তুত?'

দরজা খুলে ধরল ফোসেন, ঠিক যেভাবে সেদিনই রুক খুলেছিল। গুলি ছুঁড়তে শুরু করল রুক, লাফিয়ে ঢুকল কামরায়। ফোসেন রইল ঠিক পেছনে। কামরাটার এপাশ থেকে ওপাশ ফুটো করে ফেলল স্ট্যান, ক্যাবিনেট আর ল্যাবের যন্ত্রপাতি একটাও অক্ষত রইল না। কিসের হদীস নেই কোন, তাই মূল ল্যাবের দিকে পা বাড়াল।

আচমকা মাথার ওপর থেকে ভেসে এল গর্জন, নিজেকে নিজেই গাল বকল রুক। এই ব্যাপারটা তো কল্পনাও করেনি। ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথা তুলল, তবে জানে কী দেখতে পাবে। ছাদের সঙ্গে আটকে আছে কিস, সরাসরি ফোসেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

মেঝের সঙ্গে ফোসেনের মাথার বাড়ি খাওয়ার আওয়াজ বুঝিয়ে দিল রুককে–শহর-নেতার অবস্থা ভালো না। আরেকবার গুলির বন্য বইয়ে দিল সে দানবটার পা লক্ষ্য করে। ঝট করে ফোসেনের কাছ থেকে সরে গেল কিস। নখরঅলা একটা থাবা ছুটে এল রুকের দিকে, অস্ত্র হাতে নিয়ে পুরোপুরি সরে যেতে পারল না।

প্রচণ্ড ব্যথার উত্তাল এক স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল ওকে, বাঁ কাঁধ থেকে শুরু হয়ে ওটা ছুটে চলল মগজের দিকে। চোখ শক্ত করে বন্ধ করে ফেলল যুবক, নইলে বমি হয়ে যেতে পারে। যখন আবার খুলল তখন দেখতে পেল–কিস দরজা গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। হাতের ওপর ভর দিয়ে এগোচ্ছে সে, পা দুটো লগব্যাগ করে ঝুলছে কোমর থেকে।

চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এলেও, মেঝেতে পড়ে থাকা ফোসেনকে দেখতে কষ্ট হলো না ওর। আপাতত লোকটাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় নেই; চিরতরে শেষ করে দিতে হবে কিসকে। একবার মনে হলো, কাঁধের হাড় বুঝি সরে গেছে; কিন্তু খানিকটা নড়ালেও জ্ঞান হারালো না দেখে বুঝল যে বেঁচে গেছে এ যাত্রা। প্রচণ্ড ব্যথা করছে, দাগও পড়বে। তবে ব্যাকআপ হিসেবে ধরতে পারছে ডেজার্ট ইগলটাকে। তাতে অবশ্য খুব বেশি কিছু যায় আসে না। যদি অটোমেটিক রাইফেলে কাজ না হয়, তাহলে পিস্তলে কি আর হবে?

দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল, কিন্তু কিসের দেখা নেই। হয়তো অন্য কোনো কামরা বা বায়োহ্যাজার্ড রুমে লুকিয়ে আছে; যদিও রুকের তা মনে হয় না। ওই মানব...কিংবা দানবকে কোথায় পাওয়া যাবে সেটাও ধরতে পারছে–যে কামরায় সে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, অর্থাৎ শোবার তথা খাবার কামরা।

রক্তের একটা রেখা ওর ধারণাকে সঠিক প্রমাণ করল। কামরাটার দরজা খোলা, সাবধানতার সঙ্গে এগিয়ে গেল রুক।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েই দেখতে পেল কিসকে, কাউচ আর কম্বলের ওপর শুয়ে আছে। ভারী, ভেজা নিঃশ্বাসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। কপালকে ধন্যবাদ দিল রুক, একটা গুলি অন্তত দানবটার বুকের পশম, হাড় মাংস ভেদ করে ফুসফুসে বিঁধেছে। মাথা ঘুরিয়ে রুকের চোখে চোখ রাখল কিস, তবে ওঠার চেষ্টা করল না।

চোখগুলোকে এখন আর দানবীয় মনে হচ্ছে না। বরঞ্চ মনে হচ্ছে যেন দুঃখে ক্লান্ত কোনো মানুষের চোখ দেখছে রুক, যদিও চোখটা হলদে। এআর-১৫ রাইফেলটা তুলল একবার সে, পরক্ষণেই নামিয়ে রাখল। ডান কাঁধের নড়া-চড়ার কারণে ব্যথা করে উঠছে বাঁ দিকটাও। বলল ও, 'এডমন্ড কিস না?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল কিস।

BanglaBook.org

'এখনো কথা বলতে পারো?'

এবার দুই পাশে মাথা নাড়ল কিস, ঘড়ঘড়ে শব্দে 'না' বলল সম্ভবত। তবে সেটা রুকের কল্পনাও হতে পারে।

'কথা বলো তাহলে আমিই বলছি। তোমার জন্য অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে আমাকে। ফিরেছ কেন?'

আবার মাথা নাড়ল কিস, কী বোঝাতে চাইল কে জানে?

কারণটা তুমিই আমাকে বলো? নাকি তুমি জানো না? বলো কী!

অস্বস্তিবোধ করছে রুক। শত্রুর পরিচয় জানতে অধিকাংশ সময় অ্যান্টি-টেরোরিস্ট সংস্থাগুলোর বেগ পেতে হয়। তবে চেস টিমের সাধারণত সেই সমস্যা হয় না। কিন্তু এখন...

অস্ত্র নামিয়ে ফেলল রুক। আরো বড় হয়ে গেল কিসের চোখ, কষ্টে-সৃষ্টে উঠে বসল সে। প্রথমে নিজের মাথা, তারপর রুকের দিকে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করল। হতবাক হয়ে গেল রুক।

আয় হায়। লোকটা চায়–আমি ওকে গুলি করে মারি! কী করব এখন?

রুকের দ্বিধা টের পেয়েছে কিস, গর্জে উঠে কাউচ থেকে ওর দিকে ঝাঁপ দিল সে। পা দুটো অকেজো হয়ে গেছে, কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিতে দেহটা পৌঁছে গেল রুকের অবস্থানে। একেবারে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো অস্ত্র তুলে ট্রিগার চেপে ধরল রুক, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে দুই ডজন গুলি সেঁধিয়ে দিল কিসের চেহারায়।

অতিকায় দেহটা আছড়ে পড়ল মেঝেতে, পিঠের ওপর ভর দিয়ে স্থির হলো এক মুহূর্ত পর। একটা হাত ওঠাল ওপরে, মুঠোয় ধরে আছে কিছু একটা। পরক্ষণে হাতটাও আছড়ে পড়ল মেঝেতে। অনড় সেই দেহ কয়েক ফুট দূরে থাকলেও, ওদিকে অস্ত্র তাক করে রইল রুক।

এক মিনিট পরেও যখন নড়া-চড়া দেখতে পেল না, তখন এগিয়ে গেল সে। শ্বাস নেবার আওয়াজও শুনতে পাচ্ছে না, তবে নিশ্চিত হতে বাধা নেই কোনো। লাশটার বগলের কাছে, বক্ষপিঞ্জরে খোঁচা দিল রাইফেলের নল দিয়ে; তাতেও কোনো প্রতিক্রিয়া নেই দেখে আরেকটু এগোবার সিদ্ধান্ত নিল। জার্মান লোকটার বুকে হাত রাখল সাহস করে; নাহ, হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি নেই।

এডমন্ড কিস মারা গেছে!

দাঁড়াল রুক, আচমকা মনে পড়ে গেল দানবটার হাতের মুঠোয় কিছু একটা দেখতে পাবার কথা। এগিয়ে গিয়ে ওটাকে বের করে আনল সে–একটা ম্যানিলা খাম। অবস্থা ওটার খুব একটা ভালো না।

পেছন থেকে ভেসে আসছে নড়া-চড়ার শব্দ। ঝট করে ঘুরল যুবক, রাইফেলের নল তাক করেছে। ফোসেন দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়, হাঁপাচ্ছে বলা চলে। এক ঝটকায় রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে ফেলল রুক, খামটাকে

BanglaBook.org

ঢোকাল শার্টের নিচে। তারপর ফোসেনের দিকে এগিয়ে জানতে চাইল, 'ঠিক আছো, ফোসেন?'

দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল লোকটা। 'মাথা ঘোরাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন এক হাজার ট্রেন একসঙ্গে চলছে আমার মগজের ভেতর দিয়ে। তবে আশা করি মরব না!'

'কপাল ভালো তোমার, তা জানো?'

'আরো একবার আমার জীবন বাচালে। তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমাদের দানবকেও হত্যা করতে সক্ষম হয়েছ দেখি।'

এডমন্ড কিসের মরদেহের দিকে চেয়ে রইল ফোসেন, রুকের মনে হলো যেন লোকটার মাঝে অনুভূতির দেখা পাচ্ছে! লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে মাথা নাড়ল শহর-নেতা।

'স্ট্যানিস্লাভ, কিছু মনে না করলে, আমাকে দাঁড়াতে সাহায্য করবে?'

'অবশ্যই করব।' বলে লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রুক। 'শহরে ডাক্তার আছে তো?'

রুকের ওপর ভর চাপাল ফোসেন, নিজে থেকে দাঁড়াতে পারছে না। 'আছে, ওর কাছে যাওয়া লাগবে মনে হচ্ছে।'

'আমার বাঁ কাঁধেরও পরিচর্যা দরকার। বেরোতে হবে জলদি।'

চলে যাবার আগে আরেকবার পিছু ফিরে চাইল ফোসেন, মাথা নাড়ল একবার। বরফের মতো জমাট বাঁধা চেহারাটাকে যেন আবার দেখতে পেল রুক। এক মুহূর্ত পর ঘুরে দাঁড়াল ফোসেন, ফিরতি পথ ধরল ওরা। রুক সঙ্গীর পুরো দেহের ওজন চাপাল নিজের ডান কাঁধে, যতটা সম্ভব আরাম দিতে চাইছে আহত বাঁ কাঁধকে।

তবে একবারের জন্যও পিছু ফিরে চাইল না সে।

শহরে যখন পৌঁছেছে, তখন রুকের কাঁধের ছেড়ে-দে-মা-কেঁদে-বাঁচি অবস্থা। ফোসেন অবশ্য নিজেকে অনেকটাই সামলে নিয়েছে। লম্বা একটা পথ হেঁটে এসেছে কোনো সাহায্য ছাড়াই। প্রথম বাড়িটার পাস দিয়ে যাবার সময়ই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল অনেকে। লক্ষ্য যে হাসিল হয়েছে, তা ওদের জানার কথা না। তবে হ্যাঁ, শহরের মূল সড়ক ধরে হেঁটে যেতে থাকা দুটো বিপর্যস্ত দেহ অনেক কিছুই বুঝিয়ে দেয়। তারপরও, ভোর চারটার সময় মানুষ এত আগ্রহ দেখাবে তা ভাবেনি।

উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত পুরো রাস্তা। মাথা নেড়ে আর হাসি উপহার দিয়ে ওদেরকে স্বাগত জানানো হচ্ছে প্রত্যেকটা বাড়ি থেকে। কয়েকজন তো এগিয়ে এসে ওদের সঙ্গে করমর্দন পর্যন্ত করল! অ্যানি জড়িয়ে ধরল ফোসেনকে, তারপর হাত বাড়িয়ে দিল রুকের দিকে। হেসে করমর্দন করল যুবক।

BanglaBook.org

অচিরেই পিডারের গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল ওরা, থমকে দাঁড়াল রুক।

'ফোসেন, এখান থেকেই বিদায় নেই। কয়েকদিন ঘুমানো দরকার, তবে পিডারের বার্নে ঘণ্টা খানেক চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকতে পারলেও চলবে আপাতত।'

ঠোঁট ফোলাল ফোসেন। 'আমার বাড়িতেও তোমার জন্য একটা বিছানা ফাঁকা আছে। তবে মনে হচ্ছে বার্নেই বেশি আরাম পাবে, তাই না?'

'আমারো তাই মনে হয়। ঘোড়ার মলের গন্ধ ছাড়া আমার আবার ঘুম আসে না!'

'বিশ্বাস করলাম তোমার কথা। দুপুরের আগে আগে পিডারের বাড়িতে ডাক্তারকে পাঠাব।'

'ধন্যবাদ, ফোসেন।'

'উহু...ধন্যবাদ তো তোমাকে দেব, স্ট্যানিস্লাভ। আমাকে আইরেক বলে ডেকো।'

বরফ-শীতল, অনুভূতিশূন্য চোখজোড়ার দিকে তাকাল রুক। হয়তো ক্লান্ত হয়েছে বলেই কিছু খুঁজে পেল না সেই দৃশ্যটা। আজ রাতে যথেষ্ট করেছে ফোসেন, বরঞ্চ রুকের অসতর্কতার কারণেই ওকে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়েছিল এডমন্ড। আইরেক ফোসেন নামের লোকটাকে এখনো বিশ্বাস করে না বটে রুক, কিন্তু শ্রদ্ধা...খানিকটা হলেও জন্ম নিয়েছে ওর মনে।

'ঠিক আছে, আইরেক। আপাতত বিদায়, এবং শুভরাত্রি!'

গাড়িতে বসে দরজা লাগিয়ে দিল রুক। কাঁধটা নড়ে উঠতেই গুঙিয়ে উঠল একবার। আজ রাতে এই প্রথম ব্যথাকে স্বীকৃতি দিল ও, তারপর মন দিল গাড়ি চালানোয়।

শহর থেকে বেরিয়ে আরো কয়েক মিনিট গাড়ি চালাবার পর খামটার কথা মনে পড়ল ওর। ক্লান্ত খুব, চোখজোড়া বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু পিডারের বাড়িতে পৌঁছা পর্যন্ত ধৈর্য ধরা আর সম্ভব হচ্ছে না। রাস্তার মাঝখানে গাড়ি থামিয়ে ইমারজেন্সি ব্রেকটা চালু করে দিল সে। তারপর খুলল খাম।

খামের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আট বাই দশ ইঞ্চি সাইজের একটা সাদা-কালো ছবি। দুটো অবয়ব দেখা যাচ্ছে ওতে, নিচে গিজিবিজি করে লেখা: 'ফাদার'স ডে'। নিশ্চিত না রুক, তবে লেখাটার সঙ্গে ল্যাবে পাওয়া প্রতিবেদনগুলোর নিচের সইয়ের অনেক মিল আছে বলে মনে হলো।

ছবির বাবাটা বৃদ্ধ, চুপ ধূসর হতে ধরেছে। তার নিচে সুন্দর করে এডমন্ড লেখা।

ছেলের বয়েস বারো হবে। একটা নাম লেখা আছে তার নিচেও...

...আইরেক।

BanglaBook.org

শেষ কথা

পিডার বাড়ি আর শহরের মাঝামাঝিতে একটা ক্লিফের উবু হয়ে বসে আছে রুক। সামনে ওর শুয়ে আছে রাস্তা, নিচে আরেকটা ক্লিফ আর সাগর। ফেনরিস কিস্টবি ডানদিকে, এক মাইল দূরে হবে। কুয়াশার চাদর উঠে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে একটু একটু করে হচ্ছে দৃশ্যমান। ভোরের সূর্যের প্রথম রশ্মির মোলাকাত শুরু হয়েছে ঢেউয়ের সঙ্গে, দৃশ্যটা শান্ত করে তুলছে রুকের মন।

তবে নিশ্চিতভাবেই জানে, শান্তির এই প্রতিমূর্তি যেকোনো মুহূর্তে ভেঙে খানখান হয়ে যাব। বিগত কয়েকদিনে বুঝে ফেলেছে, শহরের ঠান্ডা আবহের আড়াল টগবগ করে ফুটছে লাভা। এখন প্রশ্ন হলো–দলের কাছে ফিরে যাবে, নাকি থাকবে আরো কিছুক্ষণ। মার খেয়ে অবস্থা খারাপ তার, শহর ছেড়ে যাবার মতো অবস্থা নেই। তবে পিডার ওকে গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারবে বলে জানিয়েছে। প্রস্তাবটা যথাসম্ভব নিরীহ কণ্ঠে দিয়েছে বটে বৃদ্ধ, তবে তাতে লুকিয়ে ছিল সাবধানবাণী–সময় থাকতে ভাগো!

পিডার ওকে ভাগাতে চায়, কেননা বেচারা রুকের জান যাবার ভয়ে আছে। এমনকী পাগল বৈজ্ঞানিক ওরফে ইয়েতিটাকে খুন করার পরও সেই ভয় যায়নি। অবশ্য আরেকভাবে দেখা যায় ব্যাপারটাকে। ফেনরিস কিস্টবি শহরের রহস্যটা এতটাই ভয়ানক যে তার সামনে ইয়েতির হুমকিও কিছু না। তার চাইতে বড় সমস্যা, শহর-নেতা একটা আস্ত মেগালোম্যানিয়াক।

ফোসেন। ওই ব্যাটাই করছে কিছু একটা। কিন্তু কী? কী চাই ওর? রুক শুধু এতটুকু জানে, লোকটা একা কাজ করছে না।

একজন না, দুজন মানুষ ওকে খুন করার চেষ্টা চালিয়েছে। ফোসেনের ছেলে যে কাজটা করেছে বাপের নির্দেশ পেয়ে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সম্ভবত প্রথমবার রুকের সঙ্গে দেখা হবার পরেই নির্দেশটা দেয় ফোসেন, কিন্তু মানা করার আর সুযোগ পায়নি। এই শহরে মগজের অভাব নেই, বুঝতে পারছে রুক। অভাব আছে তো মাংসপেশির।

যেহেতু কর্মচারীরা মারা গেছে দানবটার হাতে, তাই ওটাকেই ছেলের খুনি হিসেবে ধরে নেবার কথা ফোসেনের। হয়তো এখন সেই ধারণাটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে লোকটা। কারণ জানতে পেরেছে ওই দানবের আসল পরিচয়। সমস্যা নেই অবশ্য, খুনের সব চিহ্ন এখন ধুম্রো হয়ে মিলিয়ে গেছে বাতাসে আর সমুদ্রে।

BanglaBook.org

এরপর ওর ওপর দ্বিতীয় বার হামলা হলো, পিডারের গাড়ি চালাচ্ছিল তখন। কাজটা কার? হয়তো ফোসেন এই হত্যাচেষ্টারও পেছনে আছে। সে চায়নি রুক ঢোকঢোক করে বেড়াক। হয়তো ওকে খুন করার ইচ্ছাই ছিল না ফোসেনের, চেয়েছে ভয় দেখিয়ে দূরে রাখতে। আবার এমনো হতে পারে যে ফোসেন এসবের পেছনেই নেই! শহরের অন্য কেউ গুলি করেছে ওকে, ফোসেনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বলে।

আসল কথা হলো–এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টার ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই রুকের। তাই এখানে থাকার ইচ্ছাটাই আরো জোরদার হচ্ছে। অন্তত ওকে যারা মৃত দেখতে চায়, তাদের মাথা না ফাটিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

আরেকটা ব্যাপার–আইরেক ফোসেন আর এডমন্ড কিসের ব্যাপারে আরো কিছু প্রশ্নের উত্তর না জেনে রুক শহর ছাড়তে পারবে না। হাতে যে কাগজটা ধরে রেখেছে, সেটা ওকে অনুসন্ধান করতে আগ্রহী করে তুলছে আরো!

আদালতে দাখিল করলে কাগজটাকে বলা হবে–শেষ স্বীকারোক্তি। কাগজটা ও পেয়েছে কিসের ধরে রাখা খামের ভেতরে। জার্মান ভাষায় কিছু লাইন লেখা আছে ওতে। হাতের লেখার সঙ্গে প্রতিবেদনের সই মিলে যায়। তবে এটায় পড়ার প্রায় অযোগ্য লেখাগুলো।

ইশ হাব ইন গেজেহেন, দাইনেন ভলফ। দু মুস্ট আউফহোরেন। এস ইস্ট সু গেফেয়ারলিশ সু শ্রেকলিশ। ইশ কাম সুরুক উম ডিশ আউফসুহালটেন আবা ইশ বিন সু স্পেট। দু মুস্ট ডি...রসিগেলন–

অনুবাদটা মনে মনে আউরালো রুক।

আমি দেখেছি, তোমার ডায়ার উলফকে। থামো, সামনে অনেক বেশি বিপদ। অনেক ভয়ানক পথে যাচ্ছ। তোমাকে থামাবার জন্য ফিরে এসেছি। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। সিলগালা করে দাও...নইলে–

ডায়ার উলফ? লোকটা কি ওই বিশালদেহী কালো নেকড়েটার কথা বোঝাচ্ছে?

মাথা নাড়ল রুক। নাহ, তা কী করে হয়? ওদেরকে রক্ষা করত এডমন্ড। আর কোন জিনিসটা সিল করবে?

বৃদ্ধের কাগের ঠ্যাঙ-বগের ঠ্যাঙ টাইপের লেখা পড়া এমনিতেই কষ্টকর। কিন্তু ওই একটা শব্দ কোনোভাবেই বোঝা যাচ্ছে না। ইস, যদি নোটটা লেখা শেষ করত লোকটা; ছেলের হাতে ওটা তুলে দেয়ার ইচ্ছে ছিল এডমন্ডের, লিখেছিল তার গবেষণার ব্যাপারে। রুক মোটামুটি নিশ্চিত যে নাৎসি ইয়েতিরা যাকে ভয়ঙ্কর বলে, তা একেবারে প্রাণ উড়িয়ে দেয়ার মতও!

উঠে দাঁড়িয়ে বুকের ওপর হাত বাঁধল রুক। শীতল একটা বাতাস বইছে চারপাশে। এক মুহূর্তের জন্য ওর কানে গর্জন পৌঁছে দিল সেই বাতাস।

BanglaBook.org

রুকের মনে হলো যেন শিরদাঁড়া বয়ে শীতল স্রোত নামছে। অনুভূতিটা এতটাই প্রখর যে হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে প্রায়।

বাতাসের হুঙ্কার না ওটা, ভাবল ও। গর্জনটা এসেছে আরো দূর থেকে। অথচ এতদূরেও বয়ে এনেছে তাতে মিশে থাকা ক্ষমতা আর ভয়। দ্রুত সম্ভাবনাগুলো একে একে বাদ দিল ও।

ইয়েতিটা হতে পারে না।

নেকড়ের পালও না।

আমি দেখেছি, তোমার ডায়ার উলফকে।

ফোসেনের গবেষণা!

পেছন থেকে ভেসে আসা পদশব্দ রুকের মনোযোগ কেড়ে নিল। বাতাসে ভাসছে ধোঁয়ার গন্ধ।

'পিডার,' বলল সে।

'সিদ্ধান্ত নিতে পারলে, স্ট্যানিস্লাভ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রুক। সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঠিক, তবে সেটা নিজেরই পছন্দ হচ্ছে না। লম্বা সময় হলো ওর গা-ঢাকা দেবার, চেস টিম চিন্তায় পড়ে যাবে। বিশেষ করে কুইন...মেয়েটার কথা মনে পড়তেই সিদ্ধান্ত পাল্টাবার ইচ্ছে হলো। কিন্তু তা করা যাবে না। চেস টিমের যেকোনো সদস্য ওর জায়গায় থাকলে অবশ্যই এর শেষ দেখে আসত। ফেনরিস কিস্টবিতে ভয়ানক কিছু একটা ঘটছে, যা নিঃসন্দেহে বাইরের দুনিয়াতেও প্রভাব রাখবে। *থামাতে হবে সেই অশুভকে,* ভাবল রুক। *সেটাই যে আমাদের কাজ!*

পিডারের দিকে ফিরতেই বৃদ্ধের কোঁচকানো ভ্রু নজরে পড়ল ওর। যুবকের সিদ্ধান্ত কী হবে, তা পিডার ধরে ফেলেছে। কিছু না বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একবার, তারপর ঘুরে ধরল বাড়ির পথ।

'যাচ্ছ কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রুক।

ঘাড় না ঘুরিয়েই জবাব দিল পিডার। 'শটগানটা রিলোড করতে!'

- সমাপ্ত -

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org